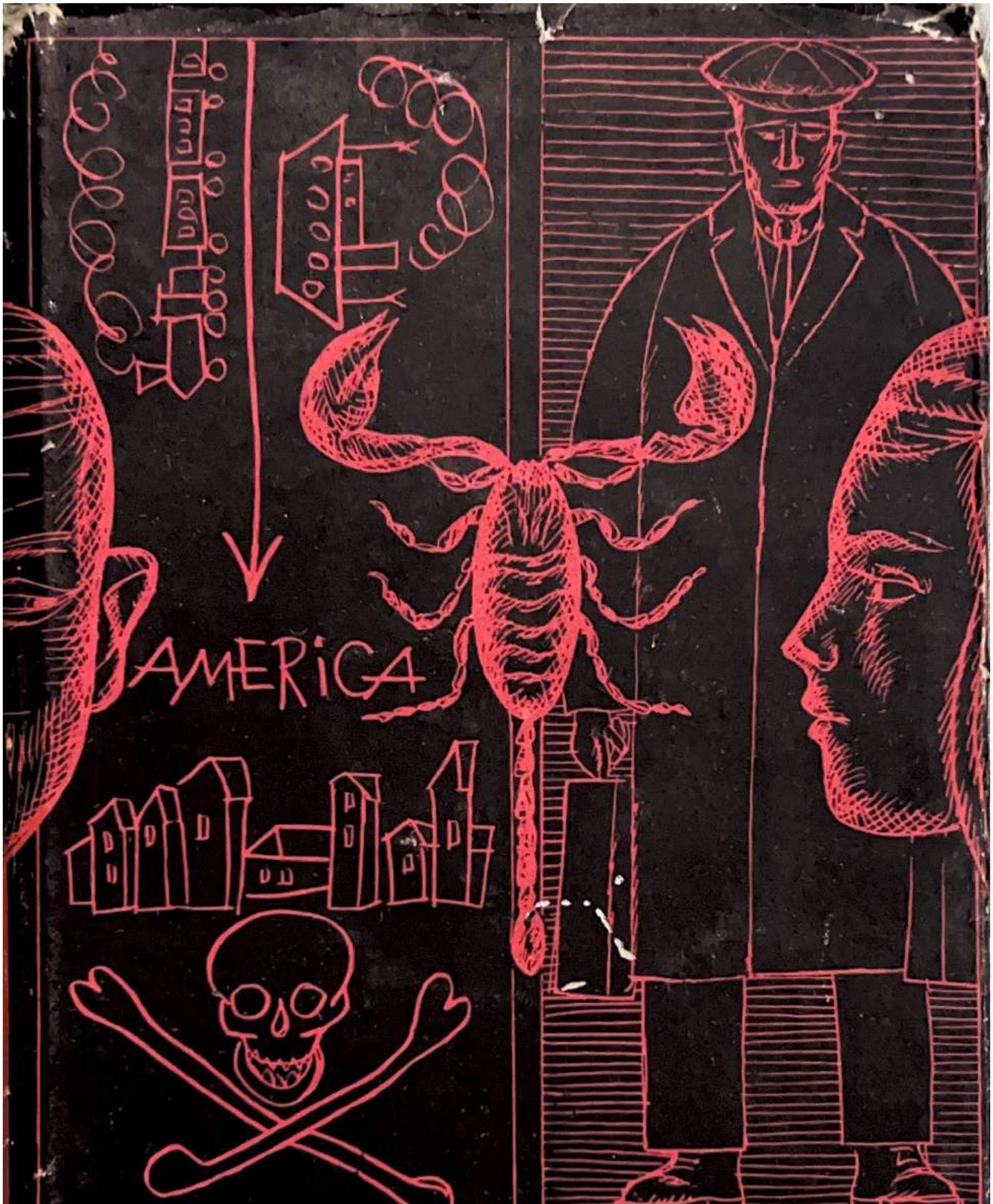

ব্রুনো ইয়াসেনস্কি

গোত্রান্তর

ব্রুনো
ইয়াসেনস্কি

রূপান্তর

উপন্যাস

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

Бруно Ясенский
ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ
Роман

На языке бенгали

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ল. লাম

Я $\frac{70302 - 567}{014(01) - 75}$ 707 – 75

সূচি

প্রকাশকের কথা ৯
মিঃ ক্লার্কের মস্কো আবিষ্কার ১৩
অপ্রাকৃত দর্জিখানা ২১
দ্বিতীয় পাঁচসালার লোক ২৪
ইউরোপের কাছে বিদায় ২৮
ফকির ৩২
নামকরা অচেনা ৩৭
চড়ায় ৪৩
নদীর খাত বদল ৪৭
ইঞ্জিনিয়র হর্টনের প্রেত ৫২
অমায়িক হুঁশিয়ারি ৫৯
আমেরিকানের বক্তৃতা ৬১
খাড়া পাড়ের ইউর্তা ৭৪
অন্য জাতের লোক ৭৮
জমি চুরি ৮৪
অনিচ্ছায় গোয়েন্দা ৯৫
নিউ-ইয়র্কে মরাই ভালো ১০২
প্রকাশ্যে খেলা ১১২
পয়লা মে-র চমক ১২২
ফ্যালাঙ্গ শিকারী ১৩০
রাজনীতি ও সেচ ১৩৪
একজন আমেরিকানের কথা ১৩৯
ইঞ্জিনিয়র উর্তাবায়েভের পরীক্ষা ১৪৬
মরুভূমিতে ছোটাছুটি ১৫১

বোখারা আমিরের সাগরেদ . . . ১৬২
উর্তাবায়েভের উকিল . . . ১৬৭
আমি নির্দোষ . . . ১৭৩
কমরেড কমারেঙ্কোর সন্দেহ . . . ১৮৫
ক্যানেল বেডে রাত . . . ১৯২
কক্ষচ্যুত . . . ২১১
বাপ আর ছেলে . . . ২১৬
কমসোমলীরা কী ভাবে মরে . . . ২২০
আফগান সীমান্ত . . . ২২৬
একচোখো . . . ২৩৫
অপারেটর মেতেলকিনের সূত্র . . . ২৩৯
আলখাল্লার মাপ . . . ২৪২
জাদিদ খুনের কাহিনী . . . ২৪৭
চোখ উপড়ে নেওয়া . . . ২৬২
খাদের যৌথখামার . . . ২৬৬
মিঃ ক্লার্কের রুশ চর্চা . . . ২৭৫
দুটি সাক্ষাৎ . . . ২৭৯
হায়দর রাজেবভের দুষ্কীর্তি . . . ২৮৮
মিঃ ক্লার্কের দোভাষিণী চাই . . . ২৯৩
ইঞ্জিনিয়র উর্তাবায়েভের নতুন পরীক্ষা . . . ৩০৩
দুর্ভাগা যৌথখামার . . . ৩০৭
ধ্বস . . . ৩১০
জীবনে মরণ সাতবার নয় . . . ৩১৮
কবরের ছাই . . . ৩২২
মিঃ ক্লার্কের উন্নতি . . . ৩৩১
বজ্রের আভাস . . . ৩৩৯
কুলাকী ধাঁধা . . . ৩৪৭
শেষ বাজি . . . ৩৫৩
কোনো এক যৌথখামারী . . . ৩৫৮
বাপজান . . . ৩৯৮

অনাহূত অতিথি ৪০৫
উদ্বোধনে বিঘ্ন ৪০৮
নেমিরোভস্কির উত্তরাধিকারী ৪১১
দুর্ঘটনা ৪১৬
অশান্ত রাত ৪২৩
হামলা ৪২৬
কমারেঙ্কোর গ্রন্থি মোচন ৪৩৩
সত্যিকারের বীর ৪৪৬
খোলা চিঠি ৪৫১

প্রকাশকের কথা

১৯২৯ সালে মস্কোয় আসেন নবীন সাহিত্যিক ব্রুনো ইয়াসেনস্কি, আশ্চর্য তাঁর ভাগ্যচক্র। জাতিতে তিনি পোলীয়, কবিতা লেখেন, নাট্যকার, প্যারিসে শ্রমিক থিয়েটার 'সেন-দেনি'র প্রতিষ্ঠাতা, 'ইউমানিতে' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্যারিস পোড়াই' নামক বিখ্যাত পুস্তিকার এই লেখক সেই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর লোক, যাঁরা প্রায় বিশ শতকের সমবয়সী, কৈশোরেই যাঁদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তারপর তারুণ্যের সমস্ত উদ্দীপনায় যোগ দিয়েছেন নতুন জগৎসৃষ্টির সংগ্রামে।

সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ফ্রান্স থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ব্রুনো ইয়াসেনস্কি তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ খুঁজে পান সোভিয়েত ইউনিয়নে। লেখক হয়ে দাঁড়ান তিরিশের দশকে সোভিয়েত দেশের বিপুল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সক্রিয় সরিক। নিজের 'আত্মজীবনী'তে (১৯৩১) তিনি লেখেন, 'এই মহানির্মাণে চাই অতি প্রত্যক্ষ একটা অংশ'।

অচিরেই মস্কো সাহিত্যিকদের একজন হয়ে দাঁড়ান ব্রুনো ইয়াসেনস্কি। ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুরা বলেন, শুধু প্রতিভাবান লেখকই নন, লোক হিসেবেও তিনি ছিলেন অপরূপ — সরল, অকপট, আবেগপ্রবণ, ন্যায়পর এবং আশ্চর্য বিনয়ী।

অচিরেই তিনি হয়ে দাঁড়ান বিপ্লবী লেখকদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সেক্রেটারি, 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক। নানা দেশের প্রগতিশীল লেখকদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে প্রচুর খাটেন তিনি।

ভাষা আয়ত্তের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। নিজের মাতৃভাষা পোলিশে তিনি লেখেন তারুণ্যদীপ্ত বিদ্রোহী কবিতামালা, এবং 'ইয়াকুব শেলের কথা' নামে একটি বিখ্যাত কাব্য; ফরাসিতে লেখেন প্রচারাত্মক উপন্যাস 'প্যারিস পোড়াই'; রুশ ভাষায় 'গোত্রান্তর' এবং 'নির্বিকারদের চক্রান্ত' উপন্যাস।

ব্রুনো ইয়াসেনস্কির সেরা রচনা 'গোত্রান্তর' উপন্যাসটি লেখা হয় ১৯৩২-৩৩ সালে, তাজিকিস্তানে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।

এ উপন্যাসে লেখক তিরিশের দশকের একটি বৃহৎ নির্মাণকর্ম, তাজিকিস্তানে ভাখ্‌শ নদীর বাঁধ নির্মাণের কথা লিখেছেন বুদ্ধিদীপ্ত প্রামাণিকতায়, আবেগ ঢেলে।

সেচ প্রণালী নির্মাণ, তাজিক গ্রামাঞ্চলের নবজীবন, রূপান্তরপন্থী ও সনাতনীদের মধ্যে নির্মম সংগ্রাম, বিদেশী গোয়েন্দা চক্রের গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ—মনকাড়া এ উপন্যাসটির এ শুধু অল্প কয়েকটি বৈচিত্র্য।

বইয়ের মূল কথাটি হল এই—সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের প্রক্রিয়ায় শুধু দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই বদলাচ্ছে না, মহান সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে বদলে যাচ্ছে লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি।

বইয়ের নামটা ব্যাখ্যা করে ব্রুনো ইয়াসেনস্কি লিখেছেন:

'আমরা পুঁজিবাদী সমাজের উৎখাত করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রে যাবার পথে আপাতত চর্মান্তর* ঘটাচ্ছি, পুঁজিবাদী সম্পর্কের সাবেকী চামড়াটা ফেটে গেছে ...

'নতুন পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দরকার আমূল ঢেলে সাজা... প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ ও দুরূহ। সাবেকী চামড়াটা এত এঁটে আছে যে মাঝে মাঝে চামড়ার সঙ্গে মাংসও উঠে আসছে...'

লেখক দেখিয়েছেন নির্মাণ ক্ষেত্রে কী ভাবে বেড়ে উঠছে, সুপরিণত হয়ে উঠছে লোকে, কী ভাবে বদলে যাচ্ছে তাদের চেতনা।

মানুষের রূপান্তরের ছবিটা লেখক সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্লার্কের চরিত্রে। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ক সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছে কাজ করতে, সমাজতন্ত্রে সে বিশ্বাস করে না। 'সে ভাবত, মানুষের উদ্ভাবন ও কর্মশক্তির পেছনে ধনলাভই একমাত্র প্রেরণা।'

কিন্তু ক্রমে ক্রমে জীবনেরই গতিপথে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের দৈনন্দিন ঘটনাগুলোতেই ক্লার্কের কাছে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরোপুরি সমাজতন্ত্র গ্রহণ করে সে, হয়ে দাঁড়ায় নবজীবনের সচেতন নির্মাতা।

ভাখ্‌শ নদীর বাঁধে শুধু জলই পায় না তাজিকেরা, পায় নতুন জীবন: আলো, সাক্ষরতা, সংস্কৃতি।

---

* মূল রুশ ভাষায় বইটির আক্ষরিক নাম 'চর্মান্তর'। — সম্পাঃ

মধ্য এশিয়ার এ পরিবর্তনের তাৎপর্যটা লেখক দেখাতে পেরেছেন, আঁকতে পেরেছেন তাজিক গ্রামাঞ্চলের নতুন মানুষদের ছবি।

সিনিৎসিন, মরোজভ, তাজিক ইঞ্জিনিয়র উর্তাবায়েভ — নির্মাণকর্মের এই পরিচালক কর্মীদের চরিত্রও খুবই চিত্তাকর্ষক এবং তাৎপর্যপূর্ণ, স্বভাবে চরিত্রে প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র হলেও সাধারণ আদর্শের প্রতি অপরিসীম আনুগত্যে, বিজয়ের বিশ্বাসে এবং দুরূহতা জয়ের কৃতিত্বে তারা সম্মিলিত।

রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাসের মাধ্যমেও যে গুরুতর রাজনৈতিক বক্তব্য হাজির করা যায়, ব্রুনো ইয়াসেনস্কি তার চমৎকার প্রমাণ দিয়েছেন এই বইয়ে।

মিঃ ক্লার্কের মস্কো আবিষ্কার

ধীরে ধীরে ট্রেন থামল স্টেশনে। সঙ্গে সঙ্গেই তার সবকটি ছিদ্র দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামতে লাগল লোক, কাড়াকাড়ি করে ছুটতে লাগল গেটের দিকে। প্রথম তরঙ্গটা থিতিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ক্লার্ক অপেক্ষা করল, তারপর দুই হাতে দুই স্যুটকেস নিয়ে নামল প্ল্যাটফর্মে।

মস্ত একটা ঘড়িতে দেখা গেল সকাল দশটা।

স্টেশনের সিঁড়িতে পৌঁছে স্যুটকেস নামাল ক্লার্ক। ছেঁড়া পোষাক পরা এক ছোকরা তার স্যুটকেসের চোখ ধাঁধানো হলদে চামড়ায় মুগ্ধ হয়ে পাশেই ঘুরঘুর করছিল। অপ্রসন্ন মুখে ক্লার্ক চাইলে তার দিকে (ট্রেনের কামরাতেই ক্লার্ককে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে স্টেশনে বিশ্বাসপরায়ণ বিদেশীদের মাল মেরে দেওয়া হয় এতটুকু দ্বিধা না করে), তারপর ওভারকোট খুলে নোটবই বার করলে। এক টুকরো কাগজে রুশী অক্ষরে হোটেলের ঠিকানা লেখা ছিল। স্যুটকেস ছেড়ে এক পা' না সরে ক্লার্ক ইশারা করে একজন পোর্টারকে ডাকল এবং চিটটা দিয়ে একমাত্র যে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল তার দিকে ইঙ্গিত করল।

তবে পোর্টার গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ভাগ্যবানেরা ট্যাক্সিটি দখল করে বসল। এক মিনিট পরে পোর্টার ফিরল একটি ঘোড়ার গাড়ির পাদানিতে চেপে। বেহালার মতো দেখতে রোগা বাদামী একটি ঘোড়া জোতা তাতে। গাড়োয়ান স্যুটকেস চাপিয়ে চাবুক কষল। বিচিত্র এক জলদ ধ্বনি তুলল বেহালাটা তারপর হাড্ডিসার ঘাড় নেড়ে চক বরাবর এগিয়ে গেল।

অসম্ভব সংকীর্ণ গাড়িটায় আসন নিয়ে ক্লার্ক টুপি খুললে, চাঁদির ওপর মসৃণভাবে টানা লালচে বাদামী চুলে লাগল গরম বাতাস। কিছুক্ষণ আগের অপ্রসন্নতা নিঃশেষে মিলিয়ে গেল, বেশ উৎফুল্ল কৌতূহলেই ক্লার্ক তাকিয়ে দেখল তার অপ্রাকৃত শকটটিকে, স্কোয়ারটা, সাঁকোর পরিপ্রেক্ষিত, পাথরের বিজয় তোরণের ছায়া, যেন এক বিরাট ধনুক, তীরের মতো তা থেকে ছুটে

চলেছে এক অসীমে ধাবমান রাস্তা। তোরণের ওপর উদ্দাম ছয়টি ঘোড়ায় টানা এক রথ ছুটে বেরুচ্ছে শহর থেকে, এই বুঝি খসে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে রাস্তার ধ্বনিত সমতলে।

রাস্তার দুই পাশেই বাড়ির সারি। জাতে তারা সবই বেঁটে এবং কুঁজো, তাহলেও কাঠের আকাঁড়া রণপায়ে ভর দিয়ে গোঁয়ারের মতো ওপরে মাথা তুলছে। এ রাস্তাটা দুনিয়ার অন্য সমস্ত রাস্তার মতো নিশ্চল বাড়ির একটা খাদের মতো নয়, বরং ব্যায়ামবীরদের একটা মজাদার মিছিলের মতোই দেখতে: সব বাড়িই গতিময়, তাদের চ্যাটালো কাঁধের ওপর কসরত করে উঠে দাঁড়াচ্ছে নতুন নতুন তলা। ফুটপাথে বাড়ি তৈরির মালমসলার স্তূপ। কাঠের ভারায় আর ফুটপাথে রোদমাখা ব্যস্তসমস্ত লোক — মনে হয় যেন চুন মেখেছে।

রাস্তা বরাবর সর্পিল লাইনের ওপর ঘণ্টির ঝঙ্কার তুলে ছুটে যাচ্ছে ট্র্যাম আর পাদানির ওপর ঠিক যেন এক ঝুড়ি বোঝাই হয়ে ঝুলছে এক ঝাঁক লোক।

মোড়ে একটা বুথের কাছে লম্বা লাইন দিয়েছে লোকে: শাদা কামিজ পরা পুরুষ, সুতীর বাসন্তী পোষাকে নারী। বাতাসে পতপত করছিল হালকা গাউনগুলো; মনে হল যেন গোটা লাইনটাই পতপত করছে, আন্দোলিত হচ্ছে, ল্যাজের মতো লম্বা লাইন সমেত চৌকো বুথটা দূর থেকে দেখাল যেন এক প্রকাণ্ড কাগজের ড্রাগন, হাওয়ার প্রথম ঝাপটাতেই যেন তা উড়ে যেতে প্রস্তুত।

মাথা ফেরালে ক্লার্ক। পাশ দিয়ে গোঁ-গোঁ করে একটা মোটা চকচকে বাস জগদ্দলী ভঙ্গিতে থামল শ'খানেক পা দূরে, বড়ো একটা স্কোয়ারের ধারে।

স্কোয়ারের মাঝখানে দুর্বোধ্য কীসব লেখা ও সংখ্যা সমেত লাল কালো দুটি বোর্ডের কাছে ভিড় করেছে লোকে। কালো বোর্ডটা দেখে শেয়ার বাজারের সেই কালো বোর্ডগুলোর কথাই মনে হতে পারে, যেখানে শেয়ারের শেষ দামটা টোকা থাকে। কিন্তু মজুরের পোষাক পরা যে লোকগুলো তার সামনে ভিড় করেছে তাদের মোটেই শেয়ার বাজারের উত্তেজিত গোলগাল দালালদের মতো দেখতে নয়।

দেশে, নিউ-ইয়র্কে থাকতেই ক্লার্ক সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, লাল কালো বোর্ড, মজুরদের হাতে কারখানা ইত্যাদি অনেক কথা শুনেছিল ও পড়েছিল। কিন্তু কেবল এখানেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এই বোর্ড আর ভিড় করা

লোকগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময়ই এই প্রথম তার মনে হল যে কাল সন্ধ্যা থেকে এই যে অতিকায় দেশটার ওপর দিয়ে সে ছুটছে, এটা আসলে তার অধিবাসী সমস্ত লোকদের নিয়ে মস্ত এক অংশীদারী কোম্পানিই বটে। তার কালো বোর্ডটা যদি কানায় কানায় লেখায় ভরে ওঠে তার অর্থ হবে দেশের মরণ, যদি ভরে ওঠে লাল বোর্ডটা তার মানে দাঁড়াবে বিজয়। এক মহা দন্দ্বের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠে ক্লার্ক। ইচ্ছে হচ্ছিল গাড়িটা এখানে থামায়, কিন্তু গাড়োয়ান চাবুক কষে স্কোয়ার পেরিয়ে গেল।

ফের সদর রাস্তা ধরে চলতে লাগল তারা। মাথার ওপর বিজয় তোরণের মতো টাঙানো একটা চওড়া লাল ফেস্টুন। সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে নিখুঁত কদম ফেলে লাল ফৌজীদের একটা বাহিনী, রাইফেল নেই, মাথায় জ্বলজ্বলে সবুজ টুপি। উদ্দাম একটা গান গাইছিল তারা, বারবার ফিরে আসছিল তার ধুয়ায়।

গাড়োয়ান এতক্ষণ নির্বিকার হয়ে বসেছিল, হঠাৎ মাথা ফিরিয়ে চাবুক দিয়ে সে দেখালে লাল ফৌজীদের দিকে, ক্লার্কের দিকে চোখের ইশারা করে আন্তর্জাতিক ভাষায় বলে উঠল, অগপু*।

কৌতূহলে ক্লার্ক কাছিয়ে আসা বাহিনীটার দিকে চাইলে।

এক পা দূরে চারজন করে সারি বেঁধে নীল-চোখ সব তরুণ এগিয়ে আসছে, মাথায় বাহারে সবুজ টুপি, দূরে থেকে মনে হয় যেন মার্চ করছে সবুজ একটুকরো ঘেসো জমি। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে সোৎসাহে গাইছে তারা। 'ও' উচ্চারণ করার সময় হাঁ করছে মস্তো করে আর মুখগুলো তখন পরিণত হচ্ছে সারি সারি লাল শূন্যে। বাহিনীটা দেখে কেমন যেন মনে হল একটা মিলমিশ খেলোয়াড় টিম, প্রতিযোগিতায় জিতে ফিরছে।

প্রচুর বেসামরিক লোক যাচ্ছে ফুটপাথ দিয়ে — পুরুষদের কোটের বোতাম খোলা, হাতে লালচে বাদামী পোর্টফোলিও, ঠোঁটে পোর্টফোলিও-রঙা মোচ। মেয়েদের পরনে খাটো স্কার্ট আর একই ধাঁচের সাধা ব্লাউজ। নিজেদের অজ্যান্তেই তারা টান হয়ে বুক ফুলিয়ে পোর্টফোলিও দুলিয়ে লাল-ফৌজী গানটার সঙ্গে তালে তালে পা মেলাচ্ছিল।

---

* অগপু (চেকা) — প্রতিবিপ্লব ও সাবোতাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সারা রুশ জরুরী কমিশন গঠিত হয় জনকমিশার পরিষদের ১৯১৭ সালের ৭ই(২০শে) ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত অনুসারে। — সম্পাঃ

লাল তোরণটার তল দিয়ে বাহিনীটার যাওয়া দেখবার জন্য মাথা ফেরাল ক্লার্ক।

গেল তারা বুলভারে খণ্ডিত একটি স্কোয়ারে। বুলভার থেকে ফুরফুরে বাসন্তী হাওয়া দিচ্ছিল, যেন হঠাৎ কেউ জানলা খুলেছে। ব্রোঞ্জের একটা পাদপীঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ব্রোঞ্জের একটি মানুষ, মাথায় কোঁকড়া চুল, গায়ে সাবেক কালের কোট, হতভম্বের মতো চেয়ে আছে সামনের দুধে-আলতা রঙের একটা উঁচু গির্জার দিকে। গির্জার কার্নিসে দোতলা উঁচুতে ছুটছে ছোট্ট এক মোটরগাড়ি। বোঝাই যায় সোভিয়েত মোটর কারখানার বিজ্ঞাপন এটা। গির্জার দেয়ালের সঙ্গে আঁটা গাড়িটার চাকাগুলো ঘুরছিল।

রাস্তার মোড়ে দেখা গেল আরেকটা গির্জা, একটু নিচু, মোটরগাড়ির জন্য এটিকে কাজে লাগানো যায় না। দেখতে ঠিক যেন মাথার ওপর খোঁপা তোলা এক বেনে বুড়ি।

গাড়িটা আবার চলল সোজা রাস্তা ধরে, জায়গায় জায়গায় লাল সালুর ফেস্টুন টাঙানো। সামনে থেকে শোনা গেল একটা ব্রাস ব্যাণ্ডের ধ্বনি, ধীর নিচু খাদে মন্দ্রিত, রোদ ভরা বাসন্তী দিনের ফুর্তি অথবা পথচারীদের কর্মব্যস্ততা, কিছুর সঙ্গেই তা মানায় না। ফুটপাথের ধার ঘেঁসে আসছিল দুই ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি। গাড়ির ওপর জ্বলজ্বলে লাল রঙের একটা কফিন।

কফিনের পেছনে জন পনের বাদক, দেখে মনে হয় মজুর। সোনা রঙা শিঙাগুলোয় ফুঁ দিচ্ছিল তারা, আর নিচু গ্রামে মার্চের ধ্বনি উঠছিল শিঙা থেকে। সামনের প্রতিটি লোকের পিঠে স্বরলিপি ঝোলানো, তার দিকে একাগ্রে চেয়ে আছে বাদকেরা। কেন জানি মনে হল, হঠাৎ যদি এখন একটা দমকা হাওয়া এসে এই চলমান স্ট্যাণ্ডগুলো থেকে স্বরলিপির তুচ্ছ পাতাগুলো উড়িয়ে দেয়, অমনি সুর বদলে নির্ঘাৎ কোনো ফুর্তির গান গেয়ে উঠবে ওরা।

বাদকদের পেছনে ঠিক যেন শোভাযাত্রার মতো চারজন করে সারি বেঁধে আসছে মজুররা। সংখ্যায় তারা অনেক, বেশ লম্বা মিছিল। সামনেকার চার জনের একজন বইছে বিজলী বাতির বিরাটাকার এক মডেল। আরেক জনের হাতে লাল বোর্ড, কী সব সংখ্যা তাতে। লাল বোর্ড দেখে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, স্পষ্টতই ইলেকট্রিক কারখানার যে মজুরটির সমাধি দেওয়া হবে, সে তাদেরই একজন যাদের এরা নাম দিয়েছে ঝটিতি কর্মী।

খুবই লম্বা মজুরদের লাইনটা। আশ্চর্য ব্যাপার, সাধারণ একজন মজুরের

সৎকার হচ্ছে এমন সসম্মানে, যেন কোন এক বিখ্যাত সেনাপতি, তার শবশকটের পেছনে তার তরবারি ও যুদ্ধে অর্জিত পদকাদি বহন করে চলেছে অ্যাডজুটেন্টরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ক্লার্ক নিজের মনেই আপত্তি তুলল: এই যে দেশটার কাছে 'বিজয়ী না হওয়া' আর 'মারা পড়া' সমার্থক কথা, এ দেশটা সত্যিই তো এক অপরিসীম রণক্ষেত্র। আর বিজয়ের লাল বোর্ডে যে অন্তত একটা নম্বরও যোগ করতে পেরেছে, তাকে বীর বলে মানার অধিকার এ দেশের আছে বৈকি।

ক্লার্ক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তার ধারণা, মানবিক উদ্ভাবন ও উদ্যমের পেছনে একমাত্র প্রেরণা হল ধনলাভ। কিন্তু খেলোয়াড়ের মেজাজ ছিল তার। এই যে দেশটা নেমেছে এক অভূতপূর্ব পরীক্ষায়, সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে তাতে লেগে আছে, এটা তার ভালো লাগত। তাই সে কাজ করতে এসেছে এখানে, যে পরীক্ষায় তার বিশ্বাস নেই, তাকেই রূপায়িত করার কর্মে অংশ নিতে। একদিকে সকলে অন্যদিকে একজন — এই অদৃষ্টপূর্ব প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় আকৃষ্ট হয় সে, আর এ প্রতিযোগিতায় যে দিকে সকলে সে দিকে থাকার ইচ্ছে হয় নি তার।

(তাই ভাবছিল ক্লার্ক। তার ভাবতে ভালো লাগছিল যে সে স্বাধীন, সংস্কারমুক্ত। মনে হল সে খুবই সাহস ও উদারতার পরিচয় দিচ্ছে, তার আত্মমর্যাদাবোধ তৃপ্তি পাচ্ছিল এতে। শুধু জীবনের খুঁটিনাটি কয়েকটা ব্যাপার সে উপেক্ষা করছিল, আমেরিকা থেকে দূরত্বটা যত বাড়ছিল, ততই তার মনে হচ্ছিল ওগুলো গৌণ। তেমন একটা ছোট্ট ঘটনা হল এই যে, আজ চার মাস সে বেকার, অসংখ্য ফার্মে সে বৃথাই কাজের জন্য দরখাস্ত দিয়েছে, কেননা আমেরিকায় তখন সংকট। তা নিয়ে খবরের কাগজগুলো লিখছিল, লিখছিল প্রাজ্ঞবিজ্ঞ পণ্ডিত আর দার্শনিকেরা। ঠিক বেকার জিম ক্লার্কের কথাই লেখে নি তারা, লিখছিল বিজ্ঞানের পরিভাষায় আর সে পরিভাষায় একে বলে টেকনিক্যাল বুদ্ধিজীবীদের অতি-উৎপাদন। এই এবং অন্যান্য অতি-উৎপাদন — কেননা অন্যান্য অতি-উৎপাদনও ছিল বৈকি — শ্রমিকের অতি-উৎপাদন, মালের অতি-উৎপাদন, এসব কী ভাবে এড়ানো যায় তা নিয়ে বড়ো বড়ো গ্রন্থ লিখল তারা। মাল পুড়িয়ে দেওয়া হল, ডোবানো হল সমুদ্রে — এ সমাধানটা অবশ্য খুবই সোজা। কিন্তু শ্রমিকদের তো আর পোড়ানো বা ডোবানো যায় না — সংখ্যায় তারা অনেক। এমন কি রপ্তানি করাও তাদের

চলে না। পণ্ডিতেরা কোনো উপায় পাচ্ছিল না। জিম ক্লার্ক'ও কোনো উপায় পায় নি। ও জানত যে নিজেই ডুবে যাওয়া যেতে পারে। সেটাও খুবই সহজ সমাধানই হত। কিন্তু নিজেকে মালের সমকক্ষ করে তুলতে ইচ্ছে হয় না তার। তাতে তার আত্মমর্যাদা বোধে বাধছিল। তাই প্রথম সুযোগ মেলা মাত্র সে ঠিক করলে নিজেই বরং রপ্তানি হয়ে যাবে অপর গোলার্ধে, সেই দেশে যেখানে টেকনিক্যাল বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও মাল কিছুরই অতি-উৎপাদন ঘটে নি, আর সেই কারণেই আমেরিকান পণ্ডিত, দার্শনিক ও সংবাদপত্রেরা যার ওপর অমন চটে গেছে।)

গাড়ি ঢুকল একটা চৌকো চকে, যেন মসৃণ পালিশ করা কোনো ঢাকনি, তা থেকে একক একটি বোঁটার মতো উঁচিয়ে আছে শিলা স্তম্ভ।

অনতিবৃহৎ একটা লাল বাড়ি এগিয়ে এসেছে একটা যুদ্ধ জাহাজের মতো, এম্প্লিফায়ারগুলো যেন তার কালো কালো কামানের মুখ, মস্ত একটা লাল পতাকা উড়ছে তার ওপর। চকের অন্যদিকে ক্লার্ক দেখলে একটা কালচে-ছেয়ে তিনতলা চৌকো বাড়ি, তার গায়ে রুশী অক্ষরে লেখা 'লেনিন' — একমাত্র এই রুশী শব্দটার বানান ক্লার্কের জানা ছিল। এই যে জ্যামিতিক প্রস্তর স্তূপের ওপর এমন একটা কথা খোদাই করা রয়েছে যা বিশ্বের সব ভাষাতেই এক (উভয় গোলার্ধে এমন মানুষ নেই যে জীবনে অন্তত একবারও এ কথাটা উচ্চারণ করে নি) — এইটেই হল মর্মর ও ধাতুর সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ ও মূর্তির চেয়ে সেরা।

রাস্তাটা খাড়া নেমে গেছে নিচের দিকে, এবং এই প্রথম গাড়িটা গড়াতে লাগল তার হাড্ডিসার ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই। দরজার কাছে মস্ত এক ভৌগোলিক অর্ধগোলক সমেত একটা ধূসর বাড়ির ছবি ক্লার্কের মনে গেঁথে রইল। হঠাৎ তার মনে হল, অধিকাংশ বিশ্ববাসীর কাছেই বিশ্বের এই এক ষষ্ঠাংশ এলাকাটা ঠিক চাঁদের অপর পিঠের মতোই অজানা: এ দেশ সম্পর্কে যত আষাঢ়ে গল্প লেখা হয়েছে তা চাঁদের ও-পিঠ সম্পর্কেও বোধ হয় লেখা সম্ভব নয়। এক মুহূর্তের জন্য তার নিজেকে মনে হল জুল ভার্নের নায়ক, অজানা এক গ্রহে এসে পড়েছে, আর তা ভেবে ভারি তৃপ্ত হল তার আত্মাভিমান।

চওড়া একটা রাস্তা পেরিয়ে গেল গাড়িটা। ক্লার্কের চোখে পড়ল ক্রেমলিনের খাঁজকাটা দেয়াল, খাড়া একটা চড়াই, যা গিয়ে পেঁৗছেছে বিশাল এক স্কোয়ারে।

এবং পথ পাড়ির ক্লান্তি নাকি চোখের ধাঁধা কে জানে, স্কুলে পড়া ভূগোলের সমস্ত সত্য উপেক্ষা করে ক্লার্কের মনে হল যেন নিউ-ইয়র্ক থেকে এই পর্যন্ত তার গোটা পথটা কেবল ওপরে উঠে গিয়ে পৌঁছেছে এই শীর্ষ বিন্দুতে। অদূরেই, এই অপার ময়দানটার পর থেকেই শুরু হবে অবতরণ। ক্লার্কের মনে হল যেন সে বিশ্বের ছাদে এসে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার, মনে হল বাতাস যেন লঘুতর।

হেঁচকা বাঁক নিয়ে গাড়ি থামল মোড়ে। সামনেই হোটেলটা।

মস্কোয় বেশি দিন থাকতে হল না ক্লার্ককে। হোটেলে পাওয়া গেল বার্কার এবং আরেক জন ইঞ্জিনিয়রকে। কাল সকালেই একত্রে বিমান-যাত্রার জন্য এরা দুজনেই অপেক্ষা করছিল তার।

বার্কারকে ক্লার্ক জানত আমেরিকাতেই। একসঙ্গে তারা কাজ করেছে কালিফোর্নিয়া রাজ্যে, একটা পিচ রাস্তা পাতার কাজে বার্কার ছিল পরিচালক। অসাধারণ আলসে ছিল সে। নিজের আলস্যের পেছনে একটা নীতিগত যুক্তিও তার ছিল। তার মতে, লোকে শান্তিতে ঘরে থাকার চেয়ে দুনিয়া জুড়ে ছুটে বেড়ায় বড্ড বেশি। লোকের জন্য রাস্তা বানানো মানে তাদের ভবঘুরেমির শিক্ষা দেওয়া। নিজে সে এ জায়গা ও জায়গা করতে ভালোবাসত না এবং রাস্তা পাতার যে কাজ তার ছিল, তাতে সর্বদাই জমি বড়ো খারাপ ধরনের একান্ত বাস্তব সব প্রতিবন্ধক দেখা দিত।

বার্কারকে ভালো লাগত না ক্লার্কের। কালিফোর্নিয়ায় কাজের সময় ওদের মধ্যে তীব্র সংঘাত বাধে। বার্কার তারপর অলাভজনক পেশা ছেড়ে এক্সকেভেটর বিশেষজ্ঞ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সে এসেছে বুসিরাস ফার্মের প্রতিনিধি হিসাবে, মধ্যে এশিয়ার একটা নির্মাণ ক্ষেত্রে এক্সকেভেটর পাঠাচ্ছে তারা। বাছাধন এল কোথেকে ভেবে অবাক লেগেছিল ক্লার্কের। কিন্তু সংকটের কথা মনে হতেই আর আশ্চর্য ঠেকে নি।

অন্য ইঞ্জিনিয়রটির নাম মুরি। চুল তার ধূসর, মনে হয় যেন তার পাইপ থেকে নিঃসৃত মন্থর ধূমস্রোত সব তার চুলে গিয়ে থিতিয়েছে। মুরিকে মনে হল চুপচাপ কাজের লোক, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভালো লেগে গেল ক্লার্কের।

যে জায়গাটায় তারা যাচ্ছে তার নাম তাজিকিস্তান, মস্কো থেকে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে। এমন দেশের নাম ক্লার্ক জীবনে শোনে নি, তবে জানত যে তাদের যেতে হবে এশিয়ায়। মুরি ব্যাখ্যা করলে দেশটা ভারতবর্ষ

আর আফগানিস্তানের সীমান্তে, পৃথিবীর ছাদে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা জাতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি।

বার্কার যোগ দিলে, ও দেশে আদৌ কোনো রাস্তা নেই। যেতে হয় গাধার পিঠে চেপে নয়ত বিমানে। সেখানে আছে কেবল পাহাড় আর জঙ্গল, বাঘ ঘুরে বেড়ায় আর ডাকাত, কিছুটা বিজাতীয় আমেজ লাগাবার জন্যে তাদের বলা হয় বাসমাচ। বিশেষ করে সায়েব শিকার করে বাসমাচরা, দিনে সায়েব মারে গড়ে কুড়িটা করে। মেয়েরা হাঁটে বোরখা ঢেকে, পাঁজরায় কোরানভক্তের ছুরি খাবার সাধ না থাকলে সে বোরখা খোলা চলে না। আত্মসম্মানী আমেরিকানের জন্যে সেখানে এমন কি কাফে পর্যন্ত নেই — কিছুই নেই কেবল ৮০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড গরম ছাড়া — ফলে হুইস্কি ফুটতে থাকে ফ্লাস্কের মধ্যে; তাছাড়া আছে বিশেষ ধরনের এক ম্যালেরিয়া বাহক মশা, যা আবিষ্কার করেছেন ইতালীয় ডাক্তার পপাতাচ্চি। মোটের ওপর শয়তানই জানে কেন সেখানে এদের তুলো চাষের দরকার পড়ল, কিনলেই হত আমেরিকা থেকে।

দিনের বেলায় ক্লার্ক মুরির সঙ্গে শহর ঘুরল, কোন এক জনকমিশার দপ্তরে যেতে হল, সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরল ক্ষুধার্ত হয়ে। সেখানে শোনা গেল যে, এরোড্রামে তাদের নিয়ে যাবার জন্যে মোটর আসবে রাত তিনটেয়।

ঘরখানা আরামের নয়, গুমোট, হোটেলী একঘেয়েমিতে ভরা, দুনিয়ার সমস্ত হোটেলের মতোই আসবাবপত্রে অস্বাভাবিক একটা আভা।

বেলকনিতে গেল ক্লার্ক। সামনেই লাল ইঁটের গাঁট্টাগোঁট্টা একটা তিনতলা বাড়ি, জানলাগুলো অর্ধবৃত্তাকার। দেয়ালে বসানো সার্চলাইট থেকে আলো এসে পড়েছে চকে। বাড়িটার দরজায় লেখা 'প্রতিরোধীদের ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া এক ঝঞ্ঝা হল বিপ্লব।' সকালে লেখাটা ক্লার্ককে বুঝিয়ে দিয়েছিল মুরি, যখন তারা শহর বেড়াতে যায়। দূরে সবুজ বুলভারের ওপর উঁচু হয়ে আছে ক্রেমলিনের খাঁজকাটা দেয়াল।

ডান দিকে, যে চড়াইটা থেকে বিরাট স্কোয়ারটা শুরু হয়েছে তার তলায় অদ্ভুতদর্শন এক ভবন, ছুঁচলো দুই মিনারওয়ালা মধ্য যুগীয় এক কেল্লার মতো দেখতে। মাঝখানের তৃতীয় মিনারটি ছাতটার সমমাত্রায় তির্যকভাবে কেটে উঠেছে, দেখাচ্ছে যেন চৌকো মুখে প্রকাণ্ড একটা নকল নাক। কার্নিসগুলোর কোঁচকানো ভুরুর ওপরে দুটি সার্চলাইট জ্বলছে জ্বরতপ্ত দুই চোখের মতো। পথ আটকানো এই কেল্লার মতো বাড়িটার ওপর চেপে

এসেছে বিশাল স্কোয়ারটা। খাস স্কোয়ারটা অবশ্য চোখে পড়ছিল না, তবে সার্চলাইটের মেরুজ্যোতি দেখা যাচ্ছিল সেখান থেকে।

নিচে রেস্টুরেণ্টে ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা শোনা গেল। মিউমিউ উঠল ব্যাঞ্জোর। ক্লার্ক বেলকনির দরজা বন্ধ করে চটপট পোষাক ছেড়ে বিছানার কড়া ইস্ত্রি করা চাদরে মাথা গুঁজলে।

অপ্রাকৃত দর্জিখানা

যখন তাকে জাগিয়ে তোলা হল, বাইরে তখনো আগের মতোই অন্ধকার। বার্কার আর মুরি যাত্রার পোষাকে তৈরি, স্যুটকেস গোছানো শেষ করছে। ক্লার্কের মাথা কামড়াচ্ছিল, জাগ থেকে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে চট করে তৈরি হয়ে সে নিচে নামল।

দরজার কাছে এয়ারপোর্টের বাস দাঁড়িয়েছিল, পরিচিত রাস্তাটা দিয়েই বাস যাত্রা করল। ফাঁকা ফাঁকা রাস্তাগুলোর মোড়ে সবুজ হেলমেট মাথায় মিলিসিয়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে, মনে হয় যেন কেবল তারকা মণ্ডলীর গতিপথ দেখাবার জন্যই ডিউটি পড়েছে তাদের।

সকালে দেখা সেই বিজয় তোরণটার কাছ দিয়েই বাসটা গেল, তারপর লম্বা সড়কটা গলাধঃকরণ করে ওদের নামিয়ে দিলে বিমান স্টেশনের ভবনটির সামনে।

অফিসে মাল ওজন হবার সময় বোঝা গেল তাশখন্দে যাচ্ছে ওরা চার জন: চতুর্থ যাত্রীটি রুশী, শণরঙা মোচ, আলাপপ্রিয়।

সহযাত্রীরা বিদেশী এবং ইঞ্জিনিয়র শুনে রুশীটি সর্বোপায়ে তার অমায়িকতা প্রদর্শনে উদ্যোগী হল। তৎক্ষণাৎ সে তাদের নিয়ে গেল এরোড্রামের প্রান্তে, যেখানে অসমাপ্ত একটি ভবনের দেয়াল উঠেছে, স্তূপাকৃতি হয়ে আছে মালমসলা। তারপর নিয়ে গেল ডাঙার ওপর সারি সারি বড়ো বড়ো তিন-মোটরী বিমানগুলোর কাছে, রুশীতে কী সব বোঝালে, আর প্রতিটি বাক্যেই বিশেষ জোর দিয়ে ব্যবহার করতে লাগল একটি জার্মান শব্দ।

বার্কার স্থির করলে, লোকটা বিমান কোম্পানির এজেণ্ট, ওদের বিদেশী শিল্পপতি ভেবে বিমান কেনার জন্য তদ্বির করছে।

মুরি তার পাইপের ফাঁকে মৃদুমন্দ হেসে ধৈর্য ধরে সায় দিয়ে যাচ্ছিল তার কথায়।

ক্লার্ক স্পষ্টই বুঝেছিল যে বার্কার বাজে কথা বলছে, কিন্তু আলাপে বাধা দেবার ইচ্ছে ছিল না তার। নেগোরেলয়ে থেকে মস্কো পর্যন্ত সফরের অভিজ্ঞতায় সে জানত যে বিদেশী দেখলেই রুশীরা ভাষা না জানলেও অনিবার্যই তাকে স্বদেশের কীর্তিকলাপ দেখাতে চাইবে, এমন কিছু কীর্তি যাতে, তার মতে, পর্যটকের ভয়ানক তাক লাগার কথা। এ লোকটাও নিশ্চয় বোঝাতে চাইছে কী কিসিমের বিমান তৈরি করেছে তার দেশ।

নিশান হাতে একটি লোক এসে যাত্রীদের নিয়ে গেল। এক-মোটরী এক বিমান দাঁড়িয়েছিল ওড়বার জন্য তৈরি হয়ে। এটাও সোভিয়েত ইউনিয়নেই তৈরি।

সোভিয়েতী উড়নযন্ত্রে অনাস্থা জানিয়ে গাঁইগুঁই করলে বার্কার, আফসোস করলে ট্রেনে করে গেলেই ভালো হত। প্রপেলার একবার পাক খেয়েই পরিণত হল এক গুঞ্জরিত ধূসর চাকতিতে। অকস্মাৎ হাওয়ার ঝাপটে লটপট করে উঠল ম্যাকিন্‌টোশগুলো।

সবাই গিয়ে ভেতরে আসন নেবার পর নিচে নিশানের সঙ্কেত দিলে লোকটি, বিমান ধীরে ধীরে স্টার্ট নেবার জায়গাটার দিকে এগুতে লাগল। বার্কার বিড়বিড় করলে, সে অবিশ্যি ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়, তাহলেও ক্রশ করতে বাধা কি, এই সব রুশ যন্ত্রের কথা বলা তো যায় না...

সজোরে বাঁক নিল বিমান, কানে তালা ধরানো গুঞ্জন তুলে ছুটতে শুরু করলে পূর্ণ বেগে, বেয়াড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল খাঁজগুলোতে। হঠাৎ যেন ধস খেয়ে এরোড্রামের জমিটা কেমন তলিয়ে যেতে লাগল, ক্লার্কের চোখে পড়ল পায়ের তলে ঘরবাড়ির টিনের চাল।

দক্ষিণ পূর্বে বাঁক নিল বিমান। রুশীটা ক্লার্কের কানের কাছে মুখ এনে কী যেন চ্যাঁচালে, কী যেন দেখালে জানলা দিয়ে, কথাগুলো তার কান পর্যন্ত এসে পৌঁছল না, তলিয়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দে।

ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়তে লাগল শহর, তার ঘর তৈরির ভারাগুলো দেখালে সজারুর কাঁটার মতো উচ্চকিত।

নিচে পৃথিবীর দিগন্তবিস্তৃত পিঠের ওপর শোভা পাচ্ছে ক্ষেতগুলো, যেন দোকানের কাউণ্টারে কেউ সযত্নে মেলে ধরেছে নানা রকমের ছিট। মস্কো

থেকে যত এগ্ততে লাগল বিমান, ক্ষেতের টুকরোগ্তলোও হয়ে উঠল ততই বড়ো বড়ো। জানলার দিকে আঙ্তল দেখিয়ে র্তশীটা কী যেন চেঁচিয়ে যাচ্ছিল অবিরাম। যৌথখামার কথাটা কানে এল ক্লার্কের। জানলা দিয়ে তাকিয়ে কিন্তু কিছ্তই সে দেখতে পেল না, তাই ঠিক করলে ওই বড়ো ক্ষেতটাই নিশ্চয় যৌথখামার।

এরপর একঘেয়ে উঠল ভূদৃশ্য। ম্তরি খবরের কাগজ নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল।

ঘণ্টা দ্তই পরে পেন্‌জার বিমানঘাঁটির প্রকাণ্ড এক ঘরে প্রকাণ্ড এক টেবিলে বসে গোগ্রাসে ডিম সিদ্ধ খেলে তারা, আর তিনটি করে সিগারেট ফুঁকলে। রিয়াজান থেকে শ্তর্ত করে গোটা রাস্তাটা কেবল বমি করেছে বার্কার, গোমড়া ম্তখে চা পান করলে সে। বিমানের সিঁড়িতে পা দিলে এক অদৃষ্টবাদী হতাশায়, যেন ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে যাচ্ছে। মেকানিক একটি বালতি রাখলে তার কাছে। পরের স্টপ পর্যন্ত কতক্ষণ লাগবে ম্তরির কাছে জিজ্ঞেস করলে বার্কার। ম্তরি জানালে পরের স্টপে পেঁছতে বালতিটা মোটাম্তটি ভর্তি হয়ে উঠবে — এইটেই গড়পড়তা হার।

বার্কার আর কিছ্ত জিজ্ঞেস করলে না, হয়ত রাগ করেছিল, কিংবা হয়ত ম্তখ তার ভর্তি হয়ে উঠেছিল: বিমান আকাশে উঠতেই আবার বমি শ্তর্ত হল তার।

নিচে অবহেলায় ছড়িয়ে থাকা ছিটের টুকরোগ্তলোর মধ্যে মাপজোখের একটা লম্বা ফিতের মতো বইছে ভলগা নদী। খাল খন্দে জমে থাকা জলের চাকতিগ্তলো ওপর থেকে দেখাল যেন বড়ো বড়ো ঝিন্তকের বোতাম। অপ্রাকৃত এই দর্জিখানা চলল সামারা পর্যন্ত।

সামারায় জানা গেল উল্টোম্তখী জোরালো হাওয়ার জন্য বিমানের অনেক দেরি হয়েছে, পরের স্টপ ওরেন্‌ব্তর্গ পর্যন্ত উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরেন্‌ব্তর্গে আঁধার হয়ে আসবে ছয়টার সময়। তাই রাত কাটাতে হবে সামারায়, নৈশ উড্ডয়নের জন্য এ লাইনটা এ বছর এখনো তৈরি হয়ে ওঠে নি। খবরটা জানা গেল এক ধ্তসরাক্ষি বৈমানিকের কাছে, যে কাল সকালে তাদের নিয়ে যাবে অন্য আরেকটা বিমানে। লোকটি ইংরেজি জানে।

স্নান করে, কলার পালটে নৈশ ভোজনে বসল সবাই। ভোজনের শেষ দিকে বৈমানিকটি দেখা দিল।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চালালে ক্লার্ক আর ম্তরি।

বৈমানিক বললে যে ইতিমধ্যেই এক তৃতীয়াংশের বেশি পথ তারা পাড়ি দিয়েছে। মস্কো থেকে তাশখন্দ মাত্র সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার। এই লাইনটা চালু করার কাজ শেষ হয় মাত্র ছয় মাসে। একটু থেমে বন্ধুর মতো হেসে যোগ করলে, আমেরিকায় সমান লম্বা কোনো লাইন খুলতে হলে কাজ চলে তিন বছর ধরে।

ক্লার্ক ও মুরি হাসল।

হাসিটাকে অবিশ্বাসের লক্ষণ জ্ঞান করে বৈমানিক সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকান বিমান লাইনটির নামোল্লেখ করলে, জানালে কত তার দৈর্ঘ্য, বিমান কোম্পানির কী নাম, লাইনের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়রের পদবী কী, এবং ঠিক কোন তারিখে কাজ শুরু ও শেষ হয়... কথাটা বললে সে বেশ অমায়িক হেসে, খানিকটা যেন বা অপরাধীর মতো, যেন মাপ চাইছিল — 'একই জিনিস ছয়গুণ তাড়াতাড়িতে শেষ করা সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়র আর মজুরদের পক্ষে ঠিক শোভন দেখায় না তা জানি, কিন্তু কী করা যাবে বলুন, ব্যাপারটা যে সত্যিই।'

ওই দোষী-দোষী হাসি নিয়েই সে জানালে সামনের বছর বসন্ত থেকে নৈশ উড্ডয়নের জন্য লাইনটা তৈরি হয়ে যাবে, তখন বিমান চলবে রাত কাটানোর জন্য না থেমে: মস্কো থেকে তাশখন্দ — একনাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা। পথটা ওদের চিত্তাকর্ষক, ভলগার খাত বদলে দেবার জন্য যে বিশাল কাজ চলেছে, ওপর থেকে তার একটা পক্ষিদৃষ্টির সুযোগ মিলবে। আর যেসব মরুভূমির ওপর দিয়ে কাল তাদের উড়তে হবে, সেগুলোয় সেচ চালাবার একটা পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই ছকা হয়েছে, যদিও এখনো চূড়ান্তভাবে তা মঞ্জুর হয় নি। ভালো কথা, এই সব বিশাল প্রকল্পের রচয়িতা সম্পর্কে আমেরিকান ভদ্রলোকেরা শুনেছেন কিছু?

না, কিছুই তারা শোনে নি।

দ্বিতীয় পাঁচসালার লোক

তাহলে শুনুন, রচয়িতা ইঞ্জিনিয়র — নিঃসন্দেহেই প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়র, কয়েকটি প্রকল্প তিনি রচনা করেন বিপ্লবের আগেই এবং ১৯১৫ সালে তা পেশ করেন জার সরকারের কাছে। প্রকল্পগুলি উন্মাদের কল্পনা

বলে বিবেচিত হয় এবং রচয়িতা যেহেতু তা কার্যকরী করার জন্য জেদ ধরেন, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয় তাঁকে। তবে সেখানে বেশি দিন থাকতে হয় না, বাতিকগ্রস্ত হলেও হিংস্র নয় — এই রায়ে ছাড়া পান তিনি।

পরে ঘটে বিপ্লব, তারপর গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভগ্নদশা। ইঞ্জিনিয়র তাঁর প্রকল্প বানিয়েই চললেন: মরুভূমিতে জলসেচ, নদীর খাত-বদল, সমুদ্র শোষণ, আবহাওয়া-বদল। সোভিয়েত রাজ তখন অবরোধে আক্রান্ত, পরিবহন অচল — পুনরধিকৃত জমির অন্তত খানিকটা অংশেও চাষ চালাবার জন্য অস্থির। ইঞ্জিনিয়র প্রস্তাব দিলেন নির্জলা মরুমাটির লক্ষ লক্ষ হেক্টরে জলসেচ করে চাষ করা হোক।

ইঞ্জিনিয়রকে বোঝানো হল যে তাঁর প্রকল্প সময়োপযোগী নয়, আরো জরুরী সাধ্যায়ত্ত জিনিস নিয়ে তিনি যেন খাটেন। ইঞ্জিনিয়র তাঁর জেদ ধরেই রইলেন। তখন লোকটা সত্যিই পাগল হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মানসিক হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হল। ডাক্তাররা তাঁর বিশাল বিশাল প্রকল্পের কাহিনী শুনে স্থির করলেন লোকটা প্রচণ্ড রকমের বাতিকে ভুগছে।

ইঞ্জিনিয়র তাঁর রিপোর্ট লিখেই চললেন, পেশ করতে লাগলেন নিজ প্রকল্পের মূলকথাগুলো। এই সব রিপোর্ট থেকে চাঞ্চল্যকর স্পষ্টতায় প্রকাশ পেল যে কোনো একটা নদীর ল্যাজামুড়ো সমেত উল্টে দেওয়া শুধু সম্ভবই নয়, একেবারে অপরিহার্য এবং সেটা এতদিন কেন যে করা হয় নি সেইটেই আশ্চর্য। রিপোর্টগুলো ইঞ্জিনিয়র হেক্টোগ্রাফে কপি করে সমস্ত সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে পাঠালেন।

পুনরুদ্ধার পর্বটা এইভাবেই কাটে, এল দেশ পুনর্গঠনের পর্ব। পার্টির ১৫শ কংগ্রেসে বড়ো বড়ো পরিকল্পনা ও অবিলম্বে সমাজতন্ত্র গড়ার পক্ষে ভোট পড়ল। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে বিশাল পুনর্বাসনের যুগে বাস করার সৌভাগ্য হল ইঞ্জিনিয়রের।

স্তালিনের কাছে ডাক পড়ল তাঁর। হতচকিত ইঞ্জিনিয়র তাঁর সবচেয়ে সোজা সবচেয়ে বোধগম্য প্রকল্পগুলিকে পেশ করলেন। দ্বিতীয় পাঁচসালায় কার্যকরী করার জন্য তা গৃহীত হয়।

ক্রেমলিন থেকে ইঞ্জিনিয়র ফিরলেন রেডিও-রিসিভারের মতো ভোঁ ভোঁ করা কান নিয়ে। এই প্রথম তিনি বুঝলেন: তাঁর অতি সরল, অতি পরিষ্কার

প্রকল্প কার্যকরী হবার জন্য দরকার ছিল ওই তিতিবিরক্তি ধরে যাওয়া মেসিনগানের ঘর্ঘর, যা রাতের পর রাত তাঁর কাজে বাধা দিয়েছে, দরকার ছিল এই আধপেটা খাওয়া বছরগুলোর, যখন চেয়ার টেবিল পুড়িয়ে তাঁর কুঠরিখানাকে গরম করতে হয়েছে, দরকার ছিল এই গোটা দেশের একরোখা দুর্বিষহ মেহনতের পনের বছর, যাতে কোনো রকম ভাগ নেন নি তিনি।

কাজ করার একটা মস্ত বাড়ি পেলেন তিনি, এল সহকারী টেকনিশিয়ান, ড্রাফ্‌টসম্যান, সেচবিদেরা। ফাঁকা কক্ষটা ভরে উঠল ড্রাফটিং টেবলে, ঝটিকাগতি টাইপিস্ট বাহিনীর মেসিনগানী ঘর্ঘরে। এ আপিস থেকে ওপরে পরিকল্পনা সংস্থা আর নিচে যুগযুগের খাতে শান্তিতে শায়িত নদীগুলো পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে গেল তারের লাইন।

বড়ো ঘরটায় কাজের একটা ধূসর পোষাক পরে ইঞ্জিনিয়র ঘোরেন তাঁর মস্ত ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ব্লুপ্রিণ্ট ছড়ানো টেবলটায়, ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ির টানে বদলে দেন নদীর খাত; খাল বইয়ে দেন নির্জলা মরুভূমিতে, হাত দিয়ে ঠেলে দেন জলভরা মেঘ, বিপুল বায়ুপুঞ্জ।

এইভাবেই অথবা মোটের ওপর এইভাবেই গল্প চালালে বৈমানিক। তারপর অপরাধীর মতো হাসল, যেভাবে লোকে হাসে যখন হঠাৎ মনে পড়ে যায় আগে সহালাপীর কুশল সংবাদ না শুধিয়েই সে নিজের কুশল নিজের কাজকর্মের কথা শুরু করেছে।

'যাক, আপনাদের আমেরিকার খবর বলুন। সংকটটা এখন কেমন?'

এমন সুরে বললে যেন জিজ্ঞেস করছে, 'আমেরিকায় আপনার কাকা কেমন আছেন?'

এক মিনিটের জন্য সবাই চুপ করে রইল। জবাব দিলে বার্কার:

'আপনাদের এখানে আমেরিকার সংকট সম্পর্কে ধারণাটা বড়োই অতিরঞ্জিত। অবিশ্যি এ কথা ঠিক যে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে কিছু ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে, কেউ সে কথা অস্বীকার করবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুবই পাকা, ধনসমৃদ্ধ একটা প্রতিষ্ঠান, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এ সব জটিলতা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে না, এমন আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। এবং সাধারণভাবে এ 'সংকটে' আপনারা খামোকাই আহ্লাদ বোধ করছেন। আপনাদের দেশে যখন দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, লোকে না খেয়ে মরছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুশিতে ডগমগ না হয়ে আপনাদের

বুভুক্ষুদের সাহায্য করে। এখন আমাদের সাহায্যে দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে আপনারা সে সব কথা ভুলে গিয়ে আনন্দ করছেন।'

বৈমানিক কিন্তু তখনো হাসছিল। বললে:

'আমার মনে হয় এবার আপনিই কিছু অতিরঞ্জিত করছেন। মিঃ হুভার এবং আমেরিকানরা এক সময় আমাদের বুভুক্ষুদের জন্যে যে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন তার জন্যে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ, তবে সে সাহায্যের পরিমাণটা ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর, আর আপনি নিজেও নিশ্চয় গুরুত্বসহকারে এ কথা ভাবেন না যে দুর্ভিক্ষ আমরা দূর করি কেবল আমেরিকার কল্যাণে। আমাদের দেশের লোকেরাও তেমনি ইংলণ্ডের খনি-মজুরদের ধর্মঘটের সময় বুভুক্ষু মজুরদের সাহায্য পাঠায়। আপনার দেশের শ্রমিক চাষীরা তেমন অবস্থায় পড়লে আমাদের দেশের শ্রমিকেরা তাদের অনেক বেশি সাহায্য করবে। আর আপনাদের বিভিন্ন স্টেটের শিল্প যে প্রায় একমাত্র আমাদের বায়না নিয়েই কাজ করছে, তা না করলে কি আমেরিকায় বেকারি বেড়ে উঠত না? দেখতেই পাচ্ছেন বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রই আপনাদের গুরু শিল্পের একমাত্র বড়ো খরিদ্দার, আর তার দামও দিচ্ছে নগদ সোনায়। এবং বেকারি থেকে আপনাদের লাখ লাখ মজুরকে বাঁচাচ্ছে, তাই না?'

ক্লার্কের মনে হল বৈমানিক বোধ হয় এবার যোগ দেবে, 'আর বাঁচাচ্ছে এখানে কাজ করতে আসা বেকার ইঞ্জিনিয়রদের।' কিন্তু সে কথা বললে না বৈমানিক।

'আমি এখানে এসেছি আমার বিশেষ বিদ্যা অনুসারে কাজ করতে, রাজনীতি নিয়ে তর্ক করবার জন্যে নয়,' বিরক্ত স্বরে ঘোষণা করলে বার্কার, 'তাছাড়া আমার ধারণা এখন ঘুমবার সময় হয়েছে, শুভরাত্রি।'

বৈমানিকের কাহিনী সাগ্রহে শুনছিল মুরি। এবার জোর দিয়েই সে বললে:

'আপনাকে এ কাজে রেখে পার্টি অনেক লোকসান দিচ্ছে। চমৎকার আলাপ করতে পারেন আপনি, জাত প্রচারক। সারা জীবন আপনাকে আকাশে কাটাতে হবে যেখানে নীরব থাকতে আপনি বাধ্য — এটা যুক্তিযুক্ত নয়।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল বৈমানিক।

'আপনি ভুল করছেন। প্রথমত আমি পার্টি বহির্ভূত লোক...'

মুরি আর ক্লার্ক অবিশ্বাসীর মতো দৃষ্টি বিনিময় করলে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু লুকাবার কী দায় পড়েছে আমার? আপনাদের দেশে আমেরিকায় হলে সেটা বোঝা যায়... কিন্তু আমাদের পার্টি যে আইনসঙ্গত, সে তো জানেন। আপনাদের ঠিকই বলছি, আমি পার্টির লোক নই। হয়ত আমার নিজেরই তার জন্যে প্রায় আফসোস হয়। গৃহযুদ্ধে কেন যে পার্টিতে যোগ দিই নি তা নিজেও জানি না। ভেবেছিলাম সোভিয়েত রাজের পক্ষে লড়া যায় পার্টির বাইরে থেকেও। আর এখন... বিপ্লবের জন্যে বড়ো কিছু কাজ না করলে বুদ্ধিজীবীর পক্ষে পার্টিতে ঢোকা খুব কঠিন। আর আমি — আমি তেমন কাজ কীই বা করেছি। খাঁটি রাজনৈতিক শিক্ষা তো আমার নেই... আরো বছর দুই তিন উড়ব — তারপর বেশি সময় পাওয়া যাবে, আত্মশিক্ষা শুরু করব। আকাশে সেটার প্রয়োজন তত হয় না, আমার ভাবনা সেখানে ভাবে ইঞ্জিন, দিক দেখিয়ে দেয় কম্পাস। কিন্তু মাটিতে দরকার অন্য কম্পাস। আর ঠিক এই সাধারণ কারণেই পার্টির পক্ষে আমি অযোগ্য...'

ইউরোপের কাছে বিদায়

ক্লার্ককে যখন জাগানো হল, তখনো প্রায় অন্ধকার। মাটি থেকে ঘন ভাপ উঠছে। ওড়ার জন্য তৈরি হয়ে গোঁ গোঁ করছে বিমান। মনে হল যেন দৈনন্দিন ধাবনের পর ফেনায়িত এক অশ্বের মতো পৃথিবীই বুঝি হ্রেষাধ্বনি করছে।

মুরি, বার্কার ও রুশীটি গিয়ে আগেই দাঁড়িয়েছিল বিমানের কাছে, এলোমেলো চুল, ঠকঠক করে কাঁপছে, ম্যাকিন্‌টোশের কলার ওলটানো। একটা দণ্ডের ওপর বাতাসের গতি নির্দেশক ডোরাকাটা 'সসেজ'টা নেতিয়ে আছে হাতকাটা লোকের আস্তিনের মতো। ওড়ার স্যুটে বৈমানিককে দেখাচ্ছিল ডুবুরির মতো — মোটর নিয়ে সে ব্যস্ত। সবাই একাগ্র হয়ে চুপ করে রইল।

মিনিট খানেক পর বিমান উড়ল ঘুমন্ত নগরের ওপর দিয়ে, যেন নৈশাকাশের অনাবাদী মাটি ফেড়ে চলেছে এক ট্র্যাক্টর। দিগন্তে ফুটে উঠেছে ঊষার শাদা আভা। ইঞ্জিনের একটানা শব্দে ঘুম এসে যায়। অলক্ষ্যেই কেবিনের দেয়ালে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লার্ক।

যখন ঘুম ভাঙল, ততক্ষণে বেলা হয়ে গেছে। বিমানটা থেকে মিটার দশেক নিচে আগাগোড়া কেবলি তুষার, কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে কোথাও নেমে

গেছে। এখানে ওখানে মাথা তুলেছে তুষারের নিশ্চল ফোয়ারা, এই বুঝি বিমানের ডানার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ক্লার্কের ধারণা হল নিশ্চয় তারা উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

চোখ মুছল সে, ভাবল ঘুমের ঘোর এখনো কাটে নি, কিন্তু অপ্রাকৃত সে তুষার ক্ষেত্র অদৃশ্য হল না, উল্টে বরং আরো কয়েক মিটার নিচে নামল বিমান, বোঝা যায় এই তুষার ক্ষেত্রেই তা নামবে।

সহযাত্রীদের দিকে চাইল ক্লার্ক। কোণে জড়োসড়ো হয়ে মুরি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখছে শাদা মাঠের দিকে। বুকের ওপর মাথা নামিয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে রুশীটি।

অবাক হয়ে ক্লার্ক লক্ষ করল ইঞ্জিনের উচ্চতা মাপার যন্ত্রে কাঁটা রয়েছে ১,৮০০ মিটারের ঘরে। আরেকবার জানলা দিয়ে চাইল সে, হঠাৎ দুই তুষার স্তূপের মাঝখানে যেন এক অতল ফাটল দিয়ে চোখে পড়ল অনেক অনেক নিচে মাটির সবুজ ছোপ। উড়ছিল তারা মেঘপুঞ্জের ওপর দিয়ে।

স্তূপগুলোর মাঝে মাঝে ফাঁক দেখা দিতে লাগল ঘন ঘন, ধবল কূপগুলির তলায় পৃথিবীর শ্যাম চর্ম অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে চোখে বিঁধছিল। নিচে সরু একটা সর্পিল নদী চোখে পড়ল গাছপালায় আধো-ঢাকা।

কয়েক মিনিট পরেই বিরাট এক মেঘের পাহাড় ধেয়ে এসে ভেসে গেল পেছন দিকে। একটানা সবুজ সমতলের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল বিমান, তারপর নামতে লাগল ধীরে ধীরে। ক্লার্কের মনে হল পাকস্থলী উঠে এসেছে তার কণ্ঠায়। গা ঘোলাতে লাগল তার।

নিচে চোখে পড়ল শহর, ঠিক যেন ঘূর্ণ্যমান টেবলের ওপর পেশেন্স খেলার তাসের মতো নিখুঁত বিছানো। মাথা ঘুরতে লাগল ক্লার্কের। ঠিক করল আর দেখবে না, চোখ খুলল সে কেবল তখন যখন মাটি ছুঁয়েছে বিমান। মাটিতে চাকা লাগতেই মনে হল যেন ভীমরুলের কামড় খাওয়া ঘোড়ার মতো কেবলি গা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বশীভূত উদাসীনতায় শান্ত হয়ে হল পৃথিবী।

কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে তাজা বাতাসের ঝাপট এল। ধপাস করে ঘাসের ওপর লাফিয়ে নামল ক্লার্ক। পায়ের নিচে মাটিটা দুলছে যেন জাহাজের পাটাতন। দু'পা ভয়ানক ফাঁক করে খানিকটা এগুল সে তারপর ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। ঘাসের ডাঁটির মধ্যে শনশন করছে বাতাস। সারা শরীর

এলিয়ে দিয়ে মাটি আঁকড়ে ক্লার্ক তার সমস্ত সত্তা দিয়ে যেন পান করতে লাগল স্থায়িত্বের সুখানুভূতি। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল এ নিশ্চলতা মায়া, পৃথিবীও তো ঘুরছে সূর্যের চারিপাশে। কথাটা ভাবতেই আবার গা ঘুলিয়ে উঠতে লাগল তার।

কোনো কিছু না ভেবে এক মিনিট পড়ে রইল সে, এমন সময় মুরি ওকে ডাকল। বিব্রত লাগল ক্লার্কের। মুরি এবং বৈমানিক ভাবতে পারে ওর বমি হয়েছে। বার্কারকে নিয়ে নিজের সকরুণ রসিকতাটা তার মনে পড়ে গেল। হাসির পাত্র হবার ইচ্ছে ছিল না তার। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, সিগারেট খেল যদিও সেই মুহূর্তে সিগারেটের ধোঁয়াটায় তার বমি আসছিল, এবং ইচ্ছে করেই একটা অবহেলার ভাব ফুটিয়ে এগুল বিমানঘাঁটির দিকে।

মুরি এবং রুশী সহযাত্রীটি ততক্ষণে সতৃপ্তিতে সেই অনিবার্য ডিম সিদ্ধর পেছনে লেগেছে। বায়ুহীন আবহাওয়ার সেই বায়বীয় 'সসেজের' মতো নেতিয়ে পড়েছে বার্কার, দরদী কর্ত্রী তার জন্য টমাটোর স্যালাড বানাচ্ছে। তেমন স্যালাডেই খুশি হত ক্লার্ক কিন্তু হালকা গলায় ডিমেরই বায়না দিলে সে এবং গিলতে লাগল নাড়ি উল্টে।

বৈমানিকটি এল, প্যারাফিনে ভেজানো তুলো দিলে ভদ্রতা করে, ইঞ্জিনের শব্দ থেকে কান বাঁচবে। রহস্য করে বললে, যাত্রীরা এবার ইউরোপের কাছ থেকে বিদায় নিক, কেননা এ মহাদেশের শেষ স্টপ ওরেন্‌বুর্গ। ওরেন্‌বুর্গের পর থেকেই শুরু হচ্ছে এশিয়া।

ওরেন্‌বুর্গের পর শুরু হল এশিয়া। যথেষ্ট মন দিয়ে নজর করলেও কোনো সুস্পষ্ট সীমানা চোখে পড়ল না ক্লার্কের, দেখা গেল না দুই মহাদেশকে বিভক্ত করা কোনো সীমান্ত স্তম্ভ। ওরেন্‌বুর্গের বহু আগে থেকে যে সমভূমি শুরু হয়েছিল তা ক্রমেই হলুদ আর একঘেয়ে হয়ে উঠতে শুরু করল। এখন সেটাকে দেখাচ্ছিল যেন লালচে বাদামী অয়েলক্লথে ঢাকা এক অপরিসীম টেবিল। তার মাঝে মধ্যে কালো ছাউনিগুলো দেখাচ্ছিল রুটির টুকরোর মতো। সরু সরু চার পায়ে প্রথম উট চলতে দেখল ক্লার্ক, ঠিক যেন এক রুশী কেটলি, কুঁজটা তার ঢাকনির মতো, রাশভারী ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে চলেছে। এই দেখেই শেষ পর্যন্ত ক্লার্ক নিঃসন্দেহ হল যে ইউরোপ পেরিয়ে এসেছে।

দৃশ্যপটটায় এবং আগের পর্যায়ের ক্লান্তিতে ঘুমপাড়ানী ওষুধের কাজ হল। ওরেন্‌বুর্গ থেকেই নাক ডাকানো রুশী সহযাত্রীটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ

করে ক্লার্ক এবার ভালো করেই ঘুম দিলে এবং নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে, কেননা যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ তাজা আর চাঙ্গা লাগল নিজেকে।

হলুদ সমভূমিটা ক্রমেই আরো বেশি মরুভূমির মতো হয়ে উঠল। নিচে ট্রেনের লাইন চলে গেছে শেষহীন একটা কেব্‌লের মতো। ট্রেন আসছে মরুভূমির ভেতর দিয়ে। যেন একটা কোদালকাটা কেঁচো তার দেহাংশগুলো কোনোক্রমে টেনে চলেছে কোনো এক ফার্স্ট এইড কেন্দ্রে। শেষ পর্যন্ত পৌঁছল সেখানে, স্টেশনে। কিন্তু ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলে না কেউ, পরের স্টপের দিকে এগিয়ে চলল। স্টেশন থেকে স্টেশন উজিয়ে এই করেই সে চলল গোটা মরুভূমিটা পেরিয়ে।

ফুটন্ত মোহনভোগের ওপর ফেটে ফেটে যাওয়া বুদ্বুদের মতো মরুভূমির গায়ে ফুটেছে খোঁদল খোঁদল ফোস্কা। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা লাভার মতো ঝলমল করছে রামধনুর সবকটি রং। মনে হয় যেন চাঁদের ওপর দিয়ে বিমান চলেছে। পাঠ্যপুস্তকে চাঁদের উপরিভাগের চেহারাটা দেওয়া হয় ঠিক এই রকমই।

হঠাৎ দেশলাই বাক্সের সেই পরিচিত স্তূপ — শহর, আর শহরের পর পথভোলা বিমানকে ঘরে ফেরাবার সেই শাদা বৃত্ত — এরোড্রাম।

আক্‌তিউবিন্‌স্কে রুশীটি নেমে গেল। এরোড্রামে মোটর দাঁড়িয়ে ছিল তার জন্য। সকলকে বিদায় জানিয়ে বৈমানিকের সঙ্গে সে করমর্দন করলে একটু যেন বিশেষ আন্তরিকতা ঢেলে, তারপর অপেক্ষমাণ ফোর্ডে আসন নিয়ে দূর থেকে টুপি নাড়াতে নাড়াতে চলে গেল।

বৈমানিক ক্লার্ককে বোঝালে, 'বলছে তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম নাকি ঠিকমতো ঘুমতে পারলেন। উনিই হলেন আক্‌তিউবস্ত্রই'র লাল ডিরেক্টর — মস্ত এক কারখানা উঠছে এখানে, এই স্তেপের মধ্যে।'

ক্লার্ক বুঝে উঠতে পারল না এই মরুভূমির মধ্যে কারখানা তোলার কীই বা প্রয়োজন পড়ল, কী মালই বা তা তৈরি করবে। প্রশ্নটা করতে বৈমানিক জানালে মরুভূমি এখনো আসে নি। আক্‌তিউবিনস্ক হল কাজাখস্তানের এক শস্যবহুল অঞ্চলের ঘাঁটি। মাটি এখানে যুগের পর যুগ অহল্যা পড়ে ছিল; একটু খোঁড়াখুঁড়ি করতেই পাওয়া গেছে ফসফরাইট, অ্যাসবেস্টস, অভ্র, তামা, — কী চাই ...

এয়ারপোর্টে ভোজ্যের টেবিল তৈরি ছিল। টেবিলে বসলে তারা পাঁচ জন। পঞ্চম ব্যক্তিটি মধ্যবয়সী, গলায় শার্টের কলার খোলা। মুখখানা এবং ঘাড়টা

রোদপোড়া বাদামী; মাথার চুল পর্যন্ত কেমন পোড়া পোড়া: ঝলক দেওয়া রুপোলী তারগুলো দেখে মনে হচ্ছিল চুল পাকে নি, স্রেফ রোদে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বৈমানিকটি জানলা থেকে এক টুকরো শাদা পাথর ভেঙ্গে এগিয়ে দিল ক্লার্কের দিকে — পাথরটা থেকে পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ আসছিল। এয়ারপোর্টের কর্তার সঙ্গে কী নিয়ে যেন হেসে আলাপ করছিল বৈমানিকটি। আলাপের মধ্যে 'ফকির' কথাটা কয়েকবার কানে এল ক্লার্কের। হাতের ওপর লেগে থাকা পেট্রলের গন্ধটা সে রুমাল ঘসে তুলে ফেলার বৃথা চেষ্টা করতে করতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল সহালাপীর দিকে।

ফকির

সাগরের মতো ছড়িয়ে আছে স্তেপ। নিঃসঙ্গ এক একটা ছাউনি যেন সে সাগরের ওপরে ভেসে ওঠা কালো কালো জেলি-ফিশ। দামাল মাছের মতো তৃণের মধ্যে ঝাপট মারছে কলসীর মতো পেট-মোটা বাদামী-লাল মেঠো ইঁদুর। বাতাসের নকল করে শিস দিচ্ছে তারা, আর ডাঁটিগুলোর মধ্যে থমকে গিয়ে বাতাস তা শুনছে।

বিশাল একটা বালুময় দ্বীপের মতো পড়ে আছে আক্‌তিউবিন্‌স্ক শহর। বালুর নদীর মতো রাস্তা বইছে নিচু নিচু মেটে বাড়ির তীর ছুঁয়ে। উট-টানা গাড়ি যেন ধীরগতি নৌকো। মস্ত এক দ্বীপ রচনা করে শহর মিলিয়ে গেছে স্তেপে, স্তব্ধতায়, হলুদ মরীচিকায়।

সে স্তেপ জুড়ে একদিন ছুটে গেল ঝাঁকড়া-চুলো নিঃসঙ্গ সব সওয়ারী, আউলে আউলে তারা নিয়ে এল এক আতঙ্কের সংবাদ। অজানা এক পাখি দেখা দিয়েছে স্তেপের ওপর। বিরাট তার ডানার ছায়ায় সওয়ারী সমেত ঢাকা পড়ে যায় ঘোড়া, ঘর্ঘর চিৎকার তার ছুটন্ত ঘোড়া ছাড়িয়ে দূরের ছাউনি পেরিয়ে যায়।

পাখি পৌঁছল আক্‌তিউবিন্‌স্ক শহরে। তিনবার তাকে চক্কর দিয়ে বসল স্তেপের ওপর। আর তৃণবনে লুকিয়ে পড়া রাখালেরা দেখল পাখির পেট থেকে লোক নামছে, একটা মোটরগাড়ি এসে তাকে নিয়ে গেল শহরে...

সারা দিন বৈমানিক স্তেপ চ্ষে বেড়াল। ছ'মাসের মধ্যে এসব জায়গা দিয়ে বিমান-পথ যাবার কথা। বৈমানিকের পরে এল আরো লোক, স্তেপের মধ্যে গোল ন্যাড়া ডাঙ্গা খুঁজে বেড়াল তারা এরোড্রামের জন্য। সারা দিন উড়ে এসেছে বৈমানিক, ঘোড়ার মতো হাঁপিয়ে গিয়েছিল। ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুমোবার জায়গা নেই কোথাও। তখন পার্টির জেলা কমিটির সেক্রেটারি এসে রাতের জন্য নিজের ঘরে নিয়ে গেল বৈমানিককে।

সেক্রেটারি অবিবাহিত। ঘরে ওর একলাবাসের গন্ধ: এনামেল করা কেটলি, কাপ, জানলার ধুলোভরা শার্সি, সবই কেমন গোমড়া-মুখো, নারীর হাতের আদর পায় নি তারা। সেক্রেটারি একনাগাড়ে তিন বছর কাটিয়েছে স্তেপে, হলদে হয়ে উঠেছে, কাঁটা-কাঁটা। সারা রাস্তা চুপ করে ছিল সেক্রেটারি, মৃদু শিস দিচ্ছিল। আর তাকে ভেঙচে শিস দিতে লাগল মেঠো ইঁদুরেরা।

রাতের খাবারে বসে হঠাৎ কথা ফুটল সেক্রেটারির, আর বসে বসে কোনো বাধা না দিয়ে, নিজে কোনো কথা না বলে শুনে যেতে ভালোই লাগল বৈমানিকের। তিন বছরের জমা সমস্ত কথা ছুটল যেন শ্যাম্পেনের তোড়ে ছিটকে যাওয়া ছিপির মুখ খুলে। নিজের এলাকার কথা বললে সেক্রেটারি, নানা রকম সব সংখ্যা তথ্য দিলে; প্রায় জ্যোতিষিক সব সংখ্যা। বোঝা গেল, তার এলাকায় যা ফসফরাইট আছে তাতে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের কুলিয়ে যাবে, যা পেট্রল আছে তাতে সারা দুনিয়া ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

কামরাটার দিকে নীরবে চেয়ে দেখল বৈমানিক। গোটা ঘর বইয়ে ভরা আর সব বই-ই পেট্রল নিয়ে। মরুভূমিতে তেল আসবে কোথা থেকে? একলা থেকে থেকে লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় নি তো?

বৈমানিক আর পারল না, জিজ্ঞেস করলে:

'এ সব বই আপনি পড়েন?'

'পড়ি,' বলে বৈমানিকের দিকে একদৃষ্টে নীরস চোখে চেয়ে রইল সেক্রেটারি। সে দৃষ্টিতে বৈমানিকের শিরদাঁড়া শিউরে উঠল।

বিসদৃশ নীরবতাটাকে ভাঙবার জন্য জিজ্ঞেস করলে, 'তা সব পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, সবই পড়েছি, তবে লাভ বিশেষ হচ্ছে না।'

নালিশ করতে লাগল সেক্রেটারি: তার দিকে কেন্দ্রের কোনো নজর নেই, এলাকার অনুসন্ধান কাজ থামিয়ে দিতে চাইছে, অথচ ও জেদ করে বলছে যে তেল আছেই।

বৈমানিক শুনছিল ভদ্রতা করে: নতুন লোক পেয়ে নয় মনটা উজাড় করুক খানিক।

এইভাবেই ওদের আলাপ চলে রাত দু'টো অবধি। ক্লান্তিতে বৈমানিকের চোখের পাতা বুজে আসছিল। সেক্রেটারি সেটা টের পেলে। মাপ চাইলে:

'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম... নিন শুয়ে পড়ুন...'

নিজেও ওই একই ঘরে শোয়ার আয়োজন করলে।

বৈমানিক ঘুমে ঢুলে পড়ছে, হঠাৎ ডাক দিল সেক্রেটারি:

'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈমানিক বললে:

'না।'

কিন্তু মনে মনে ভাবলে, 'ঘুমের দফা আজ শেষ, ভদ্রলোকের স্নায়ু আজ খুবই চড়া।'

বিছানার ওপর উঠে বসল সেক্রেটারি, শোনা গেল তক্তার ক্যাঁচক্যাঁচানি। বললে:

'হতভাগা এই ফকিরগুলো আমায় আর শান্তি দিচ্ছে না।'

'ফকির? ফকির আবার এল কোত্থেকে?'

'ফকিরী বিদ্যাটা ভারি জানতে ইচ্ছে করে আর কি। একবার সার্কাসে দেখেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার। সারা গায়ে কাঁটা ফোটালে, হাতের তালুতে পেরেক, জিভে সেফটি পিন — কিন্তু কিছু হল না, বুঝেছেন কিছু না। কেন বলুন তো?'

'আসলে,' ঘুমের ঘোরে বোঝাবার চেষ্টা করলে বৈমানিক, 'ব্যাপারটা খুবই সোজা। মনের জোর আর কি। একদম ব্যথা বোধ হবে না এটা লোকে অভ্যেস করে নিতে পারে। সবচেয়ে ভয় লাগে তো রক্ত দেখে। কিন্তু শুনেছি, শরীরের এমন সব জায়গা আছে যেখানে রক্তবাহী শিরা খুবই কম। ফকিররাও ঠিক সেইখানেই বেঁধায় যেখানে জানাই আছে রক্ত বেরুবে না।'

শোনা গেল সেক্রেটারি জানলা হাতড়াচ্ছে।

'নিন,' অন্ধকারে কী একটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে।

'কী এটা?'

'সূঁই ফুঁড়ে দেখুন, আচ্ছা বরং আমিই ফুঁড়ি — দেখা যাক রক্ত বেরয় কিনা।'

বৈমানিকও উঠে বসল বিছানায়।

'সে কী, ফোঁড়ার আগে যে জানা থাকা দরকার, আমি তো আর ফকির নই ...'

দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরালে সে, যদিও ধ্মপানের অবস্থা তখন নয়।

এবং ঘ্ম হল না সকাল পর্যন্ত। কানে আসে সেক্রেটারিও ঘ্মছে না, এপাশ ওপাশ করছে। শয়তানই জানে মাথায় আরো কি ঘ্রছে।

সকালে সেক্রেটারি নিজেই তাকে নিয়ে গেল মাঠে। বিদায় জানালে, হাত কাঁপছিল।

'মস্কোয় নিশ্চয় আপনাকে খ্ঁজে বার করব। চলে যাব বোনার মরস্ম শেষ হতেই।'

উড়ে গেল বৈমানিক, ভুলে গেল আক্তিউবিন্স্কের কথা, ফকিরের কথা, সেক্রেটারির কথা।

... ছয় মাস পরে মস্কো তাশখন্দ নতুন লাইনে উড়ে এল প্রথম যাত্রী বিমান। বিমান চালক সেই লোকটাই: স্তেপ তার ম্খস্থ, পথ হারাবার ভয় নেই। যখন আক্তিউবিন্স্কে নামল বিমান, তখন এ এলাকার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ল বৈমানিকের। খাবার সময় বিমান-বন্দরের কর্তার সঙ্গে আলাপ হল: কী খবর, কী সংবাদ।

কর্তা বললে, 'আরে জানেন, এ বসন্তে পেট্রল পাওয়া গেছে এখানে, বিরাট স্তর।'

'হতে পারে না!'

'সত্যি বলছি।'

আক্তিউবিন্স্কেই রাত কাটাতে হল বৈমানিককে। শ্নলে সেই আগের লোকটিই এখনো জেলা কমিটির সেক্রেটারি। ঘোড়ায় চেপে চলে গেল সে শহরে, সোজা একেবারে তার বাড়িতে।

তাকে দেখে করমর্দন করে সেক্রেটারি চেঁচিয়ে উঠল:

'পাওয়া গেছে পেট্রল!'

'ব্যাপারটা সব গ্ছিয়ে বল্ন তো,' অন্রোধ করলে বৈমানিক।

সেক্রেটারি বললে ঘটনাটা।

সেবার বোনার মরস্মের পর মস্কো যায়। প্রথম তার কথাই শ্নতে চায় নি কেউ। তার পেড়াপীড়ির ফলে ইতিমধ্যেই তিনবার ইঞ্জিনিয়ররা এসেছিল

আক্‌তিউবিন্‌স্কে, খোঁজাখুঁজি ফোঁড়াফুঁড়ি করেছে কিন্তু কিছুই মেলে নি। মস্কোয় ওকে বলা হল, 'স্বপ্ন দেখছেন তেলের, অবান্তর খোঁজাখুঁজিতে রাষ্ট্রের টাকা ওড়াচ্ছেন। উত্তর মেরুতে গিয়েও ফুঁড়ে দেখবেন মনে হচ্ছে। কানাকড়িও আর দেব না।'

এইভাবে শূন্য হাতেই সে ফেরে।

কিন্তু হাল ছাড়ে না। মস্কোয় দু'সপ্তাহ ধরণা দিয়ে বেড়ায়, খোদ জাতীয় অর্থনীতি সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি পর্যন্ত পৌঁছয়।

'তেল আছে। শেষ বারের মতো একবার চেষ্টা করুন। দুজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র আমায় দিন, আমার পছন্দমত, তেল আমি দেখিয়ে ছাড়ব।'

এবারেও নিশ্চয় খালি হাতেই ফিরতে হত, কিন্তু আক্‌তিউবস্ত্রই'র লাল পরিচালকের কাছে ব্যাপারটা গেল। ঠিক সেই সময়ই নির্মাণকাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল সে। জিনিসটা তার মনে ধরল, দরকার মতো তদবির করলে। শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল।

একজন রুশী ইঞ্জিনিয়র আর খনিজ ইনস্টিটিউটের একজন কাজাখ ছাত্রকে বাছলে সেক্রেটারি। সঙ্গে করে নিয়ে এল আক্‌তিউবিন্‌স্কে।

ওরা বসে বসে আঁকজোক কষলে, মাপটাপ নিলে, ফুটো করলে মাটিতে, তেল বেরুল ফোয়ারা দিয়ে।

বোঝা গেল আগেকার যে ইঞ্জিনিয়ররা এসেছিল, তারা অন্তর্ঘাতক, সবাই একই চক্রের লোক। ষড়যন্ত্র ছিল নিজেদের মধ্যে, যেখানে তেল থাকা সম্ভব নয় সেখানে গিয়ে ফুঁড়বে।

বৈমানিক বললে, 'মনে আছে, সেই রাতে আপনি ফকিরের কথা তুলেছিলেন ? তখন আমি আপনাকে পাগল ভেবেছিলাম, এক ঘরে আপনার সঙ্গে ঘুমতেও ভয় হচ্ছিল।'

হো হো করে হেসে উঠল সেক্রেটারি।

'সে কি ভায়া, তুমিই তো সে রাতে গোটা রহস্যটাই আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিলে। আগে থেকেই জানা আছে যেখানে রক্ত নেই, সেইখানটাতেই ফোঁড়ে। শুনেই মাথায় টনক নড়ে আমার। আগেই ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন, কিন্তু ঠিক নিঃসন্দেহ হতে পারছিলাম না। সে রাতেই তুমিই আমার সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দিয়েছিলে...'

শস্যের বিশাল সমুদ্রে টলমল করছে স্তেপ। তিমির নাক দিয়ে ছোটা

জলের ফোয়ারার মতো ফোয়ারা উঠছে তেলের। স্তেপের অসীমে হারিয়ে যাওয়া রসায়ন কারখানার নিঃসঙ্গ চিমনি থেকে ধূসর কাছির মতো ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে সমভূমির ওপর। ঝাঁঝালো ধোঁয়া আর তেলের মিষ্টি গন্ধ টেনে সর্দির হাঁচি হাঁচে ক্ষীয়মাণ মেঠো ইঁদুরের দল আর প্রতি রাতে মোটরের হেড লাইটে চোখ ধাঁধিয়ে ধরা দেয় চাকার ফুলো ফুলো থাবায়।

নামকরা অচেনা

বিমানের কেবিনে এসে বসার পর আমেরিকানরা লক্ষ করল আক্তিউবিন্স্কে যে রুশীটি নেমে গিয়েছিল তার জায়গায় আরেকজন বসে আছে, শার্টের বোতাম খোলা।

বৈমানিক জিজ্ঞেস করলে 'হাওয়াই মোটরগাড়িতে' যাবার ইচ্ছা আছে কিনা তাদের। সবাই রাজী হয়ে গেল যদিও 'হাওয়াই মোটরগাড়িটা' কী জিনিস তা সঠিক কেউ জানত না।

বিমান আকাশে উঠে কিছুক্ষণ স্বাভাবিক উচ্চতা বজায় রেখেই উড়ছিল, তারপর হঠাৎ দ্রুত নামতে শুরু করল। ক্লার্কের ধারণা হল ইঞ্জিন বিগড়েছে, তাই স্তেপেই নেমে পড়তে হচ্ছে তাদের। প্রায় মাটি পর্যন্ত নেমে এল বিমান কিন্তু ল্যান্ড করলে না। চাকার সঙ্গে সমান উচ্চতায় নিচে ছুটে চলল টেলিগ্রাফ পোস্ট। তারপর হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রেল লাইন।

এবার স্তেপের ওপর দিয়ে ধেয়ে চলল বিমান। ইঞ্জিনের কান ফাটানো শব্দে আতঙ্কে ছুটে পালাতে লাগল বিরল কিছু কিছু উট। প্রায় মাটি ঘেঁসে আসা বিমান দেখে সভয়ে ছুটতে লাগল একজন রাখাল, মাথায় তার ছুঁচলো লোমের টুপি, কিন্তু দৈত্যের বিরাট ছায়াটা তার পেছু ধেয়েই এগিয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ এক সময় ঠিক মাথার ওপরেই দৈত্যকে দেখতে পেয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

সমুদ্রের ভাঁটির মতো কেবলি পেছনে সরে যাচ্ছে স্তেপ। ক্লার্কের মনে হল যেন একটা রেসিং মোটরে তারা ঘণ্টায় দু'শ কিলোমিটার বেগে ছুটছে। বৈমানিক কেন এটাকে হাওয়াই মোটরগাড়ি বলেছিল সেটা এতক্ষণে টের পেলে ক্লার্ক।

এইভাবেই তারা উড়ে গেল একটা ছোট্ট শহরের ওপর দিয়ে। থ্যাবড়া থ্যাবড়া বাড়িগুলোকে দেখাল যেন চৌকো চৌকো ঘুঁটি। কোনো একটা বৈঠক হচ্ছিল বোধ হয়। উট-জোতা অনেক গাড়ি দেখা গেল চকে, কোনাচে টুপি-পরা বহু লোকে ভিড় করেছে। ধাবমান বিমান দেখে গাড়ি সমেত স্তেপের দিকে ছুটতে লাগল উটগুলো, ঘাড় তাদের বেঁকে গেল কুঁজের দিকে — যেন চার-পেয়ে অস্ট্রিচ। চকের লোকগুলোও এক লহমায় উধাও হল সব।

ফের গড়িয়ে এল স্তেপ, সবুজ তরঙ্গে ধৌত ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো মুহূর্তে মাথা তুলেই অদৃশ্য হল শহরটা। তারপর এই সবুজ তরঙ্গও মিলিয়ে গিয়ে মাটি পরিণত হল এক অন্তহীন বালুচরে।

আড়াই ঘণ্টা এই উন্মাদ ধাবনের পর এরোড্রামের শাদা বৃত্তে নামল তারা।

এইখানেই রাত কাটাবার কথা। বৈমানিক এল। ক্লার্ক আর মুরির সোল্লাস তারিফ শুনে সে রহস্য করে বললে বিমান চালনার সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করার দায়ে তার আদালতে সোপর্দ হওয়া সম্ভব। কিন্তু যাত্রীদের উচিত তার পক্ষেই সাক্ষী দেওয়া, কেননা এই মাটি-ছোঁয়া ওড়ায় তারা অন্তত ওপর দিককার ঝাঁকুনি এড়াতে পেরেছে, যা এই লাইনটায় খুবই পীড়াদায়ক।

চেলকার থেকে একটা মিটমিটে অপ্রাকৃত হ্রদের ছবি মনে রইল ক্লার্কের, ধারগুলো তার শাদা-শাদা, যেন চিনেমাটির প্লেটের ওপর জেলি।

চেলকারের পর কেবল বালি-ভরা মরা মাটি, মাঝে মাঝে ঢিবি। এগুলো হল সেই সচল বালিয়াড়ি — বার্খান — যাতে চাপা পড়ে যায় পুরো এক একটা কাফেলা কি বস্তি। ঝড় উঠলে এই বালির কুণ্ডলীগুলো হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা ভেড়ার পালের মতো দিগ্বিদিকে ছুটে যায়। দৃশ্যটা কল্পনা করতে লাগল ক্লার্ক — আতঙ্কে উট ছুটছে, ঝনঝন করছে তাদের গলার ঘণ্টি, তৃণাঞ্চলের দাবদাহের মতো সবেগে ছুটে আসছে এক রক্তিম ধূলি মেঘ, ছুটন্ত পশুপালের সশঙ্ক আলোড়ন, চটপট তাঁবুর মতো ভাঁজ করে ইউর্তাগুলো পিঠে নিয়ে সরু সরু পায়ে মরুভূমিতে ধেয়ে যাচ্ছে উটেরা।

এক ঘণ্টা পরে বিমান উড়ছিল যেন নীল ইতালীয় মাইওলিকায় বাঁধানো এক প্রাণহীন মসৃণতার ওপর দিয়ে। এই হল আরাল সাগর। চারিপাশের মরুভূমি লম্বা বালুময় জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে নীল আর্দ্রতা। সাগরটা এত নিশ্চল যে মনে হয় অবাস্তব। ক্লার্কের মনে পড়ল সেই সব মসৃণ ধাতুময় চাকতির কথা যা দেখে মনে হবে যেন কালি পড়ে আছে।

আরো দুই ধাপ ওড়ার পর বেলা বারোটার সময় বিমান তার লক্ষ্যের নিকটবর্তী হল। মরুভূমির হলুদ সমুদ্রের মাঝখানে দিগন্তে এক সবুজ দ্বীপের মতো দেখা দিল তাশখন্দের মরূদ্যান। একঘেয়ে হলুদে ক্লান্ত চোখ লোলুপ হয়ে উঠল বাগিচার সবুজ চৌকোগুলোয়, আরিকের* সরু সরু দাগে তা গাঁথা যেন প্রাচ্যের আমীরী পোষাকের পুনরাবৃত্ত নক্সা। বই রেখে স্বস্তিভরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল ক্লার্ক। বাগিচার সবুজ জাজিমের ওপর শহরটা ছড়িয়ে আছে যেন অসমাপ্ত ডোমিনো খেলার গুটি।

এরোড্রামের আপিসে আমেরিকানদের জন্য অপেক্ষা করছিল তাজিক একজন কর্মচারী, কোনোক্রমে ইংরেজি বলতে পারে খানিকটা। খোলা মোটরগাড়ি করে তারা গেল হালকা ধুলোয় ভরা একটা চওড়া রাস্তা দিয়ে, দু'পাশে লম্বাটে পপলার, দেখতে বিলাতি ঝাউয়ের মতো। পপলারগুলোর গুঁড়ির কাছে ঝিরঝির করছে খাল। প্রতিটি রাস্তাতেই সবুজের ঝালর, আর গাড়ির দু'পাশে খালগুলো ছুটল যেন বেপরোয়া কুকুর। মনে পড়ে গেল, গোটা শহর গড়ে উঠেছে ধুলোর ওপর, মরুভূমির কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে পুরুষানুক্রমে। আতপ্ত রাস্তার খোলা ভেদ করে অশ্রান্ত ধূলির মেঘে শ্বাস ফেলছে মরুভূমি।

মোড়ের কাছে রাস্তাটা আটকানো। মন্থরগতিতে উটের কাফেলা চলেছে। পিঠে তাদের বোঝা, গলায় বাঁধা ঘণ্টির বিষণ্ণ ধ্বনি তুলে চলেছে মরুভূমিতে। প্রতিটি ঘণ্টিরই নিজস্ব এক একটা ধ্বনি, সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে কেমন এক অপ্রাকৃত নিরানন্দ জ্যাজ-ব্যাণ্ড। দীর্ঘ যাত্রার পর ক্লার্ক তখনো ভারসাম্য ফিরে পায় নি, মনে হল গোটা শহরটাই যেন মরুভূমির উষ্ট্রপৃষ্ঠে এক বিশাল বোঝার মতো দুলছে।

তারপর পপলারগুচ্ছের পর দেখা দিল কাচ আর কংক্রীটে তৈরি সব বাড়ি, দেখতে ফুলের কাচঘরের মতো। কিন্তু ভেতরে পামগাছের বদলে ঝুলছে বিজলী বাতির সবুজ ঢাকনি, আর ফুলের বদলে টেবলের ওপর ঝুঁকে আছে রঙচঙে চাঁদিটুপি-পরা সব লোক।

ফুল ফোটাবার কাচঘরের মতো দেখতে এই সব আপিসের সংক্ষেপিত নামগুলো কেমন দুর্বোধ্য, সাঙ্কেতিক চিহ্নের মতো: আঞ্চ ট্রেড-ইউ, কম-

---

* খাল। — সম্পাঃ

পার্টি (ব) উজ., অগপু। ক্লার্কের মনে হল, উটের কাফেলা, আরিক আর পশুপালের ব্যবস্থাপক এই আপিসগুলোতে, টেবলে ছড়ানো মানচিত্রে যেন মরুভূমির বিরুদ্ধে এক সাধারণ আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে। গোটা এই মরুদ্যান-শহরটাও যেন আর কিছুই নয়, এক অগণিত সৈন্যদলের হেডকোয়ার্টার, চঞ্চল বালুকণাদের ঘেরাও করেছে তারা, এক পা এক পা করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাদের নীল মাইওলিকায় বাঁধানো সেই নিশ্চল জায়গাটার দিকে, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে বলে।

বাড়ির সারি ছিন্ন হয়ে আবার শুরু হল। অনেকেই তাদের ভারার বাঁধন থেকে এখনো মুক্তি পায় নি। অবরোধটা দীর্ঘ কালের, তাই অবরোধ-যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম মেনে হেডকোয়ার্টার বিজিত ভূখণ্ডে জোরদার করছে তার ঘাঁটি।

হোটেলে বিশ্রামের পর সন্ধ্যায় অমায়িক তাজিক কর্মচারীটি আমেরিকানদের নিয়ে গেল পুরনো শহর দেখাতে। গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে পাক খেল মোটর, চারিপাশে বাক্সের মতো সব মেটে বাড়ি, জানলা নেই (জানলা সবই অন্তঃপুরের আঙিনার দিকে)।

আসলে ঠিক শহর এটা নয়। এ যেন শ্রমনিষ্ঠ স্থপতি প্রপিতামহদের হাতে কাদায় গড়া এক খসড়া-মডেল।

ভোরে মোটর এল এরোড্রাম থেকে। ছোট্ট আপিসটায় আমেরিকানদের সঙ্গে দেখা হল সেই রুশীটির যে, আক্‌তিউবিন্‌স্ক থেকে তাদের সঙ্গে একত্রে এসেছিল।

এল নতুন একজন বৈমানিক; লগ বই দেখে কী নিয়ে যেন তর্ক জুড়লে কর্তার সঙ্গে। তারপর যাত্রীদের দিকে ফিরে রুশী, মুরি আর ক্লার্কের দিকে আঙুল দেখিয়ে তাকে অনুসরণ করার জন্য ইঙ্গিত করলে। চার জনই উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বৈমানিক বার্কারকে একটা চেয়ারে বসার জন্য ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলে তাকে থেকে যেতে হবে। তিনটে আঙুল দেখালে সে। বোঝা গেল, এরোপ্লেনে যেতে পারবে কেবল তিন জন।

তাজিক কর্মচারীটি আসে নি, উপস্থিত রুশীদের মধ্যে কেউই ইংরেজি জানে না।

বার্কার বিমানচালকের বক্তব্য বুঝেছিল, রাগে লাল হয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে যে সে থাকতে রাজী নয়।

ইঙ্গিত বিদ্যার সমস্ত কৃতিত্ব নিঃশেষ করে বার্কার শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লার্ক আর মুরির ওপর। ঘোষণা করলে একা এখানে ও থাকবে না। একসঙ্গে ওড়া যদি সম্ভব না হয় তাহলে প্রতিবাদ করে ওদের তিন জনেরই যাওয়া স্থগিত রাখা উচিত, দঙ্গলটাকে খানিকটা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ ধরনের বর্বর রীতিনীতি কেবল এই বর্বর দেশটাতেই সম্ভব। বিব্রত স্টেশন কর্তার নাকের কাছে সে তার যাত্রী টিকিটটা নাচাতে লাগল এবং রুশীটির দিকে ইঙ্গিত করে ইংরেজিতে চ্যাঁচালে যে কাউকে যদি থাকতেই হয় তাহলে এই রুশী কুকুরটারই থেকে যাওয়া উচিত, ওদের আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের ছাড়াছাড়ি ঘটাবার অধিকার কারও নেই।

স্পষ্টতই আকৃষ্ট হয়ে বৈমানিকটি তাকাল সোজা বার্কারের মুখের দিকে, সেখান থেকে পটকার মতো কথা ফাটছিল। ঘর্মাক্ত কলেবর স্টেশন কর্তা সৌজন্য সহকারে তখনো কেবল হাত উলটিয়েই চলেছে।

তখন এতক্ষণ পর্যন্ত নীরব রুশীটি হঠাৎ সবাইকে অবাক করে বেশ চলনসই ইংরেজিতেই বললে:

'উত্তেজিত হবেন না। সাগ্রহেই আমি আমার জায়গা ছেড়ে দিতে পারতাম, ওড়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। কিন্তু ওপর থেকে হুকুম এসেছে আমায় ওখানে উড়ে যেতেই হবে এবং কোনো রকম দেরি করা চলবে না। এক্ষেত্রে আমার বা আপনাদের কারো ইচ্ছেতেই কিছু বদলাবার নয়। বিমানে লোক যেতে পারে মাত্র তিন জন। আপনাদের এক জনকে থেকে যেতেই হবে, তিনি যেতে পারবেন পরের বিমানে।'

অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড বার্কারের বাক্যস্ফূর্তি হল না। যখন হল, তখন আগের মতোই দৃঢ় কণ্ঠে সে জানালে যে একা সে থাকতে রাজী নয়।

বিতর্ক শুরু হল। বৈমানিক ধৈর্যসহকারে বিতর্কের অবসানের আশায় ঘড়ি দেখতে লাগল, তারপর হাত নেড়ে স্টেশন কর্তাকে কী জানিয়ে সবাইকেই সঙ্গে যেতে বললে।

'আগে চার জনের যাওয়া চলছিল না, হঠাৎ এখন চলছে যে?' সগর্বে বার্কার জিজ্ঞেস করলে রুশীকে।

'বলছে পেট্রল কম নিয়ে কোনো রকমে পৌঁছে দেবে। সাধারণত তিন জনের বেশি নেয় না। পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়তে হবে তো,' বললে রুশী।

বার্কার একটু থতমত খেলে।

একটু চুপ করে থেকে মুরিকে বললে, 'তাহলে আজকের যাত্রাটা আমাদের বন্ধ রাখালেই কি ভালো হয় না? হঠাৎ যদি পেট্রলে না কুলোয়।'

'ওরা তো প্রথম থেকেই তাই বলছিল।'

বার্কার চুপ করে বাধ্যের মতো অন্য সকলের পেছু পেছু বিমানের দিকে এগুল।

'এই রুশীটা বোঝা যাচ্ছে কেউ-কেটা লোক,' চাপা গলায় ক্লার্ক বললে মুরিকে, 'সরকারের কেউ হবে নিশ্চয়।'

'অগপু-র কেউ হবে কি?' চোখ মটকে বললে মুরি।

'তা মনে হয় না। জনপ্রিয় কেউ একজন হবে। দেখেছিলেন তো, আক্তিউবিন্স্ক থেকে সমস্ত স্টেশনে লোকে কী ভাবে অভ্যর্থনা করছিল?'

মাথা নাড়লে মুরি।

...তের্মেজে বিমান থেকে নামতেই আমেরিকানদের মনে হল যেন গরম কড়াইয়ে লাফ দিয়েছে। বিমানের ডানায় টেম্পারেচার দেখা গেল ৭০° সেণ্টিগ্রেড। ফুটন্ত জলে ভেজানো তোয়ালের মতো গরম বাতাস যেন লেপটে যাচ্ছে মুখে।

সমরখন্দের মতো এখানেও রুশীটিকে অভ্যর্থনা করা হল পরম পরিচিতের মতো। মুরির সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলে ক্লার্ক।

ফের যখন তারা বিমানে বসল, রুশীটি বললে যে তার জন্য ওদের একটু ঘুরে যেতে হবে। আধঘণ্টা খানেক সময় বেশি লাগবে তাতে। প্রথমে ওকে সারাই-কামারে নামিয়ে দেবে বিমান, তারপর যাত্রা করবে স্তালিনাবাদে।

ক্লার্ক ও মুরি সৌজন্যসহকারে জানালে যে সেটা কিছু নয়, সাগ্রহেই তারা এতে রাজী।

তের্মেজ থেকে বিমান চলল সোজা আমু-দরিয়ার খাত বরাবর। নিচে যেন এক ছেলে ভুলানো গল্পের দেশ। ভুরভুরে বাদামী মাটি যেন নরম কেক। নদীতে বইছে দুধ মেশানো কফি। তবে সে কফি যে ভাপে উড়ে যাচ্ছে তা বোঝা যায় অসংখ্য চড়া দেখে।

এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমানা। বাঁ তীরে আফগানিস্তান। এ কয়দিনে যে পথটা পাড়ি দেওয়া গেছে তাই নিয়ে ভাবছিল ক্লার্ক — নেগোরেলয়ের মাঠে না-গলা বরফের বাদামী ঢিবি থেকে আমু-র বালুচর

পর্যন্ত। সত্যিই এ এক ষষ্ঠ মহাদেশ, রক্ষণশীল ভূগোলে মাত্র পাঁচ মহাদেশের কথা যতই বলুক না কেন।

চড়ায়

সারাই-কামারের এরোড্রামে একদল লোক এসেছিল অভ্যর্থনা জানাতে, তার মধ্যে সবুজ টুপি-পরা সামরিক লোকও ছিল কয়েকজন, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কম্যাণ্ডাররা। রুশীকে দেখে তারা সনিনাদে চেঁচিয়ে উঠল 'হুররে'। ঘিরে ধরে করমর্দন করতে লাগল। আমেরিকানদের দিকে তারা কোনোই মন দিলে না। এরোড্রামের নানা কোণ থেকে ছুটে আসছিল আরো কিছু লোক।

শাদা রুশী শার্ট আর চাঁদিটুপি-পরা একজন ময়লাটে রঙের তাজিক আর সবুজ টুপি-পরা একজন রুশী সামরিক লোক ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। এক মিনিট তারা কী সব কথা বললে বৈমানিকের সঙ্গে, তারপর এল আমেরিকানদের কাছে। সামরিক লোকটি সেলাম করে ঈষৎ উচ্চারণদুষ্ট হলেও আশ্চর্য নিখুঁত ইংরেজিতে বললে যে মিঃ আমেরিকানদের আজ আর যাওয়া হবে না বলে সে খুবই দুঃখিত। এলাকায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রধান খাল ভেঙে গিয়ে জলে তুলো আবাদ ডুবে গেছে। গুরুতর জখম হয়েছে অনেকে। অবিলম্বে যাদের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন তাদের স্তালিনাবাদে পৌঁছে দেবার জন্য বিমানটিকে লাগাতে হবে। যাত্রীরা তাঁদের সফর চালাতে পারবেন দুই একদিন পর, আর যদি তাঁরা অপেক্ষা করতে না চান তাহলে মোটরে করে স্তালিনাবাদে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

ক্লার্ক, মুরি এমনকি বার্কার পর্যন্ত কোনো জবাব দিলে না। মাথায় লগুড়-মারা অসহ্য রোদে চোখ মিটমিট করে তারা দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতের মতো। সামরিক লোকটি এবং চাঁদিটুপি-পরা তাজিকটি তাদের অনুসরণ করতে বললে। এগুল ওরা এরোড্রামের আতপ্ত পথটা দিয়ে। বাদামী ধুলোর কুণ্ডলীতে পায়ের নিচে ধুঁইয়ে উঠছিল মাটি।

চুনকামের পলেস্ত্রা-দেওয়া শাদা ছোট্ট বাড়িখানায় ভনভন করছিল মাছি। মাঠের চেয়ে এ জায়গাটা ঠাণ্ডা। আমেরিকানদের একলা রেখে সামরিক লোকটি ও তাজিকটি চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে এল এক লাল ফৌজী, টেবলের

ওপর তিনটি গেলাস আর বাদামী রঙের কী এক তরল পদার্থে ভরা কলসী রেখে চলে গেল। তৃষিতের মতো তারা এক এক গেলাস ঠাণ্ডা টক-মিষ্টি পানীয়টা খেয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে। টেবলে টোকা দিয়ে মুরি কী এক অবোধ্য সুর তোলবার চেষ্টা করলে।

এরোড্রামে লোকেদের খুবই ব্যস্ততা। মাঠের প্রান্তে দেখা দিল স্ট্রেচারবাহক দুজন লাল ফৌজী। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা লোকটিকে সযত্নে তোলা হল বিমানে। প্রথমের প্রায় সঙ্গ ধরেই এল দ্বিতীয় স্ট্রেচার।

আমেরিকানরা যে বাড়িটিতে বসেছিল সেই দিকে রওনা দিলে একদল লোক: আক্‌তিউবিন্‌স্কের সেই রুশীটি, ইংরেজি বলা সেই সামরিক লোকটি, তিন জন ময়লাটে চেহারার তাজিক এবং আরো দুজন রুশী। একটু দূরে থেমে প্রচুর হাত নেড়ে তারা কী একটা জোর আলোচনা চালাচ্ছিল। বোঝা যায় কাঠ-ফাটা রোদেও তাদের কিছু এসে যায় না।

পূর্বপরিচিত সেই সামরিক লোকটি ভেতরে ঢুকে আমেরিকানদের স্নান করে নেবার জন্য বললে। লাল ফৌজী তাদের নিয়ে যাবে স্নানাগারে — জায়গাটা কাছেই।

মুরি বললে যে নির্মাণ ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি পৌঁছনই তাদের ইচ্ছে। একটা মোটর জোগাড় করে এখুনি কি রওনা দেওয়া যায় না?

সামরিক লোকটি দুঃখিত হল: অত্যন্ত আক্ষেপের কথা সমস্ত মোটর মেরামতির কাজে আটকা।

এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ক্লার্কের মজাই লাগল। সামরিক লোকটিকে সে সান্ত্বনা দিলে: ও কিছু নয়, আশেপাশের এলাকাটা একটু ঘুরে দেখতে পেলে তারা খুশিই হবে।

সামরিক লোকটি আশ্বাস দিলে এ ব্যাপারে সে সাগ্রহেই তাদের সাহায্য করবে, তাছাড়া সবাই তো ওঁরা সেচবিদ-ইঞ্জিনিয়র, এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা: গুণী টেকনিক্যাল লোক তাদের কম, আর বাঁধের ভাঙনটা সেরে ফেলা দরকার দিন কয়েকের মধ্যেই নইলে তুলোর আবাদ সব ধ্বংস হবে। আমেরিকান ভদ্রলোকেরা নিশ্চয় ভাঙন সারাবার কাজটা দেখতে চাইবেন এবং নিজেদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্যও করবেন।

'সে তো বলাই বাহুল্য,' গোছের কিছু একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল ক্লার্ক ও মুরির মুখে।

জানলার বাইরে আক্‌তিউবিনস্ক থেকে আসা সেই রুশীটি কী যেন হেঁকে বললে শাদা শার্ট-পরা একজন রুশীকে।

'আচ্ছা লোকটি কে বলুন তো?' আক্‌তিউবিনস্কের সহযাত্রীর দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে ক্লার্ক।

'উনি? উনি আমাদের এখানকার প্রধান সেচ ইঞ্জিনিয়র। চমৎকার কর্মী। আচ্ছা কপাল যা হোক। দু'বছর ধরে এখানে আছেন। পরিবার মস্কোতে। খাটেন সত্যিই একেবারে ঘোড়ার মতো, তার ওপর ফাউ জোটে ম্যালেরিয়া। গত বছর জরুরী কাজ পড়ে — ছুটি নাকচ করে দেন। শেষ পর্যন্ত এ বছর ছয় দিন আগে সব কাজকম্ম সেরে দু'মাসের ছুটি নিয়ে রওনা দেন মস্কোয়। আর হবি তো হ, ঠিক পরদিনই প্রধান খালটায় দুর্যোগ। দিন কয়েকের মধ্যে ওটা সারার দায়িত্ব নিলে না কোনো ইঞ্জিনিয়র, আর না সারলে আবাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হবে, কেননা আমাদের এলাকাটাই তো সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে মিশরী তুলোর বীজ জোগায়। গড়িমসির কথাই ওঠে না। উনিই এ খাল কেটেছেন, উনিই সারাতে পারবেন। জরুরী তার পাঠানো হল ওঁকে। সে তার নাকি উনি পান তৃতীয় দিনে, আক্‌তিউবিনস্কে, মস্কো যাবার মাঝপথে। টেলিগ্রাম পড়লেন, অকথ্য মুখখিস্তি করে স্যুটকেস নিয়ে এক ঘণ্টা বাদে চেপে বসলেন উল্টোমুখো প্লেনে। এবারও ছুটিটা মাটি। মুখখিস্তি করছেন, তা কেনই বা করবেন না! দু'বছর ধরে পরিবার ছাড়া। নিজেও শহুরে লোক। পকেটে ছুটির মঞ্জুরি নিয়ে মাঝ রাস্তা থেকে ফেরা — খুব আনন্দের কথা তো নয়।'

ক্লার্ক হেসে উঠল।

সামরিক লোকটা অবাক হয়ে চাইল তার দিকে।

'আর আমরা ওদিকে ভেবে মরছি কে লোকটা। প্রতিটি স্টেশনেই ওঁকে সবাই অভ্যর্থনা করছিল পুরনো পরিচিতের মতো। অবাক হবার কিছু নেই, কয়েক ঘণ্টা আগে তো উনি ওই সব স্টেশন উজিয়েই গিয়েছিলেন...'

একজন লাল ফৌজী এসে কী যেন রিপোর্ট করলে লোকটার কাছে।

'আপনাদের জন্যে কামরা তৈরি। স্নান করে পোষাক বদলে দিতে পারেন। চলুন আপনাদের পথ দেখিয়ে দিই।'

রাস্তায় রুশী ইঞ্জিনিয়রটিও যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

'আচ্ছা বলুন তো, পকেটে ছুটির মঞ্জুরি নিয়ে আপনি মাঝপথ থেকে

ফিরে এলেন?' পেছন থেকে বার্কার জিজ্ঞেস করলে ব্যঙ্গের সুরে, 'আপনি তো অনায়াসেই টেলিগ্রামটি পকেটে পুরতে পারতেন, কেউ কিছুই জানত না। আমি হলে...

রুশীটি বার্কারের দিকে চাইল, কিন্তু কিছু বললে না।

এরোড্রামের মাঝখানে তাদের থামাল দুজন ঊর্ধশ্বাসে ছুটে আসা লোক। দুজনেই পরস্পরকে বাধা দিয়ে কথা কইছিল উত্তেজিতভাবে, কপাল থেকে ঘাম ঝরছিল দরদর ধারায়, ধুলো-মাখা চেটো দিয়ে তা তারা মুছে নিচ্ছিল। ঘামে ধুলোয় মাখা মুখগুলো তাদের দেখাচ্ছিল ঠিক শিশুর কান্না-মাখা মুখের মতো।

'এক্ষণি মোটর পাবেন আপনি,' রুশী ইঞ্জিনিয়রের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে বললে সে, 'আমেরিকান ভদ্রলোকেরাও ভাঙন সারাবার ব্যাপারে হাত লাগাতে চান। তাই না?'

'খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি তবে আপাতত সাহায্যের দরকার নেই,' বাধা দিলে রুশীটি, 'বরং আমাকে জন দশেক লাল ফৌজী দিন।'

চট করে ঘুরে সে সোজা মাঠ উজিয়ে চলল। সামরিক লোকটি ও তাজিক দুজন ছুটল তার পেছন পেছন।

হাতে সুটকেস নিয়ে ন্যাড়া মাঠটার মাঝখানে একা পড়ে রইল ক্লার্ক, মুরি আর বার্কার। ওদের কথা নিশ্চয় সবাই ভুলেই গেছে। নাক পর্যন্ত টুপি টেনে অসহ্য রোদে চোখ মিটমিট করে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল তারা। বিমানটা গোঁ-গোঁ করে পরিতৃপ্ত শকুনের মতো বার কয়েক ঝাঁক দিয়ে ছুটে চলে গেল, পড়ে রইল শূন্য স্ট্রেচারগুলো। কয়েক মিনিট পরেই তাকে উড়তে দেখা গেল আকাশে, কান-ফাটা ঘর্ঘরের তরঙ্গ নেমে এল নীচে।

বিমানের আকারটা যখন ক্রমেই ছোটো হয়ে পরিণত হল একটা ধূসর বিন্দুতে, তখন আমেরিকানদের মনে হল যেন সুদূর বহির্জগতের সঙ্গে — নিউ-ইয়র্ক, নেগোরেলয়ে, মস্কোর সঙ্গে তাদের সংযোগের শেষ সূত্রটাও হঠাৎ টান-টান হয়ে ছিঁড়ে গেল। গলফের মাঠে ব্যর্থ প্রতিযোগিতায় পরাজিত চ্যাম্পিয়নের মতো ঝুপ করে সুটকেসের ওপর বসে পড়ল তারা। বলিরেখার আরিকগুলো ভাসিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল মুখ দিয়ে।

দূরে কোথায় যেন জমায়েতের তীক্ষ্ণ সঙ্কেত বাজল বিউগলে। কাঁধে কোদাল নিয়ে বাদামী মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে গেল একদল লাল ফৌজী।

নদীর খাত বদল

সশব্দে নাক ঝেড়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শুকনো খড়খড়ে রাস্তাটাকে চিবিয়ে চলল লজ্‌ঝড় ফোর্ড গাড়িটা। টেলেগ্রাফের তারে বসে আছে ঝলমলে সবুজ সব পাখি। কোন এক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় লক্ষ্য প্রতিযোগিতার চলমান টার্গেটের মতো ক্রমাগত পেছনে সরে যাচ্ছে তারা। সামনে এক সীমাহীন ন্যাড়া সমভূমি, সমোচ্চ গিরিশিরায় বাঁধানো।

গ্রীষ্মমণ্ডলীর রোদ যেন এক আতপ্ত হেলমেটের মতো মাথা চেপে ধরে। গাড়িতে বসা লোকগুলোর পোড়া পোড়া মুখের ওপর ধুলো জমছে ছাইরঙা রেণুর মতো।

বার্কার আর মুরির ধূসর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা সদ্য খুঁড়ে তোলা মমি, প্রথম অসতর্ক স্পর্শেই যা ভস্মে পরিণত হবে।

চাঁছা-ছোলা সমভূমির ওপর গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে ছোট্ট একদল 'জাইরান' বা স্থানীয় হরিণ। ছুটে মোটরগাড়িকে পেছন ফেলে তার নাকের ডগা দিয়ে রাস্তার অপর পারে না পৌঁছন পর্যন্ত তাদের এ পাল্লা থামল না। তারপর লাফিয়ে গেল অবজ্ঞাভরে তাদের উচ্চকিত পুচ্ছদেশ দেখিয়ে।

শহরে ঢোকার মুখে তাদের পথে পড়ল আরিকে আটকে যাওয়া একটা লরি। ছয় জন লোক ঘোঁৎঘোঁতিয়ে মুখখিস্তি করে তাকে রাস্তায় টেনে তোলার বৃথা চেষ্টা করছে। সামনে ঝাঁপিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা, পেছচ্ছে, প্রচণ্ড গর্জন তুলে এগুবার চেষ্টা করছে আর অক্ষম চাকাগুলো থকথকে কাদা ছিটিয়ে ঘুরে যাচ্ছে একই জায়গায়।

কেবল দু'ঘণ্টা পরেই মেটে দেয়ালের এক গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে একগুঁয়ে ফোর্ড শেষ পর্যন্ত হর্ণের বিজয় নির্ঘোষে শহরে ঢুকল। গাছগুলো শিউরে উঠে ঘন ছায়ায় ভিজিয়ে দিল যাত্রীদের।

নীরব ভিক্ষুকের মতো রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধ সব মেটে বাড়ি। সবুজ গাছপালার মধ্যে বিক্ষিপ্ত শাদা শাদা ইউরোপীয় ধাঁচের একতলা বাড়িগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছিল কিশলাকের* মেটে কাঠামো ভেদ করে কী ভাবে মাথা তুলছে নতুন শহর।

---

* গ্রাম। — সম্পাঃ

ইউরোপীয় ধাঁচের যে বাড়িতে ক্লার্ক, বার্কার ও মুরির ঠাঁই হল, সেখানে আসবাব বলতে ছিল এক ফোল্ডিং খাট, টেবল আর দুটি টুল।

ইঞ্জিনিয়রদের খাবার ঘরটায় মাছি ভনভন করছে। মাছি-বসা কালো রুটির পিণ্ডগুলো ধূমায়মান ডিশের ধূসর ভাপে দেখাচ্ছে যেন পিঁপড়ে ভরা ঢিবির মতো।

ন্যাড়া তক্তার মেজেওয়ালা ঘরখানায় কেমন একটা দারুময় শীতলতা অনুভব করল ক্লার্ক। খাবার ঘরের মাছি-ভরা গুমটের পর এটাকে মনে হল যেন পাইনকাঠের বাক্স, সুদূর কোন উত্তরাঞ্চল থেকে আনা।

দরজায় টোকা পড়ল। ভেতরে ঢুকল সুদর্শন এক তাজিক, মসৃণ স্থিরদৃষ্টি মুখ, সঙ্গে শাদা পোষাকে একটি মেয়ে। মাথায় তার ছুঁচলো তুর্কমেনী চাঁদিটুপি। লাল ফৌজী হেলমেটের খোলা কানঢাকার মতো ঝুলছে সমান-ছাঁটা শণরঙা চুল, তাতে মুখখানায় কেমন একটা সতর্কতা ও কঠোরতার ভাব ফুটেছে।

মেয়েটিই প্রথম কথা কইলে ইংরেজিতে:

'ইনি কমরেড উর্তাবায়েভ, আমাদের নির্মাণকাজের সহকারী প্রধান ইঞ্জিনিয়র, প্রথম সোভিয়েতী তাজিক ইঞ্জিনিয়র, আর আমার নাম পলোজভা, টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্রী, এখানে এসেছি এক বছর হাতে কলমে কাজের জন্যে। আপাতত দোভাষী ও টেকনিক্যাল সহকারী হিসাবে বরাদ্দ হয়েছি আপনার কাছে। পথশ্রমে যদি খুব ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে কমরেড উর্তাবায়েভ আপনাকে এখানকার নির্মাণকাজের অবস্থা মোটামুটি জানাবেন।'

'নিশ্চয়,' শশব্যস্ত হয়ে ক্লার্ক টুলগুলো এগিয়ে দিয়ে নিজে বসল বিছানার ওপর, 'খানিকটা জানতে পারলেও খুবই খুশি হব! আপসোসের কথা, এযাবৎ খুবই সামান্য খবর পেয়েছি।'

'কমরেড উর্তাবায়েভ এসেছেন, আপনাকে মিঃ...'

'ক্লার্ক।'

'মিঃ ক্লার্ক, আপনাকে ইঞ্জিনিয়রদের একটা বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতে। তা শুরু হবে দু' ঘণ্টার মধ্যে। নির্মাণকাজের সমস্ত চলতি প্রশ্ন বিশদে আলোচিত হবে তাতে। কমরেড উর্তাবায়েভ আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন, বর্তমানে কী হাল তা জেনে যেন হতাশ হয়ে না পড়েন। স্বদেশে নিশ্চয়ই

এমন সংকট অবস্থায় আপনাদের কখনো কাজ করতে হয় নি। সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশনও একশ কুড়ি কিলোমিটার দূরে, স্টিমার ঘাট একশ পঁচিশ কিলোমিটার, রাস্তা জঘন্য। শুধু এই বছরে আমরা ঘাট পর্যন্ত একটা ছোটোলাইন পাতা শুরু করব। আপাতত পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ঘোড়া, উট আর কিছু লরি যা এখানকার রাস্তার কল্যাণে চট করেই অচল হয়ে বসে।'

মেয়েটি কথা বললে বেশ তাড়াতাড়ি করে, উচ্চারণে মিষ্টি একটা রুশী টান। তার চটপটে রিপোর্ট শুনে ক্লার্কের হঠাৎ মনে হল তার ছোট্ট ডগা-ওলটানো নাকের ওপরকার ছুলিটা যেন স্বর্ণকণার একটা ছোপ। রুমাল ভিজিয়ে মেয়েটি যদি তার নাক মোছে, তাহলে নিশ্চয় রুমালে সোনালী পরাগ লেগে থাকবে।

'যদি ভেবে দেখেন যে এই পরিস্থিতিতে এখানে আমাদের নিয়ে আসতে হবে ছাব্বিশটি এক্সকেভেটর — আপনাদের পানামা খালে যা লেগেছিল তার বেশি, — তাহলে কল্পনা করতে পারবেন বাধাবিঘ্নের পরিমাণটা কেমন।'

'আপনাদের অন্যান্য নির্মাণকাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে রুশীরা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে,' উদার সুরে বললে ক্লার্ক।

'কিন্তু এটা তো রাশিয়া নয়, তাজিকিস্তান, আর খাটছে রুশীরা নয়, তাজিকেরা। রুশীরা শুধু সাহায্য করছে।'

ক্লার্কের মনে হল আসলে কিন্তু ছুলিতে রূপ খোলে না, মেয়েদের চামড়ায় দাগ না থাকলেই বরং ভালো দেখায়।

'আমাদের আমেরিকায় সমস্ত সোভিয়েত নাগরিককেই রুশী বলা হয়, তাই আমার ভুলটা মাপ করবেন,' ইচ্ছে করেই সৌজন্যের সুর ফুটিয়ে বললে ক্লার্ক, 'সোভিয়েত ইউনিয়নে কিছুদিন কাটালে নিশ্চয় আপনাদের সমস্যাগুলো ভালো করে বুঝতে শিখব। আর তাজিক ইঞ্জিনিয়রকে বলুন, আমেরিকায় থাকতেই আমি জানতাম যে বিদেশী পুঁজির সাহায্য ছাড়া আপনাদের এখানে কিছু একটা গড়ে তোলা মুশকিল হবে, তাই সর্বোপায়ে আপনাদের কাজে সাহায্য করার চেষ্টা আমি করব।'

খুব মন দিয়ে মেয়েটি তাকিয়ে দেখল ক্লার্ককে তারপর উর্তাবায়েভের দিকে ফিরে তর্জমা করে দিলে। উর্তাবায়েভ উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে করমর্দন

করলে আমেরিকানের সঙ্গে, এবং দুজনেই খুশিতে হেসে উঠল। হাসলে মেয়েটিও।

'তা বেশ। এক সঙ্গেই কাজ করা যাবে। আপনাদের কাছ থেকে আমিও কিছু কিছু শিখতে পারব বলে আশা রাখি।'

'মেয়েটির একেবারে স্থির বিশ্বাস যে আমার চেয়ে সবই ও ভালো জানে,' বিরক্ত মনে ভাবলে ক্লার্ক। 'তাছাড়া এই পিঠ-চাপড়ানির সুরে আমায় যে ভাষণ দান করছে সেটা অন্তত খুবই অসঙ্গত।'

মনে হল ছুলিতে সত্যিই রূপ নষ্ট হয়েছে মেয়েটির।

ঝট করে উর্তাবায়েভের দিকে ফিরে সে নির্মাণের বিশদ বিবরণ দেবার জন্য অনুরোধ জানাল, এ খবরে তার মার্কিন সহকর্মীদেরও সমান আগ্রহ আছে — এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই বার্কার ও মুরিকে ডাকতে গেল।

এক মিনিট পরে সে ফিরল মুরিকে নিয়ে। দাড়ি না কামিয়ে আসতে চাইল না বার্কার।

অতিথির জন্য দস্তরখান* পাতার ভঙ্গিতে উর্তাবায়েভ টেবলের ওপর নীল একটা মানচিত্র বিছাল।

'আমাদের উপত্যকা সম্পর্কে আপনারা একটা ধারণা পেয়েছেন সারাই-কামার থেকে মোটরে আসার সময়,' বললে পলোজভা, 'নিশ্চয় দেখেছেন এটা একটা বিশাল বন্ধ্যা সমভূমি, দু'পাশে গিরিশিরা, আয়তনে দু'লক্ষ হেক্টর। লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, এ সমভূমিতে সেচের পুরাচিহ্ন আছে। কিংবদন্তী অনুসারে, ম্যাসিডোনের আলেকজাণ্ডারের সময় এই গোটা উপত্যকাতেই সেচ ব্যবস্থা ছিল, জনবসতি ছিল ঘন। এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে ভাখ্‌শ নদী পাহাড় থেকে সমভূমিতে নেমে পঁচিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বয়ে গেছে সোজা রেখায়, তারপর দক্ষিণে বাঁক নিয়ে পিয়াঁজ্ নদীর সঙ্গে মিলে পরিণত হয়েছে আমু-দরিয়ায়।

'বছরের পর বছর হিমবাহ গিরিনদীর সমস্ত প্রখরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাখ্‌শ তার বাম তীরকে খেতে খেতে প্রধান আরিক ব্যবস্থাটা ভাসিয়ে দেয়। অধিবাসীরা ক্রমেই ভাঁটির দিকে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং নতুন নতুন জায়গা

---

* খাবার পরিবেশনের জন্য রেশমী জাজিম। — সম্পাঃ

খোঁজে প্রধান সেচ খালের জন্যে। বর্তমানে দু'লাখ হেক্টর উপত্যকায় সেচ চলে শতকরা ষোল ভাগের বেশি নয়। উপত্যকার বাকি অংশটা যুগ যুগ ধরে রোদ-পোড়া নির্জলা মরুতে পরিণত হয়েছে।

'পাহাড় ঘেরা এই উপত্যকাটা আবহাওয়া ও তাপমাত্রার দিক থেকে (৭০ থেকে ৮০ ডিগ্রি) উত্তর আফ্রিকা ও মেসোপটেমিয়ার অনুরূপ। কৃষিবিদ আর্তেমভ যে সব পরীক্ষা করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে মিশরী তুলো চাষের পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। সিকি হেক্টর দিয়ে শুরু করে তুলো আবাদ বর্তমানে দক্ষিণ তাজিকিস্তানে প্রসারিত হয়েছে ষোলো হাজার হেক্টরে। গোটা এলাকার দু'লাখ হেক্টর জমির মধ্যে সেচ ব্যবস্থা হচ্ছে এক লাখ দশ হাজারের জন্যে। এর শতকরা ৮০ ভাগ জমিই তুলো চাষের উপযোগী হবে, প্রতি বছরে তা থেকে পাওয়া যাবে পঁয়ত্রিশ লাখ পুদের বেশি উৎকৃষ্ট তুলো...'

ক্লার্ক একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল উর্তাবায়েভের বেগুনী ঠোঁটের দিকে, যেখান থেকে দুর্বোধ্য সব মসৃণ নরম শব্দের স্রোত বইছিল। তার মুখের আদলটা নজর করে প্রত্যাশিত এশীয় ধরনের হাড়-উঁচু গাল তার চোখে পড়ল না। আরেকবার মন দিয়ে অস্বাভাবিক মুখখানা সে নিরীক্ষণ করলে। ইউরোপীয়ের মুখ, একটু ফোলা-ফোলা, রোদ-পোড়া একটু স্বচ্ছ প্রলেপ লাগানো।

'মনে রাখা দরকার যে এ সমস্যার সমাধান হলে তুলোর ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে এবং তুলো আমদানির জন্যে যে সোনাটা লাগছিল তা পুরোপুরি গুরু শিল্পে ঢালা যাবে। সেই জন্যে সোভিয়েত সরকার আমাদের ব্যাপারটাকে জরুরী কাজের পরিকল্পনাভুক্ত করেছেন। এই বিরাট এলাকায় সেচ দিতে হলে সমভূমির মাঝখান দিয়ে ৪৫ কিলোমিটার লম্বা প্রধান খাল এবং ছোটো ছোটো আরো যে সব খালে এলাকাটা ছেয়ে ফেলতে হবে তার মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে দেড়শ কিলোমিটারের বেশি। প্রধান খাল শুরু হবে পাহাড় থেকে নদীর নির্গমন স্থল থেকে চার কিলোমিটার দূরে। চওড়া হবে চল্লিশ মিটার, এবং জায়গা অনুসারে গভীর হবে ১৮ মিটার থেকে ৬ মিটার।'

...রাস্তায় সগর্জনে লরি ছুটে গেল, পেছনে তার ধূলির ময়ূরপুচ্ছ। সে ধুলো পাক খেয়ে গেল বারান্দায়, ধোঁয়াটে হয়ে উঠল জানলা।

শাদা কোট-পরা একটি লোক উঠল বারান্দায়। লোকটা জলের বালতির কাছে গিয়ে এক মগ জল তুলল ঠোঁটের কাছে।

'সাশা, সাশা, খাস নে, ওই মগ থেকে তাজিক খেয়ে গেছে!' ঘরের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠ শোনা গেল।

উর্তাবায়েভ ত্বরিতে মাথা ফেরাল জানলার দিকে।

'বাজে বোকো না,' শান্ত স্বরে বললে লোকটি, তারপর মগটি যথাস্থানে রেখে রুমালে মুখ মুছে ঘরের ভেতর গেল...

'অর্থাৎ এক কথায় এখানে আমাদের হবে দুনিয়ার বৃহত্তম তুলা কেন্দ্র। কাজের পরিমাণটা বোঝাবার জন্যে এইটুকু বললেই হবে যে এর জন্যে দরকার এক কোটি কিউবিক মিটার মাটির কাজ, ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কিউবিক মিটার সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং কাজ, পঁচিশ হাজার কিউবক মিটার কংক্রীট কাজ এবং পিয়াঁজ নদীর ঘাট থেকে ছোটোলাইনের রেলপথ, লম্বায় একশ পঁচিশ কিলোমিটার। আয়তনে দুনিয়ায় কেবল দুটি সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে — ইম্পিরিয়ল ভ্যালি এবং ইণ্ডিয়ান, তবে তফাৎ এই যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ ছাড়াই আমাদের এই যে আয়োজন শুরু হয়েছে তাকে মূলত শেষ করতে হবে আগামী বছরে। তার জন্যে প্রতি মাসে আমাদের মাটি খুঁড়তে হবে অন্তত কুড়ি লাখ কিউবিক মিটার।'

মানচিত্র গুটাল উর্তাবায়েভ।

ইঞ্জিনিয়র হর্টনের প্রেত

ভোজনালয়ের আঙিনায় লম্বা দুটি টেবল পাতা আছে ইংরেজি 'এল'এর আকারে। টেবলে লোক বসে আছে জন বিশেক, শাদা শার্টের বোতাম খোলা, রোদ-পোড়া লালচে বুক দেখা যাচ্ছে, কনুই পর্যন্ত লালচে হাত, যেন তাড়াতাড়িতে আস্তিন গুটাতে গিয়ে সেই সঙ্গে ছালও গুটিয়ে গেছে। টেবলের ওপর মোটা মোটা ফাইল আর দোমড়ানো নোটবই। সেই সঙ্গে আছে একটা ঠোঁট ঝোলা কলসী, তাতে ঘোলা-ঘোলা হলদেটে ফোটানো জল, আর গোটা দশেক পেয়ালা। মিহি গুঞ্জন তুলে আসন্ন সন্ধ্যার আগমনী গাইতে শুরু করেছে মশারা।

উঠে দাঁড়াল লম্বা ঘাড়ওয়ালা ঢ্যাঙামতো একটা লোক, সচকিত পাখির মতো দেখতে।

'ইনি প্রধান ইঞ্জিনিয়র, কমরেড চেৎভেরিয়াকভ,' বললে পলোজভা।

লোকটার চোখে সাবেকী ফ্যাশনের পাঁসনে, কালো রেশমী সুতোয় ঝোলানো, যেন 'যুদ্ধ জাহাজ পোতিওমকিন' ফিল্ম থেকে ধার করা।

'কমরেডরা, যখন আমাদের এই নির্মাণের কথা ওঠে, তখন পরামর্শের জন্যে বিখ্যাত আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র হর্টনকে এখানে আমন্ত্রণ করা হয়। এখানকার স্থানীয় অবস্থা দেখে উনি রায় দেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা অসম্ভব। উনি ব্যঙ্গ করে মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর ও কথা ভুল হতে পারে কেবল একটি ক্ষেত্রে: যদি আমাদের স্থানীয় কায়িক শ্রম হয়ে ওঠে যন্ত্রের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল। আমাদের কোনো কোনো নির্মাণকাজ নির্ধারিত মেয়াদে শেষ হবে না এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বিদেশী পরামর্শদাতাদের ভুল হয়েছে এমন একাধিক ঘটনা আমরা জানি। সেই জন্য প্রধান ইঞ্জিনিয়র হিসাবে আমি ইঞ্জিনিয়র হর্টনের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করি নি। আমি বলি যে অসাধারণ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব দুটি শর্তে: কাজের শতকরা ১০০ ভাগ যন্ত্রীকরণ এবং প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা ...'

অন্ধকার হয়ে এল। দ্রুত বেগে একক একটি মেঘ ভেসে যাচ্ছে আকাশে, স্পঞ্জের মতো তা শুষে নিচ্ছে সমস্ত ছায়া।

'... দুঃখের বিষয় সে পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয় নি। আমাদের সংবাদপত্রে ছাব্বিশটি এক্সকেভেটরের কথা, মরুভূমি জয়ের ইস্পাৎ বাহিনীর কথা সুন্দর করে অনেক লিখেছে, কিন্তু এ সব এক্সকেভেটর সত্যি সত্যিই তাড়াতাড়ি যাতে আমাদের নির্মাণ ক্ষেত্রে এসে পৌঁছয়, জংশন স্টেশনে পড়ে না থাকে, দরকার মতো জায়গায় যাতে তাদের লাগাবার সুযোগ পাই, তার জন্যে কাজ হয়েছে খুবই কম।'

ক্লার্ক মন দিয়ে নোট করতে লাগল।

কুয়াসার মতো নরম ছায়া ঘনিয়ে উঠল আঙিনায়, এসে জমছিল লোকজনের রুক্ষ মুখের ওপর, বলিরেখার ভাঁজে, চেৎভেরিয়াকভের পাঁসনেতে, পেয়ালার গহ্বরে।

কেশে কপাল মুছল চেৎভেরিয়াকভ। কথায় ছেদ পড়তেই নেমে এল মশার বাঁশির মিহি গলায় গুঞ্জিত এক নীরবতা।

'লরি ও ক্রেট্রাকের যে ঘাটতি আছে তার জায়গায় ভারবাহী পশু লাগানো যায়। তার জন্যে দরকার ৮,৭০০ ঘোড়া আর ৫,০০০ উট। বলাই বাহুল্য এতগুলো ঘোড়া উট জোগাড় করতে আমরা অক্ষম, তাছাড়া তাদের খাওয়ানোর মতোও কিছু নেই। অতএব পরিবহনের কিছু নেই আমাদের, যন্ত্রীকরণও হচ্ছে না, কেননা বিদঘুটে রকমের দেরি হওয়ায় যন্ত্র যা পাচ্ছি তা যথাসময়ে কাজের জায়গায় পাঠানো সম্ভব নয়...'

'দেখা যাচ্ছে হর্টনের কথাই ঠিক,' ইংরেজিতে বলে উঠল বার্কার।

কথাটা গিয়ে পড়ল ঠিক ঢিলের মতো। চেৎভেরিয়াকভ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'কী বললেন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র? তর্জমা করে দিন তো!'

'ইঞ্জিনিয়র — পদবীটা ঠিক জানি না, সম্ভবত বার্কার — বলছেন যে আপনার কথা থেকে দেখা যাচ্ছে যে হর্টন ঠিক বলেছিলেন।'

একটু দ্বিধা দেখা গেল।

বার্কারের দিকে পাঁসনেটি এগিয়ে চেৎভেরিয়াকভ বললে, 'আমেরিকান সহযোগী আমার বক্তব্য ঠিক বোঝেন নি। ইঞ্জিনিয়র হর্টন বলেছিলেন আদপেই সম্ভব নয়, সেটায় আমরা আপত্তি করেছি ও আপত্তি করে যাব। এখানে কথাটা হচ্ছে বাস্তব কতকগুলি কারণ নিয়ে, নীতিগতভাবে নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলেও এতে বর্তমান ক্ষেত্রে বাধা ঘটিয়েছে... দয়া করে অনুবাদ করে দিন... হ্যাঁ... কিন্তু মেসিনের যে ঘাটতি সেটা হয়ত সত্যসত্যই কায়িক শ্রম দিয়ে পুরিয়ে নেওয়া যায়? পরিকল্পনা অনুসারে শতকরা একশ ভাগ যন্ত্রীকরণ থাকলে বিভিন্ন মাসে আমাদের দরকার চার হাজার থেকে এগারো হাজার শ্রমিক। এটা ন্যূনতম সংখ্যা। তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথে একই পরিমাণ মাটির কাজে লেগেছিল চল্লিশ হাজার মজুর। বর্তমানে আমাদের মজুর আছে কত? চারশ আঠারো জন। সবচেয়ে হালকা মাসগুলিতেও আমাদের যত মজুর দরকার তার মাত্র শতকরা দশভাগ। তাছাড়া এই শ্রম শক্তির গুণাগুণের কথা তো কিছুই বলছি না। আমার ধারণা, শুধু এই সংখ্যাটা থেকেই যথেষ্ট পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই শক্তি নিয়ে আমাদের কাজ হাসিলে লাগা সম্ভব নয়। আর চুপ করে থাকা, আমরা সমস্যাটার সমাধান

করছি এই ভাব করা — এটাও চলে না। তার অর্থ হবে পার্টিকে ঠকানো, অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে ঠকানো, সমাজকে ঠকানো। সকলকে শুনিয়ে এ কথা বলা দরকার: যন্ত্রীকরণ ছাড়া, পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া, শ্রমবল ছাড়া আমরা এখানে সেচ ব্যবস্থা গড়তে পারি না।'

কেশে স্বর চড়ালে বক্তা:

'কমরেড, আমি ইঞ্জিনিয়র, যাদুকর নই। এই নির্মাণের দায়িত্ব আমার, তা পূরণের শর্ত জানালাম। তার একটা শর্তও পালিত হয় নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ যেটুকু করা সম্ভব, তা হল সামনের বসন্ত নাগাদ বিশ হাজার হেক্টর পর্যন্ত সেচ করা, তাও যদি সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সংস্থারা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করে।'

বিভিন্ন সেকশনের ইঞ্জিনিয়ররা বক্তৃতা দিলে সংক্ষেপে, প্রায়ই বাধা দিলে পরস্পরকে, উত্তেজনা দেখা গেল, এ ওর নাকের কাছে কী সব কাগজ দেখাতে লাগল। অনুবাদ করতে গিয়ে হিমশিম খেলে পলোজভা। ক্লার্ক মন দিয়ে শুনছিল, প্রশ্ন করছিল, টুকে রাখছিল বিশেষ বিশেষ সংখ্যা।

দুটি কেরোসিনের বাতি এনে রাখা হল টেবলের দুই কোণায়। বাতি ঘিরে লম্বা কুন্ডলী জাগল মশার। যন্ত্রের মতো মশা তাড়াচ্ছিল লোকে, মুখে ঘাড়ে নিরন্তর চাপড় মারছিল। হাতগুলোর ভঙ্গি থেকে লম্বালম্বা ছায়া পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, ফের দেখা দিচ্ছে, বাদুড়ের মতো উড়ে যাচ্ছে টেবলের উপর দিয়ে।

আজ সকালে যে ইঞ্জিনিয়রটিকে ক্লার্ক বারান্দায় দেখেছিল এবং পলোজভা যার নাম বলেছিল নেমিরোভস্কি, সে এবার একটা কাগজ থেকে লম্বা সব সংখ্যার তালিকা পড়তে লাগল। তার জায়গা নিল আরেকজন। সবারই এক কথা: যন্ত্রপাতি নেই, স্পেয়ার পার্টস নেই, অসম্ভব ধুলোয় যন্ত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে, দিন কয়েক কাজের পরই দরকার মেরামত। মজুরদের থাকার ভালো জায়গা নেই, পালিয়ে যাচ্ছে তারা, সরবরাহের হাল খারাপ, কাল গোটা শিফ্‌টই কাজে যেতে অস্বীকার করে, নির্মাণ এলাকাগুলোয় খাবার জলের টানাটানি, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ঘটছে ঘন ঘন, নির্মাণের মালমসলা নেই, পেট্রল এসে পৌঁছয় নি, কাজ হয়েছে মাত্র শতকরা আট ভাগ...

'আমি একটু বলতে চাই!' যে লোকটি উঠে দাঁড়াল তার দেহটা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মতোই বৃহৎ।

'ইনি নির্মাণকাজের কর্তা এরিওমিন,' পলোজভা বুঝিয়ে দিলে আমেরিকানদের।

'আপনাদের কথা শুনে কমরেড, অবাক লাগছে গোটা নির্মাণকাজটাকেই মুলতুবি রাখার প্রস্তাব কেউ করছেন না কেন। কেউ বিরক্ত ধুলোয়, কেউ গরমে, কারো আবার খাবার জলে টানাটানি। সত্যিই কর্তৃপক্ষ এক্সকেভেটর আনার বদলে প্রথমে ধুলো ঝাড়ার পাম্প আর জায়গায় জায়গায় লেমনেডের দোকান বসাবার কথা ভাবছেন না কেন। লজ্জা হয় এসব শুনে। চেৎভেরিয়াকভ অন্তত যা ভাবছেন সেটা সবই বলেছেন, 'যত চেয়েছিলাম সে পরিমাণ পরিবহন আমি পাই নি, — পরিবহন ছাড়া কাজ করব না।' কিন্তু যে পঞ্চাশটা দেড়টনী লরি আমরা পেয়েছি তার কতগুলো সত্যিই কাজে লাগানো হচ্ছে সেটা জানার আগ্রহ তো আমাদের থাকতে পারে? কমরেড চেৎভেরিয়াকভ সে সম্পর্কে কোনো কথাই বলেন নি, তাই আমিই বলি। তার অর্ধেকই ভেঙে পড়ে আছে মেরামতির জন্যে। প্রতি তিন দিনে একটি করে গাড়ি অচল হচ্ছে। ড্রাইভাররা যেন এক প্রতিযোগিতার চুক্তি করেছে — কার গাড়ি আগে ভাঙবে। যদি আমাদের আড়াই শ' গাড়িও থাকে তাহলেও এক সপ্তাহ পরে এখানে মোটরগাড়ির কবরখানা খুলে বসতে পারি...'

'ওটা মেকানিক্যাল বিভাগের ব্যাপার।'

'ব্যাপারটা আমাদের প্রত্যেকেরই! চেৎভেরিয়াকভ বলছেন -- মজুর নেই, শতকরা দশভাগ মাত্র শ্রমবল। কিন্তু কত মজুর চলে গেছে? হিসাব রেখেছেন? মজুরদের জন্যে যদি এই রকম যত্ন নেওয়া হয় তাহলে চার হাজার নয়, চল্লিশ হাজার লোক এলেও এক সপ্তাহ পরে একজনও টিকে থাকবে না।'

'উপযুক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করুন, তাহলে কেউ পালাবে না!'

'ওদের জন্যে মানুষের মতো বাসস্থানের ব্যবস্থাটুকুর জন্যে কি আপনারা খেটেছেন? আর নিজেরা আপনারা প্রত্যেকে এখানে আসবার আগে তিনবার করে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন যে কোয়ার্টার পাবেন।'

'তারপলিন দিন। তারপলিন নেই, তাঁবু হবে কোত্থেকে?'

'তারপলিন না থাকে তো শর-হোগলা আছে। ২ নং সেকশনে মাটি আর শরের ব্যারাক গড়া গেল, অথচ ১ নং সেকশনের ইঞ্জিনিয়র কমরেডরা এখনো তারপলিনের অপেক্ষায় বসে আছেন কেন?'

'রুশ মজুরেরা মাটির ঘরে থাকতে চায় না। সবাই চায় তাঁবু।'

'তাঁবু যতদিন না থাকছে ততদিন মেটে ঘরেই থাকবে। লোকের মাথার ওপর দরকার একটু ছায়া আর আপনারা তাদের গরমে সেঁকছেন। আর স্থানীয় মজুরও কি আপনাদের কম পাঠানো হয়েছিল?'

'অমন মজুর নিয়ে আরিক বানানো যায়, ক্যানেল নয়। তাছাড়া তারাও টিকে থাকে নি।'

'টিকে থাকে নি?' নিজের জায়গা থেকেই বলে উঠল উর্তাবায়েভ, 'কেন টিকে থাকে নি তা জানি। আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাজিক কমসোমলীদের। আর আপনারা ওদের লাগিয়েছিলেন গাধা চালাতে, জল বইতে।'

'তার মানে অন্য কাজ করার দক্ষতা নেই। জলও তো দরকার। হালকা কাজ দেওয়া হয়েছিল, তাও পালাল।'

'কমসোমলীদের পাঠানো হয়েছিল এই জন্যে যাতে তারা এখানে কিছু শিক্ষালাভ করে। যদি ভেবে থাকেন তাজিকদের ছাড়াই সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন, তাহলে যতটুকু এ পর্যন্ত করেছেন তাই শুধু করবেন।'

বাধা দিল এরিওমিন, 'তুমি উর্তাবায়েভ, তোমার ওই জাতীয়তাবাদ বাপু বাদ দাও। এটা একটা নির্মাণ ক্ষেত্র, ইশকুল নয়।'

'আমাদের মধ্যে কে জাতীয়তাবাদী সেটা পরে দেখা যাবে। নির্মাণকাজ চলেছে তাজিকিস্তানে অথচ স্থানীয় মজুর মাত্র আটাত্তর জন। মস্কোয় এ কথা বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না।'

'কিন্তু প্রতিটি জেলা থেকে মজুর ডেকে পাঠাই নি আমি? সমস্ত শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন কমিটিতে লাখো রুবল পাঠিয়েছিলাম, টাকাটা সবই খরচ করলে, কিন্তু মজুর এল না।'

'তুমি ভেবেছ কি ভেঁড়ার মতো মাথা পিছু এক রুবল দিয়ে মজুর জোটাবে এখানে? নিজেরাই যারা এসেছিল তাদের মধ্যে বোঝাবার এতটুকু কোনো কাজ হয়েছে কি? এ কথা কি তাদের বুঝিয়েছেন যে এটা ওদেরই কাজ, এর শতকরা আটাত্তর ভাগ জমিই বরাদ্দ হবে যৌথখামারের জন্যে? দেহকানদের* কে জানে এ কথা? সবাই ভাবছে জমি যাবে রাষ্ট্রীয় খামারে,

---

* দেহকান — চাষী। — সম্পাঃ

অর্থাৎ সরকারের জমি। ওদের স্বার্থাগ্রহ জাগিয়েছেন কিছুতে? আপনাদের ফোরম্যানরা কেবল চে'চামেচি গালাগালি করতেই পারে, দেখিয়ে দেওয়া, শিখিয়ে দেওয়া — তার জন্যে তাদের কোনো সময় নেই। টেম্পো! সে টেম্পোর ফল বেশ দেখা যাচ্ছে। দেহকানদের ওপর হম্বিতম্বি করলে সকলেই পালাবে। আমির আমলে সহ্য করত, কিন্তু এখন নিজেদের রাজে আর সইতে রাজি নয়, এবং ঠিকই করে।'

'চ্যাঁচাব না তো কি ফরাসী ভাষায় আলাপ করব? ও সব ছাড়ো, উর্তাবায়েভ। মজুরের যা দরকার সেটা সে পাবে, আমাদেরও যা দরকার সেটা আমরা তাদের কাছ থেকে দাবি করব। যদি না জানে, পাকামি না করে শিখে নিক।'

'কিন্তু এখানকার লোকদের জন্যে তুমি অন্তত একটা কোর্স'ও কি খুলেছ? তাহলে এতদিনে তালিম পাওয়া নিপুণ কর্মী পেয়ে যেতে। এ তো তোমার নিজের কথা নয়, বলছ অন্যের কথা: 'এমন মজুর দিয়ে আরিক খোঁড়াও চলে না।' কিন্তু এখানকার যে আদি সেচ ব্যবস্থা এখনো কাজ দিচ্ছে, কারা সেটা বানিয়েছিল? মস্কোর ইঞ্জিনিয়ররা? বাজে কথা সব ছাড়ো! আর এই সম্মেলনও একেবারে বাজে। উচিতমতো গোড়া থেকে কাজের সুবন্দোবস্ত করো দেখি, স্থানীয় কর্মী গড়ে তোলো, তাহলে দেখবে কাজে কোনো ছেদ পর্যন্ত পড়বে না। আর তা যদি না করো তাহলে চেৎভোরিয়াকভের প্রস্তাবে ভোট দিয়ে টেম্পো কমাও। তাহলেও বসন্তের আগে বিশ হাজার হেক্টরেও সেচ দিতে পারবে না!'

উর্তাবায়েভ উঠে দাঁড়িয়ে চাঁদিটুপিটা কপালে টেনে আলোক-চক্র থেকে বেরিয়ে গেল।

তার উদ্দেশে চে'চাল এরিওমিন, 'বাগাড়ম্বর রাখো বাপু। অন্যদের শেখাবার আগে নিজে আরেকটু শেখো... তবে নির্মাণ ক্ষেত্রের যা হাল, লুকাবার কিছু নেই, কেলেঙ্কারি ব্যাপার। তার দোষ সর্বাগ্রে ইঞ্জিনিয়র-টেকনিশিয়ানদের।'

'বা, মজা মন্দ নয়!'

'মেসিন পাঠায় নি, তার দোষ আমাদের?'

'রেল নেই, আর আমরা দোষী?'

'পেট্রল পাঠাচ্ছে না, তার জন্যেও আমাদের দোষ?'

'আমাদের কাজ ভালো না লাগে, বেশ জবাব দিয়ে দিন, ভালো লোক আনুন।'

'বরখাস্ত আপনাদের করব কমরেড, তবে আগে কাউকে কাউকে আদালতে সোপর্দ করব।'

'আদালতের ভয় দেখাবেন না!'

'তার মানে নির্মাণকাজের সমস্ত দোষ চাপানো হবে ইঞ্জিনিয়রদের ওপর, আর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বটা?'

'আপনারা সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করছেন এইটে দেখাই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আপনারা ভাবছেন, কর্তৃপক্ষ বুঝি আপনাদের কাজকর্ম কিছু দেখছে না। সবই দেখছে। ব্রিগেডগুলোর রোজ কাজ বন্ধ যাচ্ছে কেন? কারণ টেকনিশিয়ান মহাশয়রা কাজে আসেন মজুরদের চেয়ে পরে যেখানে তাঁদের আসার কথা শিফটের কুড়ি মিনিট আগে। প্রতিযোগিতার ফলাফল হিসেব করে কে? যথাযথ হিসেব আপনাদের একজনেরও আছে কি? বেতন দেবার ব্যাপারে যে কেলেঙ্কারি হচ্ছে তার দায়িত্ব কার?'

'এর জন্যে মনে হয় আমরা নই, অ্যাকাউন্ট আপিস দায়ী!'

'দু'মাস মজুরেরা বেতন পায় নি কেন? এ পরিস্থিতিতে আপনাদের এখানে কার ইচ্ছে হবে কাজ চালাতে? অ্যাকাউন্ট আপিস দায়ী? কিন্তু অ্যাকাউন্ট আপিসকে অর্ডার দেন আপনারা কবে? প্রতি মাসের প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে মজুরদের বেতন পাওয়ার কথা, আর আপনারা কেবল এক পক্ষ পরেই হার ঠিক করতে বসেন। এটা শুধু কেলেঙ্কারি নয়, সোজাসুজি অন্তর্ঘাত!.. আর আপনি কমরেড নেমিরোভস্কি, যন্ত্রীকরণ নিয়ে একটু অন্য রকম কথাই আপনার সঙ্গে আমার আছে।'

সশব্দে টেবলে চাপড় মারল এরিওমিন, মৃদু ঝনঝন করে উঠল পেয়ালা, ঝুলকালির একটা গুঞ্জিত মেঘের মতো বাতির ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল সচকিত মশারা।

অমায়িক হুঁশিয়ারি

উত্তাল সম্মেলনটা থেকে ফেরার সময় বড়ো চিনার গাছটার কাছে লম্বামতো কী একটা জিনিসে হোঁচট খেয়ে ক্লার্ক প্রায় উলটে পড়ছিল। খুঁটিয়ে নজর করতেই লম্বা জিনিসটা দেখা গেল একটা মানুষ, মাটির ওপর

উপড়ু হয়ে পড়ে আছে। পিঠে কোমর বরাবর উ'চিয়ে আছে একটা ছোরার ঝকঝকে হাতল।

ক্লার্কের শিরদাঁড়া হিম হয়ে এল। বাসমাচেরা নাকি? এই শহরের মধ্যেই? নাকি স্থানীয় কায়দায় একটা মেক্সিকীয় প্রতিহিংসা?

কী করবে সে ভেবে পেল না। লোক ডাকবে? আশেপাশে জনপ্রাণী নেই। গ্রীষ্মমণ্ডলীর আলুথালু তারাগুলো ঝিকমিক করছে আকাশের কালো জোব্বায় বি'ধে যাওয়া একরাশ চোরকাঁটার মতো।

লোকটার পিঠ ছুঁয়ে দেখল ক্লার্ক। ঝকঝকে হাতলটা সশব্দে গড়িয়ে পড়ল মাটির ওপর। অবাক হয়ে ক্লার্ক সেটা পরখ করে দেখতেই হোহো করে হেসে উঠল। যাকে সে ছোরার হাতল ভেবেছিল সেটা দেখা গেল ভোদকার বোতল, বেরিয়ে এসেছিল প্যাণ্টের পকেট থেকে।

আরো এগিয়ে গেল ক্লার্ক। ব্যাপারটায় সত্যি সত্যিই মজা লাগল তার, অতি দ্রুতই ফাঁস হয়ে গেল তার বৈচিত্র্যসন্ধানী প্রথম বিভ্রম। ক্ষিপ্রগতি আফগানী ঘোড়ার ওপর পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটন্ত বাসমাচদের নিয়ে লম্বা লম্বা গল্পগুলোর কথা মনে পড়ে হাসি পেল তার। খাসা একটা নৃত্যনাট্য হতে পারে বটে।

বারান্দায় উঠে দরজার চাবি খুলে বিজলী বাতি জ্বালালে। কেবল এই কামরায় এসেই এতক্ষণকার সঞ্চিত ক্লান্তি টের পেলে সে। তাড়াতাড়ি পোষাক ছাড়লে সে, কলার খুলে, রাখলে টেবলের ওপর। টেবলের ঠিক মাঝখানে নিখুঁতভাবে এক টুকরো কাগজ রাখা, তাতে কী সব ছবি আঁকা। ক্লার্ক ঝুঁকে নজর করে দেখলে জিনিসটা।

কাগজের ছবিটা আঁকা হয়েছে পেনসিলের আনাড়ী আঁচড়ে, তবে বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ে একটি ট্রেন, ট্রেনের পর জাহাজ, ডান দিকে উ'চু উ'চু কয়েকটা বাড়ি। বাড়িগুলোর ওপরে লাতিন অক্ষরে লেখা 'আমেরিকা'। ওপরে দীর্ঘ একটা তীর চিহ্ন ট্রেন আর জাহাজ বরাবর 'আমেরিকার' দিকে। নিচে দুখানা হাড়ের ওপর মস্ত এক খুলি।

অনেকক্ষণ মন দিয়ে ছবিটা দেখল ক্লার্ক। সন্দেহ নেই, ছবিটা যে এঁকেছে, সে আঙুলে পেনসিল ধরেছে কদাচিৎ। তাহলেও প্রতীকটা স্পষ্ট। বলতে চাইছে: 'চটপট আমেরিকায় ফিরে যাও, না গেলে মৃত্যু।'

দ্বিতীয়বার শিউরে উঠল ক্লার্ক। ঘরখানা চেয়ে দেখলে সে। যখন এখান থেকে বেরয় তখন টেবলের ওপর কোনো চিঠি ছিল না। দরজা বন্ধ ছিল চাবি দিয়ে। জানলার কাছে এসে হাত দিয়ে ঠেলা দিলে। জানলাও ভেতর থেকেই বন্ধ। আরেকবার ঘরটা পরীক্ষা করল ক্লার্ক। ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলে খাটের নিচে, তারপর টেবলের তলায়।

আরেকবার ছবিটা হাতে নিয়ে কেন জানি আলোয় ধরে দেখল। ট্রাউজারের পেছন পকেট থেকে বার করলে তার ব্রাউনিং রিভলবার, সেফটি-ক্যাচটা পরীক্ষা করে রাখল টুলের ওপর। তারপর আরেকবার মন দিয়ে জানলাটা পরখ করল। সেটা যে বেশ পাকাভাবেই বন্ধ আছে নিঃসন্দেহ হয়ে সে বিছানায় টান হয়ে সিগারেট ধরাল। তার অবর্তমানে জানলা বা দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢোকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু একটা জিনিস: কাগজটা কেউ এখানে রাখতে পারে ক্লার্কের উপস্থিতিতেই — হয়ত সেটা তার চোখে পড়ে নি। লোক এখানে ছিল মাত্র তিনজন। মুরি — বাতিল। পলোজভা? বাতিল। উর্তাবায়েভ?..

সিগারেটটা শেষ করে বালিশের নিচে রিভলবার গুঁজে পোষাক ছেড়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ক্লার্ক। গায়ের ওপর চাদরটা টেনে নিলে। মশার জ্বালায় তেমন ঘুম হল না।

আমেরিকানের বক্তৃতা

ঘুম ভাঙল বাঁশির কেমন অদ্ভুত বিষণ্ণ সুরে, তার সঙ্গে তাল দিচ্ছিল তাম্বুরিনের বোল। বাজনাটা আসছিল রাস্তা থেকে। ক্লার্ক বিছানা থেকে নেমে ধাক্কা দিলে জানলায়। ঝরণার জলের মতো তাজা প্রভাতী হাওয়ায় মুখ থেকে ধুয়ে গেল ঘুমের মিহি মাকড়সা জাল।

অদ্ভুত এক মিছিল দেখা গেল রাস্তায়। সামনে ক্ষুদে ক্ষুদে গাধার পিঠে চলেছে দুই ডোরা-কাটা পোষাকের দেহকান, দুজনে একটা লাল ফেস্টুন ধরে আছে। তাদের পেছনে বিচিত্র-বেশী সওয়ারীদের এক লম্বা সারি। সবাই গাধার পিঠে। মুষিকসুলভ লেজ নেড়ে নির্বিকারে চলেছে গাধাগুলো, সওয়ারীদের পা নেমে এসেছে একেবারে প্রায় মাটি পর্যন্ত। ফোলাফাঁপা রঙচঙে

জোব্বা, বিবর্ণ পাগড়ি আর তেলচিটে চাঁদিটুপিতে এক স্তূপাকৃতি গৌরবে যেন ভেসে চলেছে তারা মাটি ছুঁয়ে।

মিছিলের সামনে ফেস্টুনবাহী দুই সওয়ারীর পেছনেই চলেছে চারজন বাজনদার। সরু সরু লম্বা শিঙ্গায় ফুঁ দিচ্ছে তারা আর শিঙ্গা বাজছে নাকী সুরের কাঁপুনিতে। শেষের লোকটা তালে তালে ঘা দিচ্ছিল একটা মেটে হাঁড়ার মতো ঢ্যাপঢ্যাপে তাম্বুরিনে।

বাজনদারদের সামনে মিছিলের দিকে মুখ করে পদাঘাতে কী এক নাচের নকশা তুলছে এক নর্তক, গায়ে তার জীর্ণ এক জোব্বা, কোমরের কাছে নকশা-তোলা রুমালে তা বাঁধা। ঢোলা আস্তিনের মধ্যে থেকে তার দুই বাহু মাটির সমান্তরালে উপুড় হয়ে আছে, একটি হাত কনুইয়ের কাছে বাঁকা, আর একটি আলগোছে এগিয়ে দেওয়া, বাঁশির তালে তালে তা নাচছে আর কাঁপছে। নর্তকের ব্রোঞ্জ-রঙা মাথাটা বাতাসে ভেসে আছে একেবারে স্থির হয়ে, যেন মাথায় তার চাঁদিটুপি নয়, জল-ভরা অদৃশ্য একটি কলসী বসানো।

বারান্দার অন্য দিক থেকে জানলা দিয়ে উঁকি দিল এক এলোচুল নারী মুণ্ড।

'সাশা,' শোনা গেল ক্লার্কের কাছে ইতিমধ্যে পরিচিত সেই খামখেয়ালী কণ্ঠটা, 'কী ওটা?'

অলিন্দের কোণে স্নান সেরে হুক থেকে তোয়ালে নামিয়ে মুখ দিয়ে লম্বা একটা কুলকুচো করে গা মুছতে মুছতে নেমিরোভস্কি বললে:

'এরা সব যৌথখামারী। এসেছিল রাষ্ট্রীয় খামারে কাঁধ দিতে। কালকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে।'

'দ্যাখো দিকি, ভোর পাঁচটা থেকেই লোকের ঘুম মাটি,' বিরক্ত স্বরে টেনে টেনে বললে মেয়েটি।

'কিন্তু ওরা সব যে অনেক দূরের লোক, কেউ কেউ এসেছে বিশ—ত্রিশ কিলোমিটার দূর থেকে, রোদ তেতে ওঠার আগেই পৌঁছবার জন্যে সকাল সকাল বেরিয়েছে।'

'যত সব ভেঁপু বাজিয়ে আহাম্মক, কোনো দিন যে একটু ঘুমব তার জো নেই।'

এই আলাপটা থেকে ক্লার্ক কিছুই বুঝল না, শুধু বহুক্ষণ দূরের সুর লহরীর দিকে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল জানলায়।

কেবল শেষ ধ্বনিটাও যখন মিলিয়ে গেল, তখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজেছে দেখে তাড়াতাড়ি পোষাক পরতে লাগল। টেবল থেকে ছবি-আঁকা কাগজটা নিয়ে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখল নিজের পকেট-ব্যাগে তারপর প্রাতরাশ খেতে গেল ভোজনালয়ে।

যখন ফিরল তখন বারান্দার সামনে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে।

অলিন্দে অপেক্ষা করছে পলোজভা।

'ভেবেছিলাম এখনো ঘুমুচ্ছেন, দেখছি ইতিমধ্যে প্রাতরাশ সেরে নিয়েছেন। এই গাড়িটা আপনার জন্যে।'

'মাপ করবেন, এক মিনিটের জন্যে ঘরে গিয়ে আমার নোটখাতা এবং টুকিটাকি দু'চারটে জিনিস নিয়েই ফিরছি।'

স্যুটকেস খুলে সে তার নোটখাতা ও সায়েবী হ্যাট বার করলে। হ্যাটটি মাথায় দিলে সে।

পেছনে শোনা গেল পলোজভার কণ্ঠস্বর, জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, 'শুনুন, বন্ধুর মতো একটা কথা বলি আপনাকে, ওটা পরবেন না। ওই ডেকচিটিকে এখানেই রেখে বরং একটা ক্যাপ মাথায় দিন।'

'কেন?' থতমত খেল ক্লার্ক।

'ব্যাপারটা অবিশ্যি বাজে, কিন্তু ওই শোলার হ্যাটের একটা নিজস্ব রাজনৈতিক চাল আছে। সীমান্তের ওপারে ভারতবর্ষে ওটায় দেশী গোলামদের কাছ থেকে সায়েব উপনিবেশিকদের তফাৎ বোঝানো হয়। ও চালটা আমাদের এখানে চোখে বড়ো বেঁধে। সবাই এখানে আমরা চাঁদিটুপি পরি। কোনো ঝামেলা নেই তাতে, খুব হাল্কা, কাজও দেয় বেশ। যদি চান কাল আপনাকে চাঁদিটুপি এনে দেব।'

ক্লার্ককে বিব্রত দেখে পলোজভা তাড়াতাড়ি যোগ করলে:

'কিছু মনে করবেন না। যদি চান ওই হ্যাট পরেই চলুন। মজুরদের বাঁকা চাউনির কথা ভেবে আমি কেবল নিতান্ত বন্ধুর মতোই আপনাকে একটু হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছিলাম। আমাদের ইঞ্জিনিয়র আর কর্মকর্তাদের বেশভূষায় যে ওদের সঙ্গে বিশেষ একটা ব্যবধান নেই এইটে অভ্যেস হয়ে গেছে ওদের।'

নীরবে ক্যাপ পরলে ক্লার্ক, দরজা বন্ধ করে জানলাটা ঠেলা দিয়ে দেখে এগিয়ে গেল মোটরের দিকে।

'আপসোস হচ্ছে আজ আপনি রাষ্ট্রীয় খামারে খোশার* থেকে ফেরা যৌথখামারীদের মিছিলটা দেখলেন না। বাজনা বাজিয়ে নাচতে নাচতে মিছিল। অপূর্ব দৃশ্য।'

'দেখেছি, সত্যিই ভারি সুন্দর। খুবই বিশিষ্ট রকমের একটা বাজনা, খানিকটা ভারতীয় সাপুড়েদের গানের মতো। নাচটাও খুবই মৌলিক ধরনের।'

'চুলোয় যাক গান ... মাপ করবেন, আমি ঠিক ও কথা বলছিলাম না। মানে ওটা হল বাইরের ব্যাপার, আসল ব্যাপার নয়। ওটা শুধু বৈচিত্র্য, ওতেই প্রতিটি ইউরোপীয়র চোখ টানে। জানেন খোশার কী জিনিস। দূরের কিশলাক থেকে চাষীরা এসেছিল রাষ্ট্রীয় খামারে সাহায্য করতে। খাটুনির জন্যে তাদের পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিল, কিন্তু নিলে না। বলে, তার বদলে জেলাকেন্দ্র যেন আমাদের ইশকুল বানিয়ে দেয়। কথা দিয়েছে, আবাদ আর ফসল তোলা দুই মরশুমেই আসবে। বুঝতে পারছেন তো, ২৬ সাল পর্যন্ত এ দেশটায় অধিকাংশ দেহকানই ছিল বাই আর মোল্লাদের প্রভাবে — সেই দেশে এটা একেবারে ষোলো আনা বিপ্লব।'

'সত্যি, খুব ইণ্টারেস্টিং ...'

চুপ করল পলোজভা। মোটর ছুটল সমভূমি দিয়ে, এগিয়ে আসা গিরিশিরার দিকে। ফ্যাকাশে নীল ঈষৎ রংচটা আকাশে মেঘের এতটুকু আঁচড় নেই, তার পৃষ্ঠপটে পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছিল যেন পিচবোর্ড কেটে তৈরি করা কোনো সীন। পাহাড়ের পাদদেশে তক্তায় তৈরি এক নগর, কয়েকটা কাঠের ব্যারাক, কুঁজো কুঁজো কয়েকটা তারপলিনের তাঁবু, বিদঘুটে দেয়ালে যেন জিলেটিনের বাঁকা জানলা, বডি-ভাঙা সাধারণ একটা লরি।

মাঝের ব্যারাকটার কাছে ভিড়, অদ্ভুত সব লোক আসছে যাচ্ছে। রুশী পুরুষ, ইয়া দাড়ি, কারো গায়ে তেলচিটে কামিজ কোমরে ফিতে দিয়ে বাঁধা, কারো গায়ে বালাপোষের হাত-কাটা কুর্তা, পায়ে লালচে হাই বুট। নীল লাল সবুজ গেঞ্জি-পরা ব্রোঞ্জ-রঙা সব ছোকরা, কারো মাথায় মেক্সিকান টুপির মতো অতিকায় স্ট্র হ্যাট, কেউ সাধারণ টুপিতে, কেউ চাঁদিটুপিতে। চাঁদিটুপি আর জোব্বা পরা রঙচঙে তাজিক, কেউ আবার লাল-চামড়ার লোক, কোন জাতির

---

* ফসলের সময় স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য। — সম্পাঃ

বলা কঠিন, দেহ দেখে মনে হয় যেন সবে ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করে তোলা হয়েছে। পরনের ইজেরে শুধু ঢাকা পড়েছে যা নিতান্ত আবশ্যক। এই হরেকরকমী ভিড়ের মধ্যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরছে তারপলিন হাই বুট আর হাত-গুটোনো শাদা শার্ট-পরা কিছু লোক।

ঠিক যেন একটা মরুভূমিতে স্বর্ণসন্ধানীদের নিয়ে আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চার ফিল্মের একটা শট নেওয়া হচ্ছে। ব্যারাকগুলোর মাঝখানে ত্রস্তগতি তারপলিন বুট-পরা লোকগুলো যেন ক্যামেরাম্যান, দৃশ্যটার শেষ খুঁটিনাটিগুলো ঠিক করে দিচ্ছে। অজান্তেই ক্লার্ক সিনে-ক্যামেরার সন্ধানে তাকিয়ে দেখলে।

গাড়ি থামল ব্যারাকের গেটের কাছে। পলোজভা ক্লার্ককে যে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল সেটা একেবারে টেবলে জোড়া। তার ভেতরে ঢুকতে হয় সরু একটা পাক-খাওয়া পথ দিয়ে। টেবলের সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো তর্জন করছিল বসা লোকেদের উদ্দেশে। কে একজন টেবলের ওপর এমন মুষ্ট্যাঘাত করলে যে দোয়াত ঝনঝন করে উঠল। তার সামনে চেয়ারে হেলান দিয়ে চশমা-পরা যে লোকটি বসেছিল সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল কখন লোকটার হাত ব্যথা করতে শুরু করবে। আর ততক্ষণ সে থেকে থেকে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করছিল, 'কোনো উপায় নেই'।

টেবলগুলোর মাঝে মাঝে কী সব কাগজ নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল লোকে।

পলোজভার পেছু ধরে ক্লার্ক শেষ পর্যন্ত পার্টিশানটা উত্তীর্ণ হল। পার্টিশানের ওপারে বসেছিল চেৎভেরিয়াকভ, লাল পেনসিলের আঁকাবাঁকায় চিহ্নিত এক রাশ কাগজ ওলটাচ্ছিল।

পলোজভা চেৎভেরিয়াকভের সঙ্গে কথা কইতে যাচ্ছিল ঠিক এমন সময় বেড়া ভেদ করে এসে দাঁড়াল গুঁপো একজন লোক, পরনের শাদা প্যাণ্ট প্রায় চুড়ীদার পায়জামার মতো আঁটো, ক্লার্ক আর পলোজভাকে ঠেলে সরিয়ে মাথার চাঁদিটুপিটা খুলে চেৎভেরিয়াকভের সামনে ছুঁড়ে ফেলে বললে:

'এই সব কুত্তার বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। যা ইচ্ছে করুন, আমি পারব না।'

'চেঁচাবেন না তেপলিখ,' শান্তস্বরে বললে চেৎভেরিয়াকভ, 'আমি তো আর কালা নই। আর কী সব ছড়াচ্ছেন মেজেতে,' মাথা দিয়ে দলা-মোচড়া টুপিটা দেখালে সে, 'ব্যাপার কী?'

'তারেলকিন আর কুজনেৎসভের ব্রিগেড কাজে আসে নি।'

'কেন?'

'বলছে মাখোরকা* পাচ্ছে না আজ তিন দিন। মাখোরকা না দিলে কাজও করবে না!'

'বলুন গে, মাখোরকা পাওয়া যাবে কাল কি পরশু। বলুন, স্তালিনাবাদ থেকে গাড়ি এখনো এসে পেঁছয় নি। মানে আপনি নিজেই তো জানেন কী বলতে হবে। এ সব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে আসার কী মানে হয়?'

'কত বললাম, বোঝালাম, কিছুতেই কিছু না। যাব না, ব্যস্। গতকালই হল্লা বাধিয়েছিল, কাজে আসতে চাইছিল না। আমি ওদের ঠাণ্ডা করি, কথা দিই আজ মাখোরকা আসবে। তারপর আজ আর কোনো কথাই কানে তুলতে চায় না। বলছে,—ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। কিছু শুনতে চাই না, মাখোরকা চাই। আসবে না। ভালোই চিনি ওদের।'

'কিন্তু আমার কাছ থেকে আপনি কী চাইছেন? আমি মাখোরকা পাব কোত্থেকে? এরিওমিনের কাছে যান।'

'কোনো মাখোরকাই নেই। এক প্যাকেটও নেই। আমি একেবারে ওপর নিচ সব ঢুঁড়ে দেখেছি।'

'তাহলে আমি কী করতে পারি?'

'ওদের তো কাজে লাগানো চাই। কমরেড ইঞ্জিনিয়র আপনি, একবার গিয়ে বলুন। আপনার কথা হয়ত শুনবে।'

'বেশ চলুন। আসুন আমার সঙ্গে,' পলোজভা ও ক্লার্কের উদ্দেশে বললে চেৎভেরিয়াকভ, 'এক্ষুণি কাউকে দেব, আপনাদের সঙ্গে করে সেকশনে নিয়ে যাবে।'

বোঝাই ঘরটার মধ্যে দিয়ে চারজন এগুল কাছের ব্যারাকগুলোর দিকে।

তেপলিখ ওদের যে ব্যারাকটায় নিয়ে গেল সেখানে পা জড়াবার নেতাকানি থেকে জোর গন্ধ ছাড়ছে। দেয়াল বরাবর মাচাগুলোয় শুয়ে বসে আছে প্রায় জন ষাটেক মজুর। কোণের একটা মাচা থেকে অ্যাকর্ডিয়নের ভাঙা আওয়াজ আসছে।

চেৎভেরিয়াকভ ব্যারাক ঢুকতেই অ্যাকর্ডিয়ন থেমে গেল, কিছু লোক উঠে

---

* অমার্জিত তামাক। — সম্পাঃ

বসল, কিন্তু অন্যেরা শুয়েই রইল, ভাব করল যেন অভ্যাগতদের দেখতে পায় নি।

পাঁশনে ঠিক করে চেৎভেরিয়াকভ বলল:

'কমরেড, এ সব আবার কী শুরু করেছ? কাজ বানচাল করতে চাও? সচেতন প্রতিটি শ্রমিকের বোঝা উচিত যে দল বেঁধে গরহাজির হওয়া আর ধ্বংসাত্মক কাজ সমান কথা। বর্তমানে যখন পার্টি এবং সোভিয়েত রাজ আমাদের নির্মাণকাজের সামনে কড়া সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, কাজের গতির ওপর স্থির নজর রাখছে, যখন নষ্ট হওয়া প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের কাছে সত্যিই খুব দামী, তখন একটা বাজে ওজরে কাজ বন্ধ করা অপরাধ, সচেতন শ্রমিকের তা সাজে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সরবরাহের ক্ষেত্রে আমাদের যে ত্রুটি আছে সেটা শুধু কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দেওয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য। তোমাদের আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে মাল আমদানির ব্যাপারে গলদ দূর করার জন্যে কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য করছে। অন্তত এই বিক্ষোভটা আর চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এমনিতেই তোমরা পুরো এক ঘণ্টা কাজ নষ্ট করেছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তোমরা অবিলম্বে একযোগে কাজে নামবে। আমি অপেক্ষা করছি কমরেড!'

'তামাকের ব্যবস্থা হলেই যাব। মাখোরকা যদি না দাও, ডাকতে এসো না!' বিমর্ষ মুখে বললে একটি নীল গেঞ্জি-পরা ছোকরা।

'চার দিন ধরে কেবল হবে-হবেই শুনছি!'

'আমাদের কাছে সচেতনতা ফলাতে এসো না। নিজের জন্যে সিগারেট আনতে তো ভুল হয় নি।'

'আমি সিগারেট খাই না,' চেৎভেরিয়াকভ বললে চটে উঠে, 'তাছাড়া জরুরী জিনিসের সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটিয়ে তোমাদের জন্যে মাখোরকার বন্দোবস্ত করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষেও ধূমপান অপরিহার্য নয়, বলতে কি, ক্ষতিকরই। ভোদকার মতো ধূমপানেও শ্রমক্ষমতা কমে যায়। যৌথ চুক্তিতে এমন কোন কথা নেই যে মাখোরকা সরবরাহে কর্তৃপক্ষ বাধ্য।'

'তার মানে চুক্তির মুসাবিদা ভালো হয় নি, ও সর্ত ঢোকাতে হবে,' নিজের জায়গা থেকে মন্তব্য করলে লালচে-বাদামী দাড়িওয়ালা এক মরদ।

'আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যে কী দরদ। গত সপ্তাহে চা পাই নি, সেটাও

ক্ষতিকর। শীগগিরই বিদ্যে ফলিয়ে বলে দেবে মজুরদের পক্ষে খাদ্য খাওয়াও ক্ষতিকর।'

কোণের অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে বার দুয়েক প্যাঁপোঁ করে উঠল চ্যালেঞ্জের সুরে।

'মজুর কোথায়, কুত্তার দল সব,' হয়ত বা নিজেকে হয়ত বা চেৎভেরিয়াকভকে শুনিয়ে বললে তেপলিখ।

'তোমাদের রসদ জোগাতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য এবং সেটা তারা করে যাচ্ছে। এমন দিন যায় নি যে দিন তোমাদের না খাইয়ে রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ যদি তোমাদের খামখেয়াল পূরণ করে রসদের বদলে মাখোরকা আনতে চাইত, তাহলে আজ তোমাদের উপোস দিতে হত। আমার ধারণা ও নিয়ে আলোচনার জায়গা এটা নয়। সরবরাহের সমস্ত গলদ নিয়ে তোমরা সভায় বলবে। এখন কাজের সময়, সবাইকে অবিলম্বে কাজে নামতে হবে।'

'ও সব কথা রাখো,' বিমর্ষ সুরে টিপ্পনী কাটলে নীল-গেঞ্জি ছোকরাটি। 'মাখোরকা দাও, যাচ্ছি।'

'তুমি যখন তামাকখোর নও, তখন কী করে বুঝবে তামাকের দরকার মজুরদের আছে কিনা?'

গোটা ব্যারাকে হাসির ঢেউ গড়িয়ে গেল।

অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে সোল্লাসে পুরো একটা গৎ শুনিয়ে দিলে।

'এ সব কী হচ্ছে?' গর্জন শোনা গেল দরজার কাছে। এরিওমিন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

চেৎভেরিয়াকভ এগিয়ে গেল তার কাছে।

'মজুরেরা গজগজ করছে, মাখোরকা পায় নি, বলছে কাজে যাবে না। ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে দেখলাম, শুনতে চায় না। নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ, আপনি হয়ত ওদের কাণ্ডজ্ঞান ফেরাবেন? ওদের সঙ্গে কথা বলতে জানেন। আমার ওদিকে আপিসে কাজ পড়ে রয়েছে...'

জবাবের অপেক্ষা না করেই চেৎভেরিয়াকভ দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

'এ সব আবার কী ব্যাপার?' ভয়ংকর গলায় পুনরুক্তি করলে এরিওমিন।

অ্যাকর্ডিয়ন চুপ করে গেল।

'কী সব ফ্যাসাদ বাধিয়েছ এ সব? কাজে যাবে না? কামাই করবে? কুলাকের ধুয়োধারী তোমাদের ওসকাচ্ছে আর ভেড়ার পালের মতো সব চলেছ

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে? মাখোরকা না পেলে কাজ করতে যাবে না?'

'যাব না। মাখোরকা না দাও, যাব না।'

'বলছি যে এখন মাখোরকা নেই! সব ফুঁকে দিয়েছ! দেব কোথা থেকে?'

'তল্লাশ করো, পেয়ে যাবে।'

'কোথায় তল্লাশ করব বলো?'

'নিজের ঘরে। স্যুটকেস ভর্তি সিগারেট পেয়ে যাবে।'

'তা আমাদের অত গুমোর কিছু নেই, সিগারেট পেলেও আমাদের চলবে।'

লাল হয়ে উঠল এরিওমিন।

'ওহ, এই লোকগুলো ... তোমাদের খেদিয়ে তাড়ালেও কম হয়।'

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আমরা নিজেরাই চলে যাব।'

'খাটাখাটনি করা গেল, খুব হয়েছে, এবার অন্যেরা করে দেখুক।'

'এক প্যাকেট মাখোরকার জন্যে তোমরা সোভিয়েত রাজের প্রতি বেইমানি করবে!' চেঁচাল এরিওমিন, 'শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় আমরা ফ্রন্টে ওক গাছের পাতা দিয়ে সিগারেট খেয়েছি। মাখোরকা ছিল না তখন!'

'ওক গাছ এখানে আগে বসাও তো, আমরাও হয়ত তাই করব, পুড়িয়ে টানার মতো একটা পাতাও এখানে ত্রিসীমানায় মিলবে না। উটের গোবর দিয়ে চুরুট বানিয়ে টানব কি?'

কৃষি আপিসের কত্তা মশায়
খুঁজে বেড়ান গোবর কোথায়,
নেইক গোবর এক্কেবারে
দিয়েছে ফুঁকে তামাক করে ...

সোল্লাসে গেয়ে উঠল অ্যাকর্ডিয়ন বাদক।

সারা ব্যারাক হোহো করে হেসে উঠল এবং উৎসাহ পেয়ে অ্যাকর্ডিয়ন বাদক গলা ছেড়ে গান ধরলে:

মুখে চুরুট, সঙ্গে কুকুর
বাবু মশায় ছিলেন বেড়ে,
এল বিপ্লব, বাবু এখন
লেজটি ফোঁকেন, কুকুর বেঁড়ে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ক্লার্ক নীরবে দৃশ্যটা দেখছিল।

'কী হচ্ছে দেখে আপনার নিশ্চয় অবাক লাগছে,' পলোজভা জিজ্ঞেস করল তাকে, 'আপনার সেকশনের মজুরদের জন্যে মাখোরকা আসে নি, তাই তারা কাজে যেতে চাইছে না।'

'আমি যেখানে কাজ করব এরা সেখানকার মজুর?' জিজ্ঞেস করলে ক্লার্ক।

'হ্যাঁ, দেখছেন তো প্রথম পরিচয়েই কী বিচ্ছিরি কাণ্ড।'

ক্লার্ক বিহ্বলের মতো চুলে হাত বোলাতে লাগল। এখানে আসার পথেই সে ভেবে দেখেছিল কী উপায়ে সে তার অধীনস্থ মজুরদের কাছে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে, এ দেশে যা প্রচলিত সে রকম একটা কমরেডী সম্পর্ক গড়ে তুলবে উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটায় তার সমস্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনাটায় গোলমাল হয়ে গেল, কিন্তু অন্যদিকে মজুরদের অনুরাগ অর্জনের একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগও দেখতে পেল সে। এই মুহূর্তে সদ্ব্যবহার না করলে এমন সুযোগ শিগগির আর আসবে না।

পলোজভার দিকে সে ঝুঁকে বললে:

'আচ্ছা বলুন তো, আমি যদি ওদের সঙ্গে কথা বলি সেটা কি খারাপ দেখাবে? ওরা তো আমার সেকশনেরই মজুর...'

'আপনি বলবেন? সত্যি, মন্দ নয় কথাটা! কমরেড এরিওমিন, মিঃ ক্লার্ক তাঁর সেকশনের মজুরদের সঙ্গে কথা কইতে চান। তাতে বোধ হয় ফলই হবে। আপনি কী মনে করেন?'

'আমেরিকানটা? তা বেশ, চেষ্টা করে দেখুক।'

'আসুন মিঃ ক্লার্ক। তোফা হবে।'

পলোজভা সামনে এগিয়ে গেল।

'কমরেড, আমাদের নির্মাণকাজে আমেরিকা থেকে একজন ইঞ্জিনিয়র এসেছেন, ক্লার্ক। ইনি আমাদের এই ১ নং সেকশনে কাজ করবেন। উনি আপনাদের কয়েকটা কথা বলতে চান, মিনিটখানেকের জন্যে।'

অ্যাকর্ডিয়ন থেমে গেল।

মজুরেরা উঠে বসলে মাচায়, দূরের লোকেরা কাছিয়ে এল হাফ-প্যাণ্ট পরা অতিথিটির দিকে চাইতে চাইতে। নীরবতা নামল।

'বলুন,' ক্লার্ককে তাগিদ দিলে পলোজভা।

বিব্রতের মতো একটু কেশে ক্লার্ক অনুচ্চ স্বরে ইংরেজিতে বললে:

'মজুরেরা, আমি বুঝি, ধূমপানের অভ্যেস থাকলে বিনা তামাকে দিন কাটানো খুবই কঠিন, কিন্তু আপনারা যদি কাজ না করেন, তাতে তো কিছু বদলাবে না। তার ফলে তামাক তো আর হাজির হবে না, অথচ কাজ থেমে থাকবে। ভালো করে ভেবে দেখুন, কর্তৃপক্ষের ঝামেলা বাড়াবেন না। কাল আমি বৈঠকে ছিলাম, পরিবহনের সমস্যাটা সেখানে আলোচিত হয়, তাই জানি যে সরবরাহের ব্যাপারে সাময়িক যে বিঘ্নটা দেখা যাচ্ছে সেটা অবহেলার জন্যে নয়, সীমাবদ্ধ যে পরিবহন ব্যবস্থা আছে তাতে নির্মাণ ক্ষেত্রের সমস্ত এলাকার জন্যে কাজ চালানো সত্যি অসম্ভব। ফালতু ঝামেলা বাড়াবেন না, কাজে চলুন...'

চুপ করে গেল ক্লার্ক, আরো কিছু যেন বলবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু খেই হারিয়ে বিব্রতের মতো কেশে আর কিছুই বলল না।

'কমরেড!' এক মিনিট ভেবে তর্জমা করলে পলোজভা, 'ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ক বলছেন যে তিনি তাঁর স্বদেশ আমেরিকায় রুশ মজুরদের কথা অনেক শুনেছেন, মার্কিন প্রলেতারিয়েত তাদের গুরু বলে মানে, কী করে বিপ্লব করতে হয় এবং তার সুকৃতি রক্ষা করতে হয় সেটা তারা গোটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্যই উনি বলছেন যে রুশ মজুরদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে উনি খুবই হতাশ হয়েছেন। ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ক বলছেন যে সমস্ত রুশ মজুরই যদি তাদের বৈপ্লবিক কর্তব্যটা এইভাবে বোঝেন, তাহলে তেমন মজুর দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়া যাবে না। উনি এখানে যা শুনলেন ও দেখলেন, সে কথা মার্কিন মজুরদের কাছে বলতে তাঁর লজ্জা হবে।'

তর্জমার সময় ক্লার্ক বিব্রতের মতো পাশে দাঁড়িয়ে রইল, নিজের ওপর গণ্ডা গণ্ডা লোকের নজর টের পাচ্ছিল সে। বুঝতে পারছিল বক্তৃতাটা তার ভালো হয় নি, তাই ভেবে পেল না তর্জমা করতে গিয়ে পলোজভা অমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কেন। বক্তৃতাটা তার সত্যিই ভারি নির্বোধ ও নিরর্থক হয়েছে। কিছু একটা করে তার অসার্থকতার সংশোধন করা দরকার। পলোজভার তর্জমা শেষ হতেই ক্লার্ক কয়েক পা এগিয়ে সামনের মাচাটার মুখোমুখি দাঁড়াল, পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে মজুরদের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

একটা নীরব অস্বস্তি দেখা দিল।

কিছু হাত এগিয়ে এল সিগারেটের জন্য।

'ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ক আরো বলছেন,' তাড়াতাড়ি করে যোগ করলে পলোজভা, 'উনি এখানে কাজ করতে এসেছেন ভালো খাবার কি তামাকের লোভে নয়। সমাজতন্ত্রের নির্মাণটাকে যারা এক প্যাকেট মাখোরকার সর্তাধীন করতে চায়, তাদের জন্যে তিনি সাগ্রহেই নিজের ভাগটা ছেড়ে দিতে রাজী।'

সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ক্লার্ক তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ আর সিগারেট নিলে না। যারা আগেই নিয়েছিল, তারা সিগারেট না ধরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আঙুলে পাকাতে লাগল সেগুলো।

'ওদের দেশে আমেরিকায় মজুরেরা তাহলে নিশ্চয় চুরুট খায়, মাখোরকা খায় না,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করলে লালচে-বাদামী দাড়িওয়ালা এক মরদ।

কেউ তাতে সায় দিল না।

'কথাটা ঠিক, মাখোরকা নইলে সে কি আর কাজ!' মাচা থেকে উঠে দাঁড়াল মোচওয়ালা ঢ্যাঙা একটি লোক, 'তামাকের অভ্যেস থাকলে ওটি নইলে কষ্ট হয় তা ঠিক, কিন্তু আমেরিকানের সামনে মুখে কাদা মাখা যে চলে না। কথা দিয়েছি, পাল্লা ধরব, ছাড়িয়ে যাব — আর দাঁড়াচ্ছে পাল্লা না ধরে বসে আছি। আমেরিকানটা আমাদের মুখে থুতু দিয়ে ঠিকই করেছে। চাড় নেই তোমাদের। আকাশ ফাটিয়ে গলাবাজি করা হল, আর কাজের বেলায় ভোঁতা। তবে এটা ও'র ঠিক হয় নি। যেন মজুর হলেই আর হল্লা বাধানো চলবে না। মজুরকে ও বোঝে নি। ভেবেছে সত্যিই বুঝি এক প্যাকেট মাখোরকার জন্যে খাটছি। আচ্ছা খ্যাপা এই আমেরিকানরা!.. চলো হে সব, কী বলো? আমেরিকানটাকে দেখিয়ে দিই রুশী মজুরেরা কেমন হাঁকাতে পারে!'

ধীরে ধীরে গা তুলল জন তিরিশেক লোক।

'যা, যা তাহলে! তিন জনে পারল না, উনি এসে বুঝিয়ে দিলেন!' লালচে-বাদামী দাড়িওয়ালা মজুরটা বললে ঝাঁঝালো সুরে, 'হাঁ করে শুনলে সবাই! সত্যিকারের আমেরিকান হয়ত আদৌ নয় লোকটা।'

'বেশ তো যাচাই করে দ্যাখ, মার্কিন ভাষায় আলাপ জমা গে। জিজ্ঞেস কর গে, আমেরিকায় শীগগিরই কুলাক খতম হবে কি?' টিপ্পনী কাটলে অ্যাকর্ডিয়ন বাদক।

'নাও হে, দাঁত দেখানো গেল, বাস। নাও এবার চলো,' বললে মোচওয়ালা, 'আমেরিকানটাকে দেখিয়ে দেব!'

সবাই উঠে দাঁড়াল।

'আবার বলে কিনা মজুর ঐক্য!' গায়ে কামিজ চড়াতে চড়াতে গজ গজ করলে লালচে দাড়ি।

'নাও, একটা বাজে জিনিস নিয়ে এত হৈচৈ — কী দরকার ছিল বলো তো?' এরিওমিন বললে চাঙ্গা হয়ে, 'এবার একটু চেপে খাটতে হবে, যে সময়টা নষ্ট হল পুষিয়ে নিতে হবে তো।'

'আমরা তো চেপে খাটব। কিন্তু আপনি নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ, মাখোরকা নিয়েও একটু চেপে লাগুন। মাইরি বলছি, তামাক ছাড়া মজুর সে তো বৌ ছাড়া মরদ। মনের মধ্যে উশখুশ, অথচ ফোঁকার কিছু নেই...'

ভিড় করে বেরিয়ে এল সবাই।

ক্লার্ক, পলোজভা আর এরিওমিন বেরুল সব শেষে। ব্যারাক থেকে কয়েক পা দূরে তাদের কাছে এগিয়ে এল একজন বেঁটে লোক, গায়ে শাদা কামিজ।

'আমাদের আমেরিকানটি দেখছি আমাদেরই লোক,' তাকে চোখ ঠেরে বললে এরিওমিন, 'কী একখান বক্তৃতা দিলে!'

'সেকি, ইংরেজি জানো নাকি তুমি?' কামিজ-পরা লোকটা প্রশ্ন করলে এরিওমিনকে, কিন্তু চোখ তার ক্লার্কের দিকে।

'পলোজভা তর্জমা করে দিলে যে।'

'আমি যা তর্জমা করেছি সেটা মোটেই ওঁর কথা নয়,' লাল হয়ে বাধা দিলে পলোজভা, 'আমি জানি, ওটা ঠিক নয়, কিন্তু ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চাইছিলাম। ইঞ্জিনিয়র ক্লার্কের বদলে 'আমাদের' আমেরিকান যা বলতে পারত, আমি তাই বলেছি।'

ক্লার্ক মন দিয়ে চেয়ে দেখছিল পলোজভাকে। নিজের নামটা কানে গিয়েছিল তার, কামিজ-পরা লোকটার সামনে পলোজভার বিব্রত ভাবটাও সে লক্ষ করল।

'এটা অন্যায়। ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ককে ব্যাপারটা এক্ষুণি বলে দিন।'

'নিশ্চয়, আমি নিজেও ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

এরিওমিনের সঙ্গে কামিজ-পরা লোকটা চলে গেল কেন্দ্রীয় ব্যারাকের দিকে।

'আপনার কাছে আমায় মার্জনা চাইতে হবে,' ওরা চলে যেতেই শুরু করলে পলোজভা, 'আপনার বক্তৃতাটা আমি বেদম বদলে দিয়েছি। আপনি খুব ভালোই বলেছিলেন, কিন্তু ও সব কথা ওদের মনে ধরত না। চেৎভেরিয়াকভ, এরিওমিনের কথা ওরা শুনল না কেন? দুজনেই ওরা ওদের ভেবে দেখতে বলেছিল, কিন্তু লোকে যখন গোঁ ধরে, তখন কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলে তাদের নড়ানো যায় না, তখন তাদের কলজের মধ্যে ঘা দিতে হয়, লজ্জা দিতে হয়। আসলে ওদের অনেকেই তো খাসা লোক, একটা অংশ আছে অবশ্য উৎখাত কুলাক, অনবরত জল ঘোলা করে তারা।'

'খুবই খারাপ বলেছিলাম আমি। নিজের মনমতো তর্জমা করে আপনি ঠিকই করেছেন। বিশ্বাস করুন, জনসভায় বক্তৃতা আমি কখনো দিই নি, আর বিশেষ করে যে রুশ মজুরদের আমি একেবারেই জানি না, তাদের কাছে বক্তৃতা দেওয়া তো দ্বিগুণ কঠিন।'

'আরে না, না। খুবই ভালো হয়েছিল। যেমন ওই সিগারেটের ব্যাপারটাও খাসা দাঁড়িয়েছিল। ওটা আমার মনে কখনোই হত না... তবে বলি শুনুন, ভবিষ্যতে আর তা করবেন না, নইলে আপনার সমস্ত সিগারেটই ফুরিয়ে যাবে তারপর আপনিই হয়ত ধর্মঘট করে বসবেন,' পলোজভা যোগ দিলে হেসে।

এগিয়ে যাওয়া মজুরদলটার দিকে পা চালালে তারা।

খাড়া পাড়ের ইউর্তা

নিজের ইউর্তায় ফিরল এরিওমিন, ১ নং প্লটের কর্তৃপক্ষের সাময়িক আপিস এখানে। কাছারি বাড়ির পার্টিশান দেওয়া গুমট ঘরখানার চেয়ে এইটেই তার পছন্দ। সে তার ছাউনিটা ফেলতে বলে একেবারে তীরের কাছে খাড়া পাহাড়টা থেকে কয়েক পা দূরে, মুখটা নদীর দিকে। নদী থেকে দিনরাত শীতল ঝাপট আসত ছাউনিতে। মোটা ফেল্টের দেয়ালে বসতির হল্লা ভেতরে ঢুকতে পেত না, পোকা মাকড় বিছেও আটকাত। এখানে কাজ করার সময় এরিওমিনের মনে হত যেন একটা মোটা ফেল্টের টুপিতে সে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মনে হত, সত্যিকারের মনঃসংযোগ তার পক্ষে শুধু এইখানেই সম্ভব।

ইউর্তায় থাকলে কেউ তার কাছে আসত না। সবাই জানত, সে সময় গালাগালি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না। 'ইউর্তায় গেছে' তার মানে দাঁড়িয়েছিল আত্মহারা হয়ে, খামোকা গালাগালি করছে, তার মানে, সবুর করো, ঘাঁটিয়ো না। এইটেই ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে এরিওমিন থাকত একেবারে একলা, কোনো কাজকর্ম নিয়ে কেউ এখানে হানা দিত না। প্রায়ই রাত্রে ঘুমোবার জন্য বাড়ি না এসে এখানে সে রিপোর্ট, তালিকা, ডায়াগ্রাম নিয়ে, সবকিছুকে একটা একক ব্যবস্থায় জুড়ে তোলার চেষ্টায় সারা রাত কাটিয়ে দিত, ত্রুটি খুঁজে বার করত, হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়েই একই কর্তব্য পূরণ করার মতো নতুন পরিকল্পনা ছকত।

সকাল বেলায় ফিরত হলদে শান্ত মুখে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে। হেঁটে যেত প্লটটায়। চেৎভেরিয়াকভকে ডেকে পাঠাত। কী ভাবে যন্ত্রপাতি ও শ্রমবলের পুনর্বণ্টন করে সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায় তা অনেকক্ষণ ধরে বোঝাত অধীনস্থদের। ক্লিষ্ট মুখে মেনে নিত চেৎভেরিয়াকভ। সন্ধ্যায় আসত রিপোর্ট। যদি তাতে মাত্র কয়েক কিউবিক মিটার উৎপাদন বৃদ্ধি দেখা যেত, তাহলে এরিওমিন খুশি হয়ে উঠত বালকের মতো। ইঞ্জিনিয়রদের ডেকে পাঠাত, তার পদ্ধতির উৎকর্ষ প্রমাণ করত, পরিকল্পনা বানাত ভবিষ্যতের। সে পরিকল্পনা থেকে দাঁড়াল এই যে, স্বাভাবিক পাটিগাণিতিক অগ্রগতি বজায় থাকলে কাজের ঘাটতি এক মাসের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা।

কিন্তু পরের দিনকার রিপোর্টে দেখা যেত ফের কাজ কম হয়েছে — কয়েকটা যন্ত্র অচল হয়ে পড়েছে এবং মজুত স্পেয়ার পার্টস না থাকায় মেরামতির আনুমানিক একটা তারিখ জানাতেও যন্ত্র-বিভাগ গররাজী। তখন একটা ভোঁতা হতাশায় আচ্ছন্ন হত সে।

... আজ সে নিজের ইউর্তায় ঢুকল এই তিক্ত ভাবনা নিয়ে যে মজুরদের সঙ্গে সে ঠিক আর আগের মতো কথা কইতে পারছে না, যখন তার বক্তৃতার পর গোটা কারখানা রাতের শিফটের জন্য বাড়তি খাটতে স্বেচ্ছায় রাজী হয়ে যেত।

টেবলের কাছে গিয়ে সে প্রথম রিপোর্টটা তুলে নিলে।

'আসতে পারি, ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি না তো?'

এরিওমিন চমকে উঠল: কে আসতে পারে এখানে?

ইউর্তার দরজায় দাঁড়িয়েছিল নেমিরোভস্কি।

'আসতে পারি?' পুনরুক্তি করল সে।

জবাব না দিয়ে এরিওমিন তাকাল তার দিকে।

'ওর দাড়িটা ঠিক যীশু খ্রীষ্টের মতো,' আচমকা মনে হল তার, 'এলও একেবারে যেন জলে ভেসে, পায়ের শব্দ শোনা যায় নি।'

হঠাৎ তার একটা অদম্য ইচ্ছে হল লোকটার নাকে একটা ঘুষি মারে, 'উলটে গিয়ে নদীতে পড়বে, বাস খতম।'

'আসতে পারি?' এবার অধৈর্যের সুর মিশিয়ে পুনরুক্তি করলে নেমিরোভস্কি।

'আমি কিন্তু জানতাম আজ আপনি আমার কাছে আসবেন,' এরিওমিন বললে নিজের মনেই নাকি নেমিরোভস্কির উদ্দেশে — ঠিক বোঝা গেল না।

'বটেই তো, আপনি কাল সন্ধ্যায় সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা করেছেন যে আমার সঙ্গে আপনার বিশেষ কথা আছে। বলুন...'

'আমি কাল সভায় বলেছিলাম যে কাউকে কাউকে আদালৎ সোপর্দ করব। বলেছিলাম আপনার কথা ভেবেই।'

'কৃতার্থ হলাম।'

'কিছুকাল যাবৎ আমি যন্ত্রায়নের ব্যাপারটা নিয়ে দেখছিলাম, বহুকাল ধরে ওটা আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্য ও কাজ বন্ধের মূলে। আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে আমাদের যন্ত্রের সমস্ত ব্যাপারটা চালানো হয় নির্মাণে সাহায্য করার জন্যে নয়, বরং আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল করার জন্যে।'

'নিঃসন্দেহ হয়েছেন? সন্দিহান হতেও পারেন তা ভাবছেন না?'

'না ভাবছি না। আমি প্রথমে ধরেছিলাম এ সব আলাদা আলাদা গলতির ব্যাপার, কিন্তু এখন নিশ্চিত হয়েছি যে ব্যাপারটা সুপরিকল্পিত। মজুরির প্রথাটা থেকে শুরু করে। গড়পড়তা দক্ষ মজুরকে আপনি এমন প্রচুর বেতন দিচ্ছেন যে কোনো ফুরনের কাজে তার কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না, এবং সে অবস্থায় প্রতিযোগিতার কথা ভাবাই চলে না। আপনার মজুরি হার এমন ভাবে তৈরি যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোয় মজুরের কোনো আগ্রহ নেই। কার্যক্ষেত্রে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। আপনাদের সেক্টরে উৎপাদনশীলতার ব্যাপারটা হাস্যকর, শ্রমশৃঙ্খলার কথা তো না বললেও চলে। নির্মাণকাজে প্রায় কিছুই না দিয়ে মজুরেরা বিরাট টাকা লুটছে। তাছাড়া, কাজের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে যন্ত্র কারখানাটা কাজের সমস্ত ধারা থেকে বিছিন্ন হয়ে

পড়েছে, গড়ে তুলেছেন রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের এক আলাদা রাষ্ট্র। আপনার মজুরেরা নির্মাণকাজের সাধারণ গতিবেগের সঙ্গে একেবারেই জড়িত নয়, সমস্ত ব্যবস্থাপনাটাই এমন যাতে সামগ্রিক কাজের জন্যে দায়িত্ববোধ লোপ পায়।'

'বাস?'

'উহুঁ, আরো আছে।'

'এইটুকুই যদি আপনার বক্তব্য হত তাহলে বলতাম 'দায়িত্ববোধ', 'সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা' প্রভৃতি উচ্চ মার্গীয় যে সব জিনিসের কথা বলছেন সেটা পরিচালক ইঞ্জিনিয়রের নয়, ট্রেড ইউনিয়নের দেখবার ব্যাপার। আমার কাজ যন্ত্রের দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা করা।'

'দ্রুত মেরামতির কথাটা আপনার না তোলাই ভালো। আপনার ওখানে যন্ত্র পড়ে থাকছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস।'

'স্পেয়ার পার্টসে ঘাটতি থাকলে আমি আদপেই মেরামতি করতে চাইব না।'

'আমার কোনো সন্দেহই নেই যে পারলে আপনি স্পেয়ার পার্টস থাকলেও আপত্তি করবেন। আপনার এই স্পেয়ার পার্টসের ওজরটা অনেক শুনেছি। এর মধ্যে শতগুণ স্পেয়ার পার্টস আপনি আনিয়ে নিতে পারতেন। একরাশ পার্টস যে এইখানেই, নিজেদের কারখানায় বানিয়ে নেওয়া যায়, সে কথা নয় ছেড়েই দিচ্ছি। নির্মাণকাজের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্য নিয়ে একটা পরিকল্পনা অনুসারে কি আপনার কাজটা চলছে? আপনাদের ওখানে শুধু তখনই যন্ত্র মেরামত হয়, যখন কোনো ফোরম্যান কারখানার কোনো মিস্ত্রিকে মদের ঘুষ দেয়। পরশু ১ নং প্লটে যে ট্র্যাক্টরটা নষ্ট হয়েছিল, তা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মেরামত হয়ে গেছে দুই বোতল ভোদকার দৌলতে, অথচ অন্যান্য ট্র্যাক্টর পড়ে আছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ।'

'এ গলদ এশিয়ার যে কোনো নির্মাণ ক্ষেত্রেই অনিবার্য। এর জন্যে মজুরদের বরখাস্ত করতে গেলে অচিরেই আর কেউ থাকত না। যে ধরনের মজুর আছে, তাই নিয়ে খুশি থাকতে হবে বৈকি। এখানকার যা পরিস্থিতি তাতে কোনো ভালো মজুরই খাটতে আসবে না।'

'কিন্তু এমন ঘটনা আমি জানি যখন সবচেয়ে কাজের মজুরদেরই আপনি বরখাস্ত করেছেন। যন্ত্র কারখানায় আপনি সারা দেশ থেকে কৌশলে ঠিক

সবচেয়ে ওঁছা মাল, সবচেয়ে স্বার্থপর আলসেদেরই জুটিয়েছেন। আপনার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এমন কি এদের মধ্যেও সৎ লোক ছিল, নির্মাণকাজটায় যারা উৎসাহী। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনার ওখানে 'ঝটিতি ব্রিগেড' গড়ে ওঠে, প্রতিযোগিতা দানা বাঁধে। কিন্তু নানা রকম সাধু অজুহাতে আপনি তাড়াতাড়ি করে আগুয়ানদের ছাঁটাই করেছেন, বেতন হার বাড়িয়ে দেন যাতে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা মজুরদের উবে যায়। উপহাস, ব্যঙ্গ ও রসিকতা করে আপনি ঝটিতি কর্মীদের উৎসাহ নিবিয়ে দিয়েছেন। শ্রমিক বলের গুণাগুণের কথা তোলার স্পর্ধা করেছেন আপনি, কিন্তু দু'মাস আগে যখন দু'শো যন্ত্রবিদ পার্টি-সভ্য আপনার কাছে পাঠানো হয় ভূতপূর্ব লাল ফৌজীদের মধ্য থেকে, তখন শ্রমিক বল নতুন করে তোলার বদলে আপনি তাদের সবকটিকে ফেরত পাঠান এই অজুহাতে যে তাদের যোগ্যতা কম।'

'আমার ধারণা যন্ত্রবিভাগের কর্তা হিসাবে আমার মজুরদের যোগ্যতা বিচারের অধিকার আমার আছে। যন্ত্র মেরামত তো আর বুলি দিয়ে হয় না, হাত লাগে। যন্ত্রবিভাগের দরকার গুণী আন্দোলনকারী নয় গুণী শ্রমিক।'

'আপনি ভালোই জানতেন যে কমিউনিস্ট মজুরেরা মুহূর্তেই আপনার 'পদ্ধতি' ফাঁস করে দিয়ে মজুরদের সংগঠিত করবে। তাই আপনার সংরক্ষিত রাজ্যে তাদের ঢুকতে দেন নি। আপনার এ সব জবাবদিহির এক কানাকড়িও দাম নেই ...'

অন্য জাতের লোক

পাথর ছড়ানো ঢালুটা পাহাড়ের দিকটায় উঁচু হয়ে উঠেছে। আর উঁচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানেলের খাতটা গভীর হয়ে গেছে খাদের মতো।

বাঁধের কাছটায় মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটি এক্সকেভেটর। ফোঁস ফোঁস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তা মাটি কামড়াচ্ছে। এক গ্রাস পাথর গিলে তার জিরাফ গ্রীবাটা উঁচু করছে সে, আশেপাশে তাকিয়ে দেখে উগরে ফেলছে গলায় আটকানো আবর্জনাগুলো, তারপর লম্বা হাই তুলে নির্বিকারভাবে ফের তার কাজে লাগছে। মনে হচ্ছিল যে বড়ো একঘেয়ে লাগছে এক্সকেভেটরটার, একা একা মাটি খুঁড়তে বিরক্ত ধরে গেছে তার, সেও যেন প্রতিশ্রুত সাহায্যের প্রতীক্ষা করছে, চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে আরো

পঁচিশটা আসছে কিনা, তাদের থাবায় নুড়ি পাথরের করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে নাকি, দিগন্তে কি দেখা দিয়েছে লম্বা গলা দানবগুলো, রাজহাঁসের মতো ভারিক্কী চালে যারা শোভাযাত্রা করছে পাথুরে গামলাটার দিকে।

ক্যানেল থেকে বেরতেই ক্লার্ক একটা গভীর খাদের ধারে পেঁছিল আর তার পাশেই নদীটা দেখলে সে, তরোয়ালের প্রচণ্ড কোপে যা বিদীর্ণ করছে পাহাড়ের পাদদেশ। ধেয়ে নামছে নদীটা, ঠাণ্ডা আমেজ আসছে সেখান থেকে। উঁচুতে উঠলে দেখা যায় কোত্থেকে পাহাড় ফুঁড়ে নদীটা বেরিয়ে সমতলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কালিফোর্নিয়ার পাহাড়ে ক্লার্ক একবার ব্রেক-ভাঙা একটা মোটর দেখেছিল, খাদের ওপরকার খাড়াই সর্পিল পথ বেয়ে আরোহী নিয়ে তা নামছে, ক্রমেই গতি বাড়তে বাড়তে মোড় নেবার সময় তা পিছলে উড়ে যায় এক অতল গহ্বরে। খরবেগে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা নদীটাও ধেয়ে নামছে ঢালু বেয়ে. থামবার সামর্থ্য তার আর নেই, সশব্দে আকাশ ফাটিয়ে কোথাও গিয়ে তা চূর্ণ হবে, বেইমান শিলাতটের ধাক্কায় ছিটিয়ে পড়বে জলকণায়।

ক্লার্ক জানত নদীটাকে সমকোণে ঘুরিয়ে সমভূমির মাঝখানে নিয়ে যেতে হবে। খাড়াই পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সে আন্দাজ করার চেষ্টা করলে ঘাত শক্তি কতখানি হতে পারে।

'আমরা এসে গেছি,' চারিদিকে তাকিয়ে বললে পলোজভা, 'দুঃখের বিষয় যথাযথ বুঝিয়ে বলতে আমি পারি না, ইঞ্জিনিয়রদের কাউকেও কাছাকাছি দেখছি না। উর্তাবায়েভকেই ডেকে পাঠাতে হবে।'

কালো দাড়িওয়ালা এক উজবেককে পাঠানো হয়েছিল উর্তাবায়েভকে নিয়ে আসতে, সে না ফেরা পর্যন্ত তারা এক স্তূপ পাথরের ওপর বসে রইল।

'আচ্ছা, কে ওই লোকটি, কামানো মাথা, রুশী কামিজ পরা, ব্যারাকের দরজার ওখানে আমাদের কাছে এসেছিল?' হঠাৎ প্রশ্ন করলে ক্লার্ক।

প্রশ্নটা সে করলে কেমন যেন এমনি, কিন্তু তার স্থির দৃষ্টিটা পলোজভার চোখ এড়াল না।

'উনি কমরেড সিনিৎসিন, আমাদের নির্মাণকাজের পার্টি কমিটির সেক্রেটারি।'

'চোখ দুটি ও'র চমৎকার, বুদ্ধিমান।'

'চমৎকার কর্মী। আরো কিছু অমন লোক থাকলে আর ভাবতে হত না। এলাকার অবস্থাটা যা বোঝেন, যেন তাজিক হয়েই জন্মেছেন। তাজিক ভাষায় কথা কইতেও পারেন।'

'মধ্য এশিয়ায় উনি কতদিন আছেন?'

'মনে হয় চার বছর। পড়াশুনার জন্যে মস্কো যাবার খুব সাধ, কিন্তু ছাড়ছে না এখান থেকে।'

'আপনাদের এই ব্যাপারটায় আমার খুব আশ্চর্য লাগে। প্রতি পদেই তা দেখছি। বেশ সাবালক, বয়স্ক মানুষ, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রচুর, জীবনের তিরিশ কি চল্লিশ বছরে গিয়ে বসছে ইশকুলের বেঞ্চিতে, পড়া শেষ করছে, ঝালিয়ে নিচ্ছে। অন্য কোনো দেশে এটা ভাবা যায় না। আমাদের দেশে তিরিশ বছরে লোকের ভাগ্য গাঁথা হয়ে যায়। যা সাধ ছিল, এর মধ্যে যদি সে পথটায় গিয়ে সে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে সেটা সে মেনে নেয়, অসম্ভবের পেছনে ছোটে না। আপনাদের এখানকার সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটাই এই 'বয়ঃসীমা' ঘুচিয়ে দেবার জন্যে তৈরি।'

'এটাকে আপনি ভালো জিনিস বলে মনে করেন না?'

'সত্যি কথা বললে, না, মনে করি না। আমি অবশ্য কমরেড সিনিৎসিনের কথা বলছি না, উনি সম্ভবত তাঁর জ্ঞান বাড়িয়ে নিতে চাইছেন যাতে এক সময় আরো বড়ো আকারে আপনাদের পার্টি সংগঠনের কর্তা হয়ে বসতে পারেন। সেটা খুবই বোঝা যায়। আমি বলছি ওই হঠাৎ করে, বলতে কি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো লাফগুলোর কথা — একটা পেশা থেকে আরেকটা পেশায়, কায়িক শ্রম থেকে মানসিক শ্রমে, — যে লাফগুলো এখানকার লোকেরা প্রতি পদে দিচ্ছে। একজন ধরা যাক পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত একটা লোহা কারখানায় ভালো টার্নার ছিল, হঠাৎ তার মন গেল রসায়নের গুহ্যতত্ত্বে, রসায়ন বিদ্যা শেখার জন্যে গিয়ে বসল বেঞ্চিতে, চল্লিশ বছর নাগাদ হয়ে উঠবে রসায়ন ইঞ্জিনিয়র। আরেকজন হয়ত ধরা যাক অর্ধেক জীবন ধরেই ঘড়ির হুইল বানিয়েছে, হুইল তৈরিতে পয়লা নম্বর, হঠাৎ তার আগ্রহ হল সূর্যরশ্মি সদ্ব্যবহারের সমস্যায়, নিজের যন্ত্র ছেড়ে পুঁথি নিয়ে পড়ল, হয়ত আরো কয়েক বছর পরে হয়ে উঠবে তাপ ইঞ্জিনিয়র। আপনি নিজেই আপনার চারিপাশ থেকে যত খুশি এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন।'

'কিন্তু এটা আপনি খারাপ ভাবছেন কেন?'

'কী জানেন, আমি এটা বুঝি যে এর মধ্য দিয়ে মনের অব্যবহৃত উদ্যোগ একটা পথ খুঁজছে, কিন্তু আমার ধারণা, সে উদ্যোগের এমনি ধারা পথান্তরে সমাজেরও লাভ হবে না, লোকটার নিজেরও লাভ হবে না। যথেষ্ট বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সব সেরা সেরা গুণী শ্রমিক আপনাদের রাষ্ট্র হারাচ্ছে শুধু কিছু অক্ষম অনভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র তৈরির জন্যে, যারা তাদের নতুন ক্ষেত্রে আগেকার মতো অভিজ্ঞতা জোটাতে জোটাতেই বুড়ো হয়ে পড়বে। আপনাদের নির্মাণকাজটায় এ প্রক্রিয়ার খুবই নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা। আপনারা যদি সত্যিই অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলোর পাল্লা ধরে ছাড়িয়ে যেতে চান, তাহলে তাদের সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞতার নীতি আপনাদের নিতে হবে, কায়িক ও মানসিক শ্রমের মাঝখানে যুগ যুগ ধরে যে সীমা রেখাটা গড়ে উঠেছে তাকে মুছে দিলে চলবে না। অন্ততপক্ষে, যতদিন না পাল্লা ধরে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, ততদিন বছর দশেকের মতো সেটা বজায় রাখুন, নিজেদের গুণী মজুরদের ভাগবাটোয়ারা করুন অতি সাবধানে, মিতব্যয়ে। আমি অনেক বারই শুনেছি যে সমাজতন্ত্র হল পরিকল্পনা। কিন্তু যারা উৎপাদন করছে তাদের আগে পরিকল্পিতভাবে বণ্টন না করে আপনারা অর্থনীতির পরিকল্পনা করতে চাইছেন, সুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদন চালিয়ে পণ্য বণ্টন করতে চাইছেন সেটা কী করে হয়?'

পলোজভা কৌতূহলে তাকিয়ে দেখছিল বক্তাকে, এক জাতের জীব যেভাবে তাকায় আরেক জাতের জীবের দিকে, যার সম্পর্কে এতদিন সে শুধু গুজবই শুনে এসেছে। ঠোঁটের কোণে তার হাসি লুকিয়ে ছিল। ক্লার্কের কাছে মনে হল হাসিটায় মুরুব্বিয়ানার ছাপ আছে। এ হাসিতে সবচেয়ে হুল-ফুটানো কথার চেয়েও বেশি জ্বালা বোধ করল সে। তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলে ক্লার্ক:

'আপনি এ কথা মানেন না?'

'আপনি যা বলছেন সেটা খুবই সঠিক হত যদি আমরা একটা আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গড়তাম, আপনারা যে পথ পাড়ি দিয়েছেন সেটা আগাগোড়া পাড়ি দিতে হত আমাদের। কিন্তু ব্যাপারটা তো আদৌ তা নয়। তাছাড়া লোকের পরিকল্পিত বণ্টন জিনিসটা আপনি ভাবছেন খুব যান্ত্রিকভাবে, সাবেকী ছকে, হেনরি ফোর্ডের মতো: অমুক অমুক কয়েক শত মজুর বানাক শুধু মাত্র নাট, অমুক অমুক কয়েক শত বানাক শুধু মাত্র বল্টু — ইত্যাদি,

একেবারে নিখুঁত বিশেষজ্ঞতা। এমন কি পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এটা পুরানো। আমরা আপনাদের কাছ থেকে নিচ্ছি একেবারে সর্বাধুনিক পদ্ধতির উঁচু টেকনিক। আমরা যদি আপনাদের গতকালকার মাল কিনি, যা আগামী কালই অচল হয়ে যাবে, তাহলে খুবই লোকসান হবে আমাদের। অব্যাহত ধারায় উৎপাদনের যে পদ্ধতি আপনি আপনাদের দেশ থেকে শিখতে বলছেন সেটা এমন কি আমেরিকার কাছেও গতকালের ব্যাপার।'

'বটে! জানা ছিল না তো।'

'মজুরকে যন্ত্রে পরিণত হয়ে দিনের পর দিন কেবল একই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে কেন, যখন সহজেই যন্ত্র দিয়ে সে যান্ত্রিক কাজটা অনায়াসে করা যায় এবং যন্ত্র থেকে মজুরকে পরিণত করা যায় যন্ত্রের নিয়ন্ত্রকে? আপনাদের দেশে এই স্বাভাবিক পদক্ষেপটা নিলে অনিবার্যই তার ফলে ছাঁটাই হবে হাজার হাজার মজুর, এমনিতেই যে বেকার বাহিনী প্রচণ্ড তা আরো স্ফীত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা আপনাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। শুধু আমরা তা করতে পারি। মাপ করবেন, আমার মুখে কথাটা আপনার কাছে আপাত-বিপরীত বলে ঠেকতে পারে — কিন্তু আপনি ভাবছেন সাবেকী টেকনিক্যাল নিরিখে, মিছেই ধরে নিচ্ছেন যে আমাদের পশ্চাৎপদ টেকনিকের দেশের পক্ষে সেটা এখনো নতুন, কাজ দেবে। বিশেষজ্ঞতা বা পেশা বলতে আপনি যা বুঝছেন, তার দিন ফুরিয়েছে। কী লাভ আমাদের এমন কিছু জীবন্ত যন্ত্র গড়ে যা আগামী কালই অকেজো হয়ে যাবে?'

'তাই যদি ধরেও নিই, তাহলেও আজ তো তার তীব্র অভাবই বোধ করছেন। যে উচ্চবিকশিত শিল্প ছাড়া সমাজতন্ত্র হতে পারে না তা গড়তে হলে সংকীর্ণ-বিশেষজ্ঞ কর্মীই দরকার। সে শিল্পটা আগে গড়ে তুলুন, তারপর কায়িক আর মানসিক শ্রমের প্রভেদ ঘোচাবেন।'

'আপনি যা বলছেন সেটা আমাদের ভাষায় তর্জমা করলে দাঁড়াবে: আগে সমাজতন্ত্র গড়ুন শ্রমের পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে, তারপর এক সমারোহের উদ্বোধন করবেন: আজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের দ্বারোদ্ঘাটন হল, প্রবেশমূল্য লাগবে না।'

কিছু একটা জবাব দেবার ইচ্ছে হয়েছিল ক্লার্কের, এমন সময় পায়ের কাছে হঠাৎ বেড়ে উঠল একটা ছায়া। চোখ তুলতেই দেখলে সামনে শ্যামলা রঙা একটি ছেলে, বেশি লম্বা নয়, দেখে মনে হয় বছর পনের বয়স, গায়ে সবুজ

কমসোমলী শার্ট, তাতে যুব কমিউনিস্ট লীগের ব্যাজ, মাথায় চাঁদিটুপি। ছেলেটির দাঁতগুলো সমান মাপের শাদা ঝকঝকে। যখন হাসে, মনে হয় ময়লা-রঙা মুখের অন্ধকারে হঠাৎ বিজলী বাতি ঝলসে উঠল।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' উঠে দাঁড়াল পলোজভা, 'ইনি আমার বড়ো কর্তা, কমরেড নাসিরুদ্দিনভ, কমসোমল কমিটির সেক্রেটারি।'

'আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র?' সমান ছাঁদের দাঁত উদ্ভাসিত করে হাসল ছেলেটি, 'জানি, আমেরিকা আমার দেখা।'

'আমেরিকা তুমি কোথায় দেখলে, করিম,' অবাক হল পলোজভা, 'বইয়ে নাকি?'

'উঁহুঁ, বইয়ে নয়, স্তালিনাবাদে দেখেছি, বাজারে।'

'বাজারে?'

'সেই যে নলের ফুটোতে চোখ রাখলে ছবি দেখা যায়। আমেরিকা দেখেছিলাম। সুন্দর দেশ!'

'দেখছেন তো, আপনাদের দেশ ওর ভালো লেগেছে,' তর্জমা করে বললে পলোজভা, 'স্তালিনাবাদে ও ছবি দেখেছিল।'

'কোন জিনিসটা ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল?'

'বাড়িগুলো খাসা। উঁচু কী, যেন পাহাড়। তেমন বাড়িতে থাকতে কী আরাম। কী উঁচু। চারিদিকে বাতাস! নিচুতে ভালো নয়, অনেক ধুলো। আমিও উঁচুতে থাকতাম। আমেরিকানকে বলে দাও — হুই যে ওখানে!' দূরের তুষার-ঢাকা চুড়োগুলোর দিকে দেখাল সে।

'ও নিজেই পামিরের লোক কিনা,' বুঝিয়ে বললে পলোজভা, 'পাহাড় ভালোবাসে! ছবিতে আমেরিকার আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি দেখেছি। বলছে, থাকতে বেশ আরাম। পাহাড়ের মতো উঁচু! আপনি নিউ-ইয়র্কে কোন তলায় থাকেন?'

'সাতচল্লিশ তলায়।'

'দেখছ তো করিম, দুজনেই তোমরা পাহাড়ী,' রগড় করলে পলোজভা।

'আমেরিকানকে বলে দাও যে আমাদের এখানেও অমনি বাড়ি হবে। তুলো হবে অঢেল অঢেল, তারপর বানাব।'

'তা ঠিক নয় করিম, অমন বাড়ি আমরা বানাব না। ও হল পুঁজিবাদী শহর। সমাজতন্ত্রে হবে বাগিচা শহর।'

'উঁহুঁ, পাহাড় কখনো পুঁজিবাদী নয়। পাহাড় হল প্রলেতারীয়। মজুরের থাকা দরকার ভালোভাবে উঁচুতে। নিচে থাকা ভালো নয়,' শাদা শাদা দাঁত ঝলকে উঠল তার হাসিতে, 'আমেরিকানের কাছে মাপ চাইছি, আমায় এখন ছুটতে হবে। আমেরিকানকে বলে দাও, আমেরিকা সম্পর্কে খুব জানতে ইচ্ছে করে। উনি যদি একবার কমসোমলীদের কাছে আমেরিকার গল্প শোনান বেশ হয়। আমেরিকানকে বলে দ্যাখো না। আমি ছুটলাম। কমসোমলীরা প্রতিযোগিতায় হারছে, ভালো হচ্ছে না!'

দাঁতের ঝলক দিয়ে হাত নেড়ে সে দ্রুত চলে গেল এক্সকেভেটরের পাশ দিয়ে — খাদের পাথুরে পাড় বরাবর।

'খাসা ছেলে!' সুঠাম দেহটার দিকে চেয়ে চেয়ে রইল ক্লার্ক, নুড়ি পাথরের মধ্য দিয়ে নিপুণ পায়ে এগিয়ে চলেছে করিম।

'চমৎকার! আর কমরেড কী! বুদ্ধিমান, মেধাবী, চাপল্য নেই। ওকে একবার বলবেন তার কাহিনী শোনাতে। স্তালিনাবাদে পড়াশুনার জন্যে কী ভাবে ও পায়ে হেঁটে আসে পামির থেকে, মোল্লা কী ভাবে ওর বাপের একমাত্র জমিটুকু চুরি করে, পাচার করে। হাঁ হাঁ, হুবহু গাধার পিঠে চাপিয়ে পাচার করে, উপমা নয়। কেমন করে বাসমাচদের হাত ছাড়িয়ে পালায়। একেবারে উপন্যাস। তবে রহস্যোপন্যাস নয়। এ হল আমাদের কমসোমলী তরুণদের সেরা অংশটার ইতিহাস।'

জমি চুরি

স্বায়ত্তশাসিত তাজিক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বছর। পামিরের পাহাড়ে পাহাড়ে তুষার ঝড়, দমকা কামান নির্ঘোষ আর বাসমাচী ঘোড়ার খুরের শব্দে গর্জন করছে শীত। লাল ফৌজের গুলি থেকে পালিয়ে হতাবশিষ্ট বাসমাচেরা ওপর দিকে উঠছে তুষারাবৃত গিরিসংকট বেয়ে, শীতের ফলে যা দুর্ভেদ্য। শীতে পাগল হয়ে তারা লুণ্ঠিত কিশলাক থেকে দখল-করা ফেল্টগুলো দেয় ঘোড়ার খুরের তলে, যাতে শিথিল তুষারকণার অতল গহ্বরে ঘোড়া মানুষ কেউ না পড়ে যায়। ফেল্টের উপর খুরের নরম কদম ফেলে ঘোড়াগুলো সীমান্তের খাড়াই পাড় পর্যন্ত পৌঁছয় তারপর বরফের মতো ঠান্ডা পিয়াঁজ নদী সাঁতার দিয়ে পেরিয়ে হাজির হয় অতিথিবৎসল আফগান দেশে।

বসন্ত এগিয়ে আসে নিচু থেকে, উপত্যকা থেকে পাহাড়ে পাহাড়ে উজানমুখী এক স্রোতের মতো যে পশুপাল ছড়িয়ে পড়ছিল তাদের খুরের নিচে বিছিয়ে দেয় চারণভূমির সবুজ গালিচা। শিখরের কাঁধ থেকে হিমবাহ খসে পড়ছিল হার্মের শাদা বোরখার মতো। খরগের বাজার ছেয়ে গেল তুঁত ফলে, দেখা দিচ্ছে ভারতীয় ও চীনে ব্যাপারীরা, আর দোকানগুলো ভরে উঠেছে রেশমী মোজায়, পাউডারে, রঙচঙে সব ওঁছা মালে।

সেই সময় খরগে জেলা কমিটির সেক্রেটারি ভ্লাদিমির সিনিৎসিনের কাছে আসে ছিন্নকন্থা একটি ছেলে, দোভাষী মারফত জানায় যে বার্তাঙ্গের এক গরিব চাষী তার বাপ, মোল্লা তার জমি চুরি করেছে দুই সের, কিছুই আর তার নেই। গোটা পরিবারকে না খেয়ে মরতে হবে যদি কাতা-উরুস* তাদের পক্ষ না নেয়।

'কিন্তু সে কী, লোকের চোখের সামনে গরিবের জমি কেড়ে নিল?' উৎসুক হল সেক্রেটারি, 'গ্রাম সোভিয়েতে নালিশ করেছিলে?'

'নালিশ করেছিলাম। বলে, ঢলে ভেসে গেছে। মোল্লাই সেখানে হর্তাকর্তা।'

'কার্যকরী কমিটিতে নালিশ করা দরকার ছিল।'

'সেখানেও গিয়েছিলাম। লোক পাঠিয়েছিল। গ্রাম সোভিয়েত আগের কথাই বললে। কার্যকরী কমিটিও রায় দিলে, ভেসে গেছে।'

'কিন্তু ঢলে ভেসে গেল কী রকম? ছেলেটা তো বলছে না ফসল নষ্ট হয়েছে, বলছে মোল্লা তার বাপের জমি কেড়ে নিয়েছে। এখানে ঢল আসছে কোথা থেকে?'

দোভাষী প্রশ্নটা বুঝিয়ে বলল।

'বলছে, ঢলে জমি ভেসে যায় ওর বাপের নয়, মোল্লার। দুই সের জমি, রাতে লোকজন নিয়ে আসে মোল্লা, বাপ যখন ঘুমুচ্ছিল। তার জমি চুরি করে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। মোল্লার অনেক জমি, তিন আম্বান আর ওর বাপের ছিল মাত্র দুই সের। সব নিয়ে গেছে।'

'জমি নিয়ে যায় কী করে? কিছু ভুল হচ্ছে না তো?'

'তাই তো বলছে, রাতে এসে গাধার পিঠে করে নিয়ে গেছে।'

---

* কাতা — বড়ো, উরুস — রুশ। — সম্পাঃ

'সে কি, ওদের ওখানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় জমি তুলে নিয়ে যায় নাকি?'

'বলছে, তাই নিয়ে গেছে, কিবিৎকা* থেকেও, চালের ওপর যা ছিল। ঘুমিয়েছিল বলে শুনতে পায় নি। বলছে, শুনেছে উরুসরা** গরিবের পক্ষ নেয়, মোল্লাদের দেখতে পারে না, তাই নালিশ জানাতে এসেছে। এসেছে তিন দিনের পথ ভেঙে। উরুস যদি সাহায্য না করে তাহলে সবাই না খেয়ে মরবে।'

অন্য এলাকা থেকে এ এলাকায় সেক্রেটারি বদলী হয়ে এসেছে অল্প দিন আগে। জায়গাটা ভালো করে তখনো জানা হয় নি। খুবই কঠিন এলাকা, রাস্তা ঘাট কোনো কালেই ছিল না। অল্প অল্প করে সব জানতে হচ্ছিল। শুনেছিল বার্তাঙ্গ জায়গাটা নাকি সবচেয়ে ক্ষুধার্ত এলাকা, অজ্ঞাত অঞ্চলের পাশেই দুই গিরিশিরার মাঝখানে একফালি একটু জমি। পথ কিছু নেই, গাধাও যেতে পারে না। পদচারীরা কোনো রকমে যাতায়াত করত, তবে তারাও, এমন কি স্থানীয় দেহকানদেরও একাধিক জন, ফসকে পড়েছে অতলে। সোভিয়েত রাজ সেখানে আছে কেবল ছাড়া ছাড়া জমায়েতে***, কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। শোনা যায় বার্তাঙ্গবাসীদের ফসলে কুলায় কেবল ছ'মাস, তাও ভালো ফলনের বছরে। বাকি সময়টা তারা কী খেয়ে কাটায় কেউ জানে না।

সেক্রেটারি স্থির করলে নিজেই সেখানে যাবে, রহস্যময় ব্যাপারটার তদন্ত করবে, সেই সঙ্গে ভলোস্তটাও পরিদর্শন করা হবে। যাচাই করা যাবে সোভিয়েত রাজ সেখানে আসলে কী করছে।

সঙ্গে একজন দোভাষী নিলে সে, স্থানীয় একজন কমসোমলী।

ঘোড়ায় চেপে ছেলেটিকে বললে:

'পথ দেখাও!'

দ্বিতীয় দিনে কিশলাকে ঘোড়া রেখে যেতে হল, বাকি পথটা যেতে হবে পায়ে হেঁটেই। খাড়া পাহাড়ের গায়ে লতার মতো আঁকড়ে আছে অভরিং****।

---

* কুঁড়ে। — সম্পাঃ

** রুশ। — সম্পাঃ

*** গ্রামের সোভিয়েত। — সম্পাঃ

**** খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে যাতায়াতের কার্নিস, তৈরি করা হয় পাথর, কখনো বা কাঠ দিয়ে। — সম্পাঃ

কোথাও গোঁজ পোঁতা, কোথাও নড়বড়ে কাঠের সাঁকো, কোথাও বা লতাপাতায় পাকানো জটিল একটা মই, কী করে যে সব এঁটে সেঁটে আছে কে জানে।

পৌঁছল শেষ পর্যন্ত।

গ্রাম সোভিয়েতে সোরগোল পড়ে গেল। দাড়িতে আঙুল বুলিয়ে বুকে হাত রেখে হাসলে সবাই, তবে বোঝা গেল ভয় পেয়েছে। চাপাটি এল, ঘোল এল, তুঁত ফল এল। এক এক ঢোকের পর সমানে চা ঢালা হল পেয়ালায়।

জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল সেক্রেটারি। এ কথা সে কথা নানা কথার পর শেষ পর্যন্ত তিন ঘণ্টা বাদে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

এলাকাটায় মাটি নেই। যা মাটি আছে সবই পাথরের নিচে। তার ওপর আছে জলাভাব। নদীর কাছে শিলাতটের ওপর খেত তৈরি হয়। মাটি আনে দূর থেকে গাধার পিঠে নয়ত নিজের ঘাড়ে করে। ন্যাড়া পাথরের ওপর সে মাটি বিছনো হয় পুরু করে। স্তরটা যাতে ঢলে ধুয়ে না যায়, তার জন্য জমি পরিষ্কার করার সময় যত পাথর নুড়ি জমেছিল তা দিয়ে চারিপাশে দেয়াল তোলা হয়। এইভাবেই হয় খেত। ছোটো ছোটো খেত, হতচ্ছাড়া। পথঘাট না থাকায় মাটি আনা দুষ্কর। বড়ো জোর দুই তিন সের। সেরই হল জমির মাপ — আট চাঁদিটুপি দানা বোনা সম্ভব যতটা জমিতে। অমুক জমিটার আবাদে লাগবে ষোলো চাঁদিটুপি দানা, তার মানে জমিটা দুই সের। বেশি মাটি থাকলে তা মজুদ করে রাখা হয় কিবিৎকার চালের ওপর। খানিকটা মাটি তো জলে ধুয়েই যাবে, তার জন্য মজুদ। বলা যায় না পাথর সরাতে পারলে পরের বছর খেত খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়াও সম্ভব। মাটি এখানে শস্যের মতোই দামী, শস্যের মতোই তা মাপা হয় চাঁদিটুপিতে। মাটি পেটানো খেতটার ওপর তখন হাল দেওয়া হয়। খেতটা খাড়া হলে বলদ লাঙল টানে হাঁটু গেড়ে নইলে পড়ে যাবার ভয় থাকে। অধিকাংশ খেতে অবশ্য হাল টানে দেহকান নিজেই। ফসল হলে কয়েক মাসের চাপাটি জুটবে — নদী শুকিয়ে গেলে সব মেহনতই বৃথা যাবে।

গরিব চাষী নাসিরুদ্দিন আতার খেতটা ছিল দুই সেরের, তাছাড়া কিবিৎকার চালে ছিল তিন বস্তা মাটি। এখন পড়ে আছে শুধু ন্যাড়া পাথুরে চকটা, চালেও মাটি নেই।

'ঢলে ধুয়ে গেছে,' বললে গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি।

'আর চালের মাটিটা?'

'মাঝে মাঝে শুধু চালের মাটি নয়, গোটা কিবিৎকাই ভেসে যায়।'

'মিছে কথা বলছে,' বললে নাসিরুদ্দিন আতা, 'ঢল নেমেছিল রাতে, ঢলের পর সকালে সমস্ত মাটিই ছিল খেতে। পড়শীরা দেখেছে। মাটি চুরি যায় পরের রাতে, যখন কোনো ঢলই নামে নি।'

পড়শীরা চুপ করে দাড়িতে হাত বুলায়। ঠিক মনে নেই তাদের, অনেক আগেকার ঘটনা। হয়ত ঢল নেমেছিল, হয়ত নামে নি — কত রকমই তো হয়। বোঝা গেল সোভিয়েত সভাপতির বিরুদ্ধে কেউ যেতে চায় না।

'মোল্লা আলি মহীউদ্দিনের খেতের একটা কোণা ঢলে ভেসে যায়। আড়াই সের জমি। সবাই দেখেছে, আধখানা কিশলাকই গিয়েছিল দেখতে। আর যে রাতে আমার জমি চুরি যায় তার পরদিন সকালে দেখা গেল মোল্লা মহীউদ্দিনের খেতে নতুন মাটি গজিয়েছে।'

দেহকানদের ডাকা হল। চুপ করে রইল সবাই। দাড়িতে হাত বুলাল। মনে নেই ঠিক, ঢের দিন তো হয়ে গেল। এখন কি আর যাচাই করা যায়? মোল্লা আলি মহীউদ্দিন পরের জমি চুরি করার মতো লোক নয়।

যাওয়া হল খেত দেখতে।

নাসিরুদ্দিন আতার খেতটা একেবারে চাঁছা-ছোলা ন্যাড়া, অথচ পাথরের দেয়াল অটুটই আছে, শুধু দুয়েক জায়গায় লোক দেখাবার জন্য ভাঙা, কিন্তু সে ফাটল দিয়ে সব মাটি ভেসে যেতে পারে না।

'দেয়াল যখন টিকে আছে তখন ঢলে জমি ভেসে গেল কেমন করে?' মাটির ওপর ঝুঁকে বললে নাসিরুদ্দিন।

'তুই ঠগ, দেয়াল মেরামত করে নিয়েছিস। কতদিন হয়ে গেল, দেয়াল ভেঙে ছিল কিনা সে আর কার মনে আছে?' বললে আলি মোল্লা।

কারো মনে নেই। সুলোকে তার নিজের দেয়ালটিই দেখে। পরের দেয়ালে নজর দেয় কেবল কুলোকে।

সব দেহকানদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে সেক্রেটারি। তাদের মধ্যে দেখে এক বুড়ো, পাকা দাড়ি কোমর পর্যন্ত নেমেছে। তাকে কাছে ডেকে বললে:

'তুই বুড়ো আকসাকাল*, মিছে কথা বলা তোর গুনাহ্। এক পা তোর কবরে। ঠিক করে বল কী হয়েছিল, সাঁচ্চা মুসলমানের মতো।'

---

* যার দাড়ি পেকে শাদা হয়েছে। — সম্পাঃ

কম্বলের ওপর জায়গা করে দিলে বুড়োর, পেয়ালায় চা ঢাললে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে চা খেতে খেতে বুড়ো বললে:

'আমাদের বাপ ঠাকুর্দারা বলে গেছে, মানুষের মাথায় চারটে খুপরি। যখন জন্মায় তখন মাথা তার কলসীর মতো শূন্য। দশ বছর বয়সে বুদ্ধি জমে শুধু একটা খুপরিতে। বিশ বছর বয়সে ভরে মাত্র দুটো খুপরি। তাই ছেলেদের কাছে কখনো পরামর্শ চাইতে নেই, তাদের শুধু আধখানা মগজ।

তিরিশ বছর বয়সে ভরে ওঠে তিনটে খুপরি। কেবল চল্লিশ বছর বয়সেই মানুষের মাথার চারটে খুপরিই জ্ঞানে বুদ্ধিতে ভরে ওঠে। এই হল সবচেয়ে বুদ্ধিমন্ত বয়স।

পঞ্চাশ বছর বয়সে একটা খুপরি খালি হয়ে যায়। ষাট বছর বয়সে তার মগজে থাকে কেবল আধখানা বুদ্ধি। সত্তর বছর বয়সে তিনটে খুপরিই খালি হয়ে যায় আর বুড়ো যখন আশি বছরে পড়ে তখন মাথা তার একেবারে ফাঁকা, আঁতুড়ের ছেলের মতো। তাই আশী বছুরে বুড়োর কাছে উপদেশ নিতে নেই। কী সে বলবে, মাথা যে তার একেবারে শূন্যি। আর আমি ঠিক ওই আশিতেই পড়েছি।'

সেক্রেটারি দেখলে বুড়ো সেয়ানা, কিছুই তার কাছ থেকে বেরবে না।

'আমি কাঙাল কাম্বাগাল,' বুক চাপড়ে বললে নাসিরুদ্দিন আতা, 'জমি আমার আর নেই। গরুভেড়াও নেই। মোল্লার তিন আম্বান জমি, এক জোড়া বলদ। কী দরকার তার কাঙালের জমিতে?'

'তুই বড়ো অসৎ লোক নাসিরুদ্দিন। পরের নামে মিথ্যে বলছিস কেন,' ভুরু কোঁচকালে সভাপতি, 'আলি মহীউদ্দিন গরিব চাষী, জমি ওর মাত্র দুই কাভশা,* একটি এঁড়ে বাছুর। তাও তার হাল কী, ছাগল বললেই বরং মানায়।'

দেহকানরা সায় দিলে, হাঁ, মোল্লা আলি গরিব লোক। সবাই এখানে গরিব। জমি কম।

সেক্রেটারি মাথা চুলকালে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সভাপতি মিছে কথা বলছে, সবাই মিথ্যে বলছে। সভাপতি মোল্লার হাতের লোক, চাষীরা ভয়

---

* আবাদের মাপ — দুই সেরের সমান। — সম্পাঃ

পাচ্ছে। স্পষ্টই বেচারির জমিটা চুরি গেছে। গরিবের পক্ষে না দাঁড়ালে গরিবের চোখে সোভিয়েত রাজের মর্যাদা কী দাঁড়াবে? দেহকানদের পক্ষে না টেনেই মোল্লার বিরুদ্ধে যাবে কি? তাতে নাসিরুদ্দিনের লাভ কিছু হবে না। কিশলাকে টেকাই তার চলবে না। সেক্রেটারির নিজেরই এখান থেকে বেরুনো দুষ্কর হবে। ফ্যাসাদ বটে। যাই হোক আচমকা কোনো একটা উপায়ে মোল্লার বিরুদ্ধে গরিবদের চাগিয়ে তোলা যায় না? কিন্তু কী করে?

বসে বসে চা খায় সেক্রেটারি। দেহকানরা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কী হয়। পেয়ালা চারেক চা খেলে সেক্রেটারি, তারপর আলি মহীউদ্দিন মোল্লাকে কাছে ডাকলে:

'বলছ, তুমি জমি নাও নি?'

'না।'

'কসম খেতে পার?'

'পারি।'

'নাও, চাপাটি ছিঁড়ে পায়ে মাড়াও।'

এ অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে এটা হল সবচেয়ে সাংঘাতিক কসম, চাপাটির শাপ লাগবে।

মোল্লা একটু দ্বিধা করলে। সেক্রেটারি তার হাতে এগিয়ে দিল রুটি। রুটি নিয়ে ছিঁড়ে পায়ে মাড়ালে মোল্লা।

সেক্রেটারি দেখে, দেহকানরা চোখ নামিয়ে আছে মাটির দিকে। বুড়ো চা আধখাওয়া রেখেই কম্বল থেকে উঠে চলে গেল।

'বেশ,' বললে সেক্রেটারি, 'কসম যখন খেলে, তাহলে সত্যি। ধর্মপ্রাণ মুসলমান, তাতে আবার মোল্লা, মিথ্যে করে তো আর চাপাটির কসম নেবে না।'

উঠে দাঁড়িয়ে বেল্ট টেনে বললে:

'বলছিলাম কি, কমরেড দেহকানরা, তোমাদের সবাই জানে যে সোভিয়েত রাজ হল গরিবের রাজ, গরিবের প্রতি তা অন্যায় করবে না। প্রতিটি গরিবই সোভিয়েত রাজের সাহায্য পাবে বলে ভরসা করতে পারে। নাসিরুদ্দিন আতা গরিব লোক? গরিব, সবাই জানে। জমি তার চুরি গেছে? গেছে। জমি না পেলে তার গোটা সংসার না খেয়ে মরবে, সেটা সোভিয়েত রাজ সইতে পারে না। যদি জানা যেত দেহকানদের মধ্যে কেউ একজন তার জমি নিয়েছে, ধরা

যাক মোল্লা আলি, তাহলে সমস্ত জমি ফেরত দিতে আমরা বাধ্য করতাম, নাসিরুদ্দিন যে ফসল তুলতে পারে নি, সেটাও। কিন্তু সবাই তোমরা যখন বলছ যে আদৌ কেউ জমি চুরি করেছে নাকি ঢলে ধুয়ে গেছে তা জানো না, তখন সোভিয়েত রাজ এই রায় দিচ্ছে: নাসিরুদ্দিনকে জমি পেতে হবে। নাসিরুদ্দিন আতা তোমাদের কিশলাকের লোক। চোর ধরতে তাকে সাহায্য করা কিশলাকের উচিত ছিল। কিশলাক যখন সে সাহায্য করে নি, তখন গোটা কিশলাককেই তার জমিটা পুষিয়ে দিতে হবে। খেতের দু সের জমি আর চালের তিন বস্তা, ধরা যাক সব সমেত আড়াই সের। নাসিরুদ্দিন আর মোল্লা আলি ছাড়া তোমাদের কিশলাকে পনের ঘর লোক। তাই ঘর পিছু এক সেরের ছয় ভাগের এক ভাগ করে জমি দিতে হবে। এই হল প্রথম কথা। এবার ফসল। তোমাদের এখানে ফসল হয় শুনেছি বীজের সাতগুণ, তার বেশি নয়। তার মানে দু সের জমি থেকে ফসল হয় একশ বারো চাঁদিটুপি। তাহলে ঘর পিছু প্রত্যেকে নাসিরুদ্দিনকে দেবে সাড়ে সাত চাঁদিটুপি করে ফসল। বুঝেছ সবাই? যদি অবিশ্যি দেখা যেত জমি ঢলে ধুয়ে যায় নি, চুরি গেছে, আর যদি চোর ধরা পড়ত, তাহলে তোমাদের কাউকেই কিছু দিতে হত না। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যখন বলছ ঢলে ধুয়ে গেছে, তাতে আবার গরিবের জমি, তখন গোটা কিশলাক কিছুই কষ্ট সইবে না, একা কেবল নাসিরুদ্দিনই ভুগবে, সেটা চলে না। তাই এবার বাড়ি গিয়ে নাসিরুদ্দিনকে মাটি আর ফসল ফিরিয়ে দাও! আর আলি মোল্লার নামে অন্যায় দুর্নাম রটানো হয়েছে বলে তাকে এ দায় থেকে ছাড় দেওয়া হল।'

দোভাষী তর্জমা করে দিতেই হতবাক হয়ে পড়ল দেহকানরা। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সবাই, নড়ে না, মুখে কথা নেই।

'সে কী,' শেষ পর্যন্ত বললে একজন, 'আমি তো আর জমি চুরি করি নি, আমাকে দিতে হবে কেন? তাতে আবার শেষ মুঠো ফসলটুকুও ধরে দিতে হবে। তা চলবে না, আমিও গরিব।'

'কিন্তু ভাই তুমি নিজেই তো এখুনি বললে, সবাই তোমরা গরিব। তাহলে কাকে ছেড়ে কাকে ধরব বলো।'

'আমি চুরি করি নি, দেবও না। যে চুরি করেছে সে দিক গে,' বললে আরেক জন।

'কিন্তু তোমরা নিজেরাই তো বললে যে কেউ চুরি করে নি, ঢলে ধুয়ে গেছে। ঢলের কাছ থেকে তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না।'

পায়ের ওপর নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই, কী সব ফিসফাস শুরু করলে।

যেন কিছুই হয় নি ভাব করে ফের কম্বলে বসে চা টেনে নিল সেক্রেটারি, দ্বিতীয় কেটলি শেষ করে আর আড়চোখে চেয়ে তাকায়। দেখে কি, মোল্লা লাল হয়ে উঠেছে, দাড়ি মোচড়াচ্ছে আর সভাপতির সঙ্গে ফিসফাস চালাচ্ছে, চম্পট দেবার সুযোগ খুঁজছে।

'তাহলে কমরেড দেহকানরা, বাড়ি যাও সবাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে জমি ফসল যেন পৌঁছে যায়। এখানে থাকবে কেবল গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি। মোল্লাও থাকবে, তাকে তো আর জমি দিতে হবে না।'

দুজনকেই পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বেশ সম্ভ্রম করেই চা ঢাললে সেক্রেটারি।

'খাও খাও, আপত্তি করো না।'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বসল ওরা, চা খেতে লাগল। সেক্রেটারির তখন তৃতীয় কেটলি চলছে, চা ঢেলে দিচ্ছে ওদের, আলাপ চালাচ্ছে। সবিনয়ে হাসছে তারা। চোখ কিন্তু ছটফট করছে।

ওদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে দেহকানরা, প্রথমে ফিসফাস, পরে সরবেই।

শেষ পর্যন্ত বললে একজন।

'দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত রাজ সত্যিই গরিবদের রাজ, গরিবের পক্ষ নিচ্ছে, গরিবের জমি ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছে। তবে গরিবদের কাছ থেকে জমি নিতে চাইছে অথচ একজন ধনীকে একেবারেই ছাড় দিয়েছে এটা ঠিক নয়।'

'কে তোমাদের এখানে ধনী? সবাই তো বলছিলে তোমরা গরিব। তিন আম্বান জমিও কারো নেই। জোড়া বলদও কারো নেই।'

'ওই তো ধনী,' মোল্লার দিকে দেখাল দেহকানরা, 'তিন আম্বান জমি আছে ওর, এক জোড়া বলদ, শতখানেক ভেড়া। ওর জন্যে আমরা পিঠে করে মাটি বয়ে দিয়েছি, দুই দিন খাটুনি। তার জন্যে আমাদের ও দেয় বছরে এক চাঁদিটুপি দানা কর্জ। নাসিরুদ্দিনের জমি ও চুরি করেছে। সবাই দেখেছে

ঢলে ওর জমি ভেসে গিয়েছিল, আর একদিনের মধ্যেই জমি গজাল। ওর কাছ থেকে নাও।'

লাফিয়ে উঠল মোল্লা আর সভাপতি, ধমকাতে লাগল দেহকানদের।

সেক্রেটারি আস্তে করে রিভলবারটি বার করল পকেট থেকে।

'চোর আর তার সাকরেদকে বাঁধো।'

বুড়ো নাসিরুদ্দিন আনন্দে লাফাতে লাগল ছেলেমানুষের মতো। মাথা থেকে পাগড়ি খুলে হাত বাঁধতে লাগল মোল্লার। আর মোল্লার পাগড়ি দিয়ে বাঁধলে সভাপতিকে। গোয়ালে তাদের আটকে রাখার হুকুম দিলে সেক্রেটারি, দরজায় বসানো হল দুজন দেহকানকে। বললে:

'চোখের মণির মতো রক্ষা করো। পরে পল্টন আসবে, তাদের হাতে তুলে দিয়ো। যদি ছেড়ে দাও, তোমাদের নিজেদেরই ভুগতে হবে।'

দুপুর পর্যন্ত আলি মোল্লার জমি থেকে নাসিরুদ্দিনের খেতে মাটি বইলে দেহকানরা, ফসলও নিয়ে এল, তিন বস্তা মাটি রাখা হল চালে।

তারপর সভা ডাকলে সেক্রেটারি, নতুন সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। বুড়ো নাসিরুদ্দিন হল নতুন সভাপতি, সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মোল্লার জমি বাজেয়াপ্ত করে সবচেয়ে গরিবদের বিলি করা হবে। সন্ধ্যা নাগাদ মাপাজোখা বিলিবাটোয়ারা সব শেষ।

গ্রাম সোভিয়েতে শুতে গেল সেক্রেটারি। বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় কে যেন তার আস্তিন ধরে টানে। লাফিয়ে উঠল সেক্রেটারি, দেখে নাসিরুদ্দিনের ছেলেটা দাঁড়িয়ে। দোভাষীকে বললে:

'এখান থেকে চলুন, অন্য জায়গায় শোবেন। এ জায়গাটা ভালো নয়।'

কেন, কী ব্যাপার কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না সেক্রেটারি। চাঁদিটুপিটি পরে পা বাড়ালে ছেলেটার পেছু পেছু।

ভালোই ঘুমল রাত্রে। ভোরে সেক্রেটারি বলে:

'বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে গেলেই ভালো হত, কিন্তু এমন পথ, নিয়ে যাই কী করে। নইলে পল্টন আসতে দেরি হলে, আমাদের দেহকানদের সাহসে কুলবে না, কুত্তাদের ছেড়ে দেবে নির্ঘাৎ। কী বলো, সঙ্গেই নিয়ে যাই।'-

গোয়ালে গেল তারা, দেখে দরজায় পাহারা নেই। ভেতরে ঢুকল, বন্দীদের চিহ্ন নেই কোথাও।

কান চুলকালে সেক্রেটারি:

'যা ভেবেছিলাম। উপায় নেই কিছু, একলাই চলো যাই।'

তিন কিলোমিটার গেছে, সামনে দেখে ফের সেই নাসিরুদ্দিনের ব্যাটা।

'আরে তুই কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলে সেক্রেটারি, 'এত আগে এসে পৌঁছালি কেমন করে?'

'এগিয়ে গিয়েছিলাম রাস্তা দেখতে,' বললে ছেলেটা, 'এ দিক দিয়ে যাওয়া চলবে না, মই কাটা। সোভিয়েত রাজ ভালো রাজ, ও দিকে যেতে নেই, সোভিয়েত রাজ পড়ে যাবে। আমি অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব।'

তার ফলে আরো ছয় ঘণ্টার কসরৎ, তবে অক্ষত দেহেই পৌঁছল। ঘোড়ায় চেপে বিদায় জানিয়ে সেক্রেটারি ধন্যবাদ জানালে:

'রহমৎ।'

করমর্দন করে ভাবল ছেলেটার জন্য কী করা যায়। দোভাষীর কোর্তা থেকে কমসোমলী ব্যাজটা খুলে সে ছেলেটার জামায় এঁটে দিলে। বলে:

'বড়ো হ, কমসোমল সভ্য হবি। খরগে আসিস, ইশকুলে পাঠাব তোকে।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল।

অভিযানের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করে লোক জোটাতে জোটাতেই এক সপ্তাহ কেটে গেল।

একদিন সকালে সেক্রেটারির কাছে এসে হাজির হল সেই ছেঁড়া পোষাকের ছেলেটি। খুশি হয়ে তাকে চেয়ারে বসাল সেক্রেটারি, দোভাষীকে ডাকলে।

'বলছে, বাপ মারা গেছে, পাহাড় থেকে পড়ে। কারা যেন কী সব কেটে রেখেছিল, কিন্তু ঠিক কী ধরতে পারছি না।'

তাতে সেক্রেটারির কোনো ঔৎসুক্য দেখা গেল না। কী যে কেটে রাখা সম্ভব সেটা সে জানত। নিবিষ্ট মনে মাথা চুলকিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলে, কড়া কড়া কথা বললে কয়েকটা।

'... হাঁ, হাঁ, এক্ষুণি, বার্তাঙ্গে। ছেলেটা রাস্তা জানে, নিয়ে যাবে ...' তারপর ছেলেটার দিকে ফিরল, 'নিয়ে যাবি আমাদের লোকগুলোকে।'

মাথা নাড়লে ছেলেটা, কিন্তু গেল না।

'জিজ্ঞেস করো ওকে, কী ও চায়, পুরস্কার কিছু?'

'বলছে, সোভিয়েত রাজ তাকে ইশকুলে পাঠাবে বলেছিল। বলছে, আমাদের লোকেদের কিশলাকে পৌঁছে দিয়ে তাদের সঙ্গে ফিরে আসবে।'

'বেশ,' মাথা নাড়লে সেক্রেটারি।

তারপর তার চোগার তলে কামিজের ওপর-কমসোমলী ব্যাজের উপর নজর পড়তে বললে:

'ছেলেটাকে পড়তে পাঠানো দরকার। ফল দেবে।'

অনিচ্ছায় গোয়েন্দা

নিজের প্লটটার পরিদর্শন সেরে আধা-জোড়া এক্সকেভেটরগুলোর কাছ দিয়ে যাবার সময় ক্লার্ক দেখলে বার্কার ঘুরছে যন্ত্রগুলোর চারিপাশে, মাথায় তার শাদা হেলমেট, দু'হাত পিঠের পেছনে।

গর্দান-কাটা এক জানোয়ারের মতো ধরাশায়ী হয়ে আছে একটা আধ-জোড়া এক্সকেভেটর।

দূর থেকে ক্লার্ককে দেখে বার্কার এগিয়ে গেল তার দিকে।

'আমার এক্সকেভেটরগুলো দেখছি এখনো আসে নি, কবে আসবে তারও ঠিক নেই,' ঘোষণা করলে প্রায় বিজয়োল্লাসে।

'আর এটা?' এক্সকেভেটরটার দিকে দেখাল ক্লার্ক।

'এটা জার্মান মেক, বাজে মাল,' মুখ বাঁকালে বার্কার, 'সত্যি বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিয়ে যেতে কবে যে এদের বিতৃষ্ণা আসবে তাই ভাবছি!'

পলোজভা ভুরু কোঁচকাল। অস্বস্তি বোধ করল ক্লার্ক।

'আপনার তাতে পোয়াবারো,' প্রায় রেগে বললে সে, 'অন্তত এগুলো জুড়ে তুলতেও সাহায্য করতে পারতেন।'

'জার্মান যন্ত্রগুলোকে? উহুঁ, ওটি হচ্ছে না। আমার কী দায়! ওসব জার্মানরাই করুক গে... আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল,' হঠাৎ গম্ভীরভাবে সে বললে ক্লার্ককে।

ক্লার্ককে একটু একপাশে টেনে এনে ফিসফিসিয়ে বললে:

'কাল আপনি টেবলে কিছু পান নি?'

'টেবলে?' ইচ্ছে করেই নির্বিকার সুরে পুনরুক্তি করলে ক্লার্ক, 'না তো।'

'এই দেখুন।'

নীরবে নোট-ব্যাগ থেকে এক খণ্ড কাগজ বার করে সে ধরলে ক্লার্কের সামনে।

তাতে সেই পরিচিত ছবিটা।

'কী ব্যাপার, কিছুই করার না থাকায় শিল্প-চর্চা শুরু করেছেন?' চোখ নাচিয়ে বললে ক্লার্ক।

'ঠাট্টার কথা নয়, কাল এটা পেয়েছি আমার টেবলে।'

'তাতে হল কী?'

'আপনি বুঝছেন না কেন? সবই তো পরিষ্কার! তীরটা দেখাচ্ছে আমেরিকার দিকে, নিচে মড়ার খুলি। অর্থাৎ বলছে: যেখান থেকে এসেছ ফিরে যাও, নইলে শেষ করে দেব। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব ভাবছি।'

'বাজে ব্যাপার,' শান্তভাবে বললে ক্লার্ক, 'আপনার ওসব কল্পনা। কেউ তামাসা করেছে আপনাকে আপনার সাহস নিয়ে। এটা যদি কোনো রহস্যময় হুমকি হত, তাহলে কাগজটা আমাকে বা মুরিকে না পাঠিয়ে আপনাকে পাঠাল কেন?'

'সেটা ঠিক, আমিও তাই ভেবেছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন, ঘর ছিল তালাবন্ধ, চাবি আমার কাছে, জানলায় খিল। কাগজটা টেবলে পৌঁছতে পারল কী করে?'

'কিন্তু আপনি যখন ঘরে ছিলেন তখন কেউ সেখানে আসে নি?'

'কেউ না। আপনি এসেছিলেন আমার কাছে, তারপর মুরি, যখন সভায় যাচ্ছিলেন আপনারা।'

'স্থানীয় কর্মীরা কেউ আসে নি?'

'এসেছিল ওই কালাচামড়া ইঞ্জিনিয়র। আর কেউ নয়।'

'ঘর সাফ করার সময় কেউ হয়ত এসে রেখে গেছে। ড্রয়িংটা তো একেবারে ছেলেমানুষের। আর সঙ্গে সঙ্গেই আপনি রহস্যোপন্যাসের দুর্বৃত্ত দেখতে শুরু করেছেন, আপনার প্রাণহরণের জন্যে যারা তৎপর। বলবেন না কাউকে, হাসাহাসি করবে আপনাকে নিয়ে।'

ক্লার্ক যেন এমনি ভাঁজ করলে ছবিটা, তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অলক্ষ্যে একসময় সেটি পকেটে পুরে নিল...

খাবার ঘরটা লোকে মাছিতে ভনভন করছে। দেয়ালের কাছে লম্বা একটা টেবলের কাছে বসে আছে উর্তাবায়েভ, পলোজভা, মুরি এবং আরো কয়েকজন পুরুষ। নীরবে সে পলোজভার পাশে বসে একমনে সুপ খেতে লাগল।

চোখ তুলতেই শাদা কামিজ-পরা ন্যাড়া মাথা একটি লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হল তার।

'মাপ করবেন, রুশ উপাধিগুলো আমার ভালো মনে থাকে না, সবই কেমন একরকম,' পলোজভার দিকে ফিরল সে, 'ইনিই মিঃ এরিওমিন?'

'না, ইনি কমরেড সিনিৎসিন, পার্টি কমিটির সেক্রেটারি। এরিওমিন হলেন নির্মাণকাজটার কর্তা। ওই যে আসছেন।'

হাতে প্লেট নিয়ে টেবলের কাছে এল এরিওমিন।

'বসতে পারি?'

'বসো, বসো,' নিজের পাশেই জায়গা দিল সিনিৎসিন, 'খবর শোনা যাক। কুলোকে বলছে, তুমি নাকি আজ ভূমি জন-কমিশারিয়েতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছ, জানিয়েছ, বসন্ত নাগাদ কুড়ি হাজার হেক্টরের বেশি দেবে না?'

পলোজভা ও উর্তাবায়েভ অবাক হয়ে তাকাল এরিওমিনের দিকে।

'পাঠিয়েছি বইকি। জবাবদিহি করতে হবে কাকে, তোমায় না আমায়?'

'টেলিগ্রামের জন্যে অবশ্যই তুমি, কেন্দ্রের কাছেও বটে, এবং আজ পার্টি কমিটির ব্যুরোর কাছেও। দশটায় আমাদের জরুরী বৈঠক। দয়া করে কেন, কী ব্যাপার বুঝিয়ে দেবে। যতই হোক, পার্টি ব্যুরো জানতে চাইবে বইকি।'

'যার কাছে বোঝাবার বোঝাব। ভয় দেখাতে এসো না আমায়, ভয় পাবার লোক নই আমি।'

'কাল বৈঠকে চ্যাঁচানো হল ইঞ্জিনিয়রদের বিরুদ্ধে আর আজ চেৎভেরিয়াকভের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে,' বললে উর্তাবায়েভ, 'অত উত্তেজনার দরকার ছিল না, কাল সন্ধেতেই আমি বলেছিলাম।'

'তুমি বাপু আর কথা কয়ো না। নির্মাণটা ঠেলে আনা হয়েছে এক গাড্ডার মধ্যে, মজুরদের বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, যন্ত্রপাতি ভাঙা — জবাব দিতে হবে কাকে? আমাকে।'

'আগেই বলেছি, টেলিগ্রামের জন্যে তুমি,' বাধা দিলে সিনিৎসিন, 'কিন্তু নির্মাণকাজের জন্যে শুধু তুমি একা নও, যতই হোক ত্রিভুজ* আমাদের এখানেও একটা আছে।'

---

* প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন, ট্রেড ইউনিয়ন আর পার্টি সংগঠনের তিন জন পরিচালকের সাধারণ নাম। — সম্পাঃ

'তোমাদের ভরসায় থাকলেই হয়েছে আর কি! আজ স্তালিনাবাদে যাচ্ছি। সেখানে ফয়সালা হবে।'

'স্তালিনাবাদে যাবে কাল। তাড়া কেন। ভয় আছে, তোমার ওই টেলিগ্রামের ফলে আদপেই আর ফিরবে কিনা। যদি ভেবে থাক, ব্যুরো সিদ্ধান্ত নেবার আগেই সেখানে হাজির হবে, তাহলে ভুল করেছ। টেলিগ্রাফ আপিসে এখনো ফোন করে দেওয়া যায়, হয়ত এখনো টেলিগ্রামটা যায় নি। অন্তত স্তালিনাবাদের লাইনেও সেটা আটকে রাখা যায়।'

'টেলিগ্রামে আমি সই করেছি, তাকে নাকচ করতে পারি কেবল আমি।'

'নয়ত কী, অবশ্যই তুমি। তুমিই ফোন করবে।'

'আমি অমন খামোকা টেলিগ্রাম পাঠাই না। পাঠিয়েছি যখন, তখন কী করছি জেনেই পাঠিয়েছি। ফয়সালা করব স্তালিনাবাদে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে। আজ যাচ্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে। ইচ্ছে করলে জোর করে আমায় ধরে রাখতে পারো।'

'জোর করে ধরে রাখার কাজটা আমার নয়, মিলিশিয়ার। তবে তোমার পার্টি-বিরোধী আচরণের আলোচনা করব। দেখা যাবে কী করা হবে তোমার নিয়ে ...'

'মোড়ের মাথায় হুঁশিয়ার থেকো হে!'

'বিশেষ করে পেছনে মোড় নেবার সময়, কমরেড এরিওমিন। গোটা নির্মাণকাজটা ফেরাতে পারবে না, তবে নিজে ছিটকে যেতে পারবে ঠিকই।'

'কিন্তু তোমরা কী চাও? শেষ পর্যন্ত টেনে যাবে চাপাচুপো দিয়ে, তারপর দড়াম করে ফেটে যাবে একদিন। আশির বদলে দিয়েছ কুড়ি! তাই চাও? আমার দায়িত্ব, আগে থেকেই হুঁশিয়ারি দেওয়া যে পরিকল্পনাটা পূরণ হবে না, ফুসমন্তরে হয়ে যাবে বলে চুপচাপ বসে থাকা নয়।'

'ফুসমন্তরে নয়, হতে পারে কাজের সঠিক ব্যবস্থাপনায়।'

'সেই সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্যে তোমরা নিজেরাই বা কী করেছ? মজুরদের মধ্যে তোমার পার্টিস্তর কতটুকু?'

'পার্টি কমিটির বৈঠকে আরো একটু বেশি হাজিরা দিলে খাবার ঘরে সে কথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে হত না।'

'আমি কাজ দিয়ে দেখি, বৈঠক দিয়ে নয়।'

'দেখো খুবই খারাপ। দেখতে হয় সামনে। তোমার বিপদ এই যে শুধু নগদ বিদায়েই ডুবে আছ, দিগন্তটা দেখছ না।'

'আমি দিগন্তচারী কবি নই, নির্মাণকাজের অধিকর্তা। হাতে নগদ যা আছে সেইটেই দেখি, তাতে কী করা যায় সেইটেই হিসাব করি।'

'ঠিক কী করা যায় সেইটেই দেখছ না। তোমার অবগতির জন্যে বলি, এখানে বরাদ্দ হওয়ার পর থেকে এই দুই মাস যাবৎ আমাদের নির্মাণকাজে পার্টি সভ্য ও কমসোমল সভ্যদের নামাবার চেষ্টা করে আসছি। কাল কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হপ্তাখানেক কি দিন দশেকের মধ্যে দু'শ' পার্টি সভ্য আর তিনশ' কমসোমল সভ্য আমরা পাব। পার্টি সভ্যদের শতকরা সত্তর ভাগ এবং কমসোমলীদের শতকরা একশ' ভাগ এ দেশী লোক। টেলিগ্রাম নাকচ করবে?'

'নির্মাণক্ষেত্রে দরকার যন্ত্র, কমসোমলীরা নয়। কী আমার সম্পদ! তিনশ' এদেশী কমসোমলী! তোমার ওই কমসোমলীদের আমার দেখা আছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই সবাই ঘর পালাবে।'

'যাতে না পালায়, কাজের তেমন পরিস্থিতি গড়ে দাও। টেলিগ্রাম কম পাঠিয়ে ব্যবস্থাপনায় মন দাও বেশি।'

'তা আমি করবটা কী, কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ব? পিঠে করে বইব? এমনিতেই তো সবই পিঠে করেই বইছি। পরিবহন নেই, আড়াইশ' যন্ত্রের বদলে কেবল পঞ্চাশটা। তার মধ্যেও আবার অর্ধেক ভাঙা। দেড়শ ক্রেট্র্যাকের জায়গায় একটিও পাই নি। ছাব্বিশটি এক্সকেভেটরের বদলে মাত্র তিনটি। কী বলবে একে? ঠাট্টা? একে বলবে শতকরা একশ' ভাগ যন্ত্রায়ন? এই দিয়ে পাথুরে মাটিতে চল্লিশ কিলোমিটার ক্যানেল খুঁড়বে? আমার জায়গায় বসে খোঁড়ো না।'

'বসালে বসব। তবে যতদিন না তুমি বরখাস্ত হচ্ছ ততদিন তোমাকেই খুঁড়তে হবে।'

'তুমি এরিওমিন, চেৎভেরিয়াকভের যুক্তি একেবারে ঠোঁটস্থ করে নিয়েছ,' টিপ্পনী কাটল উর্তাবায়েভ।

এরিওমিন তার সুপের প্লেট ঠেলে দিলে, টেবলে তা ছলকে পড়ল।

'চুলোয় যাও তোমরা ... কী আমায় পেয়েছ, আদালতের আসামী?'

উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। চৌকাঠের কাছে থামলে:

'বরং তোমার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে বলো যেন লোক-হুঁশিয়ারী বিচার বসায়। আজ এক ব্যাটা ড্রাইভার বেহেড মাতাল হয়ে স্তালিনাবাদ রওনা দেয়, লরিটা গিয়ে ডোবে ভাখ্‌শে। হারামজাদাটাকে কোনোক্রমে জ্যান্ত টেনে বার করা হয়েছে বটে, তবে লরিটি পয়মাল। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত দেখছি এভাবে একটা গাড়িও আর থাকবে না...'

'আমি আগেই জানতাম এই হবে,' এরিওমিনের অপসৃয়মান বিরাট বপুর দিকে চেয়ে থেকে এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বললে উর্তাবায়েভ, 'লোকটা দুবলা। চেঁচামেচি ছোটাছুটি ছটফট করছে সারা দিন, সবই ঘাড়ে টেনে নিচ্ছে, সকাল থেকে রাত অবধি কাজে ডোবা — কিন্তু ফল কিছু নেই। চেৎভেরিয়াকভটা ঝানু সেয়ানা। ঠান্ডা মাথায় বাগিয়ে নেয়। চট করেই চিনে নিয়েছে ওকে। প্রথমে চ্যাঁচাতে দেয়, তারপর ঠিক নিজের মতে ফেরায়। এমন কাজে এরিওমিনকে পার্টি কেন বসাল আশ্চর্য।'

'ও সব ছাড়ো,' ভুরু কোঁচকাল সিনিৎসিন, 'পোলীশ ফ্রণ্টে এক সময় আমি ছিলাম ওর সঙ্গে, গৃহযুদ্ধে। কাজ করতাম ওর রাজনৈতিক কমিশার হিসাবে। গোটা ফৌজে অমন কম্যান্ডার খুঁজে পাওয়া ভার। ধীরস্থির, সাহসী, ভয়ানক রকমের নিরুপায় ঘেরাও থেকেও বেরিয়ে আসে তাই নয়, বন্দী জোটায়। কী যে ওর হল বুঝছি না। গৃহযুদ্ধের পর অনেকেই ভেঙে পড়ে, শান্তির নির্মাণকাজে মন বসাতে পারে না। কিন্তু তারপর থেকে তো অনেক দিন কাটল। দায়িত্বশীল অনেক পদে ও কাজ করেছে, ভালোই কাজ করেছে মনে হয়।'

'ভালো পার্টি চক্র, ট্রেড ইউনিয়ন ছিল হয়ত, পরিস্থিতিও হয়ত অনেক সহজ ছিল, তাই পেরেছে। তেমন ক্ষেত্রে শ্রমিক সমাজই তো উৎরে দেয়। কিন্তু আমাদের যা অবস্থা এবং আমাদের যা বাধাবিঘ্ন তাতে যাই বলো, দরকার অসাধারণ শক্ত কর্মীর।'

'ওকে কাজ থেকে হটিয়ে কণ্ট্রোল কমিশনেই মামলাটা পাঠাতে হবে,' শান্তভাবে ভাবল সিনিৎসিন।

ক্লার্ক আলাপটা বোঝে নি; টেবলে বসে বসে সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল কখন সেটা শেষ হয়। সে ধরে নিল, ঠিক পার্টি সেক্রেটারি সিনিৎসিনকেই তার দরকার। সিনিৎসিন এবং উর্তাবায়েভ উঠে দাঁড়াতে সে পলোজভাকে তর্জমা করতে বললে যে সিনিৎসিনের সঙ্গে তার ছোট্ট একটা কাজ আছে।

'কাল সন্ধ্যায় আমি আমার ঘরের টেবলে এই চিটটা পেয়েছি,' ছবি-আঁকা কাগজখানা সে মেলে ধরল। 'ইঞ্জিনিয়র বার্কারও তাঁর টেবলে এই একই চিঠি পেয়েছেন।'

'এবং এই তৃতীয়,' টেবলে তৃতীয় ড্রয়িংটি রাখল মুরি।

'আমি অবশ্য এমন হুমকিতে গুরুত্ব দিচ্ছি না,' তাড়াতাড়ি যোগ করলে ক্লার্ক, 'তবে মনে হল এখানে এমন ঠাট্টায় কার শখ সেটা বার করার আপনার কৌতূহল থাকবে।'

একটা ছবি সে সিনিৎসিনের দিকে এগিয়ে দিল, দ্বিতীয়টা উর্তাবায়েভকে দিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

উর্তাবায়েভ মন দিয়ে দেখল কাগজটা:

'মজা মন্দ নয়,' দ্বিতীয় কাগজটা টেনে মেলাতে লাগল প্রথমটার সঙ্গে। 'কী মনে হয় তোমার সিনিৎসিন?'

'অর্থটা বেশ পরিষ্কার করেই এ'কেছে এবং খুবই সরল উপায়ে,' তারিফ করলে সিনিৎসিন, 'দেখে মনে হয় বোকা লোকের কীর্তি নয়। তাজিকও হবে বলে মনে হয় না। তাজিক হলে আঁকত কাটা মুণ্ডু, খুলি নয়। খুলিটা ইউরোপীয় প্রতীক। এ'কেছে মনে হচ্ছে কোনো রুশী।'

'ঠিকই,' সমর্থন করলে উর্তাবায়েভ, 'তাজিক মড়ার খুলি আঁকে না।'

'আর রুশী যদি এ'কে থাকে, তাহলে সে অশিক্ষিত নয়,' বলে চলল সিনিৎসিন।

'কেন?'

'লাতিন অক্ষর সে জানে, প্রাথমিক স্কুলে তা শেখানো হয় না।'

'ঠিকই! তুমি একেবারে খাঁটি গোয়েন্দা!'

তিনটে কাগজই গুটিয়ে নিল সিনিৎসিন।

'বার করার চেষ্টা করব। আপনারা বিচলিত হবেন না, খুব গুরুত্ব দেবার দরকার নেই, মাথার একটি চুলও খোয়া যাবে না আপনাদের। আর এরকম শিল্পকর্ম যদি আরো পান, তাহলে সোজা আমাকে দিয়ে দেবেন।'

ক্লার্ক ও মুরির করমর্দন করে সে উর্তাবায়েভের সঙ্গে চলে গেল।

ক্লার্ক, মুরি এবং পলোজভাও উঠে দাঁড়াল।

'বার্কারকে বলবেন না যে আপনিও ওই রকম চিঠি পেয়েছেন,' পলোজভা বিদায় নিয়ে যেতেই মুরিকে বললে ক্লার্ক, 'আমি তাকে বুঝিয়েছি যে কেউ

স্রেফ ঠাট্টা করেছে। নইলে সে হয়ত আতঙ্ক ছড়িয়ে এখুনি পাহারা মেসিনগানের দাবি করে বসবে।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লে মুরি।

'ভালো কথা,' বললে ক্লার্ক, 'কাল উর্তাবায়েভ এসেছিল আপনার কাছে?'

'এসেছিল।'

মুরির কোয়ার্টারের কাছে এসে পড়েছিল ওরা।

'কাল সন্ধে থেকেই আমার একটা আবছা সন্দেহ হচ্ছে।'

'তাই নাকি। আসুন না ভেতরে।'

'ব্যাপারটা হল এই যে আমাদের তিনজনকার ঘরই বন্ধ ছিল, চাবি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না...'

নিজের সন্দেহের কথা সে বলল মুরিকে।

'বটে, কিন্তু এখান থেকে উর্তাবায়েভ আমাদের তাড়াতে চাইবে কী মতলবে?' মন্তব্য করলে মুরি, 'তবে তেমন অসম্ভব ও কিছু নয়। উর্তাবায়েভ, প্রধান ইঞ্জিনিয়র এবং নির্মাণ কর্তার মধ্যে মনে হয় গুরুতর ঝগড়া আছে। উর্তাবায়েভ সম্ভবত ওদের দুজনকে হেয় করতে চায়, দেখাতে চায় যে ওরা সময়মতো নির্মাণ শেষ করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে আমাদের আগমনে তার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাঘাত ঘটার কথা।'

'অসম্ভব নয়।'

'আরেকটা সম্ভাবনাও আছে। উর্তাবায়েভ তাজিক। প্রধান ইঞ্জিনিয়র এবং অধিকর্তা রুশী। জাতিগত শত্রুতাও থাকতে পারে।'

'কিন্তু উর্তাবায়েভ তো মনে হয় কমিউনিস্ট।'

'তাতে কী,' হাসল মুরি, 'জাতীয়তাবাদের বয়স কমিউনিজমের চেয়ে বেশি।'

নিউ-ইয়র্কে মরাই ভালো

পার্টি কমিটির অফিসে একটা বিষণ্ণ মিহি গুঞ্জন উঠছে। গুঞ্জন করছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাক-দেওয়া মাছিগুলো। গুঞ্জন করছে বাতির কাছে সিলিঙে টাঙানো মাছি ধরার লম্বা লম্বা আঁটালো ফালিগুলো, যা কালো হয়ে উঠেছে লেপটে যাওয়া মাছিতে। গুঞ্জন করছে টেবলে টেবলে পাতা আঁটালো

কাগজগুলো, যা শত শত পাখার স্বচ্ছ তাড়নায় ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। মাছি ধরা কাগজগুলো লোকের গায়েও লেগে যাচ্ছে, মুখখিস্তি করে তারা চটচটে জিনিসগুলো টেনে ফেলছে, সশব্দে চাপড় মারছে ঘাড়ে গর্দানে, পিত্তি জ্বলানো গুঞ্জনবিন্দুগুলোকে লেপটে নিশ্চিহ্ন করছে, আর একের পর এক লাল লাল দাগ ফুটে উঠছে তাদের জালি গেঞ্জিতে।

খোলা জানলায় ভেজা পর্দা ঝুলছে, তার ভেতর দিয়ে গলে আসছে চ্যাটচেটে ঝাঁঝ। পর্দাটা থেকে ভাপ উঠছে, ঠিক যেন গরম ইস্ত্রি চলছে তার ওপর। জানলার ওপাশে বহুক্ষণ ধরে আর্তনাদ করছে একটা গাধা। ঘর্মাক্ত কলেবর লোকের আসা যাওয়া চলেছে, গায়ে যেন ঝাঁঝ লেপটে আছে। টেলিফোনের ভাঙা ভাঙা খ্যানখেনে কুকুর-কান্নায় অবিরাম ব্যাহত হচ্ছে কথাবার্তা।

সিনিৎসিন যে টেবলটার পেছনে বসে আছে তার ওপর পেট মোটা এক চিনামাটির কেটলি পাগড়ি দিয়ে জড়ানো। এক একটা রিপোর্ট শোনার পর সিনিৎসিন তা থেকে লেবু-রঙা হলদে পানীয় পেয়ালায় ঢেলে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছিল।

ফের ঘঙ ঘঙ করে উঠল টেলিফোন:

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিনিৎসিন। চিঠি? কিসের চিঠি? কে বলছেন? পলোজভা? বা তোফা! কী? আবার চিঠি পেয়েছে? তিনজনেই? পয়লা মে-র মধ্যে? তেমন কড়া নয় তাহলে। সন্ধ্যায় পার্টি কমিটিতে নিয়ে আসবেন আমার কাছে। তিনটে চিঠিই। ঠিক আছে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল সিনিৎসিন।

টেলিগ্রাম দোলাতে দোলাতে ছুটে ঘরে ঢুকল একজন তরুণ তাজিক। সিনিৎসিনের সামনে সেটা রেখে পেয়ালাটা ধুয়ে এক ঢোক চা খেয়ে প্রতীক্ষুর মতো দাঁড়িয়ে রইল টেবলের কাছে।

'কী লিখেছে, খবর কী?'

মন দিয়ে টেলিগ্রামটা পড়ল সিনিৎসিন।

'আমাদের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এরিওমিন ও চেৎভেরিয়াকভ পদচ্যুত। এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন অধিকর্তা এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়র পাঠাবে। নে, পড়ে দ্যাখ!'

লোলুপ দৃষ্টিতে টেলিগ্রামটা পড়তে লাগল তাজিক।

'আর এই মরোজভকে তুমি চেন?' সবটা পড়ার পর জিজ্ঞেস করলে সে।

'না গফুর, চিনি না। মরোজভ আছে গণ্ডা গণ্ডা, তোদের এখানকার খোজায়েভদের চেয়েও বেশি। কিন্তু ঝামেলার জায়গায় যখন পাঠাচ্ছে তখন কাজের লোকই হবে। এখন সবচেয়ে জরুরী হল এমন ভাবে গুছিয়ে তোলা যাতে লোকেরা যে সব কাজে লেগে পড়েছে, সেখানে বাধাবিঘ্ন দেখে প্রথম থেকেই থেমে না যায়। বুঝেছিস? তোর প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা কেমন চলছে? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে?'

'মন্দ নয়। কালকে ১ নং সেকশনে কাজের হার বেড়েছে শতকরা পনের ভাগ।'

'ওতে চলবে না, আমাদের দরকার পনের নয়, পঞ্চাশ!'

'আর এক্সকেভেটরের খবর কী? দুটো 'বুসিরাস'-ই এসেছে? জুড়ে তুলতে শুরু করেছে?'

'শুরু করেছে। মেতেলকিনের ব্রিগেড আমেরিকানকে প্রতিযোগিতায় ডেকেছে। আমেরিকানটা ঠিক করেছে পনের দিনের মধ্যে জুড়ে তুলবে। আমাদের ছোকরারা বলছে নয় দিন। রাগ হয়ে গেছে আমেরিকানটার। প্রতিযোগিতায় নামতে চায় না। বলছে, কাজ করতে এসেছি, সার্কাস দেখাতে আসি নি।'

'খুব গাল দিচ্ছে?'

'খুব!'

'ভাবনা নেই, সিধে হয়ে আসবে। আর শোন, নাসিরুদ্দিনভকে পাঠিয়ে দে। কমসোমলীরা এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওদের লাগিয়ে দিতে হবে, বানাতে হবে কয়েকটা আদর্শ ব্রিগেড। কমসোমলীরা যদি প্রতিযোগিতায় সেরা না হয়, তাহলে কানাকড়িও দাম নেই তাদের!'

টেলিগ্রামে যে তারিখ দেওয়া ছিল তা অনেক দিন পেরিয়ে গেছে, তাহলেও নতুন অধিকর্তার এখনো দেখা নেই। প্রত্যেক দিনই লোকে অপেক্ষা করছে তার জন্য, পেয়াদা পাঠানো হচ্ছে খেয়াঘাটে, কিন্তু খালি হাতে ফিরছে তারা। তার গেল স্তালিনাবাদে। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে বন্যায় স্টিমার ভেসে যায়, যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় স্তালিনাবাদের সঙ্গে।

নতুন অধিকর্তা আসবার আগেই যাতে অফিস পল্লী থেকে নির্মাণ ক্ষেত্রে

ব্যারাকে বদলী করা যায়, তার জন্য চাপ দিলে সিনিৎসিন, কিন্তু কাঠের অভাবে ব্যারাকগুলোর ছাত জুটল না। শুধু একটা ব্যাপার সে করলে: পার্টি কমিটির অফিসটা সে নিয়ে এল খাস নির্মাণ ক্ষেত্রেই প্রধান সেকশনে, তারপলিনের একটা নতুন ব্যারাকে, 'জনগণের কাছাকাছি' এবং পল্লীতে পাকা কোয়ার্টার প্রত্যাখ্যান করে নিজে উঠে এল ইঞ্জিনিয়র টেকনিশিয়ানদের জন্য তৈরি একটা নতুন বাড়িতে।

প্রতিশ্রুত বাড়তি লোকেরা আসতে লাগল ধীরে ধীরে, ছোটো ছোটো দলে। ১ নং সেকশনের বসতিটা ফেঁপে উঠল, সবার জায়গা তাতে কুলাচ্ছিল না। বাড়তে লাগল সেটা ক্যানেল বেডের দিকে, নিজস্ব ধরনে। নতুন লোকেরা এসে গুছিয়ে বসার মতো কোনো ব্যারাক পায় নি, প্রথম প্রথম খোলা আকাশের নিচেই ঘুমত তারা, তারপর ক্রমে ক্রমে তাদের শোবার জায়গাগুলোর চারপাশে উঠল দেয়াল, শেষ পর্যন্ত চালাও জুটল।

সেই সঙ্গে এই সরকারী বসতির ধার ঘেঁসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গজিয়ে উঠল একটা উপবসতি। বিবাহিত লোকেরা, তাদের ভাষায়, 'যৌথখামারী বাসার' ভক্ত ছিল না। জিনিসটা নিষিদ্ধ হলেও কাঠ তক্তা পিচবোর্ড ইত্যাদি চুরি করে, রাতে খেটে, নিজের নিজের ডেরা তারা বানিয়ে নিলে। ঝড়ের প্রথম ঝাপটেই উড়ে যেতে উন্মুখ এই সব পেরেক ঠোকা, তারে বাঁধা টুকিটাকির ডেরাগুলো ভরে উঠল চায়ের কেটলিতে, কেরোসিনের স্টোভে, ছারপোকায়, মনুষ্যবাসের গন্ধে, উনুনের ধোঁয়ায়। সন্ধ্যায় কুঁজো কুঁজো চালার তল থেকে বেরিয়ে আসা বাঁকা মুখ চিমনিগুলো ধোঁয়া ছাড়ত পাইপের মতো, আর তখন দাঁতে পাইপ চাপা এই গোটা জটলাটাকে দেখে মনে হত যেন বুড়োদের এক আসর, রাতের খাবার খেয়ে বাইরে এসে জুটেছে একটু ধূমপান ও পরচর্চার জন্য।

নির্মাণ ক্ষেত্রে এই স্বতঃস্ফূর্ত পাড়াটার নাম হল 'নিজে তোলা'।

লোক আসছিল, বসতিও বাড়ছে, এগুল না কেবল নির্মাণকাজ।

একদিন দুপুরে ক্লার্ক তীরে দাঁড়িয়ে নদীর নরম আমেজে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। নিচের দিকে চওড়া খাড়া এক খাদে ঝাঁপিয়ে চলেছে নদী, একরোখা, মর্মরিত — যেন পিঠে রোদের বল্লাম খেয়ে খ্যাপার মতো ছুটে চলেছে শাদাকালো একপাল ষাঁড়।

খাদের খাড়াই ঢালে তালে তালে কুড়ুলের ঘা মেরে একজন দেহকান একটা

গাছের চারা তুলছিল। খোঁচা খোঁচা হাড্ডিসার কারাগাচটা* পাথরের গায়ে এঁটে আছে একটা ছাল ছাড়ানো পাখির মতো। যখন খবর রটে যে এই পাড়টা উড়িয়ে দেওয়া হবে, তখন একজন দেহকান এসে ক্লার্কের কাছে অনুমতি চায় গাছটা তুলে নিজের কিশলাকে নিয়ে যাবে। দুপুরের খাওয়ার বিরতির সময় যখন তাপ একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে তখন সে ঢাল বেয়ে নেমে যায় এবং আজ এই দ্বিতীয় দিন ধৈর্য ধরে শাবল দিয়ে পাথর কুটছে যাতে শিকড়ের ক্ষতি না হয়।

উৎসুক হয়ে ক্লার্ক আজ দ্বিতীয় দিন লক্ষ করছে তাকে, এ ভয় তার যায় নি যে এই বুঝি পাথর খসার শব্দ উঠবে আর গাছ সমেত দেহকানও খসে পড়বে নিচের ছুটন্ত ঘোলা স্রোতে।

ক্লার্ক ভাবছিল গাছের জন্য কী বুভুক্ষা এই রোদ-পোড়া সমভূমির, এই তামাটে লোকগুলোর, যারা একটা হতকুচ্ছিৎ চারা গাছের জন্য এমন ঝুঁকি নিতে পারে জীবনের; তার মনে হল দেহকানদের ডোরা-কাটা আলখাল্লায় জ্বলজ্বলে সবুজ ডোরার প্রাচুর্য যে অত বেশি সেটা অকারণে নয়।

চারিদিকে চাইল ক্লার্ক — হলুদ সমভূমি, পাথুরে খাদের মধ্যে নিঃসঙ্গ দুটি এক্সকেভেটর আলস্য যাপন করছে, দেখা যাচ্ছে তাঁবুগুলোর বেঁটে বেঁটে শাদা চালা। দেড় বছর পরে একটা পর্বত থেকে আরেকটা পর্বত পর্যন্ত এখানে বিছিয়ে যাবে খেতের সবুজ সুজনি, শাদা শাদা তুলোয়, হলুদ হলুদ আলে আর শ্যামমরকত বাগিচায় সূচিকার্য ফুটে উঠবে তাতে, আর তার ওপর নকসার পর নকসায় পাঁপড়ির মতো দল মেলবে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় খামারের ঘরবাড়ি।

তার জন্য দরকার শুধু এই একরোখা উদ্দাম নদীটাকে এক নতুন চারণ ক্ষেত্রের লোভ দেখিয়ে তার জন্য তৈরি করা খাতটায় ফেরানো, সেখান থেকে সে ধেয়ে নামবে স্পিল-ওয়ের গা বেয়ে, ঘোরাতে থাকবে টার্বাইনের অতিকায় চাকাগুলোকে, আর ইস্পাতের চিরুনি দিয়ে তার কেশর থেকে আঁচড়ে তোলা স্ফুলিঙ্গের ঝলকে চমকে উঠে ছুটে পালাবে ক্যানেলে ক্যানেলে, গোটা এলাকাটাকে ভরে তুলবে উচ্ছল মর্মর শব্দে।

তার জন্য দরকার যেন নতুন চওড়া খাতটা বাড়ে, দিনে দিনে গভীর হয়, সমভূমির কঠিন খোলা ভেঙে মিটারে মিটারে এগিয়ে চলে।

---

* আক্ষরিক অর্থে কালা গাছ। — সম্পাঃ

কিন্তু খাত আর বাড়ছিল না। অন্তত ক্লার্কের তাই মনে হল। ভোর সকাল থেকে গভীর সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাথ দুটি এক্সকেভেটর একগুঁয়ের মতো, প্রায় চোয়াল ভেঙে বৃথাই কামড়ে চলেছে অবাধ্য পাথর। সে দাঁত যদি তাদের দানবিক দাঁতও হয়, তাহলেও পঁচিশ কিলোমিটার খাল কামড়ে তোলা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তার জন্য দরকার অন্ততপক্ষে সতেরটা এক্সকেভেটর।

সাত দিনের দিন ক্লার্কের মনে হয়েছিল চেৎভেরিয়াকভের কথাই বোধ হয় ঠিক, পরিকল্পনায় যে যন্ত্রসজ্জার কথা আছে তাছাড়া সময়মতো কাজ শেষ করা অসম্ভব।

চেৎভেরিয়াকভ এবং এরিওমিন পদচ্যুত হয়েছে এ খবরে হতচকিত হয়ে পড়ল ক্লার্ক। চেৎভেরিয়াকভের ঠিক দোষটা কোনখানে সেটা সে বুঝতে পারল না। পলোজভা সে দোষের নাম দিলে 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ', কিন্তু সেটা কী জিনিস তা জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হল ক্লার্কের, কেননা ভেতরে ভেতরে সে নিজেও ছিল চেৎভেরিয়াকভের সঙ্গে একমত। তার মনে হল চেৎভেরিয়াকভের বরখাস্তের কথা বলতে গিয়ে পলোজভারা বোধ হয় সেটা আঁচ করেছে, তার দিকে তাকাচ্ছে কেমন একটা স্থির কঠোর দৃষ্টিতে, যেন বলতে চাইছে, 'সাবধান, অমন কর্মী আমাদের দরকার নেই'।

নিজেকে সে প্রশ্ন করল: দুর্বোধ্য এই দেশটায় ঠিক কী আশা করা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়রদের কাছ থেকে। চেৎভেরিয়াকভ সেটাকে বলেছিল ম্যাজিক। কিন্তু সে ম্যাজিকটা ঠিক কী হবার কথা? ভালোভাবে কাজ করার ইচ্ছে ছিল ক্লার্কের। সবাই তার কাছে বিশেষ কী একটার জন্য প্রত্যাশা করছে, অথচ তাদের সে হতাশ করে দিতে পারে এ ভাবনা তার কাছে সুখকর ছিল না। সে দেখতে পাচ্ছিল, এখানকার লোকদের কাছে 'আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র' কথাটাতেই বিশেষ কী একটা যেন দায়িত্ব বর্তাচ্ছে তার ওপর। কিন্তু এ কথাটাও সে বুঝেছিল: সে যদি চেৎভেরিয়াকভের জায়গায় থাকত, তাহলে সেও ঠিক ওরই মতো করত, এবং বরখাস্ত হত। এই চেতনাটা ছিল বিশেষ অপ্রীতিকর।

বোঝা যাচ্ছে এ দেশে খাটতে হবে যেন একটা বিশেষ ধাঁচে, যন্ত্রপাতি ও বাস্তব সম্ভাবনার পরোয়া না করে। কিন্তু কী করে? সন্ধ্যায় বসছে শ্রমিকদের সভা। আলোচনা হচ্ছে কাজ আটকে আছে। পরের দিন কাজের হার বাড়ল শতকরা পাঁচ, দশ বড়ো জোর পনের। কিন্তু সবই তো এক অনালোড়িত ভূমির সমুদ্রে জলবিন্দু মাত্র।

সবচেয়ে প্রাণ দিয়ে খাটছিল এক্সকেভেটর চালকেরা। তাদের শুধু দুটি ব্রিগেড। এক্সকেভেটর যাতে বসে না থাকে তার জন্য পালা করে কাজে নামত তারা। আট ঘণ্টা খাটুনি, আট ঘণ্টা ঘুম, ফের কাজ। তাদের কল্যাণেই খাতটা বাড়ছে, অতি ধীরে, তাহলেও বাড়ছে। আরো তিনটে এক্সকেভেটর এসেছে এ খবরে যা আনন্দ হল যেন বিরাট এক চালানই এসে পৌঁছেছে।

ক্লার্ক যেদিন তার টেবলে দ্বিতীয় চিঠিটা পেয়েছিল এটা তার পরে তৃতীয় দিন। এবারকার চিঠিটা আরো পরিষ্কার। স্থানীয় সংবাদপত্রে ছাপা ক্লার্কের ছবি থেকে তার মাথাটা কেটে এঁটে দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। ছবিটা ছাপা হয়েছিল মাখোরকা নিয়ে ক্লার্কের বক্তৃতার সঙ্গে। সে মাথা থেকে নিখুঁতভাবে কান দুটি কাটা, চোখে পিন ফোটানো। সমানভাবে কাটা গলা থেকে রক্ত ঝরছে, যা দেখানো হয়েছে লাল পেনসিলের দাগ দিয়ে। নিচে একই লাল পেনসিলে লাতিন অক্ষরে লেখা: '১লা মে।'

বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ক্লার্ক চিঠিটা পলোজভাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করে শিল্পীর হদিশ মিলেছে কিনা। পলোজভা বলে সে জানে না। পাছে কেউ সন্দেহ করে যে সে ভয় পেয়েছে এই ভেবে ক্লার্ক আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

এখন পাড়ে দাঁড়িয়ে হলদে সমভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার খেয়াল হল পয়লা মে আসতে আর মাত্র দশ দিন বাকি। ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে কি? নতুন তারপলিন হাইবুট থেকে ধুলো ঝেড়ে সে পলোজভার সঙ্গে এগিয়ে গেল যেখানটায় নতুন আসা এক্সকেভেটরগুলো জুড়ে তোলা হচ্ছে।

আধা-জোড়া এক্সকেভেটরের কঙ্কাল নিয়ে খালি গায়ে কাজ করছে তেলকালি-মাখা মজুরেরা, হাতুড়ির ঘা পড়ছে, মিহি ডাক ছাড়ছে উকোয়। বার্কারের গায়ে সিল্কের সাদা কোট, মাথায় শোলার হ্যাট, মনে হবে যেন বৃটিশ মিউজিয়মের ডিরেক্টর সদ্য খুঁড়ে তোলা এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের ধোয়া পাকলা পরিদর্শন করছেন। চারিদিকে ছুটোছুটি করছে বার্কার, হাত নাড়ছে, ধমক দিচ্ছে, ঠিক যেন এক শশব্যস্ত ডিরেক্টর যার কেবল একটিমাত্র দুশ্চিন্তা, মহামূল্য ভঙ্গুর দেহটা যেন কোথাও ভেঙে না যায়।

'যাচ্ছেতাই কাণ্ড,' পলোজভাকে চেপে ধরলে সে, 'এদের বলে দিন যে এরকম মজুর নিয়ে আমি আর কাজ করব না। অন্তত আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না।'

'এদের এত অপছন্দ হচ্ছে কেন বলুন তো? ভূতের মতো খাটছে, এমন কি খাবারের টিফিনের সময়ও ...'

'খাটছে? খাটছে না, পাগলামি করছে। অন্য কোন এক ব্রিগেডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, নয় দিনের মধ্যেই নাকি এক্সকেভেটর জুড়ে তুলবে, সবকিছু উলটপালট করে ছাড়ছে, এ ওর হাত থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিচ্ছে কাড়াকাড়ি করে। আজ রাত তিনটেয় আমায় ঘুম থেকে তুলে প্লটে টেনে এনেছে। বিরতির হুকুম দিচ্ছি, শুনছে না। আমায় দাঁড় করিয়ে রাখছে এই ঝাঁঝালো গরমে। দিন কুড়ি ঘণ্টা করে খাটতে আসি নি আমি।'

'আপনি ছাউনিতে চলে যান না, বিশ্রাম নিন।'

'এরা যে সব ভেঙে চুরে বসবে, ঠিকমতো করতে পারবে না, আর ফার্মের কাছে জবাব দিতে হবে তো আমাকে। এ তো আর সামোভার নয়, জটিল সূক্ষ্ম একটা যন্ত্র।'

'এর মধ্যেই কিছু নষ্ট করে ফেলেছে নাকি?'

'এখনই কি আর তা বলা যায়?'

'তবেই দেখছেন তো, হয়ত কিছুই নষ্ট হয় নি, ওদিকে তাড়া রয়েছে আমাদের। এমনিতেই তো কাজ আটকে আছে।'

'কার কাছে আটকে আছে? সময়মতো পার্টস নিয়ে আসতে হত, তা নয়, এখন মাথা ঠোকো। দুই হপ্তা কোনো কাজই ছিল না আমার ...'

'তার মানে, ছুটি কাটিয়েছেন। এবার এই দুই সপ্তাহ জোর খেটে তা শোধ দিন।'

বার্কার তাকাল পলোজভার দিকে:

'আপনাদের খুশি হলে আপনারা দিনে আটচল্লিশ ঘণ্টা করে খাটুন না কেন, আমার তাতে কাঁচকলা। পাকা মেয়াদ ধার্য করা আছে আমার। আমার ফার্ম মনে করে যে এক্সকেভেটর জুড়ে তুলতে দরকার পনের দিন, আমি শুধু সেইটে মানতে বাধ্য।'

এই সংঘাতটা এবং বার্কারের অভদ্র ব্যবহারটা ক্লার্কের খুবই খারাপ লেগেছিল, ব্যাপারটা সে উড়িয়ে দিতে চাইল তামাসা করে। বার্কারের হাত ধরে সে তাকে পাশে সরিয়ে আনলে:

'বাজারের মেছুনীর মতো ব্যবহার করবেন না। লজ্জা হচ্ছে আমার!'

'ভাবনা নেই, বেশি দিন লজ্জা পেতে হবে না। এক সপ্তাহের বেশি

কিছুতেই এখানে আর থাকছি না। প্রাণের দাম আছে আমার। এই এক্সকেভেটরটা জুড়ে তুলেই হিসেব চুকবে।'

'সংকটের কথাটা ভুলবেন না স্যার, ফার্ম আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করবে না, অন্য কাজ পাবেন কিনা সন্দেহ।'

'আপনার মতে, হাতের কাছে অন্য কাজ যখন নেই তখন ভেড়ার মতো কাটা পড়ার জন্যে গর্দান বাড়িয়ে দিতে হবে? অনেক ধন্যবাদ। বরং নিউ-ইয়র্কেই মরব।'

'আশা করি, রগড় করে যে চিঠিগুলো আপনাকে পাঠানো হয়েছে তার কথা আপনি ভাবছেন না?'

'আপনার উপাদেয় রগড়গুলো কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, আমি অমন রসজ্ঞ নই। জানি না কেন আমায় ধাপ্পা দেওয়া আপনার এত পছন্দ। ওরকম চিঠি আপনি মুরি দুজনেই যে পেয়েছেন সে কথা লুকলেন কেন?'

'কে বললে আপনাকে?'

'মুরি।'

'খুব সম্ভব আপনাকে নিয়ে রগড় করতে চেয়েছিল?'

'রগড়টা আপনারই পেশা।'

'কবে যেতে চাইছেন?'

'এক সপ্তাহের মধ্যে। আপনাকেও ভেবে দেখতে বলি। মাথা পেতে দিয়ে লাভ কি?'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমার উপদেশ যদি শুনতে চান বলি: সত্যি করেই বলছি, থেকে যান। নির্মাণের কর্তারা আমাদের পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দিয়েছেন।'

'আফগানিস্তানের সীমান্তে আদিম এক মরুভূমিতে অমন গ্যারাণ্টি খুব আশার ব্যাপার নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভরসা করছি না। স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞেস করে দেখুন না গত বছর বাসমাচদের হাতে কত লোক খুন হয়েছে। তাহলে বুঝবেন রগড় সবসময় মজাদার হয় না।'

'তার মানে একেবারে মনস্থির করে ফেলেছেন? তা বেশ, আমার শুভেচ্ছা রইল।'

ক্লার্ক ফিরল খাতের দিকে।

'বেনামা কী এক চিঠির জন্যে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র ভয় পেয়ে পালাবেন নাকি ?' হঠাৎ পাশেই শোনা গেল পলোজভার শ্লেষাত্মক কণ্ঠস্বর।

ক্লার্ক খি'চিয়ে উঠল। কড়া করে সে বললে :

'অনুরোধ করি, শব্দ চয়নে একটু সংযত হবেন। আর ভবিষ্যতের জন্যে বলে রাখি, সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপের সময় আমার দোভাষীর প্রয়োজন হয় না।'

পলোজভা ঠোঁট কামড়াল :

'মিঃ বার্কার এত জোরে কথা বলছিলেন যে ইচ্ছে থাক না থাক কানে এসেছিল। তাছাড়া জানতাম না ব্যাপারটা গোপনীয়।'

'খুবই আক্ষেপের কথা।'

'আপনার নির্দেশটা মনে রাখতে আমার ত্রুটি হবে না যদিও কথাটা আরো ভদ্রভাবে বলতে পারতেন।'

'মোটের ওপর আমি লোকটা খুব অভদ্র।'

'সে কথা আমি বলি নি।'

'তাই বলতে চেয়েছিলেন। আমি যথেষ্ট বুঝি যদিও আপনার ধারণায় আমি নির্বোধ,' ক্রমেই চটে উঠছিল ক্লার্ক, 'অবশ্যই আপনাদের দেশে প্রচলিত অনেক ব্যাপারই আমি জানি না। যেমন, এতদিন পর্যন্ত জানতাম না যে বিদেশীদের চৈতন্যদান করা দোভাষীদের একটা দায়িত্ব। দুঃখের বিষয় আমার যা বয়স, তাতে নতুন পাঠের সময় পেরিয়ে গেছে...'

'নতুন পাঠের সময় কখনোই পেরোয় না।'

'দয়া করে নিজের শিক্ষক আমায় নিজেকেই বেছে নিতে দিন। অমন চাপিয়ে দেওয়া বিদ্যেয় ফললাভ হয় কদাচিৎ।'

লাল হয়ে উঠল পলোজভা, চোখে জল টলমল করে উঠল।

'সেই সঙ্গে নিজের দোভাষীও খুঁজে নেবেন আশা করি। আমার চাকরি আপনার ওপর চাপিয়ে দেবার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই,' ঝট করে ঘুরে পলোজভা চলে গেল।

প্রথমটায় এমন কড়া ব্যবহারের জন্য আফসোস হয়েছিল ক্লার্কের, কিন্তু পেছু পেছু যাওয়া আর চলে না। তাছাড়া এই আত্মম্ভরী উদ্ধত মেয়েটাকে একটু শিক্ষা দেওয়াও ভালো।

কোনো দিকে না তাকিয়ে সে তার খালের দিকে এগুল।

অনুচিত অপমানের এক গভীর জ্বালা নিয়ে পলোজভা গেল শহরটায়।

'এই আত্মতুষ্ট অভদ্র লোকটার সঙ্গে কাজ করব? কিছুতেই নয়!' চোখের পাতায় বড়ো বড়ো অশ্রুতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল তার। নাক ফোঁস ফোঁস করে হাত দিয়ে চোখ মুছে নিলে সে বাচ্চাদের মতো। এক্ষুণি সিনিৎসিনের কাছে যাবে সে। এই বেফায়দা ঝকমারি থেকে খালাস চাইবে। যতই হোক, এখানে তো সে এসেছে টেকনিশিয়ান হিসাবে, হাতে কলমে প্রকল্প বানাতে, গড়তে, টুরিস্ট কোম্পানির কেরানি হতে নয়।

প্রকাশ্যে খেলা

সকালে পিয়াঁজ থেকে তেল এল গাড়ি করে। হুররে ধ্বনিতে স্বাগত করা হল তাকে, লোকে ছুটল পিপেগুলো নামাতে। সকাল থেকেই দুটো এক্সকেভেটর অলস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আগের দিনই শেষ বিন্দু পেট্রল তারা নিঃশেষ করেছে।

হট্টগোলের মধ্যে ড্রাইভারের কেবিনে বসা একটা লোকের দিকে কেউ বিশেষ নজর দেয় নি। চামড়ার কোর্তা-পরা সাধারণ-দর্শন লোকটা ড্রাইভারের পেছু পেছু গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে পার্টি কমিটির অফিস কোথায় এবং নির্দিষ্ট পথে চলে যায়।

পার্টি কমিটির অফিস তারপলিনের তাঁবুতে, একটা শাদা ক্যানভাসে তা দুভাগে বিভক্ত। শোনা গেল সেক্রেটারি ব্যস্ত আছে, অপেক্ষা করতে বলা হল তাকে। একটা খালি টুলের ওপর বসল সে, টেবিল থেকে স্থানীয় সংবাদপত্রটা নিয়ে সে ডুবে গেল।

শেষ পর্যন্ত ক্যানভাসের পার্টিশানের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল সিনিৎসিন আর নাসিরুদ্দিনভ।

'আমার কাছে এসেছেন?' অপরিচিতের কাছে থামল সিনিৎসিন।

'আপনি কমরেড সিনিৎসিন? হ্যাঁ, আপনার কাছেই এসেছি। আমার নাম মরোজভ।'

'আপনি কমরেড মরোজভ?' খুশি হয়ে উঠল সিনিৎসিন, 'এসে পৌঁছলেন কী করে? ভাখ্শে তো খেয়াপাড়ি বন্ধ। আমরা ভেবেছিলাম তার ফলে স্তালিনাবাদে আপনাকে আটকে পড়তে হয়েছে।'

'কিন্তু আমি আসছি তেরমেজ থেকে। তেরমেজে নেমেছিলাম আমাদের ঘাঁটি সেখানে কী রকম কাজ করছে দেখতে। খুবই খারাপ কাজ চলছে। কয়েকদিন আটকে পড়তে হল। এসেছি গাধাবোটে, দুটো এক্সকেভেটরও সঙ্গে এনেছি, আর ছোট রেল লাইন পাতার প্রথম কিস্তি।'

'চমৎকার! এদিকে আমরা এখানে একেবারে বেওয়ারিশ। উঠেছেন কোথায়? আপনার জিনিসপত্র কই?'

'না উঠি নি, লরি থেকে নেমে সোজা আপনার কাছে। মালপত্র রেখে এসেছি জেটিতে। তোলার জায়গা ছিল না। ড্রাইভার বলছিল, বিনা পেট্রলে আপনারা বসে আছেন।'

'এক্ষুণি গাড়ির ব্যবস্থা করছি, আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনার কোয়ার্টার তৈরি। আপনি একা? স্ত্রী নেই সঙ্গে?'

'একাই। কোয়ার্টারে যাওয়া পরে হবে। কোথাও একটু গা হাতপা ধুয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি।'

'বেশ। কিন্তু এখানে আমাদের নির্বিঘ্নে কথা কইতে কেউ দেবে না। চলুন, এরিওমিনের তাঁবুতে যাই। সেখানে গা হাত ধোয়াও যাবে। কথাও বলা যাবে অবাধে, কেউ বিরক্ত করবে না। ক্যানেলের প্রধান সেকশনটাও পাশেই, ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন।'

'চলুন।'

... সন্ধ্যায় মরোজভ আর বসতিতে গেল না, তাঁবুতেই বাসা নিলে।

নির্মাণ ক্ষেত্রে তার আগমনটা প্রায় অলক্ষিত রয়ে গেল। নতুন অধিকর্তার কাছে তাড়াতাড়ি আত্মপরিচয় দিতে এসে ইঞ্জিনিয়ররা দেখল দপ্তর খালি। দিনের পর দিন মরোজভ ঘুরে বেড়াতে লাগল সেকশনে সেকশনে, যন্ত্রপাতিগুলো দেখলে এমন ভাবে যেন স্বল্প পরিচিত কোনো লোকের দিকে চাইছে, আর লোকেদের দিকে চাইলে এমন ভাবে যেন যন্ত্র পরখ করছে। কোনোই মন্তব্য করলে না সে কোথাও, এমন কি কাজ যেখানে স্পষ্টতই বেঠিকভাবে চলছে সেখানেও। কোনো নতুন হুকুম বা নির্দেশ জারী করলে না সে। একদল ফোরম্যান বললে, নতুন অধিকর্তা নির্মাণের ব্যাপার বিশেষ বোঝে না, ফ্যাসাদে পড়ার ভয়ে মরছে। আরেক দল হুঁশিয়ারি দিয়ে বললে নতুন কর্তা সব শুঁকে দেখছে — খুবই মন দিয়ে সে সব দেখছে, সব ফুটোয় গিয়ে নাক গলাচ্ছে। সবকিছু আঁচ না করা পর্যন্ত এখন বোকা সাজছে, পরে

খেল শ‍ুর‍ু হবে। নির্মাণ ক্ষেত্রের কাজ চলল প‍ুরানো ছকেই, নতুন কর্তার আগমনে কিছ‍ুই বদলাল না।

তার আগমন অলক্ষিত থেকে গেল আরো এই কারণে যে দ‍ুই দিন পরে ঝড়ের মতো একটা চাঞ্চল্য বয়ে গেল নির্মাণ ক্ষেত্রে, ফিসফিস করতে লাগল সমস্ত ইঞ্জিনিয়র টেকনিশিয়ানরা। চাঞ্চল্য ঘটল নতুন প্রধান ইঞ্জিনিয়র কির্শের আগমনে, খবরের কাগজ থেকে ইঞ্জিনিয়রদের অনেকেই পড়েছিল যে পাঁচ বছর আগে মধ্য এশিয়ার একটি ব‍ৃহৎ নির্মাণ ক্ষেত্রে কী একটা কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিকর কাজের অভিযোগে কির্শ অভিয‍ুক্ত হয়, সেখানে সে ছিল সহকারী প্রধান ইঞ্জিনিয়রের পদে। দেখা গেল নির্মাণ প্রকল্পটা একটা আকাশ-কুস‍ুম, ব্যর্থতাই তার নির্বন্ধ, যত টাকা তার পেছনে ঢালা হয়েছে তা জলে গেল। কির্শের আট বছর কারাদণ্ড হয়েছিল, বোঝা যায়, মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হয় এবং সদ্য ছাড়া পেয়েছে। সদ্য ছাড়া পাওয়া ভূতপ‍ূর্ব এক অন্তর্ঘাতকের ব‍ৃহত্তম এক নির্মাণ ক্ষেত্রে কর্তা নিয‍ুক্ত হওয়া এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা যে লোকে কেবল সেই নিয়েই জটলা করতে লাগল।

কির্শ নির্মাণ ক্ষেত্রে প্রথম আসতেই প্রতিটি ব্যারাক, ছাউনি, ইউর্তা থেকে গণ্ডা গণ্ডা চোখ দেখা দিল দ‍ূরবীনের মতো। লোকটা হাঁটছিল সংযত কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে, মাথায় টুপি নেই, পাকা চুলগ‍ুলো দেখে মনে হয় মাথায় র‍ুপোর এক ঘন জাল পরে আছে সকাল থেকে, চুল যাতে ভালো করে বসে। ম‍ুখখানা সরল রেখায় আঁকা, গালের চামড়া ম্যাড়মেড়ে, টাই কলার না থাকলে এ ধরনের ম‍ুখ দেখে মনে হয় ব‍ুঝি লোকটা দাড়ি কামায় নি।

দিনের বেলায় মরোজভ আর সিনিৎসিনের সঙ্গে কির্শ জায়গাটা ঘ‍ুরে দেখল, সন্ধ্যায় গিয়ে বসল মরোজভের ইউর্তায়, ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারি গাল্‌ৎসেভেরও ডাক পড়ল সেখানে। স্তালিনাবাদ থেকে কাঠ বয়ে এনে যে সব গাড়োয়ানরা নদীর অপর পারে ফেরির কাছে দল বেঁধে রাত্রি যাপন করে, তারা সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নিঃসঙ্গ ইউর্তাটায় আলো জ্বলতে দেখেছিল। ওপার থেকে সেটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা আধ-পোড়া সিগারেট জ্বলছে উই-ঢিবির ওপর।

পরের দিন খবর শোনা গেল কির্শের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ কমিশন গড়া হয়েছে যন্ত্রায়নের কাজ তদন্তের জন্য।

সকাল থেকেই কমিশনের বৈঠক বসল যন্ত্র-বিভাগের আপিসে, লিখিত

দলিলপত্র নিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছোটাছুটি করলে কেরানিরা, তবে কেন জানি নেমিরোভস্কির ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তারা যাচ্ছিল পা টিপে টিপে, যেভাবে লোকে যায় গুরুতর অসুস্থের ঘরের সামনে দিয়ে।

তিনদিন কাজ চলল কমিশনের, তারপর যেমন হঠাৎ করে তার আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই তারা আপিস থেকে অন্তর্ধান করলে, টেবলের ওপর পড়ে রইল শুধু গাদা খানেক ওলটপালট দলিল আর জানলার তাকে একরাশ সিগারেটের টুকরো। কমিশন যা সঙ্গে করে নিয়ে যায়, সেটা ঠাঁই পায় কির্শের পেটমোটা পোর্টফোলিওতে। তদন্তের ফল কী হল সেটা সঠিক কিছু জানা গেল না।

সন্ধ্যায় কলোনিতে নিজের কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে বসে কির্শ চা খেলে, মস্কো থেকে আনা রেডিও শুনলে, আর ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে তাকিয়ে রইল ফলভারাক্রান্ত এক আপেল গাছের মতো তারায় ভরা আকাশটার দিকে। জায়গায় জায়গায় আপেলগুলো খসে পড়ে যাচ্ছে নীচে। সেই সময় বারান্দায় কির্শের কাছে এসে দাঁড়ায় নেমিরোভস্কি।

'আসতে পারি? একটু কথা আছে।'

'আসুন, আসুন,' হাত দিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিলে কির্শ, 'এইখানে বসবেন নাকি ঘরের ভেতরে?'

'আপনার আপত্তি না হলে ঘরেই ভালো। এখানে অসুবিধা হতে পারে।'

'আসুন ভেতরে।'

উঠে নেমিরোভস্কিকে এগিয়ে দিল সে।

'কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করে সোজাসুজি আসল ব্যাপারেই আসা যাক। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ না পেলেও আমি আপনাকে বড়ো দরের বৈজ্ঞানিক কর্মী বলেই জানি, আমাদের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অতি নামকরাদের একজন, তাই আপনার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপনের কারণ আছে আমার।'

কির্শ একটা অনিশ্চিত গোছের ভঙ্গি করলে।

'সেই জন্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাই।'

'বলুন, শুনছি।'

'আমাদের নির্মাণ ক্ষেত্রের যে আবহাওয়া, সেটা অনুভব করার সুযোগ

আপনার এখনো হয় নি। আপনাকে বলা উচিত যে পুরনো বিশেষজ্ঞদের প্রতি সযত্ন আচরণের ধ্বনিটা এখনো এখানে এসে পৌঁছয় নি, পুরনো বিশেষজ্ঞদের এখানে দেখা হয় গোপন শত্রু ও ভবিষ্যৎ অন্তর্ঘাতক বলে। মজুরদের কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠাহানি ঘটাবার জন্যে পার্টি সংগঠন যথাসাধ্য করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এখানে আসার মুহূর্ত থেকে নিয়মিতভাবে যে তাড়না খাচ্ছি, তা এমন একটা মাত্রায় পৌঁছেছে যে কাজ করা অসম্ভব হয়েছে। যন্ত্র-বিভাগের কাজ তদন্তের জন্যে আপনাকে যে কমিশনের সভাপতি হতে বাধ্য করা হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্যই হল যে করেই হোক এ বিভাগের ত্রুটি বিচ্যুতি খাড়া করা — এটা শুধু অবিরাম নিগ্রহের একটা ফিকির। আপনি নিজেই মানবেন যে এ অবস্থায় কাজ করা সম্ভব নয়, আমার পক্ষে উত্তম হবে — আমার অবস্থায় আপনিও নিশ্চয় তাই করতেন — পদত্যাগের আবেদন জানানো। আমার সহকর্মীদের যার ওপরেই পার্টি কমিটির বেশি বিশ্বাস ও সহানুভূতি থাকবে, তার হাতেই আমি সানন্দে কাজটা তুলে দেব। কেন্দ্রীয় রাশিয়ায় বিশেষজ্ঞদের প্রতি নতুন মনোভাব বেশ শিকড় গেড়েছে, আমার ধারণা সেখানে আমি বেশি কাজে লাগব।'

'হুঁ,' উত্তর দিতে দেরি করল কির্শ, 'সত্যি বলতে কি, আপনার অনুরোধ আগেই মঞ্জুর হয়ে গেছে। আজ কমরেড মরোজভ আপনাকে বরখাস্তের আদেশে সই দিয়েছেন। তবে আপনার রাশিয়া যাওয়ার ব্যাপারে, দুঃখের বিষয়, আপনাকে কিছু সবুর করতে হবে। আপনার মামলাটা অভিশংসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

'তার মানে, আপনার পরিচালনাধীন কমিশন কমরেড সিনিৎসিনের অভিমতে সায় দিয়েছে?'

'কমিশন কারো মতে সায় দেয় নি, তথ্যের ভিত্তিতে নিজের মতটাই ঘোষণা করেছে।'

'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনি নিজেও কি নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে আমার কাজে নির্মাণ ক্ষেত্রের ক্ষতি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, আপনি যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন তা যন্ত্রায়নের সুবন্দোবস্তের জন্যে নয়।'

'আমি বুঝি,' কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে নেমিরোভস্কি, 'আপনার যা পরিস্থিতি তার ফ্যাসাদটা আমি বুঝি। আরেকজন ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে

অন্তর্ঘাতের অভিযোগ আনার এই কমিশনে আপনাকে ওরা ইচ্ছে করেই সভাপতি করেছে আপনার আনুগত্য পরখ করার জন্যে।'

'আপনি আমার নিজের সেই মামলাটার কথা ভাবছেন?' শান্তভাবে বললে কির্শ, 'আপনার ভুল হয়েছে। আপনার সততায় মুহূর্তের জন্যও নিঃসন্দেহ হতে পারলে আমি কখনোই চুপ করে থাকতাম না। আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আমি যদি সমর্থন করে থাকি তবে তার একমাত্র কারণ, এ ব্যাপারে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে এবং বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে অভিযোগটা যথার্থ।'

'একটু সোজা করে বলুন, নিজে সন্দেহভাজন হওয়ার চাইতে অন্য একজন ইঞ্জিনিয়রকে জেলে পাঠানোই আপনার পছন্দ। আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনার এ আগ্রহের কদর করবে ওরা, তাহলে ভুল করেছেন। আপনার নিজের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যটা থেকে দেখছি আপনি কিছুই শেখেন নি। আপনাকে ওরা ছেড়ে দিয়ে এ কাজে বহাল করেছে, তার কারণ আপনার মতোই পুরনো বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমন চালাবার জন্যে আপাতত আপনাকে ওদের দরকার। আপনার এ কাজটা ফুরুলেই আপনাকে ল্যাঙ মেরে যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই পাঠাবে। কখনোই আপনাকে ওরা বিশ্বাস করবে না, নিজের লোক বলে ভাববে না। বছর চারেকের মধ্যে ওদের নিজেদের ইঞ্জিনিয়র যথেষ্ট বেরবে, তখন আপনার আমার, পুরনো বুদ্ধিজীবীদের সকলকারই পাট চুকবে। নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে আমাদের ছাড়া ওদের চলত না, তাই আমাদের কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করে নি, আর যত বেশি করে আমরা অপরিহার্য হয়েছি তত বেশি করেই ঘৃণা করেছে আমাদের। যখন আমাদের প্রয়োজন ফুরুবে, তখন কেউ মনেও রাখবে না যে অমুক অমুক নির্মাণটা আপনাদের হাতে গড়া, বলা ভালো আপনাদের মেধা ও অভিজ্ঞতায় গড়া। আপনাকে আমাকে স্রেফ ঝেঁটিয়ে ফেলবে, ওদের ভাষায় 'শ্রেণী হিসেবে বিলুপ্ত করবে'। বড়ো জোর আপনি কোনো সিদোরভ কি পেত্রভের খানসামা হবেন, যে আজ আমাদের এখানে ফিটারের কাজ করছে, কিন্তু কালই পকেটে সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়রের একটি ডিপ্লোমা নিয়ে হুকুম চালাবে আপনার ওপর। আমার ধারণা, যে দেশে ঐক্যের এত কথা ওঠে, সেখানে আমাদের পুরনো টেকনিক্যাল বুদ্ধিজীবীদেরও খানিকটা ঐক্য থাকলে পাপ হয় না। তাহলে অন্তত এমন এক এক করে ছারপোকার মতো আমাদের টিপে টিপে মারতে

পারত না — এক সময় যেমন আপনাকে মেরেছে, তারপর ঠিক করেছে কিছু কালের জন্যে একটু খাবি খেতে দেবে, যেমন এখন আপনার সাহায্য নিয়ে আমাকে টিপে মারতে চাইছে।'

'আপনি মনে হয়, আমার জাত তুলে তার ঐক্যবোধের কাছে আপীল করছেন? না, আপনার প্রতি তেমন কোনো অনুরাগ আমার নেই, থাকতেও পারে না। যদি কিছু থাকে সেটা শুধু করুণা...'

'তাই আমাকে জেলে পাঠাবার জন্যে যথাসাধ্য করছেন?'

'আপনি আমায় ঠিক বোঝেন নি। ব্যাপারটা তেমন কোনো মানবিক করুণা নিয়ে নয়, যার প্রেরণায় কোমলমনা কোনো বিচারক দণ্ডাদেশকে নরম করে দেন, যাতে এই ক্ষেত্রে আমি আপনার পক্ষ নিতে পারি। সে কথা ওঠেই না। আপনার প্রতি আমার করুণা হচ্ছে এই দেখে যে আপনার আরোগ্যলাভের পথটা অতি দীর্ঘ। আমি জানি, আপনার সম্পর্কে যা করা হচ্ছে, আরোগ্যলাভের সেই একমাত্র উপায়টিকে, আপনি একটা স্থূল প্রতিহিংসা, একটা ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বলে ধরবেন, ঠিক যেভাবে নিজের রোগ সম্পর্কে অচেতন একটা লোক তার সাময়িক একঘরেমিকে ভাবে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ। আমাদের অর্থে নয়, পুরনো অর্থে জেলখানা সে এক মহা কলঙ্ক, কখনো তা মোছার নয়, অথবা মোছা যাবে কেবল টাকায়। জেলখানা মানে কর্মচ্যুতি, নতুন কাজ পাওয়া যাবে না, জেলখানা মানে সমাজ থেকে বহিষ্করণ। আমাদের কারাবাসের মানে এর কোনোটাই নয়। নামটা বদলে দিন, জেলখানার বদলে বসান রোগীর বিচ্ছিন্নতা, তাহলেই আপনার ভয়ের কিছু থাকবে না।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'একটুও না। আপনি জানেন আমি নিজেই কিছু দিন আগে সেখান থেকে বেরিয়েছি। যে পথটা আপনার সামনে সেটা আমি পেরিয়ে এসেছি। তুলনাটার জন্যে মাপ করবেন, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার এক বেনিয়ার কথা মনে পড়ছে, নৌযাত্রায় সে যায় পূর্বাঞ্চলে। ঘুম ভেঙে সে দেখে যে জাহাজ ডুবছে। সৌভাগ্যক্রমে কাছেই আরেকটা জাহাজ ছিল, ডুবন্ত জাহাজ থেকে যাত্রীদের তা উদ্ধার করে। বেনিয়ার পালা এলে সে প্রথমে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু তোমাদের জাহাজ যাবে কোথায়?' 'পশ্চিমে,' অধীর হয়ে জবাব দেওয়া হয়

তাকে, 'ডুবতে না চাইলে চটপট উঠে পড়ুন।' 'উহুঁ, ও পথে নয়, আমি যাব উল্টো দিকে,' বলে বেনিয়া ডুবন্ত জাহাজেই রয়ে গেল।

'আপনারও আমাদের সঙ্গে পথের মিল হচ্ছে না কমরেড নোমিরোভস্কি, আপনিও মনে হয় দিক না বদলিয়ে বরং তলিয়ে যেতেই রাজী। আপনি যে সব কথা এখানে বললেন সবই ঘোরতর ভুল। পাঁচ বছর আগে আমিও প্রায় ওই রকম ভাবতাম, তখন তা ছিল খানিকটা মার্জনীয়। চারিপাশে তখন বক্তৃতাদি শোনা যেত খুবই, কিন্তু বাস্তব ঘটনা কিছু দেখা যেত না, যাতে বিশ্বাস জন্মাতে পারে। বিপ্লবের অমিতব্যয়ী অপচয়ের দিকটায় আমার বিরক্ত লাগত। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম জ্ঞানহীনের মতো কী ভাবে এমন সব জিনিস ধূলিসাৎ করা হচ্ছে যা কালই ফের গড়তে হবে। দেখছিলাম, ভালো ভালো সঠিক সব কল্পনা কার্যক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে প্রহসনে, যারা তা কার্যকরী করতে নেমেছে তাদের নৈপুণ্যহীনতার ফলে। এই এশিয়া-মার্কা সমাজতন্ত্র দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যেত। আমি ভাবতাম, এ দেশটার আগে দরকার গড়পড়তা পশ্চিমী দেশগুলোর মতো সংস্কৃতি, সমাজতন্ত্রের কথা উঠতে পারে পরে।

'নিজের ভুলটা আমি ধরতে পেরেছিলাম বড়োই দেরিতে। ওরা যেটা সঠিকভাবেই সোজা করে দাঁড় করিয়েছিল, সেটা আমি উল্টো করে খাড়া করছিলাম। যেটাকে আমি সাংস্কৃতিক মান বলতাম, যেটাকে ভাবতাম ভবিষ্যতের উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থার অনিবার্য পূর্বসর্ত, আসলে তারই আবশ্যক পূর্বসর্ত হিসাবে ঠিক এই উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থাটাই দরকার। তারই সরাসরিই ফলশ্রুতি হল ওই সাংস্কৃতিক মান। আর এই সমাজ-ব্যবস্থাটা আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে কেবল সেই সব নৈপুণ্যহীন লোকগুলিই, যাদের আনাড়িপনা দেখে আমি তাদের প্রতিটি উদ্যোগকেই তাচ্ছিল্য করতে শুরু করি। আমি বুঝতে পারলাম যে আমি বিপ্লবের অমিতব্যয়ী নিষ্ফল অপচয় বলে যা ধরছিলাম, সেটা আসলে তার লগ্নি, এত বড়ো একটা কারবারে যা এড়ানো যায় না। বিপ্লবের যে সমালোচনা আমি করছিলাম, সেটা করছিলাম এক ক্ষুদে পিন কারখানার মালিকের দৃষ্টি থেকে, যে তার পাই পয়সার মাপকাঠি দিয়ে মাপতে চাইছে এক ইস্পাৎ-বাদশার 'অমিতব্যয়ী পরিধি'।

'এসব বোঝবার জন্যে নয়া আমলের অপচয় প্রবাহ থেকে আমায় বছর কয়েক সরে যেতে হয়, তা নিয়ে ভাবতে হয় একটু দূর থেকে, কৃত্রিম প্রশান্তি আর নিঃসঙ্গতার মধ্যে। বলাই বাহুল্য, শুধু এই বিচ্ছিন্নতাতেই কাজ হত

না। মানুষের সাহায্য দরকার ছিল। আর সেটা আমি পাই ঠিক সেইখানে, যেখানে তার প্রত্যাশা সবচেয়ে কম, আপনিও সেখানে তা পাবেন, পাই এমন লোকের কাছে যার নামটা মাত্র আপনার কাছে এখন অসহ্য বিভীষিকা, কেননা বারবার পুনরাবৃত্তিতে তা একটা অতিকথায় পরিণত হয়েছে, আমাদের মামুলী কল্পনায় তা গ্রান গিনোলের মূর্তি ধারণ করেছে। আমি বলছি অগপু-র কথা। আমি সেখানে এমন লোকেদের দেখা পাই যারা আমার সঙ্গে শত্রুর মতো নয়, ব্যবহার করে বরং মানসিক রোগীর প্রতি ডাক্তারের মতো: অসীম ধৈর্যে, অসীম মনোয়োগে। আমার জন্যে অতটা সময় ব্যয় না করলেও তারা পারত, আমায় এক দুরারোগ্য রোগী ভেবে সকালের কফির সঙ্গে খানিকটা প্রুসিক অ্যাসিড দিয়ে দিলেই হত। তার বদলে তারা বহুক্ষণ ধরে তর্ক করে চলে আমার সঙ্গে, একের পর এক আমার টলমলে আপত্তিগুলো খণ্ডন করে। এই সব আলাপের পর আমি চূড়ান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ফিরতাম আমার নিঃসঙ্গতায়, যুক্তির ছত্রভঙ্গ ফৌজটাকে ফের জমায়েত করতাম, হতাহতের হিসাব নিতাম, যাদের তখনো অক্ষত ও যুদ্ধক্ষম বলে মনে হত তাদের নিয়ে নতুন বাহিনী সাজাতাম, সারা ফ্রণ্ট জুড়ে নতুন করে ব্যূহ বেঁধে যুদ্ধে যাওয়ার মতো করে যেতাম পরের আলাপে, আর নিরুপায়ের মতোই পরাস্ত হতাম। কোনো রকম মারপ্যাঁচের দরকার হত না 'তাদের'। গোটা দেশটাই খাটছিল 'তাদের' জন্যে, যুক্তি এগিয়ে দিচ্ছিল রাশি রাশি। প্রতিটি নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস, প্রতিটি নতুন নির্মাণই ছিল আমার ভগ্নমনা ফৌজের ওপর দূরপাল্লার অভ্রান্ত কামান।

'চমৎকার সুসজ্জিত একটা ড্র্যাফটিং হলে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাবার সুযোগ দেয় 'তারা'। নতুন নতুন প্রকল্পের খসড়া করি সেখানে। জীবন থেকে বহিষ্কৃত হই নি আমি, দেশের সঙ্গে যোগ অনুভব করতাম, তার প্রাণপণ পরিশ্রমে আমিও সরিক ছিলাম। একদিন যখন 'তারা' আমায় বললে, আমার দেশের মানচিত্রে লাল লাল ওই বিন্দুগুলোর একটায় আমি যেতে পারি (আমার অবর্তমানে সেগুলো তখন বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠেছে), তখন এই পাঁচ বছরের পর কেঁচে গণ্ডূষ কিছু করতে হয় নি আমায়, ল্যাবরেটরি থেকে স্রেফ গিয়ে দাঁড়াই নির্মাণ ক্ষেত্রের মাচা আর ভারাগুলোর মধ্যে। আমার বিচ্ছিন্নতার ফলে কিছু আমার লোকসান গেছে বলে আমি মনে করি না। দু'বছর আমার নষ্ট হয়েছে অযথা এমন কতকগুলো

ঘাঁটি রক্ষা করতে গিয়ে যা আগে থেকেই হেরে আছে; তবে জিতেছি গোটা একটা যুগ।'

'এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়রের পদ,' আক্রোশে ব্যঙ্গ করলে নেমিরোভস্কি।

'হ্যাঁ, এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল একটি নির্মাণকর্মে অংশ নেবার সুযোগ।'

'ধৈর্য ধরে আমি আপনার সব কথা শুনেছি, বাধা দিই নি। আমায় জেলে পাঠাচ্ছেন তার জন্যে আমার কাছে একটা নৈতিক কৈফিয়ৎ দেবার জন্যেই যদি আপনি এতটা কাব্যোচ্ছ্বাস ঢেলে থাকেন, তাহলে আপনার মেহনত এবং বাগ্মিতা বৃথা গেছে। আমি ভালোই জানি: আপনার কাছে আমার মামলাটা হল আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির একটা প্রশ্ন। শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে আপনি মনে হয় ভাবছেন না: আপনার এ নির্মাণ ক্ষেত্রটা হল একটা কফিন, আপনাকে ওরা ইচ্ছে করেই এখানে পাঠিয়েছে যাতে মাথা ভেঙে বসেন। তিন চার মাসের মধ্যে সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে পরিকল্পনার এমন কি শতকরা পঞ্চাশ ভাগও পূরণ হবে না — আপনার পূর্বতনদের কাছ থেকে যা উত্তরাধিকার আপনি পেয়েছেন তার ফলে দৈহিকভাবেই এটা অসম্ভব। তখন চেৎভেরিয়াকভের মতোই আপনাকেও গলাধাক্কা দেবে, এবং তদুপরি নতুন মামলা সাজাবে। মনে রাখবেন, নির্মাণের সমস্ত বিভাগেই কাজ এত অবহেলিত, হিসাব এত গোলমেলে, খরচা এত বেশি, যে তারা ফয়সালা করতে চাইলেও কোনো কাব্যোচ্ছ্বাসেই এ জট থেকে আপনার মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। আর আমার ধারণা আপনি নিজেই বোঝেন, আপনার যা অতীত তাতে এখুনি, প্রথম কাজে নেমেই ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়া মানে, নরম করে বললেও, সব খতম। তাই এখান থেকে ধড়ে প্রাণ নিয়ে বেরুবার আপনার শুধু একটি উপায় আছে, যে করেই হোক হেমন্তের আগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য কোনো কাজে বদলি হওয়া। সে ক্ষেত্রে জট খুলতে হবে আপনার পরবর্তীকে। আমি জানি, আপনার যা অবস্থা তাতে এখান থেকে বদলি হতে পারা প্রায় অসম্ভব। আমি আপনাকে এতে সাহায্য করতে পারি। ভূমি জন-কমিশারিয়েতে আমার ধরবার লোক আছে। এখান থেকে খালাস পেয়ে আমি সহজেই মস্কোয় চাকরি জোটাতে পারব, নিশ্চিত থাকুন, আপনাকেও সেখানে টেনে নিয়ে যেতে পারি। মস্কোয় প্রধান সমস্যাটা হল ফ্ল্যাটের সমস্যা। মস্কোয় কেন্দ্রাঞ্চলে চার কামরার ফ্ল্যাট আছে আমার, আসবাবের অভাব নেই।

এই দেখুন দলিল,' কী একটা কাগজ বার করে টেবিলে রাখল সে, 'এ ফ্ল্যাট রইল আপনার এক্তিয়ারে। ভেবে দেখুন: মস্কোয় নিশ্চিন্ত কাজ নাকি এখানে ফৌজদারী আসামী। আশা করি বেছে নেওয়া কঠিন নয়। ভাবছেন, বুঝি সব বাড়িয়ে বলছি? আমার মামলাটার রায় দিন কয়েকের জন্যে চেপে রাখুন, আর সে কয়দিন নির্মাণ প্রকল্পের দলিলপত্র ভালো করে তলিয়ে দেখুন। যদি আমার কথা বেঠিক বলে বোঝা যায়, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে 'বিচ্ছিন্নতায়' পাঠাতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আর নির্মাণের ব্যাপার স্যাপার দেখে যদি দৈবক্রমে আপনার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠতে থাকে, তাহলে মনে রাখবেন, মস্কোয় চাকরি, তৈরি ফ্ল্যাট। যাক, চললাম। মাপ করবেন, বিরক্ত করলাম। দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন। পাশেই থাকি।'

'দেখছি, সত্যিই বৃথাই আলাপ করলাম আপনার সঙ্গে। ভেবেছিলাম আপনি লোকটা বিভ্রান্ত, দেখছি একেবারে ছুঁচো! ভাগুন বলছি, নিয়ে যান আপনার কাগজ, নইলে এক্ষুণি আপনাকে গ্রেপ্তারের হুকুম দেব!'

পয়লা মে-র চমক

সে রাতে পাশের ফ্ল্যাটে দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্লার্কের, বারান্দায় জন কয়েক লোকের চাপা আলাপও শোনা গেল। নেমিরোভস্কিরা অনেকক্ষণ দরজা খোলে নি, শেষ পর্যন্ত চাবি খোলার শব্দ এল।

অন্যদিকে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে ক্লার্ক। নেমিরোভস্কির ফ্ল্যাট থেকে চলা ফেরার শব্দ এবং কথাবার্তার একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন আসছিল, তারপর শোনা গেল জিনিস ঠেলে সরাবার আওয়াজ। মনে হচ্ছিল যেন আসবাবপত্রে ধাক্কা খেয়ে কিছু মাতাল চলা ফেরা করছে ঘরে।

ক্লার্ক বিরক্তভাবে মাথা গুঁজল বালিশে, ঘুমাবার বৃথা চেষ্টা করলে। চটকা ভাঙা ঘুম আর কিছুতেই ফিরছিল না। আকাশ ফরসা হয়ে আসছে অথচ পাশের ফ্ল্যাটে সোরগোল তখনো চলছে। শেষ পর্যন্ত দরজা বন্ধের শব্দ হল, নৈশ অতিথিরা চলে গেল। ক্লার্ক দেয়ালের দিকে ফিরে শুল। মাথার মধ্যে ক্লান্তিটা পাক খাচ্ছে ঘুমের ওষুধের মতো, স্থির নির্দিষ্ট সামগ্রীগুলো

কেমন একাকার হয়ে উঠছে। মাথার ওপর মুভি ক্যামেরার ঘুরন্ত হাতলের মতো একঘেয়ে শব্দ তুলছে মাছি, আর শত শত টুকরো জোড়া এক অসংলগ্ন ফিল্মের মতো লতিয়ে চলল ঘুম। তাতে ক্লান্ত হয়ে উঠতে লাগল মস্তিষ্ক, যেভাবে চোখ মিটমিট করায় ক্লান্ত হয়ে ওঠে দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত আজেবাজে জিনিসের প্রচ্ছদ থেকে একটা ঝাপসা প্লট আকার নিতে শুরু করতেই টোকা পড়ল দরজায়।

ক্লার্ক উঠে বসল বিছানায়।

'এখনো ঘুমচ্ছেন?' মুরির গলা শোনা গেল দরজার ওপাশে, 'ন'টা বেজেছে।'

দরজা খুললে ক্লার্ক।

'তাই নাকি;

'কিছু এসে যায় না, আজ উৎসবের দিন। পয়লা মে-র অভিনন্দন জানাতে এলাম।'

'আজ কি পয়লা মে?'

'বাঃ বেশ আছেন! বেনামা শিল্পীর হুমকিটায় দেখছি খেয়ালই নেই। অন্তত তার জন্যে ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে না আপনার।'

'কাল ঘুমিয়েছি বড়ো দেরিতে। আমার প্রতিবেশীদের ঘরে অতিথি আসে, সারা রাত ধরে হল্লা চলে।'

'তবে আজকের অতিথিরা ঠিক নিমন্ত্রিত হয়ে আসে নি। রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আপনার প্রতিবেশীদের।'

'গ্রেপ্তার মানে? কেন?'

'বলছে অন্তর্ঘাতের জন্যে, কে জানে কী।'

'আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'ক্লার্ক দোস্ত, এখানে বাস করছেন আর চারপাশে কী হচ্ছে দেখছেন না। নিজের কাজে এতই আপনি তন্ময়?'

'তা নয়, তবে পরচর্চায় আগ্রহ পাই না,' নীরস স্বরে বলল ক্লার্ক।

'পরচর্চা মানে! আপনার ঘরের পাশ থেকে গ্রেপ্তার হল এক ইঞ্জিনিয়র, যার ঘরে আপনি গিয়েছেন, নির্মাণের সমস্ত যন্ত্রসজ্জার ভার যার ওপর, তাতে আপনার কোনোই ঔৎসুক্য নেই?'

মুরি দিয়াশলাই জ্বেলে এক মিনিট পাইপ টানলে।

'তা আজকের পয়লা মে-টা কী করে কাটাবেন ভাবছেন? আমার পরামর্শ নিন, এসব হুমকিকে অত হেলাফেলা করবেন না।'

'আপনি ভাবছেন, আমাদের ওপর সত্যিই হামলা হতে পারে?'

'শয়তানই জানে। তবে সে যাই হোক, আমি এসেছিলাম দিনটা আপনার সঙ্গে একত্রে কাটাবার প্রস্তাব নিয়ে। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে খুব বেশি ভরসা করার কারণ নেই। ওদের শৈথিল্যের ফলেই বার্কার ঝুঁকি নিতে না চেয়ে কাল মালপত্র বেঁধে চলে গেছে।'

'সত্যিই চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বার্কারকে আপনি কেন বললেন যে আমরা তিনজনই একই রকম চিঠি পেয়েছি?'

'দ্বিতীয় চিঠিটা আমার টেবলে ছিল, ওর চোখে পড়ে যায়। তবে স্বীকার করছি, ওকে ধরে রাখতে আমি চাই নি, বিশেষ করে ও একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। বলে, আগে এখানে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক, তারপর যেন বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ডাকতে আসে।'

'তা আর কী, ওর নিজের দিক থেকে কথাটা বিশেষ অসঙ্গত নয়।'

মুরি ক্লার্কের মুখোমুখি এসে হাত রাখল তার কাঁধের ওপর।

'আসুন, খোলাখুলি বলি। আমেরিকানরা ভয় পায় এটা দেখাতে চান না আপনি। কিন্তু একজন থাকলেই তো তা প্রমাণ হয়। এ দেশটা আমার বেশ লাগে। মেক্সিকোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যৌবনের সেরা বছরগুলো আমি সেখানে কাটিয়েছি। আমার স্বভাবই হল ভবঘুরে, তাছাড়া এমন বদভ্যাস — ঝুঁকি নিতে ভারি ভালো লাগে। স্নায়ুগুলোর ব্যায়াম হয় খানিকটা, একঘেয়েমির চমৎকার ওষুধ। কিন্তু আপনি ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন কেন? মস্কোয় অন্য কোনো নির্মাণ প্রকল্পে কাজ নিন না।'

ক্লার্ক চাপড় মারলে মুরির পিঠে।

'ছাড়ুন ভায়া! আমি বুঝেছিলাম আপনি লোকটা ভালো। আজকের এই মুহূর্তের কথা আমি কখনো ভুলব না। তবে কোথাও আমি যাচ্ছি না। নিন, হাত দিন, দোস্ত আমরা!'

'আপনার যা অভিরুচি,' সজোরে করমর্দন করে বললে মুরি, 'তাহলে আমি চললাম। পোষাক টোষাক পরে নিন, তারপর চলে আসুন আমার কাছে।'

ফুর্তির শিস দিয়ে পোষাক পরতে লাগল ক্লার্ক। ভারি আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু সেটা দেখাতে চাইছিল না। আজকের এ দিনটা নিয়ে মনে তার কোনো ক্ষোভ নেই; মৃত্যুর হুমকি ছিল আজ, অথচ সকালেই বন্ধু পেয়েছে সে।

দরজায় টোকা পড়ল: পলোজভা।

সেদিনকার সেই সংঘাতের পর থেকে পলোজভা তার কাছে আসতে কেবল অতি জরুরী প্রয়োজন হলে। দোভাষীর দায়িত্ব থেকে ছুটি সে অবশ্য পায় নি। নাসিরুদ্দিনভের প্রস্তাবক্রমে কমসোমল কমিটি তাকে খেয়ালবশে কাজ ছেড়ে আসার জন্য ভর্ৎসনা করে এবং অবিলম্বে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়। চোখের জল, অপমানের নজির কিছুতেই ফল হয় নি। বৈঠকের পর তাকে পৌঁছে দেবার সময় নাসিরুদ্দিনভ তার ছিঁচকাঁদুনি নিয়ে ঠাট্টা করে বলে:

'শোনো মরিয়ম, কমসোমলীর ইমান হল যে ভার পেয়েছে সেটা পুরোপুরি পালন করা। কাজটা যে সবসময় প্রীতিকর হবেই এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া অন্য শ্রেণীর এক লোকের ওপর অভিমান করা হাস্যকর।'

সিনিৎসিনের কাছে আপীল করার সাহস হয় নি পলোজভার। পরের দিনই কাজে সে ফেরে যেন কিছুই হয় নি, তবে ক্লার্কের সঙ্গে তার সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়ায় খুবই নিরুত্তাপ, সরকারী।

তাই পরবের দিন এত সকালে তার আগমনে খানিকটা অবাক হল ক্লার্ক।

নেমিরোভস্কির খবরটা দিলে পলোজভা, অল্প কথায় জানাল কেন গ্রেপ্তার হয়েছে। ক্লার্ক একটু অস্বস্তি বোধ করে সিগারেট বার করে টেবলের ওপর দেশলাই বাক্সটার জন্য হাত বাড়াল।

তার পরে যা ঘটল সেটা খুব খুঁটিয়ে মনে করতে পারে না ক্লার্ক। খুব সম্ভব ব্যাপারটা এই: দেশলাইয়ের কাঠি বার করার জন্য বাক্সটা খুলতে যায় সে যান্ত্রিকভাবে, যেভাবে সাধারণত আমরা খুলি।

কিন্তু তার পরে যা ঘটল তাতে যান্ত্রিক গতিগুলোর সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। কাঠির বদলে দেশলাইয়ের বাক্স থেকে বেরিয়ে আসে এক লম্বাটে মাকড়সা, রোঁয়া-ভরা হলদে হলদে পা, লাফিয়ে পড়ে ক্লার্কের কোটের ওপর। দেশলাইয়ের বাক্স ফেলে দিয়ে চমকে পেছিয়ে আসে ক্লার্ক, তারপর জঘন্য পোকাটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য হাত তোলে। এমন সময় কাংস্যকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে পলোজভা, 'ছোঁবেন না, হাত দেবেন না!' এবং বিহ্বলের মতো

ক্লার্কের হাতটা শ্নোই উত্তোলিত হয়ে থাকে। দ্টো লাফ দিয়ে মাকড়সা ক্লার্কের পা বেয়ে মেঝেয় নেমে আসে, এবং এক ম্হ্তের জন্য চিন্তিতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সেই হয় তার মরণ। পলোজভা টেবল থেকে মোটা একটা অভিধান নিয়ে সর্বশক্তিতে ছ্ঁড়ে মারে পোকাটাকে। নিচু হয়ে বইটা তুলতে দেখা গেল থেঁতলে যাওয়া মাকড়সাটা তার রোমশ পা নাড়িয়ে খিঁচুনি খাচ্ছে।

টুলের ওপর বসল পলোজভা।

খ্ব একটা গ্র্ত্বপ্র্ণ ব্যাপার ঘটেছে এটা ক্লার্ক ব্ঝেছিল, কিন্তু সেটা ঠিক কী তা ভালো ব্ঝল না। সপ্রশ্ন দ্ষ্টিতে সে তাকাল পলোজভার দিকে।

'কী ব্যাপার? অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন যে? বিষাক্ত মাকড়সা?'

'হ্যাঁ, ফ্যালাঙ্গ। লোকে বলে ওর পচন বিষ সাঙ্ঘাতিক।'

'বটে!'

'লাফিয়ে এল কোত্থেকে? দেশলাইয়ের বাক্সটা থেকেই না?'

ক্লার্ক নিচু হয়ে নিক্ষিপ্ত বাক্সটা মেজে থেকে তুলে নিল।

'হ্যাঁ, এই বাক্সটা থেকেই। কাঠি বার করতে গিয়েছিলাম ... মন্দ নয় তো!'

'হাসছেন যে?'

'প্রথমটা ঠিক খেয়াল হয় নি। আজ পয়লা মে, বেনামা চিঠির লেখক যে তারিখটা ধার্য করেছিল। কিছ্ক্ষণ আগেই আমাদের তর্ক হচ্ছিল, লেখক তার কথা রাখবে কি না। দেখা যাচ্ছে সে ব্যবস্থা সে আগেই করে রেখেছে, এবং করেছে ঠিক এশিয়ার কায়দায়। ধ্ঃ শালা! বাক্সটা এখানে গ্ঁজে যেতে পারল কী করে? এ আমার আন্দাজের বাইরে!'

উত্তেজিতের মতো সে পায়চারি করতে লাগল ঘরে।

'আমিও ঠিক ব্ঝছি না। আমি জানি যে আপনাদের বাড়িটার উপর বিশেষ নজর আছে। সেটা দরকার। আপনি যদি এখন কাজ ছেড়ে চলে যান ...'

'ভাবনা নেই, আমি যাব না। দেখছি এখান থেকে আমায় তাড়াবার জন্যে কেউ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। কেউ জোরাজোরি করতে চাইলে তার মনোরথ প্র্ণ করব, এমন অভ্যেস আমার নেই। এইখানেই আমি থাকছি। এঁদের চালটা আমি ব্ঝতে পারছি। সেয়ানা মন্দ নয়। একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রকে মারো, তারপর বিদেশে গ্জব রটিয়ে দাও যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী

বিশেষজ্ঞদের জীবনের কোনো গ্যারাণ্টি নেই। বলতে কি, খুবই পাকা মতলব। তবে ঘা-টা দৈবাৎ আমার ওপরেই। দুঃখের বিষয় আমার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বার্কারের চলে যাওয়া আমি আটকাতে পারি নি, কিন্তু কমরেড সিনিংসিনকে আপনি জানিয়ে দিতে পারেন, আমার সহকর্মী যদি প্রকাশ্যে রটাতে থাকেন কেন এখান থেকে চলে যেতে তিনি বাধ্য হয়েছেন, তাহলে সেটা যে মিথ্যা এবং বানানো, সংবাদপত্রে এ বিবৃতি আমি যে কোনো মুহূর্তে দিতে প্রস্তুত।'

ক্লার্ক দেখল পলোজভার বড়ো বড়ো চোখ তার দিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে, তাতে এখন আর কোনো কঠোরতা নেই, বরং একটা দরদী বিস্ময়ই ফুটে উঠেছে। সে অনুভব করল, পলোজভার সঙ্গে তার শেষ কথাবার্তাটার পর থেকে যে একটা দোষবোধ তাকে পীড়া দিচ্ছে সেটা এই প্রসঙ্গে এক লহমাতেই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। কথাটা ভেবে একটা ঝাপসা আনন্দ হল তার। সে বুঝল মহতের মতো কাজ করছে সে, তার জায়গায় যে-কেউ তো আর এ কাজ করত না — আর তা ভেবে আরো চাঙ্গা হয়ে উঠল সে। না খাওয়া সিগারেটটা নিয়ে সে দেরাজ থেকে একটা দেশলাই বাক্স বার করলে, খুললে ধীরে ধীরে, স্বতঃস্ফূর্ত সতর্কতার ভঙ্গিতে, নিশ্চিত হল যে ভেতরে সত্যিই দেশলাই কাঠিই আছে, মুখ তুলে চাইলে পলোজভার উদ্বিগ্ন দৃষ্টির দিকে এবং ইচ্ছাকৃত নিরুদ্বেগের একটা ভঙ্গিতে ধূমপান করতে লাগল।

'কমরেড ক্লার্ক,' এই প্রথম পলোজভা তাকে সম্ভাষণ করল কমরেড বলে এবং সেটা শোনাল একটা গুণবলে অর্জিত সম্মানের মতো, 'আপনার যদি আজ অন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকে, তাহলে দিনটা আপনার সঙ্গে কাটাব ভাবছি। আপনার কাছে এটা হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু দৈবাৎ যদি আপনার আজ আরো কোনো একটা বিপদ হয়, সেক্ষেত্রে স্থানীয় পরিস্থিতি আমি আপনার চেয়ে ভালো জানি বলে হয়ত কাজে লাগব।'

'হাস্যকর মনে হবে কেন? আসলে আজ তো আপনিই আমার জীবন বাঁচালেন — আপনি চেঁচিয়ে না উঠলে আমি তো হাত দিয়েই ওই মাকড়টাকে ঝেড়ে ফেলতাম, কামড়ও খেতাম। সানন্দে আজ আমি আপনার সাহচর্যে কাটাতে রাজী। শুধু এই একটা কথা ভেবে আমার আটকাচ্ছে যে আমার সাহচর্যে হয়ত আপনার ওপরেও আমি বিপদ টেনে আনতে পারি।'

'বাদ দিন, এমনিতেও তো সারা দিন আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না।'

'আপনি যদি জিদ করেন...'

'রাজী? বেশ হাতে হাত,' হাত বাড়িয়ে দিল পলোজভা, 'জানেন, যাই বলুন, লোকটা আপনি ভারি ভালো, ইচ্ছে হল করমর্দন করি। মনে হচ্ছে বন্ধু হব আমরা।'

'আমরা তো আগেই বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। জানেন, আজকের দিনটা আমার বহুকাল মনে থাকবে। ওই বিটকেলে পোকাটার জন্যে নয়, আজ আমার দুটি বন্ধু জুটল বলে। মুরিও এসেছিল, তার সঙ্গে দিনটা কাটাবার প্রস্তাব দেয়।'

হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল সে।

'মুরি!.. তার টেবলেও তো দেশলাই পৌঁছতে পারে!..'

ক্লার্ক ছুটে গেল দরজার দিকে, দুই লাফে রাস্তা পেরিয়ে ছুটল মুরির ফ্ল্যাটের দিকে। পলোজভাও ছুটল পেছন পেছন।

মুরির ঘর খোলাই ছিল। দরজা খুলেই ক্লার্ক চৌকাটে থমকে দাঁড়াল। মুরি মেঝের ওপর ঝুঁকে কী যেন দেখছে। জিনিসটা মস্তো এক থ্যাঁতলানো মাকড়সা।

'দেখুন, কী একটা জানোয়ার মারলাম,' মাথা তুললে মুরি, 'সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, লাফিয়ে বেরয় দেশলাই বাক্স থেকে।'

দরজায় ঠেস দিলে ক্লার্ক।

'আমি ছুটে এসেছিলাম আপনাকে হুঁশিয়ার করতে। এটা ফ্যালাঙ্গ।'

'বটে! বিষাক্ত?'

মুরি মন দিয়ে তার বাঁ হাতটা দেখতে লাগল।

'কামড়েছে আপনাকে?'

'জানি না... হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়েছি।'

ক্লার্ক মুরির হাত ধরে টেনে আনল জানলার কাছে। হাতে একটা লাল ফুটকি।

দরজায় দেখা গেল পলোজভাকে।

'মেরে ফেলেছে,' মেঝের দিকে দেখিয়ে চিৎকার করলে ক্লার্ক, 'দেখুন ওর হাতে কামড়ের দাগ।'

পলোজভা ক্লার্ককে সরিয়ে ঝুঁকে পড়ল হাতটার ওপর।

'না-না, আমার একেবারেই ব্যথা করছে না...'

জোর করে শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলে মুরি, ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও ফোটালে, কিন্তু ঠোঁট তার কাঁপছিল।

একটা পীড়িত স্তব্ধতা নামল। পলোজভা একমনে হাতটা টিপে দেখছিল। ক্লার্ক ভয়ানক ফ্যাকাশে হয়ে যন্ত্রের মতো মুছতে লাগল তার হঠাৎ ঘেমে ওঠা কপালটা।

'না, এটা ফ্যালাঙ্গ নয়,' সহর্ষে বললে পলোজভা। তীব্র স্তব্ধতার মধ্যে তার কথাটা শোনাল যেন আদালতে বেকসুর খালাসের রায়, 'ফ্যালাঙ্গের কামড় হলে গোটা হাতটা মুহূর্তেই ফুলে উঠত, যন্ত্রণাও খুব হত। এটা সম্ভবত মশা কি অন্য কোনো নিরীহ পোকার কামড়। দুর্ভাবনার কিছু নেই। ভবিষ্যতে কিন্তু সন্দেহভাজন সব জীবকে হাত দিয়ে ঝাড়তে যাবেন না।'

হেসে বকবক করে সে পিছের গোটা দুই তিন মজাদার গল্প শোনাল। ক্লার্কের মনে হল, হাসিঠাট্টার মেজাজ তার নেই, ওটা করছে শুধু আবহাওয়াটা লঘু করে দেবার জন্য। তার সহায়তা করার জন্য ক্লার্ক নিজেও হাসতে লাগল। মুরিও হাসলে।

হাসিঠাট্টা করতে করতেই পলোজভা একটুকরো কাগজ নিয়ে থ্যাঁতলানো ফ্যালাঙ্গটাকে তুলে দেশলাইয়ের বাক্সটায় ভরল।

ক্লার্কের ঘর থেকে দ্বিতীয় ফ্যালাঙ্গটা জোগাড় করে সিনিৎসিনকে খবর দেবার জন্য পলোজভা চলে যেতেই ক্লার্ক বলল মুরিকে:

'আজ ওই আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

'বেশ চটপটে মেয়ে,' তারিফ করলে মুরি। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল সে, 'এইটেই তাহলে সেই প্রতিশ্রুত পয়লা মে-র চমক। বুদ্ধিটা ভালোই! কিন্তু বুঝতে পারছি না দেশলাইটা পাঠাল কেমন করে। একেবারে নিখুঁত শিল্পী!'

'হ্যাঁ, সত্যিই রহস্য নয়। আজকের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই বার্কার যে চলে গেছে, এতে তো সত্যি খুশিই লাগছে। থাকার জন্যে ওকে আমি কেবলই বুঝিয়েছি। এই মাকড়ের একটা কামড় যদি ও খেত, তাহলে আমার আর মুখ থাকত না! বোঝা যাচ্ছে, শিল্পী সত্যিই আমাদের তাড়াবার জন্যে লেগে পড়েছে। আপনি কী ভাবছেন, সকালবেলাকার সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন না তো?'

'আর আপনি?'

'এখানেই থাকব।'

'থাকব যখন বলেছি তখন থাকবই। ভাববেন না, আজকের ঘটনাটার পর

আমি বার্কারের মতো চম্পট দেব, আপনাকে ফেলে রেখে যাব একলা। সত্যি বলতে কি, এই সমস্ত ঘটনায় আমার কেমন একটা জেদ চাপছে। বরাবরই আমার ডিটেকটিভ গল্পে ঝোঁক। নিজেই ব্যাপারটার হদিশ করব, আমাদের কর্তৃপক্ষদের সাহায্য ছাড়াই, বোঝা যাচ্ছে এ ব্যাপারে তাদের চমৎকারিত্ব খুব নেই।'

'আসুন দুজনে একসঙ্গেই রহস্যভেদে লাগা যাক।'

ফ্যালাঙ্গ শিকারী

দু'হাতে দুটি দেশলাই বাক্স নিয়ে পলোজভা উৎসবসজ্জিত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সিনিৎসিনকে বাড়িতে না পেয়ে ঠিক করলে অগপু-র স্থানীয় কর্তার বাড়ি যাবে, কেননা ব্যাপারটা নিয়ে দেরি করা চলে না। কর্তা থাকত নিচের দিকে, বড়ো আরিকের পাশে দুই চেনার গাছের কাছে ছোট একটা শাদা বাড়িতে।

মে দিবসের মিছিল সদ্য পেরিয়ে গেছে, শূন্য মঞ্চ ঘিরে মথিত ধুলো উড়ছে, চারিপাশের যৌথখামারের পেছন পেছন মরুভূমিও যেন মিছিলে বেরিয়েছে তার ট্র্যাক্টরে ভাঙা গুহা থেকে। দূর থেকে ভাঙা ভাঙা ঘণ্টির আওয়াজ আসছে। টিনের বোঝা নিয়ে আসছে একদল উটের ক্যারাভান। বোঝা যায়, পথে কোথাও আটকে পড়েছিল, এখন মিছিল শেষ হবার পর শহরে ঢুকছে বিব্রতের মতো, যেন ভোজের শেষে অতিথি।

পলোজভা ঘুরে আরিকের দিকে নামতে লাগল। সাঁকোর কাছে লাল টাই-বাঁধা ছেলেরা পড়ল সামনে — মিছিল থেকে ফিরছে তারা, উত্তেজনায় কী যেন চ্যাঁচাচ্ছে। তাদের মধ্যে কারা আজ পাইওনিয়রের শপথ নিয়ে লাল টাই পেয়েছে তা দূর থেকেই বেশ বোঝা যায়: অনভ্যস্ত লাল রুমালের ফাঁসে বড়ো বড়ো চোখওয়ালা বাদামী মাথা তারা টান করে আছে খুব বিজয় ভঙ্গিতে।

অগপু কর্তা বারান্দায় বসে স্ত্রী ও দুই সহকর্মীর সঙ্গে চা খাচ্ছিল। টেবলে খাঁটি রুশী মস্তো এক সামোভার কালো কালো ফুলকি উদ্গিরণ করছে, প্রাকবিপ্লব রাশিয়ার একমাত্র ব্লাস্ট ফার্নেস।

তার আকৃতি দেখে বোঝা যায় অগপু কতা চা ভালোওবাসে, খেতেও পারে। প্লেটে চা ঢেলে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছিল সে। সহকর্মী দুজনও হার না মেনে চা টানছিল পেয়ালা থেকে। তিন জনের গায়েই শাদা, অল্প মাড়-দেওয়া ইস্ত্রি-করা কামিজ, কলার হাট করে খোলা, তার ভেতর থেকে বুক আর ঘাড় বেরিয়ে এসেছে শ্যাম্পেন বোতলের ছিপির মতো, ঘাম ফুটে বেরুচ্ছে যেন ফুলকি-দেওয়া বুদ্বুদ।

সবাই ওরা সবেমাত্র মিছিল থেকে ফিরেছে — কামিজের ধবলতা দেখেই তা বোঝা যায়, এখন বারান্দার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া উত্তাপের আক্রমণ ঠেকাচ্ছে চা দিয়ে।

পলোজভা অগপু কর্তাকে তার কাজের ঘরে ডেকে এনে অল্প কথায় সকালবেলাকার ঘটনাটা জানাল। কর্তা মন দিয়ে শুনলে, প্রশ্ন করলে। বোঝা গেল আগেকার পত্রবর্ষণের কাহিনীটা সমস্ত খুঁটিনাটিতেই তার জানা। পলোজভার হাত থেকে বাক্স দুটো নিয়ে দুটো কাগজ পেতে আলাদা আলাদা ভাবে ফ্যালাঙ্গ দুটিকে রাখলে তার ওপর। তারপর দেরাজ থেকে আতস কাঁচ নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগল। পলোজভা দেখল তার ভুরু কুঁচকে উঠছে।

'মন্দ নয় তো!.. কোন ফ্যালাঙ্গটা আপনি মেরেছেন?'

পলোজভা বিব্রত বোধ করল:

'দুটো বাক্সই আমি একসঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখন ঠিক আর তফাৎ করতে পারছি না। ভেবেছিলাম ওতে কিছু যায় আসবে না।'

অগপু কর্তা রাষ্ট্রীয় খামারে ফোন করল।

'ম্যানেজারকে। হ্যাঁ, ভালোই। কমারেঙ্কো বলছি। আপনাদের ওখানে ল্যাবরেটরির ভারে একটি মেয়ে আছে। মনে হয় প্রকৃতিবিদ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই। ঠিক ওকেই দরকার। ওকে গাড়ি দিন, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমার বাড়ি চলে আসুক। ভগবান, ভগবান!' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

'আপনার আমেরিকানদের খবর কী? বেদম ভড়কেছে?'

'উল্টো, দিব্যি আছে।'

'ফ্যালাঙ্গের কামড়ে কোন ভয় নেই, আশা করি সে কথাটা ওদের বলেছেন?'

পলোজভা বিব্রত বোধ করল।

'লোকে যে বলে, পচন বিষ আছে...'

'লোকে যদি বলে, মুরগীও দুধ দেয়। আপনিও তাই বলে বেড়াবেন?

লজ্জা হওয়া উচিত। খুব জটিল কাণ্ড কিছু নয়, উদ্দেশ্য 'এশীয় বিভীষিকায়' আমেরিকানদের ভয় দেখানো। সামান্য মেহনতেই অসামান্য ফল। ফ্যালাঙ্গ আমাদের এখানে কত চাই! মাঠে চলে যান না, গণ্ডা গণ্ডা ধরতে পারবেন। শস্তাও বটে। নতুন যারা আসে তারা একেবারে যমের মতো ভয় করে। নানা রকম রাক্ষসখোক্কসের গল্প শুনে এসেছে তো... মোট কথা, এই ধরনের তামাসা ফের হলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।'

'কমরেড কমারেঙ্কো, কিন্তু সে রকম ঘটনা আর যে ঘটাই উচিত নয়। আমেরিকানরা যদি কাজ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন কী কেলেঙ্কারি ব্যাপার। একজন তো চলেই গেছে। সিনিৎসিন তাদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার ভরসা দিয়েছিলেন। ওরকম ব্যাপার যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

'কিন্তু উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, উত্তেজনায় গায়ের রঙ খারাপ হয়ে যায়...' পলোজভাকে বাধা দিয়ে কমারেঙ্কো দেশলাই বাক্সের মধ্যে ফের ফ্যালাঙ্গ দুটিকে পুরল, বাক্সে পেন্সিলের দাগ দিয়ে চিহ্ন দিলে।

'উত্তেজিত হচ্ছি না, আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, বেনামা চিঠির লেখককে বার করার জন্যে কিছু করা হয়েছে কিনা। আমেরিকানরা সেটা জানতে খুব ব্যগ্র। আমরা হদিশ করতে পেরেছি সেটা তাদের জানাতে পারলেই ভালো হয়।'

কমারেঙ্কো তার দরদী চোখ দুটি তুললে পলোজভার দিকে।

'আমেরিকানদের কিছুই জানাবার দরকার নেই। আপনি এসেছিলেন সে কথাও নয়, কী বলাবলি করেছি তাও নয়।'

'সে আমাকে শেখাতে হবে না,' ক্ষুব্ধ হল পলোজভা।

কথাটা কমারেঙ্কোর কানে গেল না।

'কমরেড কমারেঙ্কো, আপনার কাজে আমি অবশ্যই নাক গলাতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয় দোভাষী হিসাবে সারা দিন আমাকে যেহেতু ক্লার্কের সঙ্গে কাটাতে হয়, ফলে প্রাণনাশের সম্ভাব্য চেষ্টার প্রত্যক্ষ দর্শীও হয়ে যেতে পারি, তাই ভালো হয় যদি আপনি আমায় কিছু নির্দেশাদি দেন। অন্তত কোন দিকে নজর রাখব সেটুকুও বলতে পারেন।'

কমারেঙ্কো মাথা নাড়ল।

'আপনাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না কমরেড পলোজভা। এই দেখুন

না, আমার এখানে আসতে না আসতেই দেশলাই বাক্স দুটো গুলিয়ে ফেলেছেন। কোন ধরনের গোয়েন্দা হবেন আপনি? প্রজাতন্ত্রের কল্যাণে লাগুন, নিজের কাজ করে যান, আর এই ব্যাপারটায় দয়া করে নাক গলাবেন না। আমরা নিজেরাই যে করে পারি করব। আহা, রাগ করছেন কেন। সখের গোয়েন্দায় কেবল সর্বনাশই হয়। বরং আমেরিকানদের গা থেকে পোকা কি মাকড় মারতে পারলেই বেশি কাজ হবে। বাস! ভগবান, ভগবান!'

পলোজভা চলে গেলে কমারেঙ্কো দুটো বাক্সই দেরাজে পুরে দরজায় এসে ডাক দিল।

'কমরেড গাল্‌কিন, ও গাল্‌কিন।'

ভেতরে ঢুকল গাঁট্টাগোঁট্টা একটি লোক, হয় অশ্বারোহনের ফলে, নয়ত রিকেট রোগের দরুন পা দুটো তার ধনুকের মতো বাঁকা।

'হাসানকে একটু স্তেপে পাঠাও তো, দুটো ফ্যালাঙ্গ ধরে আনুক, জলদি!'

'ঠিক আছে।'

কমারেঙ্কো ফিরে এল বারান্দায়।

'এসো ত্রশ্‌কিন, পিংপং খেলা যাক। অনেক দিন তোমায় হারাই নি।'

ত্রশ্‌কিন সহকারী কর্তা, বন্ধু। একসঙ্গেই তারা হানা দিয়েছে বাসমাচ শিকারেও বটে, বনশুয়োর শিকারেও বটে।

'বেশ তো খেলা যাক।'

এই সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড এক ধূসর পাগড়ি মাথায় কালো রঙের একটি লোক — বলা ভালো, এসে দাঁড়াল এক পাগড়ি, কুমড়োর মতো মোটা। শুকনো, কোঁচকানো আসল লোকটা মনে হল পাগড়িটারই একটা লেজুড়, চারটে হাত পা যেন তার চারটে অঙ্কুর।

'সাবাস হাসান, সেলাম আলেকুম!' কুমড়োর ডান অঙ্কুরটার সঙ্গে করমর্দন করে বললে কমারেঙ্কো, 'খাসা, আয় আমার সঙ্গে! চটি খুলতে হবে না, মসজিদ তো আর নয়।'

... আধ ঘণ্টা পরে চেনার গাছওয়ালা বাড়িটার কাছে একটি মোটরগাড়ি থামল, তা থেকে নেমে একটি মেয়ে বারান্দায় উঠতেই ধাক্কা খেল মস্তো পাগড়িওয়ালা শুকনো লোকটির সঙ্গে। সে তখন বেরিয়ে যাচ্ছে।

দরজায় কমারেঙ্কো এসে দাঁড়াল।

'রাষ্ট্রীয় খামার থেকে আসছেন? ঠিক আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

আসুন ভেতরে,' আপিস ঘরের দরজাটা সে এঁটে বন্ধ করলে, 'আপনি প্রকৃতিবিদ, তাই না? বলুন তো, কতকগুলো পোকা মাকড় যদি আপনাকে দেখাই আপনি ভেদাভেদ বলতে পারেন?.. আচ্ছা নিজেই দেখুন না...'

কাগজের ওপর চারটে মরা ফ্যালাঙ্গ সে সাজিয়ে দিল।

রাজনীতি ও সেচ

কমারেঙ্কোর কাছ থেকে ফিরে পলোজভা দেখল, আমেরিকান দুজন তখন আলাপ করছে উৎসবের দিনটা কী করে কাটাবে। সমস্যাটা তত সহজ নয়: করার কিছু নেই, যাবারও জায়গা নেই। মুরি বললে জাইরান শিকার করা যাক, পিয়াঁজ থেকে আজ তো আর লরি এসে তাদের তাড়াবে না। ক্লার্কের ইচ্ছে, উৎসবসজ্জিত শহরটায় ঘুরে বেড়াবে। পলোজভা ক্লার্কের প্রস্তাবেই ভোট দিলে।

তিনজনেই তারা ধুলো-ভরা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে চলল, দু'গ্লাস করে ঠাণ্ডা কোয়াস খেলে একটা দোকানে, তারপর বড়ো আরিকটার দিকে নেমে গিয়ে বড়ো একটা চিনার গাছের কাছে আসন নিলে গালিচার ওপর। চিত্তবিনোদনের মতো আর কিছুই ছিল না।

ক্লার্কের সেদিন উৎসবের মেজাজ। যেন আজ তার জন্মদিন, আর চারপাশের সবকিছু জিনিস, চাখানার সামোভারটা, বড়ো চিনার গাছটা সবই যেন কেবল তার জন্যই আনা উপহার। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার পর তার অনেকবারই মনে হয়েছে যে মাকড়সাটা অন্য আরেকটা দিকে লাফ দিলে এই চিনার গাছ, সামোভার, গালিচা বা তার ওপর বসা শাদা ট্রাউজার-পরা মানুষটাও থাকত না, যার দিকে মেয়েলী হাতে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে হলুদ রঙা সুগন্ধী পানীয়, আর 'ক্লার্ক' বলে ডাকতেই যে কুকুরের মতো মাথা ফেরাচ্ছে। তাই সামোভারের ধূর্ত কৃৎকৌশল, চিনার গাছের প্রাজ্ঞ উপকারিতা, অদূরের আঁকাবাঁকা আরিকের উপাদেয় মর্মর, সবই তার ভালো লাগছিল। হাসিঠাট্টা করতে লাগল সে, এমন সব রসিকতা ছাড়লে যা তার পক্ষে কখনো আর সম্ভব হয় নি, কিন্তু আজ কেন জানি, ভয়ানক মজাদার শোনাল। ক্রমাগত হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগল পলোজভা।

শেষ পর্যন্ত চা খাওয়া সাঙ্গ হল, এবার উঠতে হয়, কিন্তু যাবার জায়গা নেই কোথাও। মুরি ফের শিকার যাত্রার প্রস্তাব দিলে। পলোজভা কিন্তু শহরের বাইরে যাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে আরিক বরাবর হাঁটতে লাগল তারা। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল আফগানী ঝড়, মুহূর্তের মধ্যে ধুলোর বিপুল তরঙ্গে অন্তর্ধান করল কলোনি। ক্লার্ক অপেক্ষা করতে লাগল ধুলোটা কেটে গিয়ে কখন আরো এগুনো সম্ভব হবে। নতুন একটা বাতাসের দাপটে মাথার চাঁদিটুপিটা তার খসে গেল। দাঁড়কাকের মতো ঝাপট খেয়ে উড়ে গেল সেটা। তার পেছু পেছু ছোটার উপায় ছিল না: ধুলোর ধূসর কুয়াশায় এক পা দূরের কোনো জিনিসে নজর চলছিল না। পলোজভাকে সে ডাকলে, কাছেই গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কিন্তু গাছ বা পলোজভা কাকেও দেখতে না পেয়ে ক্লার্ক হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে লাগল, বাঁ দিকে দু'পা দূরে ধাক্কা খেল সে মুরির সঙ্গে। তার মনে হল, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মুরি আর পলোজভা যেন বড়ো বেশি ঘেঁসাঘেঁসি করে আছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঠোঁট চিপে চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল তারা তিনজন, যেন তুমুল বর্ষণে গাছের নিচে আত্মরক্ষা করছে। করকরে বালির চাবুক পড়তে লাগল মুখে, সেঁধতে লাগল নাকের মধ্যে, কিচকিচ করতে লাগল দাঁতের ফাঁকে।

কিছুক্ষণ পরে হাওয়াটা একটু কমল, থিততে লাগল ধুলো। তখনো হাঁটু পর্যন্ত তা ফুঁসছে, তাই ধুলোর মধ্যে থেকে উঠা শহরটাকে মনে হল কেমন অবাস্তব: ঘরবাড়ি গাছপালা যেন হাওয়ায় ভাসছে আর সেখান থেকে মাটি পর্যন্ত বিছিয়ে আছে একটা ধূসর ফালি, যা দেখে মরীচিকা চেনে মরুভূমির ক্যারাভানেরা।

'আপনার টুপিটা কোথায়?'

ক্লার্ক দূরের দিকে আঙুল দেখাল।

'ভাবনা নেই, আসুন আমার ঘরে, কাছেই থাকি, আরেকটা দেব আপনাকে।'

রাস্তাটা আড়াআড়ি পার হয়ে পলোজভা থামল একটা মেটে ঘরের সামনে।

'এই আমার আস্তানা, আসুন ভেতরে। হাত-মুখ ধোবেন? ধুলোয় একেবারে ধূসর হয়ে গেছেন সবাই।'

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ক্লার্ক চট করে ছোট কামরাটায় চোখ বুলিয়ে নিলে। ঘরের মেঝে দেয়াল মাটির। ক্ষুদে গবাক্ষটায় পরিপাটি সাদা পর্দা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেওয়া যায় মহিলা থাকে। চাদর ঢাকা সরু খাটিয়া, টেবিল, টুল, আর দেরাজে পরিস্থিতিটা সুসম্পূর্ণ। দেরাজে এবং টেবিলের ওপর পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা আছে একরাশ বই। দেয়ালে পোঁতা হুক থেকে ঝুলছে ডোরা-কাটা প্রভাতী ড্রেসিং গাউন।

টেবিল থেকে কয়েকটা বই নিয়ে পাতা উলটিয়ে দেখল ক্লার্ক। সবই রুশ ভাষায়।

'নিয়ে পানিমায়ু,'* বললে সে রুশীতে। যে গোটা দশেক রুশী কথা সে এখানে ইতিমধ্যে শিখেছে, এটা তার একটা।

'দেখছেন তো, কতবার কথা দিয়েছি রুশ ভাষা শেখাব, কিন্তু কথা রাখতে পারি নি। সময়ই আর হয় না। আসুন, ছুটির এই দিন দুটোয় অন্তত প্রথম দুটো পাঠে লাগা যাক, রাজী?'

ক্লার্ক সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়লে।

একটু চুপ করে থেকে সে বললে, 'কী বই এগুলো?'

'এটা? এটা হল মার্কসের 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', এটা এঙ্গেলসের 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা,' এটাও মার্কসের 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব'।'

'সবই অর্থনীতি?'

'হ্যাঁ, অর্থশাস্ত্র।'

'কিন্তু সেচবিদ্যাটা কোথায়?'

'সেচবিদ্যার বইও আছে। ওই দেরাজে,' অল্প একগোছা বইয়ের দিকে দেখাল সে।

'আপনি কী হতে চাইছেন, অর্থনীতিবিদ নাকি সেচবিদ?'

ঠাট্টাটা খেয়াল হল পলোজভার।

'আপনার মতে যে সেচবিদ বিশ্ব অর্থনীতির ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞান থাকা উচিত নয়?'

'অর্থনীতি, দর্শন, রাজনীতি, সেচ সবই তো আর জানা সম্ভব নয়। বিশ্বকৌশিক পণ্ডিতদের যুগেই সেটা ছিল সম্ভব। আর বর্তমানে, সবকিছু

---

* বুঝতে পারছি না। (রুশ) — সম্পাঃ

জানতে হলে লোককে হতে হবে হয় প্রতিভাধর নয় পল্লবগ্রাহী। আপনি যদি ভালো সেচ ইঞ্জিনিয়র হতে চান, তাহলে আপনার গ্রন্থাগারটা বদলাতে হবে। এই এতগুলো বই,' টেবল আর দেরাজের স্তূপাকার বইগুলোর দিকে দেখাল সে, 'হওয়া চাই সেচ নিয়ে, আর ওইগুলো,' ছোটো গোছাটার দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'হতে পারে দুনিয়ার আর সবকিছু নিয়ে।'

পলোজভার কাছে বক্তৃতা দিতে তার ভালোই লাগছিল।

'কিন্তু আমার মতে, নিজের বিশেষ বিদ্যাটা ছাড়া আর কোনো কিছুর চর্চা যদি কেউ না করে, তাহলে ভালো বিশেষজ্ঞও সে হতে পারবে না,' প্রতিবাদ করল পলোজভা।

'সেচের ব্যাপারে আমি ভালো বিশেষজ্ঞ, সেটা বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে আমি এতটুকু ভাবি না।'

'সেটা কি খুব গর্বের কথা বলে ভাবছেন?'

'আমি যদি ঠিক করতাম রাজনীতিক হব, তাহলে নিশ্চয় আমি সেচবিদ্যা পড়তাম না, শুধু রাজনীতিরই চর্চা করতাম এবং লোকসভায় দাঁড়াতাম।'

'বটে, এই হল আপনার রাজনীতি, লোকসভায় দাঁড়ানো! আমার মতে সেটা একেবারেই অন্য ব্যাপার। আপনারা আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ হেক্টরে আবাদের জন্যে সেচের ব্যবস্থা করেছেন আর এখন এই সব আবাদের মালিকেরা তাদের ফসল নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না, পুড়িয়ে ফেলছে। বছর খানেক পরে হয়ত আবাদের আয়তন কমাবার জন্যে আপনার সেচ-ব্যবস্থাটাই ভাঙতে শুরু করবে। তাহলে সেটা বানিয়ে আপনার কী লাভ হয়েছিল? নাকি তাতে আপনার কিছু এসে যায় না?'

'আপনার ধারণা, আমি যখন আমেরিকান, কমিউনিস্ট পার্টির লোক নই, ইঞ্জিনিয়র, তাহলে নিশ্চয় আমি বুর্জোয়া দুষমন। একেবারে বাজে কথা। কী আপনি জানেন আমার সম্পর্কে? কিছুই না। আমার বাবা ছিলেন সাধারণ একজন কম্পোজিটর। আর আপনার বাবা ছিলেন সম্ভবত ডাক্তার কি উকিল। বলা যায় না, আপনার চেয়ে হয়ত প্রলেতারীয় রক্ত আমার মধ্যে বেশি।'

'আমার বাবা ছিলেন পেশাদার বিপ্লবী। আমার বুদ্ধিজীবী জন্মসূত্র নিয়ে মিছেই আমায় খোঁচা দিতে চাইছিলেন। বেড়ে উঠেছি আমি ঠিক

মজুরদের মধ্যেই। আমার বাবাকে যখন নির্বাসনে পাঠানো হয় তখন বাচ্চা অবস্থায় আমায় পোষ্য নেন তাঁর এক পার্টি কমরেড, মজুর। বেড়ে উঠি শহরতলীর বস্তিতে। অনেক বছর পরে, বাবা যখন বিদেশে পালাবার সুযোগ পান, তখন বাবার কমরেডরা আমায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন ইংলণ্ডে, সেখানে আমরা ছিলাম মাত্র কয়েক বছর, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত।'

'আমি আপনাকে খোঁচা দিতে চাই নি। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে আপনার ধারণা, মজুর নয় এমন আমেরিকান মাত্রই হল চেক প্যাণ্ট-পরা একটি লোক, মাথায় টুইড টুপি, দাঁতের ফাঁকে ডলার। আমাদের দেশেও ঠিক একই ভাবে এখনো পর্যন্ত ব্যঙ্গ পত্রিকাগুলোয় রুশীদের দেখানো হয়, ইয়া দাড়ি, দাঁতের ফাঁকে ছোরা।'

'এটুকু মেনে নিন যে আমি ঠিক অতটা সরল করে দেখি না, তবে এ কথা ঠিক যে আপনাকে আমি প্রায় আদপেই জানি না, আর আমেরিকান জীবন সম্পর্কে জানি কেবল উপন্যাস আর সংবাদপত্র থেকে।'

'দেখছেন তো, আজ আপনি যে লোকটার জীবন বাঁচালেন তাকে আদৌ প্রায় চেনেন না। না বাঁচালেই হয়ত ভালো ছিল? কেননা এতে করে আপনি যতই হোক নিজের জীবনেরও তো ঝুঁকি নিয়েছিলেন: আপনি ফসকে গেলে ফ্যালাঙ্গটা তো আপনার ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। তবে সত্যি বলতে কি, এখানেও হয়ত রাজনীতিই আছে: আপনি তো আর আমায় বাঁচান নি, বাঁচিয়েছেন একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রকে, যা নইলে আপনার সরকারকে ঝামেলায় পড়তে হত।'

'কেউ বিপদে পড়লে — সে যদি শত্রু না হয় — তাহলে লোকে স্রেফ সাহায্যই করে, ভাবতে বসে না কী কারণে সাহায্য করতে যাচ্ছে। তাছাড়া ফ্যালাঙ্গের বিষ নিয়ে গুজবটা খুবই অতিরঞ্জিত। খুব সম্ভব চিঠিগুলোয় কাজ হয় নি দেখে আপনাদের ভয় দেখাবার জন্যে ওগুলোকে ছাড়া হয়েছিল।'

'সে যাই হোক, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'আপনার চোখের সামনে ধরা যাক যদি একটা মাতাল এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে আপনিও যে আমার সাহায্যেই আসতেন, সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। আর অচেনা লোকটা যদি আমায় কোনো একটা কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়, তাহলে অতটা অচেনা হয়ে না থাকলেই হয়। আপনি

নিজেই তো সকালে বললেন যে আপনার মনে হচ্ছে আমরা পুরনো বন্ধু। আরো একটু বেশি জানাশোনার অধিকার পুরনো বন্ধুর আছে বৈকি।'

একজন আমেরিকানের কথা

লোকের জীবন শুরু হয় নানাভাবে। কারো শুরু হয় ঝলমলে খ্রীষ্টমাস দিনের সন্ধ্যায়, রাশি রাশি খেলনায়, আশ্চর্য এক দীপান্বিত তরুর তলায়, কারো শুরু হয় স্যাঁতসেঁতে হেমন্তের প্রদোষে, বাতির মিটমিটে আলোয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এক সারি মুখের নিচে, স্মৃতির অমলিন পটে যাদের ছাপ পড়ে যায় চিরকালের মতো।

বাচ্চা জিমির জীবন শুরু হয় এক মেঘলা প্রত্যুষে, যখন তার বাপ কাজ থেকে ফিরে জামা পোষাক না ছেড়েই সকালের কফি ফোটাচ্ছিল। তারপর দুজনেই তারা টেবলে বসে তিক্তমধুর কিছু একটা পানীয় খেতে শুরু করে, কিন্তু জিভে ছ্যাঁকা লেগে জিমি কাঁদতে থাকে।

মাকে জিমি জানত না। পরে কিছুটা বড়ো হয়ে সে সিদ্ধান্তে আসে যে টানাটানির সংসারে বিরক্ত হয়ে মা তার বাপকে ছেড়ে পালায় এবং দু'ধাপ উঁচুতে কোথাও গুছিয়ে বসে। বাপ কখনো তার কথা বলে নি, ঘরে তার একটা ফোটোগ্রাফও ছিল না। মস্তো এক পত্রিকার ছাপাখানায় কাজ করত তার বাপ, আর কাজ করত বরাবরই রাতে। ফিরে আসত ভোর বেলায়, কফি খেতে বসত, যেটা নিজেই বানিয়ে নিত মিক্সারে। পাঁচ বছর বয়স থেকে জিমি জেগে উঠতে থাকে ঠিক তার আসার সময়েই এবং একসঙ্গে প্রাতরাশ সারত। তখনো ভেজা মস্ত কাগজখানা নিয়ে বাপ চেঁচিয়ে পড়ে শোনাত গোটা দুনিয়ার খবর। সেই ছিল জিমির ভূগোলের প্রথম পাঠ। এরপর বাপ শুতে যেত আর জিমি রাস্তায় বেরুত অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলবার জন্য। শুধু ঘণ্টা খানেক পরেই রাস্তায় দেখা দিত কাগজওয়ালারা, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাঁকত বাপের কাগজের নাম আর খবরের শিরোনামাগুলো, যা জিমি আগেই জানে। লোকে কাগজ কিনত কাড়াকাড়ি করে।

খবরের কাগজের উপকারিতা সম্পর্কে জিমির ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট। তার ধারণা হয়েছিল কাগজটা সম্ভবত বিগত দিনের খতিয়ান, আগামী দিনের

কর্মসূচি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় প্রতিটি লোককেই একটি কাগজ কিনে জানতে হবে কী আজ তার করণীয়। অনেক বার জিমি কল্পনা করার চেষ্টা করেছে কী হবে যদি একদিন কাগজ না বেরয়? কিন্তু হঠাৎ একদিন সূর্য না ওঠার মতো এ ঘটনাটাও ছিল একেবারে অবিশ্বাস্য। নিশ্চয় সবকিছু তাহলে থেমে যেত, লোকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তায়, ভেবে পেত না কোথায় যাবে। বাপ ছিল তার নিজের মতো এক নাস্তিক, জিমিকে কখনো বাইবেল পড়ে শোনায় নি সে, তবে তা না পড়েও দুনিয়ার শেষ সংহার সম্পর্কে এই রকম একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছিল জিমির।

জিমি ভাবত তার বাপই বোধ হয় কাগজের মাথা, আর সে দুনিয়ায় বাপের ভূমিকা নিয়ে মনে তার গর্ব ছিল। মাঝে মাঝে এই ভেবে জিমির উদ্বেগ হত যে, তার বাপের যদি একদিন অসুখ হয় তাহলে কী হবে। কিন্তু জবাবটা নিজের জানা না থাকায় এবং বাপকে জিজ্ঞেস করার সাহস না পাওয়ায় সে স্থির করে ও নিয়ে না ভাবাই বরং ভালো।

একদিন সন্ধ্যায় জিমিকে শুইয়ে বাপ বরাবরের মতো কাজে গেল না। বাতি জ্বেলে চেয়ারে বসে বই পড়তে লাগল।

ঘুমের ভান করলে জিমি, চোখের ফাঁক দিয়ে নজর রাখলে বাপের ওপর। বাপের কিন্তু বেরুবার কোনো লক্ষণ নেই। ন'টা বাজতে জিমি আর পারল না, বাপকে জিজ্ঞেস করলে কেন সে কাজে যাচ্ছে না। বাপ তার কাছে বিছানায় বসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, কাজে সে আজও যাবে না, কালও যাবে না, ছাপাখানা ধর্মঘট করেছে জিমির মতো ছেলেদের যাতে খাবার মতো রুটি মেলে সেই জন্যে। এই ব্যাখ্যাটুকুই যথেষ্ট বিশদ জ্ঞান করে বাপ জিমিকে ঘুমতে বলে ফের বই টেনে নিলে। সে রাতে জিমির ভালো ঘুম হল না, অবিশ্বাস্য কী সব স্বপ্ন দেখলে। সকালে যথাসময়েই ঘুম ভাঙল। বাপ তার খাটে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। লাফিয়ে উঠল জিমি, ঠিক করলে রাস্তায় ছুটে গিয়ে দেখবে কী হচ্ছে সেখানে। পোষাক পরা তার প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় ঘরে টোকা পড়ল। ঘরে ঢুকল জনকয়েক পুলিস। গোটা ঘরখানা তারা ওলটপালট করে ছাড়ল, বাপের পোষাক পরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তারপর সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কিয়ে নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

একা পড়ল জিমি। পরিষ্কার সে বুঝতে পারল বাপ তার মহা অপরাধ করেছে, তার দোষে কাগজ বেরয় নি, এবার শাস্তি পেতে হবে তাকে।

কৌতূহলে রাস্তায় ছুটে বেরল জিমি, ইচ্ছে হচ্ছিল বাপের অপরাধের কী পরিণাম দাঁড়িয়েছে দেখবে। রাস্তায় কিন্তু সবই সেই আগের মতো, শুধু কাগজওয়ালাদের হাঁক-ডাক নেই, হাঁটতে হাঁটতেই লোকে ভিজে কাগজগুলো খুলে দেখছে না বটে, কিন্তু প্রতিদিনকার মতোই যাচ্ছে তারা একই দিকে; প্রতিদিনকার মতোই রাস্তায় লরির ঘড়ঘড়, কেনা বেচা চলছে দোকানে, যেন কিছুই বদলায় নি। তখন বাপের কী হয়েছে সে কথা আদৌ না বুঝে সরবে কেঁদে ওঠে জিমি। পাড়া প্রতিবেশীরা তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করতে লাগল, বাপ ওর বিশ্ব শিল্প শ্রমিক সঙ্ঘের লোক, এবার জেলে পুরছে, ঠিকই হয়েছে। বিশ্বশ্রমিক কী ব্যাপার সেটা জিমি জানত না, ফলে কান্নাটাই তার আরো বাড়ল।

পরের দিন কাগজ বেরল, কিন্তু বাপ ফিরল না। পরের দিনও নয়, তার পরের দিনও নয়। পাড়ার লোকেরা করুণাবশে তাকে খাওয়াত, কিন্তু খাবারে তাদের নিজেদেরই টানাটানি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত জিমি, এঁটোকাঁটায় পেট ভরাত। দিন কয়েক পরে ঘর থেকেই বিতাড়িত হল সে, নতুন ভাড়াটে বাসা নিল সেখানে। একটা প্যাকিং কারখানার পেছনে তক্তা কাঠ আর চাঁচুনির মধ্যে আস্তানা গাড়লে জিমি। কতদিন কাটল সেটা জিমি বলতে পারে না। একদিন সকালে চাঁচুনির শয্যা থেকে সে আর উঠতে পারল না। হয়ত কোনো একটা উচ্ছিষ্ট খেয়ে বিষক্রিয়া হয়েছিল, নয়ত স্রেফ অনশনের পীড়া। প্যাকিং মিস্ত্রি তাকে ভুল বকতে দেখে নিজের রান্নাঘরে নিয়ে আসে। তারপর একদিন তার বাপ এসে হাজির হল, কিন্তু জিমি তাকে চিনতে পারল না। জ্বরে ছটফট করছিল জিমি, খবরের কাগজের পুরনো খবরের কী সব শিরোনামা আওড়াচ্ছিল।

বাপ তাকে নিয়ে আসে তার কোনো পরিচিত দেশোয়ালীর কাছে, সেখানে তাকে সারিয়ে তোলে। পরে সে বলেছিল: সবাই ভেবেছিল জিমি বাঁচবে না। বাপ তখন কাজ করছিল ছোটো কোন একটা ছাপাখানায়। মালিক তার দেশের লোক। এবার একটু ভালোভাবেই দিন কাটছিল তাদের, জিমি সুস্থ হয়ে উঠলে বাপ তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়।

একবার, হয়ত বছর খানেক পরে — জিমি তখন ঘুমচ্ছে, তার বাপের কাছে এল তার দুই পুরনো বন্ধু, আগের বাসায় এরা প্রায়ই আসত। জোরে জোরে কথা কইতে লাগল তারা। জিমির ঘুম ভেঙে যায়, কান পেতে সে

তাদের কথাবার্তা শুনতে থাকে। তাদের একজন, লম্বা, রোগা, নাম তার জ্যাক, টেবলে ঘুষি মেরে বলছিল, জিমির বাপ নাকি পুরনো বিশ্বশ্রমিকওয়ালা, সমস্ত মজুরেরা যখন ধর্মঘটে নামছে তখন মজুর সংহতি ভঙ্গ করা তার উচিত নয়। তার দেশোয়ালী কর্তাকে বোঝাতে হবে যাতে কারবার বন্ধ করে অর্ডার নেওয়া সে থামায়। বাপ ভারি চটে উঠেছিল। চিৎকার করে বলছিল চুলোয় যাক বিশ্বশ্রমিকেরা, ও যখন জেলে যায়, তখন বহু বিশ্বশ্রমিকওয়ালাই পরের দিনই গিয়ে কাজে যোগ দেয়। টেবলে ঘুষি মেরে সে বলছিল নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরতে সে আর রাজী নয়। যখন সে জেলে ছিল তখন ছেলেটা তার না খেয়ে মরতে বসেছিল। কোনো বিশ্বশ্রমিকওয়ালাই তার জন্যে দরদ দেখায় নি। দ্বিতীয় বার ছেলেটা খিদেয় মরবে, ইশকুল ছাড়বে, এটা সে কিছুতেই হতে দেবে না। ও চায় না যে ছেলেটা তার মতোই একজন সাধারণ মজুর হবে, তার কী করা উচিত না উচিত সেটা য়েন কেউ বলতে না আসে। সমস্ত বিশ্বশ্রমিকওয়ালারাই তার মতো আগে একবার জেল খেটে দেখুক, তারপর যেন তার সঙ্গে আলাপ করতে আসে।

অনেকখন ধরে চেঁচামেচি চলল। তারপর জ্যাক এবং ইউজিন জিমির বাপকে বললে, সে বিশ্বাসঘাতক, সাঁচ্চা মজুরদের কেউ তার সঙ্গে করমর্দন করবে না, আর জিমির বাপ চ্যাঁচাল, গত ধর্মঘটে যারা বেইমানি করেছে তারা যেন মুখ সামলে থাকে। জ্যাক তখন তার কাছে এসে মুখে এমন এক ঘুষি মারে যে জিমির বাপ ছিটকে ধাক্কা খায় দেয়ালে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ওরা চলে যায়। জিমির বাপ বহুক্ষণ উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে থাকে ঘরের মধ্যে, তারপর টুপি পরে বেরিয়ে যায়। ফেরে যখন তখন সকাল হয়ে এসেছে। জিমিকে জাগিয়ে দিয়ে টেবল উল্টে ফেলে পোষাক ছেড়ে কী একটা গান গায় সে। মদের কড়া গন্ধ আসছিল তার কাছ থেকে।

এই নৈশ আলাপটার পর জিমির বাবার অবস্থা বেশ ভালো হয়ে উঠল। পরে জিমি যতটা বুঝেছিল, বাবা তার দেশোয়ালী কর্তার জন্য অনেক অর্ডার নিয়ে আসে, সে তাকে পার্টনার করে নেয়। আরো তিনজন মজুর লাগায় তারা এবং বছরের শেষে দ্বিতীয় মেসিন কেনে। ভালো ইশকুলে জিমিকে ভর্তি করলে তার বাপ, খ্রীষ্টমাসে রেলগাড়ি কিনে দিলে, গাড়িটা নিজে নিজেই রেল লাইন দিয়ে ছোটে, স্টেশন এলে দাঁড়ায়। জিমি বড়ো হয়ে ইঞ্জিনিয়র হবে।

ছাপাখানার অবস্থা ভালোই চলছিল, কিন্তু বাপ মদ ধরলে। থেকে থেকেই মদ খেত সে, সেদিন কাজে যেত না, রাতেও বাড়ি ফিরত না, ফিরত কেবল জিমি ইশকুলে চলে যাওয়ার পর। শীগগিরই জিমি টের পেলে যে বাপ মাতাল অবস্থায় ছেলের চোখে পড়তে চায় না। প্রথম প্রথম পার্টনার বাপের কাছে এসে মদ ছাড়ার জন্য বোঝাত। সেটা ঘটত যখন সাধারণত জিমি ঘুমত, বা ঘুমের ভান করত। পার্টনার বলত, কারবার ফেঁপে উঠছে, শীগগিরই তৃতীয় মেসিন কেনা যাবে। বাপের সে কথা বোঝা উচিত, কারবারটা বানচাল করা চলে না। আর কিছুর জন্য না হলেও অন্তত ছেলের মুখ চেয়ে চিরকালের মতো মদ ছাড়া উচিত। বাপ কথা দিত; দিন কতক কাটত, তারপর ফের 'নেশার' ঝোঁক চাপত। তবে মাঝখানের ওই কয়েকদিন বাপ খাটত খুবই বেশি, ছাপাখানার জন্য নতুন নতুন অর্ডার নিয়ে আসত, তাই একটা অপরিহার্য অকল্যাণ হিসাবে তার পর্যায়িক মদ্যপানটা সহ্য করে যেত পার্টনার।

এইভাবেই কয়েক বছর কাটে। জিমি যখন ইশকুল শেষ করছে তখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে আমেরিকা। রাস্তায় রাস্তায় দেখা দিল রিক্রুটিং কেন্দ্র। সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠল, মিত্রশক্তিদের পতাকায় সুসজ্জিত হয়ে পতপত করতে লাগল নগর। জিমির ক্লাসের সমস্ত ছেলেরাই ঠিক করলে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে যোগ দেবে।

ভয়ানক উদ্দীপনা নিয়ে জিমি সেদিন বাড়ি ফেরে, ঠিক করেছিল নিজের সিদ্ধান্তের কথা তক্ষুণি সে বাপকে বলবে, কিন্তু বাপ বাড়ি ছিল না। পরের দিনও বাড়ি ফিরল না সে। খোঁজ করতে জিমি গেল ছাপাখানায়। ভয়ানক লাল হয়ে উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে বারান্দায় ছুটোছুটি করছিল পার্টনার। জিমিকে সে বললে, বাপকে তার চার নম্বর এভেনিউতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অসম্ভব কেলেঙ্কারি বাধিয়ে তুলেছিল সেখানে। মঞ্চে উঠে সারা রাস্তা ফাটিয়ে সে চিৎকার করতে থাকে যে সমাজতন্ত্রীরা মজুরদের প্রতি বেইমানি করেছে, বাধ্যের মতো হাঁদা মজুরেরা হাড়িকাঠে গলা দিতে চলেছে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ও জাতীয় পতাকার মান হানি করেছে তার বাপ। পুলিস ভ্যানে ঠেলে তোলার পরও চ্যাঁচানি সে থামায় না। হম্বিতম্বি করে ছটফট করে বেড়াচ্ছিল পার্টনার। সোশ্যালিস্ট সিণ্ডিকেটদের চিঠি দেখাল সে জিমিকে, নিরুত্তাপ ভাষায় তারা তাদের সমস্ত অর্ডার নাকচ করে দিচ্ছে। কারবার

বানচাল করতে চায় জিমির বাপ। বহুদিন তার বদখেয়াল সহ্য করেছে পার্টনার। এখন জিমির বাপ যখন এই অভিশপ্ত বিশ্বশ্রমিকওয়ালার মূর্তি ধারণ করেছে, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। পার্টনার অবিলম্বেই তার হিসেব চুকিয়ে দেবে, নিজের ফার্মের নামে আর কলঙ্ক লেপন করতে সে দেবে না।

জিমির বাপ ফিরল পঞ্চম দিনে। দেখে প্রায় চেনা যায় না। মুখখানা ফুলে উঠেছে, ডান চোখের ওপর মস্তো একটা ফোলা, রক্তাক্ত আহত নাকটায় প্রায় মুখের অর্ধেক ঢেকে গেছে। সামনের দাঁতগুলো নেই, ওপরের ফোলা ফোলা ঠোঁটে কোনো রকমে সেই ফাঁকটা চাপা পড়েছে।

জিমির গোটা ক্লাস সেদিন সন্ধ্যায় যাত্রা করে, জিমি একলা পড়ে থাকতে পারে না। বাপের সঙ্গে আলাপটা সে আর মুলতুবি রাখতে চায় না। বললে, সে এবং তার ক্লাসের সমস্ত বন্ধুরা বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতাকে রক্ষা করা কর্তব্য বলে মনে করে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম দিয়েছে সে, আজই ক্যাম্পে যাবে।

বাপ তার দিকে চেয়ে বলেছিল :

'এমন কুলাঙ্গারের জন্যে সারা জীবনটা নষ্ট করে কী আহাম্মুকিই করেছি।'

তারপর টুপি পরে বেরিয়ে যায় সে। আর কখনো তাদের দেখা হয় নি।

জিম যায় ক্যাম্পে, তারপর ফ্রন্টে। ফ্রন্টের মামুলী সৈন্য জিমের এই প্রত্যয় জন্মায় যে চার নম্বর এভেনিউতে বাপ তার তেমন বেঠিক কথা কিছু বলে নি। বর্বরতার হাত থেকে সভ্যতা রক্ষার ব্যাপারটা দেখা গেল কম বর্বর নয়। শিকাগোর কসাইখানা দেখেছিল জিম -- এখানকার চেয়ে সে জবাই বরং অনেক ভালো, যদিও এমন বাদ্যের আয়োজন ছিল না।

যুদ্ধ শেষের পর জিম নিউ-ইয়র্কে ফেরে, বাপকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। পার্টনার তার কথা রেখেছিল, এক পয়সাও না দিয়ে বাপকে সে খেদায়। তারই পক্ষে ছিল আইন এবং জাতীয় পতাকা, যাতে ধিক্কার হেনেছিল তার বাপ। জিম এইটুকু খবর পেলে যে বাপ তার শহরের এক হাসপাতালে মারা গেছে, কেউ বলে প্রলাপ জ্বরে, কেউ বলে দেশপ্রেমিক কোন এক কোম্পানির সঙ্গে কলহে পিটুনি খেয়ে। তবে সেটা কোনো বড়ো কথা নয়। একটা জিনিস জিম অভ্রান্তরূপে জেনেছিল : তার বাপের সম্পর্কে বিশ্বশ্রমিকওয়ালাদের আর

কোনো আগ্রহ ছিল না : ৪ নং এভেনিউতে যখন সে পিটুনি খেয়েছিল তখনও নয়, তারপরেও নয়। তাদের ধারণা হয়েছিল লোকটার মুখে একটা ঘুষি ঝেড়েই যথেষ্ট কর্তব্য করা গেছে, আপাতত শুভদিনের অপেক্ষায় নিজেদের বিশ্বাস শিকেয় তুলে রেখে ফ্রণ্টে যাত্রা করাই শ্রেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ইঞ্জিনিয়র হল জিমি। কাজ করে সে কালিফোর্নিয়া স্টেটে এবং আরো বহু জায়গায়। তারপর চারিপাশেই শুরু হয়ে যায় নতুন যুদ্ধপ্রস্তুতি, সংকট, দেউলিয়া ঘোষণার আলাপ এবং একদিন কাজ গেল জিমির। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের গেটের কাছে জীর্ণ কোট-পরা লোকেরা তার হাতে গুঁজে দেয় শীর্ণ যত সব প্রচারপত্র, মোটা মোটা পুস্তিকা। বেকারি ও নতুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গৃহযুদ্ধের নিশানের তলে সমবেত হওয়ার কথা বলা ছিল তাতে, দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছিল মার্কস থেকে। ওপর তলায় অন্য লোকেরা অন্য ধরনের প্রচারপত্র আর পুস্তিকা দিলে : ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে তাতে, সকলের পক্ষেই এমন সুকঠিন সময়ে নিয়োগকারী ও মেহনতীদের মধ্যে শান্তি রক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে, আর এতেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে মার্কস থেকে।

রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল না জিমির, প্রচার পুস্তিকা সে পড়ে নি। এতে তার বাবার ঘুষি খেয়ে জোগাড় করা সোশ্যালিস্ট সিণ্ডিকেটগুলোর অর্ডারের কথাই মনে পড়ত। তার বেকার সহকর্মীরা কথা বলত প্রচারপত্রের ভাষায় দুনিয়া ঢেলে সাজার তত্ত্ব পেশ করত, কিন্তু বরাবর জিমি জবাব দিয়ে এসেছে, এমন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতায় তার সন্দেহ আছে, যার সাহায্যে একদল প্রমাণ করছে সমাজ-ব্যবস্থা বদলানো দরকার, আরেকদল প্রমাণ করছে তাকে বাঁচানো উচিত। নাকি সেটা বাইবেলের মতো, যেমন খুশি ভাষ্যের ব্যাপার? কিন্তু বাইবেল অন্তত বৈজ্ঞানিকতার দাবি করে না।

টেবলের দেরাজে কাগজপত্রের অনেক তলে পড়ে আছে জিমির সামরিক ডায়েরি — লিখেছিল ফ্রণ্টে থাকার সময়। দিনলিপি শেষ হয়েছে তার বাপের মৃত্যুর বর্ণনা দিয়ে, তার একটা সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী দিতে গিয়ে হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেছে অর্ধসমাপ্ত একটি বাক্যের মাঝখানে।

একদিন ভূগোলকের অপরার্ধে জিমির কাহিনীটা সব শুনে লাল ফৌজীর হেলমেটের ফ্ল্যাপের মতো বব করা বাদামী চুলওয়ালা একটি মেয়ে বললে :

'আমার ধারণা, বাপের কাহিনীটা জিমি পুরো ভেবে দেখে নি, শেষ অনুচ্ছেদটি তাতে নেই। চার নম্বর এভেনিউতে বক্তৃতা মঞ্চে ওঠার সময় জিমির বাপ যা বুঝতে পেরেছিল, সেটা জিমি এখনো বোঝে নি। তবে খুব বেশি মেহনত তার জন্যে দরকার হবে না। আমার কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস আছে: সেটা বোঝার জন্যে নতুন একটা যুদ্ধ ঘোষণার অপেক্ষা করতে হবে না তাকে।'

ইঞ্জিনিয়র উর্তাবায়েভের পরীক্ষা

নদীটা থেকে ক্যানেলের খাতটাকে তফাৎ করে রেখেছে একটা সরু ড্যাম। ক্যানেল খাতটার দু'পাশে গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি এক্সকেভেটর, যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে নিচে। জায়গাটার ওপরকার স্তরের নুড়ি খুঁড়ে ফেলে কাজ তাদের শেষ হয়েছে, তার তলে শুরু হয়েছে প্রস্তর স্তর, এক্সকেভেটরের দাঁত তার উপরিভাগটায় আঁচড় কেটেই অসহায় হয়ে পড়ল। তখন লোকে এসে পাথর ফাটাতে লাগল ডিনামাইট দিয়ে। দিনে তিনবার করে হুইসিল বেজে উঠত খাতটায় আর ছড়ানো ছিটানো পাথরগুলো বেয়ে লোকে ছুটত ওপর দিকে। তারপর নিচু থেকে আসত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়... অষ্টম বিস্ফোরণের আওয়াজ, ভাঙা ভাঙা, তাল-মাপা, কামানের তোপের মতো। আক্রমণের আগে এটা যেন একটা সংক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ। আর ষোড়শ গোলার গর্জন মেলাতেই লোকে ধেয়ে নামত নিচে, চিৎকার করে, বেঅনেট বাগিয়ে ছত্রভঙ্গ পাথরকে ভূপাতিত করতে। তাদের পেছু পেছু আসত আরো একদল লোক, ঠেলা গাড়িতে পাথর বোঝাই করে ছুটত এক পাটাতনের সরু পথ দিয়ে।

ছুটতে হত পাটাতন দিয়ে এক নিঃশ্বাসে। একমুহূর্তের জন্য থামা মানেই মাঝপথে গোটা বোঝা খালাস করা। তীরের কাছে এসে ঘড়ঘড়িয়ে মাল খালাস করত, আর ঝরন্ত সে পাথরকে লুফে নেওয়া হত এক্সকেভেটরের হা-করা মুখে, তারপর একটা অর্ধবৃত্তাকার রচনা করে তা এগুত ওপর দিকে, আর ড্যাম পেরিয়ে নদীর ঘোলা জলে নিক্ষিপ্ত হত। একমুহূর্তের জন্য পাক দিয়ে উঠত স্রোত, কিন্তু পেশল তরঙ্গ নবশক্তির জোগান এনে বিরাট বোঝাটাকে ঠেলে নিয়ে যেত ভাটিতে, অদৃশ্য আরেকটা ঠেলা গাড়িতে।

ক্লার্ক বাঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গতকালের একটা খতিয়ান দেখছিল, এমন সময় কির্শ আর মরোজভ উঠে এল তার কাছে।

'আপনার অবস্থাটা কেমন?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে কির্শ, 'একটু একটু এগুচ্ছে?'

'খুবই ধীরে। ক্যানেল খোঁড়া বন্ধ রেখে দুটো ক্রেন-লরির বদলে দুটো এক্সকেভেটর পাঠাতে হয়েছে এখানে। আর কোনো উপায় ছিল না। দুই ধাপ বাঙ্কার দিয়ে যদি এখানে খুবই সাধারণ গোছের একটা কনভেয়ার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে কয়েকদিনেই খাতটা শেষ করা চলত।'

'উপায় নেই! কয়েক শ' মিটার বেল্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলাম মস্কোয়, কিন্তু মালটায় আমাদের এখানে ঘাটতি আছে, চট করে পাব বলে ভরসা কম। এক্সকেভেটরের শভেল দিয়ে একটা মাইন হোয়েস্ট বসালে হয় না? তাতে অন্তত একটা বুসিরাস ছাড়া পেত।'

'কাঠ নেই। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। পাওয়া সম্ভব নয়।'

'হু... একটু আয়োজন করে নেবার মতো সময় ছিল না, একই সঙ্গে কাজ চালাতে চালাতেই প্রস্তুতির ব্যবস্থা করে নিতে হবে — এটা খুবই কঠিন।'

'মাপ করবেন,' ক্লার্কের পেছন থেকে মুরির গলা শোনা গেল, কথাটা তার কির্শের উদ্দেশে, 'আমার একটা জরুরী ব্যাপার আছে। আমি কাল, সন্ধ্যায় আপনার আপিসে গিয়েছিলাম, আপনাকে পাই নি। খুবই ভালো হয়েছে যে মিঃ মরোজভও রয়েছেন। বিশেষ জরুরী সমস্যা। মিনিট দশেক সময় হবে?'

'নিশ্চয়! চলুন কমরেড মরোজভের ইউর্তায় যাওয়া যাক, সেখানে নির্বিঘ্নে কথা বলা যাবে।'

নিবিড় ছায়া ইউর্তায়। নীল নক্সা ছড়ানো টেবল ঘিরে বসল তারা, মিনিটখানেক চুপ করে থেকে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে ঠাণ্ডা বাতাস টানল। তারপর মুরি বললে:

'আমি জানি যে উপপ্রধান ইঞ্জিনিয়র হিসাবে মিঃ উর্তাবায়েভ আমার সাক্ষাৎ উপরওয়ালা। আপনাদের চোখে আমি তাঁকে কোনোরকম ভাবে খাটো করতে চাইছি, তা ভাববেন না। কয়েকদিন ধরে আমি এ নিয়ে ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ব্যাপারটায় চুপ করে থাকার অধিকার আমার নেই।'

পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে ফেললে সে।

কির্শ উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

'আমার সহকর্মী বার্কার চলে যাওয়ার পর এক্সকেভেটরগুলো জুড়ে তোলার ভার আমি যেদিন থেকে নিয়েছি, বিশেষ করে সেদিন থেকেই আমি ব্যাপারটার জন্যে দায়ী বোধ করছি, এবং এ সব দামী যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে দিতে আমি পারি না। তাতে গোটা নির্মাণকাজই অচল হয়ে পড়বে, এবং এই বর্বর কান্ডটা যখন হচ্ছিল তখন আমি কোথায় ছিলাম, সময় থাকতে কেন তার হুঁশিয়ারি দিই নি, এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার থাকবে আপনাদের। মুহূর্তের জন্যেও আমার এতে সন্দেহ নেই যে মিঃ উর্তাবায়েভের উদ্দেশ্য খুবই শুভ, নির্মাণকাজের গতিবেগ বাড়ানোর সাধু উদ্দেশ্যেই তিনি চালিত হয়েছেন। তবে উদ্দেশ্যটা এক কথা, তার ব্যবহারিক ফলাফল অন্য ব্যাপার, এক্ষেত্রে তাতে সমূহ বিপর্যয় ঘটতে পারে।'

'একটু দাঁড়ান, আমি এখনো বুঝতে পারছি না উর্তাবায়েভ ঠিক কী করলে? এক্সকেভেটর জুড়ে তোলার ব্যাপারটা কি ও দেখছে, আপনি নন?'

'ও কাজটার পরিচালনা বা তার জন্যে জবাবদিহি করার উপায় আমার কার্যত নেই। এক্সকেভেটর আর এখানে খোলা অবস্থায় আসে না। এখন তা জুড়ে তোলা হচ্ছে একশ' কুড়ি কিলোমিটার দূরে, জেটির কাছে মিঃ উর্তাবায়েভের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে।'

'কিন্তু এখানে সেগুলো পাঠাবে কী করে? দাঁড়ান দাঁড়ান, কিছু একটা গোলমাল আছে নিশ্চয়।'

'নিঃসন্দেহে! ব্যাপারটা হল, জেটি থেকে এখানে খোলা অবস্থায় এক্সকেভেটরগুলো বয়ে নিয়ে আসার মতো যথেষ্ট ট্র্যাক্টর আমাদের নেই। মিঃ উর্তাবায়েভ এ সমস্যার খুবই সোজা সমাধান বার করেছেন। মনে হচ্ছে ওঁর যুক্তিটা এইরকম: এক্সকেভেটরদের বইতে হবে কেন, ওদের নিজেদেরই ক্যাটারপিলার হুইল আছে। জেটির কাছেই এক্সকেভেটর জুড়ে তার নিজের ইঞ্জিনেই চালিয়ে আনা যাবে। অমন বিরাট একটা যন্ত্র যদি দিনে সাত কিলোমিটার করেও এগোয়, তাহলেও দু'সপ্তাহে ওগুলো যথাস্থানে পৌঁছে যাবে, অথচ ট্র্যাক্টর কবে আসবে তার কোনো হদিশ নেই।'

'আহ্, বুঝলাম!'

'কিন্তু ব্যাপারটা বিচারে টেকে না। এক্সকেভেটর তো লরি নয়, এতদূর সফরের উপযোগী করেও তৈরি নয়। তার ক্যাটারপিলারটা শুধু কাজের সময়

নড়া চড়ার জন্যে, কিন্তু তার আওতাটা দিনে কয়েক মিটার বড়ো জোর কয়েক দশ মিটার, শতেক কিলোমিটার নয়। এ পরীক্ষার একমাত্র ফল হবে সমস্ত এক্সকেভেটরই ভেঙে বসবে। কোনো একটা এক্সকেভেটর যদি বা এসেও পৌছয় সপ্তাহ দুয়েক পরেই তা বাজে লোহালক্কড়ের ঢিপিতে ফেলে দিতে হবে। গোটা পথটা তো ওদের পাড়ি দিতে হবে লোয়েস জমির ওপর দিয়ে, আর আপনি নিজেই জানেন সে ধুলোয় কী রকম যন্ত্রের পার্টস খোয়ে যায়। মোট কথা, এই বিদঘুটে পরীক্ষাটা বন্ধের জন্যে যদি আপনি অবিলম্বে ব্যবস্থা না নেন, তাহলে আমি তার জন্যে কোনো রকম দায়িত্ব নিতে পারব না এবং এক্সকেভেটর জুড়ে তোলার তত্ত্বাবধায়ক পদ থেকে অব্যাহতি চাইব। বার্কার এখানে থাকলে তিনি নিজেই ফার্মের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করতেন। কয়েকবার তিনি আমাকেও এই নালিশ করেছেন যে, এখানে যন্ত্রের কী ক্ষতি হচ্ছে সেটা গ্রাহ্য না করে এক্সকেভেটরগুলোকে বড়ো বেশি হাঁটানো হয়। দুঃখের বিষয় আমি এ ফার্মের প্রতিনিধি নই, তাই ব্যক্তিগতভাবে উর্তাবায়েভের পরিকল্পনায় বাধা দিতে অক্ষম।'

'এই ব্যাপার... বেশ, কালই উর্তাবায়েভকে ডেকে পাঠাব, একসঙ্গে ঠিক করা যাবে সমাধান। আমি এবং কমরেড মরোজভ দুজনেই আমরা আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কালকের সিদ্ধান্তটা নেওয়া হবে আপনার এই মন্তব্যের ভিত্তিতেই।'

কির্শ উঠে করমর্দন করল মুরির সঙ্গে।

মুরি চলে যেতেই মরোজভ লাফিয়ে উঠে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগল।

'ব্যাপারটা কী? এ্যাঁ? এমন কেলেঙ্কারি আদৌ সম্ভব হল কী করে? হাতের কাছেই বুসিরাস ফার্মের লোক ছিল এখানে, কিন্তু উর্তাবায়েভ তার পরামর্শ তো নিয়ই নি, উল্টো তার প্রস্থানের সুযোগ নিয়েছে এক্সকেভেটরগুলোকে চুরমার করার জন্যে। নানা নির্মাণ ক্ষেত্রে আমি কাজ করেছি, কিন্তু এখানে যা ব্যাপার তা দেখছি এই প্রথম।'

'একটু সমঝে ইভান মিখাইলভিচ, যতই বলুন ব্যাপারটা অত সোজা নয়। উর্তাবায়েভ তো ওটা করছে শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই!'

'ঝাঁটা মারি তার শুভ উদ্দেশ্যে!'

'নিজেই ভেবে দেখুন। এক্সকেভেটরগুলো যদি অক্ষতদেহে এখানে

পৌঁছয়, তাহলে দু'সপ্তাহের মধ্যে এখানে পেয়ে যাব ছাব্বিশটা যন্ত্র, কাজ চালু করা যেত পুরো দমে। তত্ত্বের দিক থেকে তেমন খারাপ নয়।'

'বেলুনে করে এক্সকেভেটর পাঠানোও তো তত্ত্বের দিক থেকে খারাপ নয়।'

'আসল ব্যাপারটা এই হতচ্ছাড়া লোয়েস জমি, যে-কোনো যন্ত্রই তাতে ঘায়েল হবে।'

'বুসিরাস ফার্মের কাছে-ই বা আমাদের হাল কী দাঁড়াবে? এ যে একেবারে ষোলো আনা কেলেঙ্কারি! প্রতিটি কাগজেই ঢিঢি পেটাবে। ওদের প্রতিনিধি চলে যেতেই দু'সপ্তাহের মধ্যেই বাইশটি এক্সকেভেটর ঘায়েল করে ছেড়েছি!'

'বলতেই হবে, ঘটনাটা বিছছিরিই। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আজকেই কড়া আদেশ পাঠান এবং উর্তাবায়েভকে এখানে ডেকে পাঠান।'

'উঁহু, ভেবে দেখতে হচ্ছে! তার পরিষ্কার উদ্দেশ্য হল নির্মাণ ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষকে একটা সুসমাপ্ত ঘটনার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। আদৌ উর্তাবায়েভকে আপনি দেখেছেন কি? দেখেন নি! এখানে এসে নতুন প্রধান ইঞ্জিনিয়রের কাছ থেকে সায় নেওয়াটা পর্যন্ত সে প্রয়োজন বোধ করে নি। আমিও আজ পর্যন্ত তাকে চোখেই দেখি নি। আমি যখন আসি তখন জেটির ওখানে ওকে দেখি নি, পথেই ছিল বোধ হয়। সে খুব ভালোই জানে যে আমরা আজ দু'সপ্তাহ হল এসেছি, অথচ কাজের সাধারণ ছকে কোনো বদল হল কিনা সেটুকু পর্যন্ত খোঁজ নেবার জন্যেও গা করে নি। গা করে নি, কারণ জানত আমাদের সঙ্গে দেখা হলে তার এই পরীক্ষার কথাটা না জানিয়ে পারবে না আর আগেই টের পেয়েছিল তেমন অনুমতি সে পাবে না। একে বলে স্বেচ্ছাচারিতা, তার জন্যে আদালতে সোপর্দ করলেও কম করা হয়!'

'দেখুন ইভান মিখাইলভিচ, ও যে আসে নি তার অন্য কারণও থাকতে পারে। শুনেছি উর্তাবায়েভ ভালো ইঞ্জিনিয়র, উৎসাহী, উদ্যোগী কর্মী। চেৎভেরিয়াকভ এবং এরিওমিন এখানে যতদিন ছিল ততদিন সে অবিরাম তাদের সঙ্গে লড়েছে, সঠিক কথা বলেছে। কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়র বলে, উর্তাবায়েভের প্রস্তাব গ্রহণ করে কার্যকরী করলে নির্মাণ ক্ষেত্রের আজ এ হাল দাঁড়াত না। চেৎভেরিয়াকভের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ওরই জয় হয়েছে, বরখাস্ত হয়েছে চেৎভেরিয়াকভ। তাজিক ইঞ্জিনিয়র এখানে ওই একলা। কাজ করছে প্রায় গোড়া থেকে। কেন্দ্র থেকে নতুন কাউকে না পাঠিয়ে তাকেই প্রধান ইঞ্জিনিয়র

পদ দেবার সঙ্গত কারণ ছিল। উর্তাবায়েভ সন্দিগ্ধমনা লোক। সকলেই স্বীকার করে যে এখানে ওকে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, উদ্যোগ দেখাতে পায় নি। আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়র করাটায় ও ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ হতে পারে, নতুন কর্তাকে সেলাম জানাবার জন্যে না গিয়ে জেটির ওখানেই যদি ঘাঁটি নেয়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

'মাপ করবেন, উর্তাবায়েভ হল কমিউনিস্ট এবং এখানকার পক্ষে পুরনো কমিউনিস্টই বলতে হয়।'

'সেটা ঠিকই, আমি তা বুঝি, কিন্তু ক্ষোভ বোধটা একটা সর্বমানবিক ব্যাপার — পার্টির লোকও তার বাইরে নয়। আমি তাই তাকে ডেকে পাঠাই নি। ভেবেছিলাম, একটু থিতোক, নিজেই আসবে, মিটে যাবে।'

'আপনার এ দার্শনিকতা কোনো কাজেরই নয়! সঙ্গে সঙ্গেই ওকে ডেকে না পাঠিয়ে আপনি অন্যায় করেছেন। ওসব ভালোমানুষি বাদ দিন! উর্তাবায়েভ ক্ষুণ্ণ হয়েছে আপনার এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে তো আরো খারাপ। এসব ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। আমরা উর্তাবায়েভকে ঢিট করব পার্টির মধ্যে, আর আপনাকে এই করতে হবে যাতে দ্বিধাহীনভাবে ও আপনার নির্দেশ পালন করে। প্রধান ইঞ্জিনিয়র আমাদের এখানে দুজন নয়। একজন। পরিচালনায় কর্তা থাকবে একজনই, তার কাঠামোর মধ্যে উদ্যোগ জিনিসটা ভালোই, কিন্তু তার ভিত্তি যদি হয় উচ্চাভিলাষ, তাহলে ক্ষতিকর হঠকারিতাই তার পরিণাম। আর সময় থাকতে আপনি যে উর্তাবায়েভকে ডেকে পাঠান নি, তাতে এ হঠকারিতার জন্যে আপনিও পরোক্ষে দায়ী হচ্ছেন। কালই এটার শেষ করতে হবে। অবিলম্বে আমি এক্সকেভেটর জোড়া বন্ধ করার হুকুম জারী করছি। উর্তাবায়েভকে এখানে ডেকে পাঠাব। হুকুমে সই করব আমরা দুজনেই।'

মরুভূমিতে ছোটাছুটি

উর্তাবায়েভের আগমনের আশায় দু'দিন অপেক্ষা করল মরোজভ। তৃতীয় দিনে জেটি থেকে লরি এল, কিন্তু এবারেও উর্তাবায়েভ এল না। এমন কি কেন বিলম্ব হচ্ছে তার কারণ দর্শিয়ে কোনো চিঠিও পাঠালে না সে। মোটর আনার হুকুম দিলে মরোজভ। দশ মিনিট পরে গাড়ি ছুটল জেটির উদ্দেশে।

জাইরান বা উট কোনো দিকেই নজর গেল না মরোজভের, তখন উটেদের গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় — অবাধে চরে বেড়াচ্ছে তারা, গোটা রাস্তা জুড়েই এলিয়ে পড়ে আছে যেন মেরামতে বসানো গাড়ি। রাস্তায় পড়ে থাকা ভাঙা ট্র্যাক্টরগুলোকেও খেয়াল করলে না সে, — যেগুলোকে দেখাচ্ছিল যেন দূর নদী পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই তেষ্টায় ছাতি ফেটে মারা গেছে কয়েকটা জানোয়ার। চারিদিকেই ধুধু করছে মরুভূমি, মাঝে মাঝে বিরল কাঁটা গাছ।

কিংবদন্তী আছে, পিয়াঁজ নদী থেকে একবার পয়গম্বর যাচ্ছিলেন এখান দিয়ে, উট তাঁর হোঁচট খেয়ে পা ভাঙে। পয়গম্বর তখন উটের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উটটা মেরে তার ছাল ছাড়ান। তারপর লেজটা পিয়াঁজের দিকে করে ছালটা বিছিয়ে বলেন:

'পিঠে করে পয়গম্বরকে যখন তুই বয়ে নিয়ে যেতে পারলি না, তখন জাহান্নমের তেষ্টায় তোর ছাল পুড়তে থাকুক, ভাখ্‌শের জল ছাড়া আর কোনো জলেই তা মিটবে না।'

তারপর এই পাথুরে মাটিকে শাপ দিয়ে তিনি ফিরে যান পিয়াঁজে। আর উটের চামড়া তেষ্টায় পুড়তে পুড়তে যুগের পর যুগ ধরে বাড়তে বাড়তে গোটা সমভূমি জুড়ে প্রসারিত হয়ে যায় ভাখ্‌শ পর্যন্ত। সে চামড়া তারপর শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। রাতে শেয়াল এসে তা শুঁকে দেখে। ছালের তলে মাটি গিয়েছে মরে। ভাখ্‌শ নদী এসে যতদিন না তার তেষ্টা মেটাচ্ছে ততদিন কোনো উদ্ভিদ এই শুকনো ছাল ফুঁড়ে মাথা তুলতে পারবে না... কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ পয়গম্বর কল্পনাও করতে পারেন নি যে একদিন এমন সব লোক আসবে যারা ভাখ্‌শকে কব্জা করে তার একটা শাখা ছুড়ে দেবে মরুভূমির সুদূর গভীরে।

কিংবদন্তী মরোজভের জানা ছিল না। নিজের রাগত চিন্তার ঘোর তার কাটে যখন ছুটন্ত গাড়িটা আচমকা স্তেপের মধ্যে কয়েকটা ব্যারাক আর বারান্দাওয়ালা শাদা শাদা বাড়ি-ভরা ছোট একটা শহরে এসে ঢোকে। জায়গাটায় গাছপালা বসানো হয়েছে! ঠিক যেন মরুভূমির মধ্যে এক মরীচিকা। গাড়ি থামাতে বলল মরোজভ, নেমে গাছের পাতাগুলো সে নেড়ে দেখল। সত্যিকারেরই পাতা। ছোট্ট একটা পপলার চারা, বসানো হয়েছে বড়ো জোর গত বছর। সেটা বোঝা যায় তার সবুজের ভীরুতা দেখে।

মরীচিকা নয়, দুই নম্বর নির্মাণ সেকশনের বসতি। মরোজভ এটা দেখল

এই প্রথম। জেটি থেকে সে এসেছিল রাত্রে, হেড লাইটের নিকেল করা কাঁচিতে নিখ্‌্ত করে কাটা এক ফালি পথ ছাড়া আর কিছ্‌ই তার চোখে পড়ে নি।

ড্রাইভারকে বসতিটার মাঝখানে যেতে বলল সে, একটা বেড়া দেওয়া চতুষ্কোণ দেখা গেল সেখানে — সন্দেহ নেই ভবিষ্যৎ পার্ক। সমান মাপের ঘন সারিতে সব্‌জ এখানে বাড়ছে। চতুষ্কোণের মাঝখানে একটা ছাদ দেওয়া মঞ্চ — দেখতে অসমাপ্ত একটা বারান্দার মতো। মরোজভ গাড়ি থামিয়ে সেকশন কর্তাকে তলব করলে।

শাদা টুপি-পরা বেঁটে একটি লোক এসে দাঁড়াল, সঙ্গে তার কুকুর।

'আপনি কমরেড রিউমিন?'

'আমিই।'

'আমার নাম মরোজভ। বল্‌ন তো কী যাদ্‌তে আপনি এখানে গাছ বসালেন, দেখছি তারা শিকড়ও গেড়েছে। জল পেলেন কোত্থেকে?'

'সাত কিলোমিটার দ্‌রে একটা ছোট আরিক আছে, সাবেকি সেচ-ব্যবস্থার একটা শাখা। আমাদের আরিক নিয়ে যাই সেখানে, পাম্প বসিয়েছি, পাম্প করে গাছে জল দিই।'

'কিন্তু আপনার আরিকে জলস্রোত রক্ষার ব্যবস্থাটা করলেন কী করে? এই মাটিতে সাত কিলোমিটার, চাট্টিখানি কথা নয়।'

'তা ঝামেলা ছিল বৈকি। প্রথমটা মাটিতে জল শ্‌ষে যেত। মাসখানেক লেগে থাকি, তারপর দেখতেই তো পাচ্ছেন, যথেষ্ট পরিমাণেই জল আসছে।'

'কতদিন আছেন এখানে?'

'এক বছর। নির্মাণকাজের শ্‌র্‌ থেকে।'

'ভালোই গ্‌ছিয়ে তুলেছেন এখানে, এক নম্বর সেকশনের মতো নয়।'

'সেখানে কর্তৃপক্ষের বদল হয় বড়ো ঘন ঘন। এক কর্তা যা করেন অন্য কর্তা এসে তা বদলান। আর আমি এখানে আছি গোড়া থেকে। মালমসলা পেলে এক বছরে আরো অনেক কিছ্‌ই করা যেত।'

'গাঁথনি দিলেন কিসে? হোগলায়?'

'মাটি, হোগলা। কাঠ খ্‌ব কম। আমরা এখানে খানিকটা অবহেলায় আছি তো। সব মালমসলাই যায় প্রধান প্লটে। সেখানে কাজ অবিশ্যি বেশি, কঠিনও — পাথর আর কাঁকরে মাটি, আর আমাদের এখানে লোয়েস! তবে আমাদের কিছ্‌ সাহায্য করলে অন্যায় হত না। প্রধান সেকশনের ওখানে

ঘরবাড়িগুলো তো সবই সাময়িক অথচ পরিকল্পনা মতো আমাদের এখানে হবে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় খামারের ফার্ম, বসতটাও গড়ে তোলা হচ্ছে সেই হিসেব করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে এক গাড়ি কাঠ জোগাড় — ওহ সে আর বলবার নয়। প্রত্যেকবার গিয়ে হাতে পায়ে ধরতে হয়।'

'আপনাদের কাজ চলছে কেমন?'

'বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি ছাড়া যে সব কাজ চালানো যায় তা মেয়াদ মতোই শেষ হবে। বলতে কি, মেয়াদের আগেই। যন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের খানিকটা ঘোল খাইয়েছে। কাজ চালাচ্ছি বেশির ভাগ 'ফ্রেস্নো' স্ক্র্যাপার দিয়ে, দুটো গ্রেডার আছে, খুবই কাজের, কিন্তু আরো একটা ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর দরকার, অথচ আমাদের শেষ ট্র্যাক্টরটিও অচল হয়ে পড়েছে। সাধারণত ট্র্যাক্টর নিয়েই ঝামেলা। প্রায় সবকটিই মেরামতে পড়ে আছে, স্পেয়ার পার্টস নেই। যন্ত্র-বিভাগ সময় মতো ব্যবস্থা নেয় নি। সব কাজই হাতে চালাতে হবে, ঘোড়াও লাগাচ্ছি। ঘোড়াই আমাদের বাঁচাচ্ছে। কিন্তু ফের আবার ঘোড়ার খাবার জোটানো এক সমস্যা। গত বছর আমাদের ঘোড়াগুলো মারা পড়ে — রাষ্ট্রীয় খামার বিচালি বানায় নি। এবার বসন্তে আমরা খামারের ভরসা না করে নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছি। ঘাস এখানে মন্দ নয়, তবে কাটতে হয় বসন্তের গোড়াতেই, রোদে পুড়ে যাবার আগেই। তিরিশ গাদি হয়েছে। আগুন লাগিয়ে না দিলে পরের বছর পর্যন্ত চলবে।'

'আগুন দেবে মানে? কে?'

'স্তেপে আগুন লাগিয়ে দেয় হয় কিরগিজ ছেলেরা নয়ত অন্য কেউ। এ বছর এর মধ্যেই দু'বার আগুন লেগেছিল। সবাইকে কাজ থামিয়ে বিচালি বাঁচাবার কাজে লাগাতে হল। খাল খুঁড়ে কোনো রকমে বাঁচানো গেছে। আরো এগিয়ে যান না, দেখবেন সব টিলাই কালো হয়ে আছে। হালে কিছুটা শান্ত আছি, কিন্তু বলা তো যায় না, যে-কোনো রাতেই জ্বলে উঠতে পারে, এই গরমে একটা দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট। রাতে ডিউটি দেওয়া হচ্ছে। সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার পাহারার ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু এত বড়ো এলাকা, রক্ষা কি আর করা যায়।'

'এ যে একেবারে দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পা! বাসমাচরাও আছে নাকি?'

'গত বছর হানা দিয়েছিল। কিছু টেকনিশিয়ানদের খুন করে। এবছর কিছু শোনা যাচ্ছে না। এলাকার লোকেরা তাদের সমর্থন করছে না। দেখছে

কাজ এগুচ্ছে, অপেক্ষা করছে শীগগিরই জল আসবে। নিজেদেরই গরজ। আগুন নেভাতে সাহায্য করেছে, পাহারায় যোগ দেয়। মোটের ওপর উন্নতি হয়েছে একটু।'

'আপনি পার্টি সভ্য?'

'না। আগে যেখানে কাজ করতাম সেই দালভেরজিন নির্মাণে পার্টিতে দরখাস্ত দিয়েছিলাম। শ্রমিক সভা আমায় সমর্থন করে। দরখাস্ত যায় তাশখন্দে, সেখানেই আটকে যায়। বছর দেড়েক কাটল — কোনো জবাব নেই। বোধ হয় নাকচ করে দিয়েছে।'

'নাকচ করে দিলেও জানানো উচিত, শীগগিরই তাশখন্দে যাব, কাজ আছে, সেই সঙ্গে অবশ্যই এটার খোঁজ নেব।'

'খুবই উপকার করবেন আমার।'

'তাহলে কাজ আপনাদের এখানে ভালোই চলছে?'

'আমাদের দোষে কিছুই আটকে থাকবে না। শুধু একটা ব্যাপারেই খিটকেল। দুটো এক্সকেভেটর ছাড়া এখানে কিছুতেই চলবে না। শুনেছি জেটি থেকে গোটা কয়েক এক্সকেভেটর নিজেদের ইঞ্জিন চালিয়েই আসছে। আমাদের একজোড়া দিন না?'

'এক্সকেভেটর তাড়াতাড়ি আসবে না। ট্র্যাক্টরে করে যেগুলো বয়ে আনা হবে তা যাবে প্রধান প্লটে। তাড়াতাড়ি এক্সকেভেটর মিলবে সে ভরসায় থাকবেন না। তবে আপনার পার্টির ব্যাপারটা, সেটা নিশ্চয়ই খোঁজ নেব। আচ্ছা, চললাম!'

'নির্মাণ এলাকাটা দেখবেন না?'

'উঁহু, জরুরী কাজ আছে। পরের বার আসব এই উদ্দেশ্যেই, দিন দুয়েকের জন্যে। রাত কাটানোর ব্যবস্থা করবেন?'

'সানন্দে।'

গাড়ি ছাড়ল। দু'পাশ দিয়ে ফের ছুটতে লাগল কালো দাগ-মারা চকরা বকরা স্তেপ। এই কালো দাগগুলোর কারণ মরোজভ এখন জানে। কল্পনায় সে দেখতে লাগল আগুন, সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গের মতো তা ভেঙে পড়ছে স্তেপের ওপর, নির্মাণ কাঠামোগুলোর উপর ছিটকে পড়ে তা ধেয়ে যাচ্ছে কাঠের সন্ধানে — শত শত কিলোমিটার দূর থেকে যে মহামূল্য কাঠ আনা হয়েছে এখানে।

গোটা রাস্তাটায় এখানে ওখানে আরিক আর চওড়া চওড়া খোঁদল দেখতে পেল মরোজভ, ধুলোর মেঘের পেছনে সেখানে ছায়াবাজির মতো নড়াচড়া করছে অদ্ভুত সব হলচালকদের সিলুয়েট। ঘোড়া হাঁকিয়ে তারা সবেগে ছুটছে, হালের বদলে টানছে একটা প্রকাণ্ড লোহার চিরুনি, ঠিক যেন মাটির জট পাকানো কেশর আঁচড়ে খুশকি তুলছে। আর সে খুশকির লালচে বাদামী কুয়াসায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে লোকগুলো।

গতির দ্রুততায় চোখের সামনে স্তেপ পরিণত হল একঘেয়ে ধূসর একটা ছোপে। দূরে একটা বিরাট ধূলিকুণ্ডলী দেখতে পেল মরোজভ, ধীরে ধীরে সেটা এগিয়ে আসছে। চোখে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে সে অদ্ভুত জিনিসটাকে দেখতে লাগল। ধুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা স্পাইক। জিনিসটা এক্সকেভেটর। গাড়ি থামাতে হুকুম দিলে মরোজভ, তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কী ভাবে বিরাট দানবটা ধীরে ধীরে বুকে হেঁটে আসছে মরুভূমি দিয়ে। দুর্বোধ্য কিছু গালাগালি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

'দাঁড়িয়ে আছিস যে? চালা গাড়ি,' ড্রাইভারকে বকুনি দিলে সে এবং নিজের চোটপাটে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল। কিছুটা চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করলে, 'জেটি এখনো অনেক দূর নাকি?' গলার স্বরটায় যথাসম্ভব হৃদ্যতা ফোটাবার চেষ্টা করলে সে।

'নব্বই কিলোমিটার।'

'একটু স্পীড দে, বড়োই আস্তে চলছি।'

মোটরে ঝাঁকুনি দিলে ড্রাইভার, যেন একটা অবাধ্য ঘোড়া, যন্ত্রও ছুটতে লাগল কদম নাচে — গিলতে লাগল বাতাস আর দূরত্ব।

সাত কিলোমিটার পর দ্বিতীয় এক্সকেভেটর দেখলে মরোজভ, কিন্তু এবার আর গাড়ি থামাল না। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ। জেটি পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে গুনল ছ'টা।

ঝড়ের বেগে মোটর এসে ঢুকল জেটিতে। আচমকা ব্রেক কষলে ড্রাইভার, খোলা দরজা দিয়ে মরোজভ লাফিয়ে নামল, বলা ভালো উড়ে পড়ল তীরের মুড়মুড়ে বালির ওপর।

'কমরেড উর্তাবায়েভ কোথায়?'

ব্যারাকগ‌ুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হল তাকে। মরোজভ ব্যারাকগ‌ুলো পেরিয়ে গিয়ে যেখানে মালভূমি শ‌ুর‌ু হয়েছে সেখানে দেখল দ‌ুটি আধা-জোড়া এক্সকেভেটর। শাদা ইউরোপীয় পোষাক-পরা একজন তাজিক তার দেখাশোনা করছে। সোজাস‌ুজি তার কাছে এগিয়ে গেল মরোজভ:

'আপনি কমরেড উর্তাবায়েভ?'

'আমিই।'

'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

'কিন্তু আপনি কে?' মরোজভের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে উর্তাবায়েভ।

'আমি মরোজভ।'

'নতুন কর্তা?' প্রশ্নটায় একটা বাঁকা ঠাট্টার স‌ুর বাজল।

'আমার নোট পেয়েছিলেন?' প‌ুনর‌ুক্তি করলে মরোজভ। টের পাচ্ছিল যে সে চটে উঠছে, চেষ্টা করল যাতে সংযম না হারায়।

'পেয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'চল‌ুন এখান থেকে। বরং অন্য কোথাও যাই, যেখানে কথাবার্তা বলা যাবে... আমাকে বাদ দিয়েই শেষ করে দাও হে,' মজ‌ুরদের উদ্দেশে বললে উর্তাবায়েভ, 'এসে পরীক্ষা করে দেখব।'

পেছনে না তাকিয়ে সে চলল সোজা ব্যারাকগ‌ুলোর দিকে। মরোজভ ছ‌ুটে গিয়ে তার সঙ্গ ধরল।

'এখ‌ুনি কাজ বন্ধ কর‌ুন, যেগ‌ুলো জোড়া হয়ে গেছে খ‌ুলে ফেল‌ুন।'

'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' ভ্র‌ূকুটি করল উর্তাবায়েভ, 'কথাবার্তা বলা যাক। আজ ৮ নং ব‌ুসিরাস জ‌ুড়ে তোলা শেষ করতেই হবে আমায়, ঠিক করেছিলাম রাতে আপনাদের ওখানে রওনা দেব। আপনি এখানে এসেছেন বিশেষ করে এক্সকেভেটরের কথা নিয়েই কি?'

উর্তাবায়েভের চাউনিতে এবং 'বিশেষ করে' কথাটার উপর সে যেভাবে জোর দিল তাতে কেমন যেন খানিকটা বিদ্র‌ূপ আর অপমানই ফুটে উঠল।

'হ্যাঁ। তাছাড়া কথাবার্তার বিশেষ কিছ‌ু আমাদের নেই। নির্মাণ ক্ষেত্রের কর্তা এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়রের সই করা একটা আন‌ুষ্ঠানিক আদেশ পেয়েছিলেন আপনি, অবিলম্বে জ‌ুড়ে তোলার কাজ বন্ধ করে প্রধান সেকশনে যেতে বলা হয়েছিল আপনাকে। আপনি সে হ‌ুকুম পালনে গা করেন নি তাই নয়,

এক্সকেভেটর জ্বড়ে তা পাঠিয়েও চলেছেন। আমাদের পার্টির ভাষায় একে কী বলে জানেন?'

'আমি এইটুকু জানি যে নতুন নির্মাণ ক্ষেত্রে এসে অধিকর্তা এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়র তাড়াহ্বড়ো করে হ্বকুম দেওয়া শ্বর্ব না করে প্রথমে কাজের হালচালটা ভালো করে ব্বঝলেই ভালো করতেন।'

জেটির ম্যানেজারের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। উর্তাবায়েভ দরজায় কুল্বপ এ'টে চাবিটা রাখল টেবলের ওপর।

'আপনার তাই ধারণা? ভেবেছেন আপনার খামখেয়াল অন্বসারে সমস্ত এক্সকেভেটরগ্বলো ভাঙতে দেওয়া হবে আপনাকে? ভুল করেছেন। বড়ো বেশী আত্মম্ভরী তর্বণ ইঞ্জিনিয়রদের স্বেচ্ছাচারিতা কী করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমরা জানি। হ্বকুম অমান্যের জন্যে সহকারী প্রধান ইঞ্জিনিয়রের পদ থেকে আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল, সমস্ত ভার কমরেড কির্শকে ব্বঝিয়ে দেবেন।'

'আশঙ্কা হচ্ছে বড়ো বেশি তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে খ্বই দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছেন। এক্সকেভেটরগ্বলো কাজে না লাগা পর্যন্ত তার সব দায়িত্ব ব্বসিরাস ফার্মের। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি কাজ করছি এই ফার্মের মত নিয়ে, তার প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়র বার্কার মারফত। এক্সকেভেটরগ্বলো যদি ভেঙে পড়ে তবে তার জবাবদিহি করবে ব্বসিরাস ফার্ম।'

'মিথ্যা কথা! আমি আগেই জানতাম, কোণঠাসা হয়ে আপনি দোষ চাপাবেন বার্কারের ওপর, আর সে যখন চলে গেছে তখন তা যাচাইও করা যাবে না। ভুল করেছেন। বার্কার চলে যাবার আগে তার কাজ ও নির্দেশাবলী দিয়ে গেছে আরেকজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রের ওপর, ইনি আপনার বিদঘ্বটে পরীক্ষাটার সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এক্সকেভেটরগ্বলো অবিলম্বে খ্বলে ফেলা না হলে ইনি সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকারের হ্বমকি দিয়েছেন।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, কিছ্ব একটা ভুল বোঝাব্বঝির ব্যাপার হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'কোনো ভুল বোঝাব্বঝিই এখানে নেই কমরেড উর্তাবায়েভ, আছে কেবল সজ্জনদের সর্বজনগৃহীত একটি সাধারণ নীতি: ঘ্যাঁট যখন পাকিয়েছ তখন নিজেকেই গিলতে হবে, অন্যের ওপর দোষ চাপাতে যেও না।'

'আপনি মনে হয় ধরে নিয়েছেন যে নির্মাণ ক্ষেত্রের অধিকর্তার পদ

পাওয়ায় অধীনস্থ পার্টি সদস্যদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করার অধিকারও আপনার আছে। আপনার এই সব অনুচিত ইঙ্গিতাদি আমি বুঝিও না, বুঝতে ইচ্ছুকও নই। খুব সহজেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। কোথায় গেছে বার্কার?'

'আমেরিকায়।'

'আমেরিকায় মানে? এক্সকেভেটরগুলোর তো এখনো জোড়া শেষ হয় নি!'

'ন্যাকা সাজবেন না কমরেড উর্তাবায়েভ। ইঞ্জিনিয়র বার্কার চলে গেছেন এক সপ্তাহ আগে। সে কথা জানে আপনার প্রতিটি মজুর এবং তাঁর যাবার এক সপ্তাহ আগে থাকতেই জানত গোটা নির্মাণ এলাকা। আপনার চালাকি অচল, ওতে আপনার সম্মানও বাড়বে না। বুসিরাস ফার্ম এবং নির্মাণ সংস্থা উভয়ের বিরুদ্ধেই আপনি স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছেন, তার জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। কারো পেছনে আড়াল নিয়ে লাভ নেই। এখন শুধু একটা কাজ বাকি আছে — অবিলম্বে এক্সকেভেটরগুলো খুলে ফেলার হুকুম দিতে হবে। যেগুলো আগেই বেরিয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে কী করা যাবে সেটা কাল স্থির করব।'

'কিন্তু ভেবে দেখুন, অল্প দিনের মধ্যে এক্সকেভেটরগুলোকে সত্যি সত্যি নির্মাণে লাগাবার এইটেই যে একমাত্র উপায়...'

'এই কথাটা দিয়েই শুরু করা উচিত ছিল আপনার। আপনার এ উপায়ে যন্ত্রের ভাঙন এবং বুসিরাস ফার্মের সঙ্গে ঝগড়া বাধানোই নিশ্চিত হবে। বার্কার আগেই আপনার এ কাণ্ডে আপত্তি জানিয়েছিলেন। যান, এক্সকেভেটরগুলো খোলার হুকুম দিন গে, আর আপনি যাবেন আমার সঙ্গে।'

'কিন্তু জোর দিয়ে বলছি ভুল করছেন...'

'হতে পারে, সেক্ষেত্রে ভুলের জন্যে আমি দায়ী হব। আপনি হুকুম দেবেন কি না?'

'না।'

'বটে!'

'আপনি তো নিজেই এইমাত্র আমায় বরখাস্ত করেছেন। এই মুহূর্ত থেকেই আমার হুকুম অচল। নিজেই হুকুম দিন।'

কথাটায় যে সুর বাজল তা শুধু বিদ্রূপের নয়, দ্বন্দ্বাহ্বানের। এমন সরাসরি প্রতিরোধের আশা করে নি মরোজভ, তাই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর

জোগাল না তার। তাজিকের দু'চোখ ঝিকঝিক করছিল রাগ আর গোঁয়ার্তুমিতে।

'এই তোমার স্থানীয় কর্মী!' ভাবল মরোজভ।

টেবল থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললে সে।

'বেশ আমি নিজেই হুকুম দেব। আর আপনার সঙ্গে আমাদের কথা হবে পার্টি কমিটিতে।'

সেই দিনই ফিরে যাওয়া মরোজভের হল না। ইঞ্জিনে কী একটা গরমিল দেখা গেল। পরের দিন সকালে মরোজভ যখন গাড়িতে গিয়ে বসেছে তখন খবর এল যে দুটি এক্সকেভেটরের পার্টস বোঝাই একটা গাদাবোট জেটি থেকে পনের কিলোমিটার দূরে ডুবে গেছে। পার্টসগুলো স্রোতে ভেসে গিয়ে পাথরের ধাক্কায় নষ্ট হয়ে যাবার আগেই তা উদ্ধারের জন্য তৎক্ষণাৎ সমস্ত মজুর লাগাতে হল সেখানে।

উদ্ধার কাজের তত্ত্বাবধান করল মরোজভ নিজে। গভীর রাত পর্যন্ত মশাল আর হেড লাইটের আলোয় লোকে খালি গায়ে ছুটন্ত জলস্রোতের সঙ্গে লড়লে, খণ্ডে খণ্ডে ছিনিয়ে আনল দামী মালগুলো। আলুলায়িত জলস্রোত ফুঁসে চলল উদ্দাম হয়ে। ভোর নাগাদ অধিকাংশ মালই উদ্ধার করা গেল। খোঁজ মিলল না শুধু একটা বয়লার এবং আধখানা ক্যাটারপিলার হুইলের। তাদের সন্ধানে আরো এগিয়ে যেতে হবে ভাঁটির দিকে।

ঘর্মাক্ত কলেবরে অবসন্ন মরোজভ গাড়ির মধ্যেই শুল। সময় নষ্ট হল বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার। কী লাভ দুটো এক্সকেভেটরকে উদ্ধার করে যখন ওদিকে মালভূমির ওপর ধ্বংস পেতে চলেছে আরো ছ'টা! এক মুহূর্তও নষ্ট করবার নেই। গাড়ি থেকে নেমে নাছোড়বান্দা ঘুমটা তাড়াবার জন্য ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুলে, তারপর উর্তাবায়েভকে পাকড়াও করে গাড়ি ছাড়তে হুকুম দিলে ড্রাইভারকে।

যখন তারা জেটি পেরিয়ে গেল ততক্ষণে সূর্য বেশ উঁচুতে উঠে এসেছে। গোমড়া মুখে চুপ করে রইল মরোজভ। উর্তাবায়েভও চুপ করে রইল। ধুলোয় ঝাঁকড়ালোমো রাস্তাটা দিয়ে কাঁচি চালিয়ে গেল গাড়ি, আর ছাঁটা পশমের মতো ফুঁয়ো ফুঁয়ো সে ধুলো থিততে লাগল রাস্তার দু'পাশে। দূরে চলমান এক্সকেভেটরটা দেখে চাঙ্গা হয়ে উঠল উর্তাবায়েভ। মাথা ফিরিয়ে

অনেকক্ষণ সে দেখতে থাকল যন্ত্রটাকে। চোখ বন্ধ করে কোণে আশ্রয় নিয়ে বসেছিল মরোজভ। পথের আর শেষ নেই, মরুভূমির বাদামী পিঠের ওপর তা যেন একটা চাবুকের বাড়ি। আকাশ থেকে একটা চ্যাটচেটে ভাপ নামছে, চোখের পাতা এঁটে যাচ্ছে তাতে। মরোজভ ঘুমিয়ে পড়ল।

জেগে উঠল সে একটা কান-ফাটানো গোলমালে। শ' দুয়েক পা দূরে স্তেপের ওপর দিয়ে গুটিগুটি আসছে পর পর দুটি এক্সকেভেটর। সামনে অপ্রত্যাশিত এক সাজে সেজে উঠেছে ২ নং সেকশনের বসতিটা — ঠিক যেন রঙচঙা এক ব্লু-প্রিণ্ট।

বসতিটা থেকে লাল লাল পতাকা আর ফেস্টুন নিয়ে দল বেঁধে মজুরেরা এগিয়ে আসছে এক্সকেভেটর দুটোর দিকে। তাদের তারা অভ্যর্থনা করলে সোল্লাস চিৎকার তুলে, ক্যাপ আর চাঁদিটুপি ছোড়াছুড়ি করতে লাগল তারা।

মরোজভ তার অর্ধতন্দ্রার মধ্যে এক ঝলক তাকিয়ে দেখল, দৃশ্যটা তার কাছে মনে হল শিল্পায়ন প্রচারের রুচিবিগর্হিত এক পোস্টারের মতো। ভুরু কুঁচকে সক্রোধে সে কটাক্ষপাত করলে উর্তাবায়েভের দিকে। মনে হল উর্তাবায়েভ মরোজভের কথা ভুলে গেছে, সিট থেকে উঠে ভিড়ের উদ্দেশে কী যেন চেঁচিয়ে বললে তাজিক ভাষায়, মাথার চাঁদিটুপিটা খুলে দোলাতে লাগল।

প্রচণ্ড এক 'হুররে' ধ্বনিতে সাড়া দিলে জনতা।

মরোজভ আর সইতে পারল না:

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে কমরেড উর্তাবায়েভ?'

উর্তাবায়েভ বুঝতে না পেরে মরোজভের দিকে তাকাল।

'আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম...'

'কী বলেছিলেন আপনি?'

'ওগুলো ঠিক পৌঁছতে পারবে, বলেছিলাম ঠিকই পৌঁছবে!'

'আর তার একসপ্তাহ পর ভাঙা লোহালক্কড়ের জঞ্জালে ফেলে দিতে হবে!'

'সে দেখা যাবে,' উর্তাবায়েভের মুখ আঁধার হয়ে উঠল।

মোটরগাড়ি এগিয়ে এল ভিড়টার কাছে। মরোজভের চোখে পড়ল সামনের সারিতে কুকুর সমেত বেঁটে একটি লোক। ড্রাইভারের কাঁধে হাত দিলে মরোজভ, গাড়ি থেমে গেল। এগিয়ে এল রিউমিন।

'হাঁদামার্কা এ মিছিলের মানেটা কী?' রিউমিনের দিকে ঝুঁকে বলল মরোজভ, 'বৈদেশিক মুদ্রা জলে যাচ্ছে, আমদানি করা যন্ত্র ভেঙে পড়ছে আর

আপনারা এদিকে আনন্দ করছেন! একেবারে বাজনা ফাজনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন! মজুরদের পাঠান যে যার কাজে। উৎসব টুৎসব বন্ধ করুন। আর এক্সকেভেটরগুলো যেন আর না এগোয় — আপনাদের এখানে রেখে দিতে পারেন। আপনার দুটো এক্সকেভেটর দরকার ছিল তো? বেশ নিয়ে নিন।'

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল রিউমিন, কিছুই না বুঝে তাকিয়ে রইল মরোজভের দিকে।

অধিকর্তা যাচ্ছেন খবর পেয়ে জনতা ওদিকে মোটরগাড়ি ঘিরে এক তুমুল অভিনন্দনের আয়োজন শুরু করে দিলে। এটা খুবই বাড়াবাড়ি হল। মরোজভ হাত দিয়ে ইশারা করলে ড্রাইভারকে। ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে হর্ন দিতে লাগল। ভিড় কিন্তু সরল না। কর্ণভেদী হর্ন দিয়ে ধীরে ধীরে এগুল গাড়ি, তারপর শেষ পর্যন্ত জনতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সবেগে ছুটল। মরোজভ কটাক্ষে চেয়ে দেখল উর্তাবায়েভের দিকে। উর্তাবায়েভ হাসছিল।

অবাক হয়ে মোটরের দিকে চেয়ে থেকে জনতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল শুধু রিউমিন আর তার কুকুর। ধুলোর মেঘে মোটরটা ঢাকা না পড়া পর্যন্ত দুজনেই তারা চেয়ে রইল সে দিকে। তারপর কুকুরটা ফিরে মনিবের হাত চাটতে লাগল। রিউমিন তার কান চুলকিয়ে দিলে।

'কিছু বুঝলি বেক?' কুকুরের দিকে ঝুঁকে এল সে, 'কেন কে জানে, বকাবকি করলে আমাদের, তারপর দিয়ে দিলে দুটো এক্সকেভেটর। অথচ পরশু চেয়েছিলাম, সোজা না করে দিয়েছিল। মজার ব্যাপার না? তা মন্দ কী, আমাদের অমন মানের বালাই নেই। এক্সকেভেটর দুটো নেব বইকি, কাজ দেবে। রাগ করে কী হবে। তুই কী বলিস?'

সায় দিয়ে লেজ নাড়াল কুকুর।

বোখারা আমিরের সাগরেদ

টেবিলের ঘড়িটা হাঁপানি রোগীর মতো ঘড়ঘড় করে চার বার কাশল। সিনিৎসিন উঠে পড়ল, ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে বেরিয়ে এল আঙিনায়। ভাবল, পার্টি কমিটির অফিসে এখনও কেউ এসে জোটে নি, নির্বিঘ্নে বাড়তি এক ঘণ্টা কাজ করা যাবে। স্নান সেরে ঘরে ফিরে পোষাক পরতে লাগল সে।

গ্রীষ্ম প্রভাতের শীতল আমেজে ক্লান্তির শেষ চিহ্নও মুছে গেল। যেতে যেতে সে ভাবছিল অবিলম্বেই কোন জরুরী ব্যাপারগুলোর ফয়সালা করা দরকার: এক্সকেভেটরের ব্যাপারটা, আমেরিকানদের প্রাণনাশ প্রচেষ্টা, খাতের স্থগিত কাজ, যন্ত্র-বিভাগে বিশৃঙ্খলা, মোটরগাড়ি নিয়ে হাঙ্গামা, আলাদা আলাদা বিভাগগুলিকে বনিয়াদ করে পার্টি যন্ত্রের পুনর্গঠন, ২ নং ও ৩ নং সেকশনে পার্টি কাজের ব্যবস্থা, পত্রিকার পুনর্গঠন, যাতে পাঁচ দিনে অন্তত দু'বার করে কাগজটা বেরয় — কাজের লম্বা ফর্দ, কোনোটাই ফেলে রাখার নয়।

পার্টি অফিসে ঢুকে ধপ করে চেয়ারে বসে মাথায় হাত দিয়ে রইল সে। টের পাচ্ছিল ভালো করে কাজ সে করতে পারবে না। নজর গেল টেবলের বেশ দৃষ্টিগোচর একটা জায়গায় মস্ত একটা হলদে খাম পড়ে আছে। খামের ওপর বাঁকা আরবী হরফে ঠিকানা লেখা: 'কমিউনিস্ট পার্টি কমিটির নিকট'। খাম ছিড়ে ফেলল সিনিৎসিন, ভেতরে পেনসিলে লেখা একটা বড়ো কাগজ। আঁকাবাঁকা আরবী হরফ ছুটে গেছে ডান থেকে বাঁয়ে, কখনো পিছলে নেমে গেছে নিচের দিকে, কখনো লাফিয়ে উঠেছে ওপরে। নিচে কতকগুলো আঙুলের টিপসই। মনে হয় যেন সনাক্তকরণ বিদ্যার কোনো বই থেকে একটা গোলমেলে অনুশীলন।

ঠিক হয়ে বসে বহুকষ্টে সে এলোমেলো অক্ষরগুলো জুড়ে জুড়ে শব্দ বানিয়ে পড়তে লাগল:

কমিউনিস্ট পার্টির কমিটিতে

নিম্ন স্বাক্ষরকারী দেহকানরা — গরিব চাষী, খেতমজুর আর মজুরেরা কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাজ এবং অগপু সকাশে এই কথা নিবেদন করছে যেন তারা সোভিয়েত রাজের শত্রু, বোখারা আমিরের তথা আফগানিস্তানের বাসমাচ ও পুঁজিপতিদের সহায়ক, চুবেকী উর্তাবায়েভ সইদের দিকে মন দেয়, যেন তাকে গ্রেপ্তার করে গুলি করে মারা হয়; এই উর্তাবায়েভ আজো পর্যন্ত নির্মাণ ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়র হিসাবে কাজ করছে...

সিনিৎসিন কপাল মুছে কাগজটা আরো কাছে টেনে নিল।

...যার অনেক সাক্ষীপ্রমাণ আছে।

তিন সপ্তাহ আগে যখন প্রধান খাজাঞ্চি এবং টেকনিক্যাল বিভাগের কর্তা আফগানিস্তানে পালায়, তখন তাদের সঙ্গে দুজন আফগানী মজুরও পালায়, তারা এদের

পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এই আফগানীদের কাজে নিয়েছিল উর্তাবায়েভ, তাছাড়া পালাবার আগের দিন তারা উর্তাবায়েভ সইদের বাড়ি যায়, এবং সেখান থেকে বেরয় একটা প্যাকেট নিয়ে, যার সাক্ষী দিতে পারবে মজুর দেহকান আলিম আসামুদ্দিনভ, খোজা মোমিনভ, ইয়াকুবজান আবদুর রসুলভ, এবং আবদুল্লা ইমাম বেদি; তারা ১ নং সেকশনে কাজ করে এবং রাস্তা দিয়ে যাবার সময় উর্তাবায়েভের বাড়ি থেকে প্যাকেট নিয়ে আফগানদের বেরুতে দেখে খুব তাজ্জব হয়ে যায়।

এই ঘটনা সোভিয়েত রাজকে জানাচ্ছি, কারণ গত বছরেও বাসমাচদের হামলার তিন দিন আগে উর্তাবায়েভ সইদের কাছে দুজন দেহকান আফগানিস্তান থেকে এসেছিল এই ওজর নিয়ে যে তারা নাকি আফগানিস্তানে যৌথখামার গড়তে চায় আর তার ঠিক তিন দিন পরেই আফগানিস্তান থেকে বাসমাচেরা এসে হামলা করে এবং বহু দেহকান স্বেচ্ছাসেবী মারা যায়। তার সাক্ষী আছে আদিনা তাকিয়েভ এবং খালমুরাদ এক্রামভ...

তাছাড়া কিইক কিশলাকের কাছে বাসমাচেরা যখন এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ওপর আচমকা চড়াও হয়, যে বাহিনীর পথপ্রদর্শক ছিল দেহকান, যৌথখামারী ও প্রার্থী পার্টি সভ্য ইসা খোজিয়ারভ, এবং উর্তাবায়েভ ছিল ভারপ্রাপ্ত, তখন লড়াইয়ে মারা যায় মিলিশিয়া সভ্য ইব্রাহিম রহিমভ, হাকিম মিরকুলানভ, কার্যকরী কমিটির সভাপতি আবদুর রহিম কুর্বানভ, অভিশংসক খাঁ নজর খুদাইকুলভ, দেহকান রাজীর সামান্দারভ এবং আরো অনেকে যাদের নাম মনে নেই, সেই সময় উর্তাবায়েভের হুকুমে বাসমাচেরা দুজন রুশ টেকনিশিয়ানকেও গুলি করে মারে, অথচ বাসমাচদের সর্দার ফইজ উর্তাবায়েভকে সসম্মানে বাসমাচী ঘোড়া দিয়ে ছেড়ে দেয়। তার সাক্ষী দিতে পারে 'লাল অক্টোবর' যৌথখামারের চাষী, প্রার্থী পার্টি সভ্য ইসা খোজিয়ারভ, যে সোভিয়েত রাজকে এ খবর আগে জানাতে পারে নি তার নিরক্ষরতার জন্য। যা বলা হল এ সব কথা যে সত্য, তা হলপ করে বলছি।

এরপর আছে কয়েক ডজন টিপসই।

আঙিনায় একটা লরি আটায় আটকানো মাছির মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে আর গুঞ্জন করছে। ক্যানেল বেড়ে পাথর ফাটানো হচ্ছে। বিস্ফোরণের ফাঁপা ফাঁপা শব্দ আসছে নিয়মিত তালে তালে, যেন কোথাও কাঠ কুপুচ্ছে কেউ। ব্যারাকগুলোর মধ্যে ফাঁকা চত্বরে স্বচ্ছ ঘূর্ণি তুলে পাক দিচ্ছে গরমের ঝলক। এসে দাঁড়াল একটা গাড়ি। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে কমারেঙ্কো চত্বর পেরিয়ে পার্টি অফিসে ঢুকল।

'এই যে! ঠিক সময়েই এসে গেছ!' সানন্দে বলল সিনিৎসিন।

সবাইকে ঘর ছেড়ে যেতে বলে সে দেরাজ থেকে টিপসই-করা কাগজটা নিয়ে কমারেঙ্কোকে দেখাল।

'কী মনে হচ্ছে বলো তো?'

গোটা দরখাস্তের প্রতিটি বাক্য সে তর্জমা করে দিলে।

'শোনো, জিনিসটার প্রতিটি শব্দের একটা আক্ষরিক তর্জমা করে দাও তো একটা কাগজে। যাচাই করতে হবে।'

'টিপসই-করা আসল দরখাস্তটাই নেবে নাকি?'

'টিপ আমি নিজেই যত খুশি বসাতে পারি, মানুষের হাতে পায়ে আঙুল তো আর কম নয়। এই খোজিয়ারভ লোকটাকে চেনো?'

'হ্যাঁ, প্রার্থী পার্টি সভ্য তেমন একজন আছে বটে, ক্যানেল বেড়ে কাজ করে। যৌথখামারী, অশিক্ষিত, তেমন চোখে পড়ার মতো কিছু নয়।'

'ফইজের এ কাহিনীটা আমি শুনেছি এখানকার ভূতপূর্ব অগপু কর্তা পেখোভিচের কাছ থেকে। সে সময় কিইকের কাছে সত্যিই আমাদের গোটা বাহিনীটা চূর্ণ হয়। বেঁচে ফেরে একা উর্তাবায়েভ। ফইজ নিজেই ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই দিনই সে পেখোভিচের কাছে যায়, বলে ফইজ স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না, তবে অগপু কর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছে। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। কথা দিয়েছিল দাগানা-কিইক গিরিসঙ্কটে তৃতীয় দিনে অস্ত্র সমর্পণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই আমাদের অস্তাপভের বাহিনী ওদের আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে। গিরিসঙ্কটের সাক্ষাৎকার তাই আর হয় নি। জন কয়েক জিগিৎ সমেত ফইজ প্রাণ নিয়ে পালায়, কিন্তু আমাদের লোকেরা বহুদূর তাদের পিছ ধাওয়া করে যায় পাহাড়ে। পরে পার্‌হারে অগপু কর্তার কাছে বস্তায় করে ফইজের মাথা এনে দেয় একজন জিগিৎ। নাম তার কুয়ান্দিক খোজা গিলদি। এখন থাকে মুমিনাবাদে। কিইকের কাছে আচমকা হামলার সময় সে নিশ্চয় বাসমাচদের পক্ষ নিয়ে লড়েছিল, কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে তার কাছ থেকে। এটা তোমায় বললাম কিছুটা তথ্য দেবার জন্যে।'

'বটে! তাহলে সত্যিই বাস্তব ঘটনার ওপর দরখাস্তটার ভিত্তি আছে।'

'শোনো এ ব্যাপারটা তুমি তদন্ত করবে তোমার নিজের ধরনে, পার্টির যে কোনো সদস্যের নামে আসা প্রতিটি দরখাস্তই যেভাবে খতিয়ে দেখা হয়। টিপসইয়ের ওপর বিশেষ ভক্তি না রাখলেও চলবে। গণ্ডায় গণ্ডায় টিপসই দেওয়া যায়। তোমার খোজিয়ারভকে একটু টিপে দেখো। সন্দেহ নেই দরখাস্তের আয়োজনটা ওরই করা। আর আমি আমার দিক থেকে সাক্ষীসাবুদগুলোকে

একটু যাচাই করে দেখব। ডেকে পাঠাব কুয়ান্দিক এবং আরো দু'চার জনকে।'

'তার মানে, তুমি ভাবছ ব্যাপারটা সত্যিও হতে পারে?'

'আল্লাই জানে, আমি এখানে এমন সব কাণ্ড দেখেছি যে পণ করেছি কিছুতেই আর অবাক হব না। তোমার এক্সকেভেটরের ব্যাপারটা কেমন? চূড়ান্ত কিছু স্থির করলে কি?'

'স্থির করার কী আছে? যে দুটো এক্সকেভেটর দুই নম্বর সেকশন পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল তা সেখানেই রয়ে গেছে। আপাতত কাজ করছে। বাকিগুলোকে স্তেপেই থামিয়ে পাহারা বসানো হয়েছে। ট্র্যাক্টর এলে তা ওখানেই খুলে পার্টস নিয়ে আসা হবে। জেটিতে এক্সকেভেটর খোলা শুরু হয়েছে। উর্তাবায়েভকে কাজ থেকে সরানো হয়েছে। কড়া শাস্তি দিয়ে তাকে বরখাস্তের জন্যে জিদ করছেন মরোজভ। সত্যি এই গোটা ব্যাপারটায় উর্তাবায়েভ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই বেয়াদপি করেছে: মরোজভের হুকুম মানে নি, কোনো কথা না শুনে জুড়ে তোলা চালিয়ে গেছে।'

'এ ব্যাপারটায় প্রথম আপনাদের নজর টানে কে?'

'মুরি।'

'ও একেবারে নিশ্চয় করে বলছে যে অতটা সফরের পর এক্সকেভেটর অচল হয়ে পড়বে?'

'একেবারে বিনা দ্বিধায়। কোনো রকম দায়িত্ব নিতে রাজী নয়।'

'দুই নম্বর সেকশনে যে দুটো এক্সকেভেটর রয়ে গেল, তা চালাচ্ছে কে?'

'মেতেলকিন আর রিউমিন — ওই সেকশনের কর্তার ভাই।'

'পার্টি সদস্য?'

'হ্যাঁ।'

'তারা কী বলছে?'

'দুজনেই তারা উর্তাবায়েভের পক্ষে। বলছে যন্ত্র বেশ ভালো অবস্থাতেই আছে। কিন্তু কেন?'

'ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। দুটো এক্সকেভেটরই যদি ভালো কাজ করে, তাহলে বলতে হয় উর্তাবায়েভের পরীক্ষাটা অমন বিদঘুটে নয়। তাই না?'

'যতই হোক, এ দুটো যদি চমৎকার কাজ করে তাহলেও বুসিরাস ফার্মের সোজাসাপটা আপত্তি এবং নির্মাণ অধিকর্তা ও প্রধান ইঞ্জিনিয়রের

হ্কুম অগ্রাহ্য করে নিজের দায়িত্বে গোটা কুড়িরও বেশি এক্সকেভেটর নিয়ে পরীক্ষা ফাঁদার কোনো অধিকার ছিল না উর্তাবায়েভের। এ রকম ব্যাপারের জন্য কণ্ট্রোল কমিশন পিঠ চাপড়াবে না।'

'যাক গে, কাজটা চালাও। আমায় ওয়াকিবহাল রেখো।'

'তাহলেও বলো তো, এ সব নিয়ে তুমি কী ভাবছ?'

'কিছ্ই ভাবছি না ভায়া। গল্পের সেই মোরগ ভাবতে বসেছিল, বাস, গলাটিই তার কাটা গেল। প্রথমে জানতে হবে, ভাবনাটা তার পরে। আমার একটা পরামর্শ নেবে? চেয়ারে বসে জীবন কাটানো বদলাও, একটু ব্যায়াম চর্চা করো, রক্ত কণিকাগ্লো ছোটাছ্টি কর্ক। ভালো কথা, পিঙপঙের নতুন বল পেয়েছি। সন্ধ্যায় এসো, খেলা যাবে। তা চলি — ভগবান, ভগবান!'

উর্তাবায়েভের উকিল

'উর্তাবায়েভের মামলা' এবং পার্টি থেকে তার সম্ভাব্য বহিষ্কারের গ্জবটা প্রতি সন্ধ্যায় এক ঝাঁক মশার গ্ঞ্জনের মতো গ্ঞ্জিত হতে থাকল নির্মাণ ক্ষেত্রে। পার্টি বিচারের দিন তিনটে সেকশনে উর্তাবায়েভের নামটা তার সবকটি কারকে কেবলি উচ্চারিত হতে থাকল ঠিক স্কুল ছাত্রের শব্দর্প শিক্ষার মতো।

সেদিন পার্টি কমিটিতে কাজ চলল ঢিমে তালে। এমন কি সচরাচরের চেয়ে লোকও এল কম। স্থানীয় পত্রিকায় আলাদা আলাদা সেকশনের ভিত্তিতে পার্টি সংগঠন ঢেলে সাজা নিয়ে লেখা প্রবন্ধটার প্রুফ দেখছিল সিনিৎসিন, এমন সময় ভেতরে ঢুকল নাসির্দ্দিনভ।

'তোমার সঙ্গে একটু আলাপ ছিল কমরেড সিনিৎসিন। উর্তাবায়েভের ব্যাপারে তোমায় কিছ্ বলতে চাই।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল সিনিৎসিন।

পার্টি কমিটির বাকি ঘরটা থেকে তার বসার ঘরটা যে পর্দা দিয়ে ভাগ করা তার ফাঁকটা সে সেফটি পিন এ'টে বন্ধ করে দিল। তার অর্থ ধরতে হবে দরজা চাবি বন্ধ, সেক্রেটারি ব্যস্ত আছেন।

'শ্নলাম আজ পার্টি কমিটির ব্যুরোয় উর্তাবায়েভকে পার্টি থেকে

বহিষ্কারের প্রশ্ন আলোচনা হবে। সত্যি নাকি?'

'সত্যি।'

'আমার ভয় হচ্ছে কমরেড সিনিৎসিন, ব্যুরো ভুল করছে, মহা ভুল। তাই তোমায় হুঁশিয়ার করে দিতে এলাম। উর্তাবায়েভকে বার করে দেওয়া চলে না। ওর দোষ নেই।'

'দোষ নেই? সে তো ভালো কথা। তথ্য দে। ভুল সংশোধন করার সময় তো কখনো পেরিয়ে যাবে না।'

'তথ্য আমার নেই, কিন্তু আমি জানি ও দোষী নয়।'

সিনিৎসিন বিরক্ত হয়ে পেন্সিলের টোকা দিলে টেবিলে।

'শুধু এইটুকুই বলতে এসেছিলি? তাতে চলবে না। কেবল তোর ব্যক্তিগত মতের ওপর ভরসা করে পার্টি ব্যুরো তার সিদ্ধান্ত পালটাবে না। তার জন্যে দরকার তথ্য।'

'তোমাদেরও তো কোনো তথ্য নেই!'

'বাজে বকিস না করিম। যা জানিস না তা নিয়ে মাথা না গলানোই বরং ভালো। উর্তাবায়েভের ওপর আমরা যে আশা ও আস্থা রেখেছিলাম তার প্রতি সে যে বেইমানি করেছে এটা বলা আমার পক্ষে কম কঠিন নয়। কিন্তু যেখানে একটা পরিষ্কার অন্তর্ঘাতকতা দেখা যাচ্ছে, সেখানে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা আসে না কমরেড নাসিরুদ্দিনভ। এটা মনে রাখিস। কমসোমল সেক্রেটারির সেটা জানা থাকা উচিত। আমি তোকে ভেবেছিলাম আরেকটু বেশি সচেতন।'

'খামোকাই রাগ ফলাচ্ছ কমরেড সিনিৎসিন। আমি কচি খোকা নই। আমার জন্যে তুমি অনেক কিছুই করেছ, সেটা মনে আছে, কিন্তু প্রায়ই তুমি এখনো এমন সুরে আমার সঙ্গে কথা বলো যেন আমি একটা বাচ্চা। সেটা ঠিক নয়। আমি এখন বড়ো হয়ে উঠেছি। পার্টির অ-আ-ক-খ আমার জানা আছে, সেটা আমায় শেখাতে হবে না। উর্তাবায়েভ আমার বন্ধু বলেই যদি এখানে তার ওকালতি করার জন্যে ছুটে আসতাম তাহলে আমার মুখে থুতু দিতে পারতে। আমি বলছি, তোমাদের কোনো বাস্তব তথ্য নেই আর যা বলছি সেটা জেনে শুনেই বলছি। আমি এখানকার লোক, এখানেই বেড়ে উঠেছি। অমন দরখাস্ত আমি কম দেখি নি। আমাদের এখানে যেই কোনো পার্টি কর্মী একটু বেড়ে উঠতে শুরু করে, বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, অমনি

বাইরা তাকে আজকাল খুন করার বদলে তার নামে কলঙ্ক রটাতে শুরু করে: দরখাস্ত পাঠাবার ব্যবস্থা করে, কয়েক গণ্ডা টিপসই জোগাড় করে তাতে, সামনে এগিয়ে দেয় গরিবদের, তারা বাইদের হুকুমে নাচে। সবাই তারা কোরান ছুঁয়ে হলপ করবে যে তুমি তোমার বাপের গলা কেটেছ, মা-র ওপর বলাৎকার করেছ, ফুসলে নিয়ে গেছ তার মেয়েকে। সে মেয়েকেও হাজির করে দেবে তারা, মেয়েও সাক্ষী দেবে হুবহু ওই এক। পরে যে লোকটা ওদের তাতিয়েছিল তাকে ধরে যদি কোণঠাসা করতে পার, তাহলে অমনি সবাই আভূমি কুর্নিস করে বলবে আমরা অজ্ঞ লোক, অশিক্ষিত, ওই সব বুঝিয়েছিল আমাদের। আমাদের এ দেশটাকে তুমি এখনো চেনো না কমরেড সিনিৎসিন।'

'কিছুটা জানি রে করিম, তোকে আমায় শেখাতে হবে না। দরখাস্ত তো এই আর প্রথম দেখছি না, কী করতে হয় জানি। যাচাই না করলে সিদ্ধান্ত নিতাম না। খোজিয়ারভ বাইয়েদের লোক নয়। বাসমাচদের সঙ্গে সে লড়েছে, যখন উর্তাবায়েভ আমাদের সঙ্গে বেইমানি করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছিল। বাসমাচদের সঙ্গে লড়াইয়ে খোজিয়ারভ জখম হয়। কেউ তার নিন্দে করতে পারে না। কিইকের কাছে লড়াইয়ের যে কাহিনী ও বলছে শুধু তাতেই উর্তাবায়েভকে গুলি করে মারা চলে।'

'একটা সাক্ষীই কি যথেষ্ট?'

'একটা সাক্ষীই অনেক সময় যথেষ্ট। তবে তোর যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে বলি, অন্য সাক্ষীও আছে। তোকে বলছি যাতে মাথা থেকে পাগলামিগুলো ঝেড়ে ফেলিস। ফইজের জিগিৎদের একজন বেঁচে আছে, গতবছর পারহারে সে অগপুর কাছে তার সর্দারের কাটা মুণ্ডু এনে দিয়েছিল। এ জিগিতের নাম কুয়ান্দিক, কিইকের কাছে লড়াইটায় সে বাসমাচদের পক্ষে ছিল। দিন কয়েক আগে কমারেঙ্কো তাকে জেরা করে। কুয়ান্দিক বলছে যে ফইজ আগেই তাদের হুকুম দিয়ে রেখেছিল যেন উর্তাবায়েভকে না ছোঁয়। এই হল প্রথম কথা। আরো বলছে যে রুশ টেকনিশিয়ান দুজন লড়াইয়ে মারা যায় নি, প্রথমে বন্দী হয় পরে তাদের গুলি করে মারা হয়, যখন উর্তাবায়েভ ফইজের সঙ্গে কথা কইছিল। উর্তাবায়েভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মরা দেখে। আমাদের পক্ষ থেকে যাতে কোনো সাক্ষী না থাকে সেইটে তার দরকার ছিল। এই হল দ্বিতীয় কথা।

ফইজ যখন ঘোড়া দিয়ে উর্তাবায়েভকে ছেড়ে দেয়, তখন উর্তাবায়েভ যা বলছে, সেভাবে তৃতীয় দিনে ফইজের আত্মসমর্পণের কোনো কথাই তাদের হয় নি। বরং উর্তাবায়েভ চলে যাবার পর ফইজ তার জিগিৎদের জমায়েত করে বলে যে তিন দিন পর তারা কুর্গান-তিউবে যাবে, সেখানে সব তৈরি থাকবে। সব জিগিৎই বুঝেছিল যেটা তৈরি থাকার কথা তার ব্যবস্থা করবে উর্তাবায়েভ। এসব কম কথা হল?'

'বাসমাচের কথা তুমি কবে থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ, কমরেড সিনিৎসিন।'

'কুয়ান্দিক এখানকার লোক নয়, মুমিনাবাদের বাসিন্দা। তাকে জেরা করা হবে সেটা কেউ তাকে আগেই টিপে দিতে পারে না। আরো বড়ো প্রমাণ চাই? তাও আছে। ক্রিস্তাল্লভের কাছে চিঠি। এক্সকেভেটরের কাহিনীটা। কম হল?'

'এক্সকেভেটরের ব্যাপারটা নিয়ে পলোজভা ইঞ্জিনিয়র ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলে। উর্তাবায়েভ বার্কারের সঙ্গে কথা কয়েছিল কিনা তা ক্লার্ক জানে না।'

'কিন্তু জানে মুরি। সেটা যথেষ্ট। পুরো একমাস ধরে উর্তাবায়েভ আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। মস্কো নিউ-ইয়র্ক, দু'জায়গাতেই তার পাঠিয়েছে বার্কারের নামে। কিন্তু খণ্ডন করার মতো কিছুই পায় নি। তোর মতে তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী — বুসিরাস ফার্ম, দেহকান, বাসমাচরা — সবাই চক্রান্ত করেছে উর্তাবায়েভকে ফাঁসাবার জন্যে। ও সব বাজে কথা ছাড়। তার চেয়ে বরং গিয়ে নিজের কাজ কর গে করিম।'

'আমি জানি ব্যাপারটা গোলমেলে, সেই জন্যে অমন ঝট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। পার্টি থেকে বহিষ্কার করার সময় তো আর পেরিয়ে যাচ্ছে না। এ কথাটাও ভাবা দরকার: উর্তাবায়েভ আমাদের এখানে একমাত্র তাজিক ইঞ্জিনিয়র। দ্বিতীয় উর্তাবায়েভ নেই। তেমন লোককে ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।'

'আমাকে শেখাতে আসিস না করিম। এ সবই তোর অনেক আগে থেকেই জানি। খামোকাই তুই আমার সময় নষ্ট করছিস।'

'খামোকা নয়। আমার কথাটা মনে রেখো কমরেড সিনিৎসিন। মহা ভুল করছ। ওহ্ কী প্রচণ্ড ভুল! উর্তাবায়েভ নির্দোষ।'

'তোর ওই কাকাতুয়ার মতো বারবার এক কথায় বিরক্ত ধরে যাচ্ছে। বাজে কথা বলার চেয়ে আগে গিয়ে প্রমাণ আন, তারপর কথা বলিস।'

'প্রমাণই দেব। তবে দেরি হয়ে যাবে, ভুলের জন্যে তখন তোমায় দায়িত্ব নিতে হবে কমরেড সিনিৎসিন।'

'আমার জন্যে ভাবনা নেই। তুই যখন হামাগুড়ি দিচ্ছিলি তখন থেকেই আমি আমার ব্যবহারের দায়িত্ব নিয়ে আসছি। তোর উপদেশ ছাড়াই আমি নিজের ব্যাপারটা চালিয়ে নিতে পারি।'

'আমি তোমার বিরুদ্ধে যেতে চাইছিলাম না কমরেড সিনিৎসিন। তুমি নিজেই আমায় ঠেলছ।'

'আর তোর যদি নিজের সঠিকতায় এতই বিশ্বাস থাকে, তাহলে সোজা তাজিকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যা। শুধু বকবক একটু কম করিস, আর কাউকে ভয় দেখাতে যাস না। তোর সমস্ত প্রমাণ যদি কেবল অসার বাচালতা হয়েই দাঁড়ায় তাহলে আমরা তোকে চট করেই শায়েস্তা করব। নে, আর আমার সময় নষ্ট করিস না, বরং কমসোমল ব্রিগেডের কাজটা দ্যাখ গে, কাল তারা ফের প্রতিযোগিতায় হেরেছে।'

চটে উঠেছিল সিনিৎসিন অথচ আজ তার উচিত খুবই শান্ত থাকা। নাসিরুদ্দিনভের সঙ্গে আলাপটায় একটা আচমকা ঘা খায় সে। এই যে ছেলেটাকে গত পাঁচ বছর যাবৎ সে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো দেখেছে, তার প্রতিটি সাফল্যে খুশি হয়েছে, সে এখন হঠাৎ একটা বাজে খেয়াল নিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণের সাহস করছে। তাকে শেখাবার, উপদেশ দেবার স্পর্ধা করছে, যুদ্ধ ঘোষণা করছে তার বিরুদ্ধে। বাদামী মুখ এই সব ছোকরারা কী অকৃতজ্ঞ ভাবল সিনিৎসিন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংযত করলে নিজেকে। আসলে এই ছেলেটির জন্য সে যা কিছু করেছে, সে তো তার প্রাথমিক পার্টি কর্তব্য।

পোর্টফোলিওতে কাগজপত্র ভরে সিনিৎসিন বেরুল পার্টি অফিস থেকে। জরুরী ফয়সালা করার জন্য কয়েকটা সমস্যা নিয়ে মরোজভের সঙ্গে তার কথা বলার দরকার ছিল।

মরোজভ ছাড়াও ইউর্তায় ছিল কির্শ, মুরি এবং মুরির দোভাষী বেঁটেমতো একজন টেকনিশিয়ান (অভিজাত বংশের লোক নিশ্চয়, ভাবল সিনিৎসিন)। টেকনিশিয়ান আলস্যে বসে বসে একমনে দাঁত খোঁচাচ্ছিল।

ইংরেজিতে মুরি কী একটা বোঝাচ্ছিল কির্শকে। মরোজভ তার দশটার মধ্যে একটা কথা বুঝলেও মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিল। উর্তাবায়েভের নামটা কয়েকবার কানে এল সিনিৎসিনের। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকাল মরোজভের দিকে, মরোজভ নীরবে তার পাশের টুলটার দিকে ইঙ্গিত করে ঝুঁকে এল কির্শের দিকে:

'আপনি পরে আমায় তর্জমা করে দেবেন তো? সব ধরতে পারছি না।'

কির্শ মাথা নাড়লে।

'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন মিঃ কির্শ,' মুরি বলে চলল ইংরেজিতে, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এটা খুবই খারাপ লাগছে। যতই হোক, মিঃ উর্তাবায়েভের পরীক্ষার দিকে আমিই তো প্রথম আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শুনেছি, উর্তাবায়েভ নাকি বলছেন বার্কার এতে সায় দিয়েছিল। এটা অসম্ভব এমন কথা বলতে চাই না। যতদূর আমার মনে আছে, আমার সঙ্গে আলাপে বার্কার এক্সকেভেটরগুলোকে জায়গা থেকে জায়গায় হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়ানোর বিরুদ্ধে ছিল তা ঠিক, কিন্তু যাবার ঠিক আগে শেষ পর্যন্ত উর্তাবায়েভ হয়ত তার মত করাতে পেরেছিলেন। একটা দুটো এক্সকেভেটর নিয়ে পরীক্ষায় বার্কার রাজী হতেও পারে। সেক্ষেত্রে আমার সহযোগী উর্তাবায়েভ সম্ভবত তাঁর অধিকারের এক্তিয়ারটা কিছুটা বাড়িয়ে থাকবেন মাত্র...'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, উর্তাবায়েভকে রেহাই দেবার জন্যে আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' বাধা দিলে কির্শ।

'কী জানেন, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যেন আমি একেবারেই অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার তাজিক সহকর্মীকে ল্যাঙ মেরেছি। এটা আমাদের পেশাগত প্রাথমিক নৈতিক বিধির বিরোধী। সহযোগী উর্তাবায়েভ এটাকে কান-ভাঙানি দেওয়া বলে ধরতে পারেন। ঘটনাটা তো ঘটনাই: উর্তাবায়েভ এ ব্যাপারটা নিয়ে দুর্ঘটে পড়েছে। তা ভাবতেই আমার ভারি খারাপ লাগছে। ইঞ্জিনিয়র হিসাবে আপনি এটা নিশ্চয় বুঝবেন। আমি অনুরোধ করতে এসেছি, সহাযোগী উর্তাবায়েভের ভুল নিয়ে ঝট করে কোনো রায় দেবেন না। আমার স্থানীয় সহযোগীর ভবিষ্যৎ আমি মাটি করে দিলাম, নিজের মনে এ বিশ্বাস থাকলে আমার কাজে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটবে।'

'উর্তাবায়েভের ভুলের জন্যেই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, এ কথা ভেবে

আপনি ভুল করছেন। ভুল করেছে বলে নয়, সে ভুল সংশোধন করতে অস্বীকার করেছে, নির্মাণ অধিকর্তার আদেশ অমান্য করেছে বলেই কমরেড উর্তাবায়েভ বরখাস্ত হয়েছে। এক্সকেভেটরের ব্যাপারটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, ব্যক্তিগতভাবে আপনার সম্পর্ক তো আরো কম। আর উর্তাবায়েভের বিচার নিয়ে নিষ্কর্মারা যে সব গুজব ছড়াচ্ছে, সেটা একেবারেই অন্য ব্যাপার। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে কমরেড উর্তাবায়েভ তার যে সব আচরণের জন্যে পার্টির কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, তার সঙ্গে আমাদের নির্মাণের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আপনার পেশাগত বিবেক পরিষ্কারই থাকছে ...'

আমি নির্দোষ

উর্তাবায়েভের প্রশ্ন নিয়ে ব্যুরোর বৈঠক বসার কথা পার্টি অফিসে। ছ'টা নাগাদ একজন দুজন করে ব্যুরো সভ্যরা সেখানে হাজির হতে লাগল। পার্টি বহির্ভূত লোকেদের ছোটো একটা দলও জুটে গেল দরজার কাছে আঙিনায়।

উর্তাবায়েভ আসতেই ফিসফাস শুরু হল মজুরদের মধ্যে, বিরূপ দৃষ্টিতে তারা তাকালে তার দিকে।

তাড়াতাড়ি করে পার্টি অফিসে ঢুকল উর্তাবায়েভ। ব্যুরোর টেবলের কাছেই একটু পাশে জায়গা দেওয়া হল তাকে। মিনিট পাঁচেক পরে ঘরে ঢুকল সিনিৎসিন, কমারেঙ্কো এবং কণ্ট্রোল কমিশনের প্রতিনিধি।

অধিবেশনের উদ্বোধন করে সিনিৎসিন জানাল যে কর্মসূচিতে শুধু একটি আলোচ্য: বাসমাচ দল ও আফগানিস্তানে তাদের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, দুজন টেকনিশিয়ানের হত্যা এবং সুপরিকল্পিত নাশকতার অভিযোগে ১৯২৪ সাল থেকে পার্টি সভ্য কমরেড উর্তাবায়েভের মামলা।

পার্টি কমিটিতে পাঠানো খোজিয়ারভ ও অন্যান্য মজুরদের দরখাস্তটা সে রুশ ও তাজিক ভাষায় পড়ে শোনালে এবং সংক্ষেপে এক্সকেভেটরের ঘটনাটা বললে। এই খবর দিয়ে সে শেষ করলে যে, পার্টি ব্যুরো উল্লিখিত

ঘটনাবলীর সত্যতা যাচাই করেছে। প্রশ্নগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দিলে সে: উর্তাবায়েভের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত প্রশ্ন, সাক্ষী খোজিয়ারভের নিকট প্রশ্ন, এবং খোদ উর্তাবায়েভের নিকট প্রশ্ন। বললে, এই শৃঙ্খলা অনুসরণ করে গেলে অধিবেশনের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

প্রথম ভাগের প্রশ্নগুলো হল প্রধানত খোজিয়ারভ ও অন্যান্য সাক্ষীর সনাক্তকরণ, হাতের লেখা বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট ও এক্সকেভেটরের ব্যাপারটা নিয়ে। শীগগিরই তা চুকে গেল।

এবার সাক্ষী খোজিয়ারভকে টেবলের কাছে গিয়ে সেখান থেকে জবাব দিতে বলা হল। উঠে দাঁড়াল রোগা একজন দেহকান, গায়ে তেলচিটে আলখাল্লা, কোমরের কাছে লম্বা রুমাল দিয়ে তা বাঁধা। বগলের তল এবং আশেপাশের ফেঁসে যাওয়া ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আছে, তাতে দেখাচ্ছিল যেন একটা ফেনায়িত ঘোড়া। বাঁ চোখটা তার নেই, ফলে মনে হচ্ছিল মুখখানা তার যেন এক দিকে থ্যাঁতলান। বলছিল সে কেবলমাত্র তাজিক ভাষায়।

কিইকের কাছে আচমকা আক্রমণে উর্তাবায়েভ বাহিনীর ধ্বংসের ঘটনাটা তাকে বলতে বলা হল। ঠিক জল নিংড়ে ফেলার মতো করে দাড়ি মোচে হাত বুলিয়ে সে তার কাহিনী শুরু করলে।

'কিইক গাঁয়ের কাছে যেই পেঁাছেছি অমনি দমাদম শুরু হয়ে গেল আমাদের ওপর, যেন কুড়িটা বন্দুক, ঘোড়াও আমার তক্ষুণি পড়ে গিয়ে পেছনের পা ঝটকাতে লাগল। আমার কাছে হাতিয়ার ছিল না, পথ দেখাবার কাজ ছিল আমার। বুইলে কিনা? ভাবছি পথে যদি পড়ে থাকি, নিশ্চয়ই কেটে দু' আধখান করবে। হাতিয়ারও কিছুই নেই। কাছেই একটা ছোট দেয়াল ছিল, দেয়ালে ফাটল, সে ফাটলের মধ্যে দিয়ে ওঠা যায়। যখন দেখি বিস্তর ঘোড়া মানুষ গড়াগড়ি যাচ্ছে, বিস্তর আবার বেসওয়ারী ছুটে পালাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, তখন দেয়াল ধরে উঠে ওপরে ঘাসের মধ্যে শুয়ে রইলাম। রাস্তা থেকে আমায় দেখা যাচ্ছিল না, অথচ ওদিক থেকে গোটা রাস্তাটাই আমার নজরে আসছিল। দেখলাম কিশলাক থেকে কালো ঘোড়া হাঁকিয়ে এল বাসমাচরা, ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের বাহিনীর ওপর, আর বাহিনীতে তখন লোক টিকে আছে সামান্যই। বাসমাচরা যখন উর্তাবায়েভের দিকে হাঁকিয়ে এল ও তখন হাত তুলে কী একটা যেন দেখাতে লাগল।

বুইলে কিনা? কিন্তু কী যে ধরেছিল সেটা আর ঠাহর হল না। তবে বাসমাচরা ওর কিছু করলে না। পাশ দিয়ে ছুটে গেল। উর্তাবায়েভের ঘোড়া জখম হয়েছিল পায়ে। ঘোড়া থেকে নামলে উর্তাবায়েভ, হেঁটে গেল সোজা কিশলাকের দিকে, আর কেবলি হাত তুলে কী একটা যেন দেখাচ্ছিল। তখন খোদ ফইজ এসে দাঁড়াল তার কাছে, ঘোড়া থেকেই দুই হাত দিয়ে দোস্তালি জানালে। দাঁড়িয়ে ছিল ওরা রাস্তার ধারে, কী নিয়ে যেন কথা কইছিল, কিন্তু ঠিক কী কথা সেটি আর কানে এল না। তারপর এসে জুটল বাকি বাসমাচরা, তাড়া দিয়ে নিয়ে এল রুশ দুজনকে। পদাতিক, হাতিয়ার নেই, দুজনেই ওরা ছিল আমাদের বাহিনীতে। বাসমাচরা তাদের নিয়ে এল ফইজের কাছে, উর্তাবায়েভ ফইজকে কী যেন বললে। ফইজ হাত নেড়ে দিলে, রুশ দুজনকে তখন নিয়ে গেল তিরিশ পা দূরে, দেয়ালের নিচে, চার জন জিগিৎ গুলি চালালে তাদের মাথায়। উর্তাবায়েভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, ফইজও দেখলে, আর আমি দেখি, উর্তাবায়েভ দেখছে আর হাসছে আর কী যেন বলছে ফইজকে। মাথা লুকিয়ে রেখে ভাবতে লাগলাম — ওহো! ওহো!

'তারপর সবাই ওরা গেল কিশলাকে, মরারা রাস্তাতেই পড়ে রইল। তখন আমার নজর গেল যে পায়ে আমার গুলি লেগেছে। রুমাল দিয়ে শক্ত করে পা বাঁধলাম, অন্ধকার হতেই ফাটল ধরে দাগানা কিশলাকের দিকে একটু একটু এগুতে থাকলাম, বুইলে কিনা, আমাদের বাহিনীতে খবর দেবার জন্যে। দাগানা কিশলাক ওদিকে বাসমাচদের হাতে, আমায় পাকড়াও করে জেরা করতে লাগল: পায়ে তোর গুলি কেন? বললাম, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম নিজেদের যৌথখামারে, হঠাৎ লালফৌজী আর বাসমাচরা ছুটে এসে গোলাগুলি চালাতে লেগে গেল, তারই একটা লাগে পায়ে। আর ঘরে ফিরতে পারছি না, রাস্তায় সৈন্যেরা রয়েছে, ভাববে বুঝি বা আমি গুলি-খাওয়া বাসমাচ। ওরা কিন্তু আমায় বিশ্বাস করলে না, আমায় একটা ঘোড়া দিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলল, পাহাড়ে পাহাড়ে দুদিন চলতে হল ওদের সঙ্গে। তিন দিনের দিন পালিয়ে উঠি কোক্‌তাশ কিশলাকে, আঞ্চলিক কার্যকরী কমিটির কাছে গিয়ে বলি পা ব্যান্ডেজ করে দিক। সেখান থেকে তখন গাড়ি যাচ্ছিল ইস্তালিনাবাদে। কমিটির কর্তা আমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে বলে ইস্তালিনাবাদ হাসপাতালে নিয়ে যেতে। হাসপাতালে থাকি দু'মাস।

'হাসপাতাল থেকে খালাস পেয়ে ইস্তালিনাবাদের রাস্তায় দেখি কি, উর্তাবায়েভ! ভারি তাজ্জব বনে যাই। উর্তাবায়েভ আমায় দেখে চিনতে পারে। কাছে এসে বলে, 'আদাবরজ ইসা, তুই আমাদের সেবার কিইকের কাছে পথ দেখিয়ে ফাঁদে এনে ফেলেছিলি না? এখুনি তোকে গ্রেপ্তারের হুকুম দেব।' বেদম ভড়কে গেলাম আমি, ভাবলাম, বাহিনীকে ফাঁদে ফেলেছিলাম আমি নই, ওই, সেটা প্রমাণ করি কী করে? ও লোকটার কত মান ইজ্জৎ, বিদ্বান — আর আমি এক মামুলী দেহকান, লেখাপড়া শিখি নি, লোকে কাকে বিশ্বাস করবে, আমাকে না ওকে? বুইলে কিনা? কাকুতি-মিনতি করলাম, আমায় যেন গ্রেপ্তার না করে, বাড়ি যেতে দেয়। বললাম, তখন কিইকের কাছে পায়ে গুলি লাগে আমার, জখম পা নিয়েই তরমুজ খেত দিয়ে পালাই, কেউ খুন জখম হয়েছে কিনা কিছু দেখি নি। ও তখন কী ভেবে বললে, 'বেশ, গ্রেপ্তারের হুকুম দেব না। বাড়ি যা, কিন্তু মনে রাখিস, কিইকে আমি অগপুর কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে ফইজের মত করিয়েছিলাম।'

'নিজের যৌথখামারে আসি আমি, তারপর লোকে বললে যে খাতের জন্যে মাটি খোঁড়ার লোক দরকার। এখানে এসে কাজ নিই। উর্তাবায়েভকেও দেখি, সবাই বলত খুব কেউকেটা লোক। তারপর লোকে বলাবলি করতে লাগল যে বড়ো কর্তা উর্তাবায়েভের ওপর চটে গেছে, তার বিচার হবে। আমাদের পার্টি চক্রের সেক্রেটারিও বলতে লাগল বাসমাচদের সাগরেদদের ফাঁস করা দরকার, কেননা আফগানিস্তান থেকে বাসমাচরা ফের এসে আমাদের আবাদ ছারখার করতে পারে। বুইলে কিনা? মজুরেরাও বলাবলি করতে লাগল উর্তাবায়েভের কাছে আফগানদের আসতে তারা দেখেছে। আমি তখন বলি কিইক কিশলাকের কাছে কী হয়েছিল। সবাই ওরা বললে ব্যাপারটা লিখে জানানো দরকার, কেননা উর্তাবায়েভের বিচার হবে, একসঙ্গে সবকিছুরই বিচার চুকে যাওয়া ভালো। আর আমি যা বললাম তা সবই সাঁচ্চা সত্যি কথা ...'

খোজিয়ারভের বিবরণে সবাই খুবই আলোড়িত হয়েছিল। প্রশ্ন বেশি হল না, যা হল সবই তার বাসমাচদের সঙ্গে দু'দিন কাটানোর সময়টা নিয়ে।

এবার উর্তাবায়েভকে জেরা করার পালা।

প্রথম প্রশ্নের পর উর্তাবায়েভ উঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগের সমস্ত ধারা নিয়ে একসঙ্গেই উত্তর দেবার অনুমতি চাইলে। পোর্টফোলিও খুলে কতকগুলো নোট বার করলে সেখান থেকে। চাবি লাগাতে অনেকক্ষণ গেল, বেশ দেখা গেল কী ভাবে হাত ওর কাঁপছে।

'কমরেডরা, যে সব ঘটনাকে ইচ্ছে করেই বিকৃত করে লোকে আমায় অভিযুক্ত করছে তা নিয়ে সংক্ষেপে এবং যথাসম্ভব যথাযথভাবে বলতে চেষ্টা করব... অভিযোগের প্রথম পর্যায়টা হল গত বছর আফগানিস্তান থেকে আসা বাসমাচদের হামলার ঠিক আগের সময়টুকু নিয়ে। যে সব সাক্ষীরা দরখাস্ত পাঠিয়েছে তারা বলছে যে হামলার তিন দিন আগে নাকি আফগানিস্তান থেকে দুজন দেহকান এসেছিল আমার কাছে, অজুহাত দিয়েছিল নাকি আফগানিস্তানে তারা যৌথখামার গড়তে চায়, কিন্তু আসলে নাকি হামলার আয়োজনটা নিয়ে খবর দিতে এসেছিল আমাকে। আফগানিস্তান থেকে সত্যিই আমার কাছে দুজন দেহকান এসেছিল, তারা এখানে মাস দুই তিন নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ করে তারপর ফের দেশে ফিরে যায়। ইমাম সায়েবের হকিমতে কালবাং কিশলাক থেকে তারা সেখানকার দেহকানদের একটা দরখাস্ত নিয়ে এসেছিল আমার কাছে, তার তলে কয়েক ডজন টিপসই ছিল।'

একটা নোংরা কাগজ বার করে সে টেবলে রাখল।

'এই দরখাস্তটায় তারা আবেদন জানাচ্ছে যাতে যৌথখামার গড়ার জন্যে একজন নির্দেশক তাদের ওখানে পাঠানো হয়। আমার ধারণা এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত খোলা থাকায় আমাদের যৌথখামার গঠনের কথা খুব ব্যাপকভাবেই ছড়ায় এবং ছড়াচ্ছে। আফগানী দেহকানরা, বিশেষ করে আমাদের এখানে যারা কাজ করতে এসেছিল, তারা খোদকস্ত চাষের চেয়ে আমাদের যৌথ চাষের উৎকর্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং এই 'গুহ্যতত্ত্ব' লাভ করতে চায়। খোঁজ নিয়ে দেখুন পার্টির বাউমানাবাদের জেলা কমিটিতে এমন কত যাত্রী এসে ধন্না দেয় এবং পিয়াঁজের ওপারে যৌথখামার গড়ার জন্যে নির্দেশক, ট্রাক্টর, বীজ ইত্যাদি চাইতে আসে। এখানে যে দেহকানরা কাজ করে গেছে তারা যে আমার কাছেই আর্জি নিয়ে হাজির হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। আমি এখানকার একমাত্র তাজিক ইঞ্জিনিয়র ও পার্টি সভ্য, তাদের ধারণায় একজন কর্তা ব্যক্তি, তাদের ভাষায়ও কথা বলি। আমার কাছে না এসে অন্য কারো

কাছে তারা গেলেই বরং অবাক হবার কথা। আমরা যে নির্দেশক পাঠাতে পারি না তা বোঝাবার জন্যে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আমি তাদের তাজিক ভাষায় যৌথখামার গঠনের একটি নির্দেশিকা পুস্তিকা দিয়ে বলি বাউমানাবাদের জেলা কমিটির কাছে যেতে, তারা নিশ্চয় বীজের ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছে। তারা বাউমানাবাদে গিয়েছিল কিনা সেটা যাচাই করা কঠিন নয় বলে আমার ধারণা।'

'আপনি তো নিজেই বলছেন বাউমানাবাদে তারা অনেকেই যায়। ঠিক এরাই সেখানে গিয়েছিল কিনা তা স্থির করা যাবে কী করে?'

'তা বটে, কথাটা ঠিক। কাঁটায় কাঁটায় তা যাচাই করা প্রায় অসম্ভব।'

আসামীর ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছিল না মরোজভ। তার মনে হল, উর্তাবায়েভের মুখে যেন একটা বাঁকা হাসির ছায়া ভেসে গেল।

'গত বছর আফগানিস্তান থেকে আসা লোকেদের ব্যাপারটা হল এই,' বলে গেল উর্তাবায়েভ, 'এই সাক্ষাৎকারের তারিখটা যে ইচ্ছা করে বদলে দেওয়া হয়েছে, সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কমরেড। দেহকানরা আমার কাছে এসেছিল হামলার তিন দিন আগে নয়, মাসখানেক এমন কি তারও বেশি আগে।'

'তার প্রমাণ?'

প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল উর্তাবায়েভ। চোখে পড়ল মরোজভের স্থির দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। মরোজভও যেন বিদ্বেষ ও ব্যঙ্গের দুটি ফুলকি দেখল উর্তাবায়েভের চোখে।

'ওই আফগানী দরখাস্তটায় কোনো তারিখ দেওয়া আছে?' জিজ্ঞেস করল কমারেঙ্কো।

'নেই, দুঃখের বিষয় আর্জিতে তারিখ দেবার অভ্যেস দেহকানদের গড়ে ওঠে নি।'

'তার মানে, এটাও যাচাই করার উপায় নেই?'

'হারামজাদাটা ঠাট্টা করছে,' ঠোঁট কামড়ে ভাবল মরোজভ।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল উর্তাবায়েভ, চোখ তার ফের সরে গেল মরোজভের দিকে। আর সে দৃষ্টির ধূর্ত ঝলকে মরোজভের কাছে হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে উঠল যে উর্তাবায়েভ আদৌ বিচলিত হয় নি, একেবারেই

শান্ত অচঞ্চল সে; তার এই কপালের ঘাম মোছা, হাতের স্নায়বিক কাঁপুনি, এ সবই আগে থেকে মক্স-করা বিশুদ্ধ একটি অভিনয়।

'বলে যান।'

'তারপর, ক্রিস্তাল্লভ ও সিরোয়েজকিনের সঙ্গে যে দুজন আফগানী পালায় তারা ফেরার হবার আগে নাকি আমাকে খবর দিয়ে যায়, এ গল্প আগাগোড়া বানানো। সাক্ষীদের আমি সন্দেহ করতে চাই না। আফগানীরা নিজেদের ভাষায় ফোরম্যান অথবা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে না পারায় নানা ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে এসেছে, এমন ঘটনা ঘটেছে। এমনও হয়েছে যে তারা আমার বাসাতেও এসেছে। ঠিক ওই দিনটিতে কেউ আমার কাছে এসেছিল কিনা তা সঠিক মনে নেই। হয়ত এসেছিল।'

'হয়ত ঠিক এই দুজন আফগানী?'

'তাও হতে পারে, কেননা অন্যান্য আফগানীদের সঙ্গে তাদের কোনো তফাৎ ছিল না, আর তারা যে পালাবার তোড়জোড় করছে সেটা আগে থেকেই আন্দাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ফের মরোজভের চোখের ওপর চোখ রাখলে উর্তাবায়েভ।

'মস্করা করছে শালা কুত্তার বাচ্চা, পরিষ্কার মস্করা করছে,' ভাবল মরোজভ। উর্তাবায়েভের এই চালাকিতে ভারি রাগ হচ্ছিল তার।

'তাহলে কেন বলছেন যে গোটা ব্যাপারটা বানানো। বানানো নয় বলেই তো দেখা যাচ্ছে,' তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলে সে, টের পাচ্ছিল রাগে রক্ত দপদপ করছে।

'কেউ পালাবার তোড়জোড় করছে তা আগে থেকে জেনেই আমি আফগানীদের সঙ্গে দেখা করেছি, এই ব্যাপারটা বানানো।'

'তার মানে ওরা যে পালাবার তোড়জোড় করেছে সেটা জানতেন না?'

'না, জানতাম না। তারপর কিইকের ব্যাপারটা। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, খোজিয়ারভকে আমি দেখছি এই প্রথম। মানে, ঠিক তা বললে বোধ হয় ভুল হবে। মুখটা তার কেমন যেন চেনা। কোথাও তাকে আমি আগে দেখেছি। ও যখন সব বলছিল, তখন চেয়ে চেয়ে আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম, কোথায় ওকে দেখেছি?'

'কিইকের কাছে, কিইকে? ভালো করে মনে করে দেখুন।'

'উঁহু, কিইকে খোজিয়ারভ ছিল না। আমাদের বাহিনীর পথপ্রদর্শকের কাজ সে কদাচ করে নি।'

'তাহলেও মুখখানা চেনা?'

'অথচ মুখটা চেনা।'

'এ্যাই, আমারও ঠিক তাই ধারণা!'

গোটা ঘর হেসে উঠল।

'আপনারা কমরেড, খামোকাই আমার কথাটা নিয়ে রহস্য করছেন। আমার পক্ষে এটা রহস্যের ব্যাপার নয়।'

'বটেই তো!'

'যাই হোক, খোজিয়ারভের গোটা গল্পটা মন গড়া। আমাদের বাহিনীতেই কোনো খোজিয়ারভ ছিল না। কিইকের কাছেও সে ছিল না। দুঃখের বিষয় এই সোজা তথ্যটাও প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কেননা গোটা বাহিনীর মধ্যে বেঁচে আছি কেবল আমি একা।'

'সেইটাই তো তাজ্জব!'

'কিইকের কাছে কী হয়েছিল সেটা তাহলে বলি?'

'বলুন।'

'বারো জন লোকের বাহিনী আমাদের, আচমকা আক্রমণের মুখে পড়ি, এখন যতটা আমার মনে পড়ছে, বাসমাচরা তাদের ওঁৎ পাতা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আমাদের বাহিনী ধ্বংস পায়। প্রথম দিককার একটা গুলিতে আমার ঘোড়াটা মারা পড়ে, আর আমার ঠ্যাঙ চাপা পড়ে ঘোড়ার তলায়...'

'ঘোড়া মারা পড়ে না জখম হয়?'

'মারা পড়ে। আমি ঘোড়ার তলে চাপা পড়ি, ফলে আমি সঠিক দেখতে পাই নি, ওঁৎ পাতা গুলিতে গোটা বাহিনীটাই মারা পড়ে নাকি কেউ বেঁচে ছিল, যাদের খতম করা হয় তরোয়ালে। অন্তত আমায় যখন ঘোড়ার তল থেকে টেনে তোলা হয়, তখন আমিই ছিলাম গোটা বাহিনীর মধ্যে একমাত্র জীবন্ত।'

'আর রুশ টেকনিশিয়ান দুজন?'

'সকলের সঙ্গে তারাও মারা যায়।'

'পরে তাদের গুলি করে মারা হয় নি?'

'আমি ফের বলছি, গোটা বাহিনীর মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র জীবন্ত, সেই জন্যই মনে হয় আমায় খতম না করে তারা নিয়ে যায় সর্দারের কাছে, ভেবেছিল আমাদের সৈন্যদল কোথায় এবং কত লোক তাতে আছে সেসব খবর তারা বার করবে আমার কাছ থেকে। ফইজ নিজে আমায় জেরা করতে শুরু করে। তাশখন্দ থেকে লাল ফৌজের সে সব ইউনিট এসেছে তাদের সংখ্যা আমি বাড়িয়ে জানাই; বলি, কুর-আর্তিক এবং অন্যান্য সব সর্দাররা আত্মসমর্পণ করেছে, বোঝাই যে ইব্রাহিমের খেল খতম, তাকেও আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিই, — অস্ত্র সমেত আত্মসমর্পণ করলে সোভিয়েত রাজ ছেড়ে দেয়। অন্যান্য সর্দারদের কাছ থেকেও সে এ ঘটনাটা জানত, আমায় বলে আত্মসমর্পণ করতে সে অরাজী নয়, লড়াইয়ে তার বিরক্ত ধরে গেছে, দেখতে পাচ্ছে ইব্রাহিম তাদের এক নিষ্ফল হঠকারিতার মধ্যে টেনে নামিয়েছে, বলেছিল দেশের লোকেরা নাকি সমর্থন করবে, অথচ এখন সেই দেশের লোকেদের হাত থেকেই নিজেকেই প্রাণ বাঁচাতে হচ্ছে। আমায় সে বলে, এতদিন পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে নি তার কারণ স্বেচ্ছাসেবকদের বিশ্বাস করতে পারছিল না। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তার পুরনো জাত শত্রু আছে, তাদের হাতে পড়লে তারা পুরনো প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। সে বলে আত্মসমর্পণ করবে কেবল অগপু কর্তার কাছে। আমি সে ব্যবস্থা করার কথা দিই। ঠিক হয়, তৃতীয় দিনে ফইজ তার জিগিৎদের নিয়ে দাগানা-কিইকের গিরিসঙ্কটে অপেক্ষা করবে, অগপুর বাহিনী এলে তাদের কাছে হাতিয়ার সমর্পণ করবে। এই কথার পর সে আমায় তাজা ঘোড়া এনে দেয়, ছেড়ে দেয়, আমি কুর্গান-তিউবে গিয়ে অগপুর তখনকার কর্তা কমরেড পেখোভিচকে সব বলি। তৃতীয় দিনে আমরা দাগানা-কিইক গিরিসঙ্কটে যাই, কিন্তু সেখানে কাউকে পাওয়া যায় নি।'

'বটে, তার মানে ফইজ আত্মসমর্পণ করল না?'

'শেষ করতে দিন। আমি যতদূর জানতে পেয়েছি, ফইজের বাহিনী আগের দিন দৈবাৎ আমাদের অন্য একটি বাহিনীর মুখে পড়ে ও তাদের হাতে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়।'

'কিন্তু ফইজ আত্মসমর্পণ করতে সত্যিই চেয়েছিল এবং ঠিক এই নিয়েই আপনার সঙ্গে কথা কয়েছিল, তার প্রমাণ কী?'

'আমার জবানবন্দি ছাড়া তার কোনো প্রমাণ নেই।'

'খুবই নড়বড়ে প্রমাণ... আর খোজিয়ারভের সঙ্গে স্তালিনাবাদে আপনার দেখা হয় নি, কথাবার্তা কন নি?'

'উহুঁ, দেখাও হয় নি, কথাও কই নি। আগেই তো বলেছি খোজিয়ারভকে আমি চিনি না।'

'কিন্তু খোজিয়ারভ যে সময়টার কথা বলছে, তখন কি আপনি স্তালিনাবাদে ছিলেন?'

'বাসমাচদের উৎখাত করার দু'মাস পর যদি হয়, তাহলে তখন স্তালিনাবাদে আমি ছিলাম।'

'বটে, স্তালিনাবাদে সে সময় ছিলেন?'

'হ্যাঁ, সে সময় ছিলাম... বলব আর কিছু?'

'হ্যাঁ, এক্সকেভেটরের ব্যাপারটা বলুন।'

'আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার যে সংকটের ফলে গোটা নির্মাণকাজ আটকে থাকছে, তাতে জেটি থেকেই এক্সকেভেটরগুলোকেই নিজের মোটরেই চালিয়ে নিয়ে আসার কথাটা আমার মনে হয়। ট্র্যাক্টর ছাড়াই এক্সকেভেটরগুলোকে যদি প্রধান সেকশনে আনা যায়, তাহলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো দমে কাজ চালু হতে পারে, নির্মাণ প্রকল্প বেশ কয়েক মাস এগিয়ে যাবে। আমি অবশ্য বুসিরাস ফার্মের প্রতিনিধির মত না নিয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করি নি। তাই ইঞ্জিনিয়র বার্কারের কাছে আমি গিয়ে আমার পরিকল্পনাটা বলি। বার্কার বলেন, তাদের ফার্মের এক্সকেভেটর অবিশ্যি এতটা পথ আগে কখনো পাড়ি দেয় নি, — তাদের একদফায় যাবার পথ বড় জোর সাত-দশ কিলোমিটার — তবে তত্ত্বের দিক থেকে তা অসম্ভব নয়, এরকম একটা পরীক্ষা করে দেখায় তার ফার্মের পক্ষেও আগ্রহ থাকবে। তিনি বলেন, চূড়ান্ত ক্ষেত্রে হয়ত এমন একটা সফরের পর এক্সকেভেটরগুলোর সপ্তাহ খানেক মেরামতি দরকার হতে পারে। কিন্তু ট্র্যাক্টরের আশায় থাকলে আমাদের যত দিন যাবে তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। চেৎভেরিয়াকভ তখন চলে যাচ্ছেন, কাজকর্ম আর দেখছেন না, নতুন কর্তাও কেউ নেই। ফলে কারো কাছ থেকে মঞ্জুরি নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমি জেটিতে গিয়ে এক্সকেভেটর জুড়ে তুলে ছাড়তে থাকি। কিছু এক্সকেভেটর যখন ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে এবং বাকিগুলোর জুড়ে তোলা অর্ধেক সারা, তখন হঠাৎ কমরেড মরোজভের নোট পাই, যাতে তিনি সোজাসুজি কাজ বন্ধ করে

আমায় প্রধান সেকশনে আসতে হুকুম দেন। প্রথমটা আমি হতভম্ব হয়ে যাই, মনে হল, নতুন কর্তা বোধ হয় ব্যাপারটা নিয়ে বার্কারের সঙ্গে এখনো আলোচনা করে উঠতে পারেন নি, তাই ভয় পেয়েছেন আমি বোধ হয় আমার নিজের ঝুঁকিতেই জিনিসটা করছি। অবশ্য যে সব এক্সকেভেটর ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে তাদের মাঝপথে আটকানো যায় না। ঠিক করলাম, যে দুটো এক্সকেভেটর অর্ধেক জোড়া হয়ে গেছে তা শেষ করেই নতুন কর্তার সঙ্গে কথা কইতে যাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল হুকুমটা নেহাৎ ভুলবোঝাবুঝির ফল, আমি যে বুসিরাস ফার্মের সায় নিয়েই করছি তা জানলে কমরেড মরোজভ তাঁর আদেশ পালনের জন্যে জিদ করবেন না। এমন সময় শেষ মুহূর্তে কমরেড মরোজভ নিজেই এসে হাজির হয়ে আমাকে বরখাস্ত করে এক্সকেভেটর খুলে ফেলার হুকুম দেন।'

'তার মানে, আপনি ইঞ্জিনিয়র বার্কারের মত নিয়ে করেছিলেন বলে দাবি করছেন?' মরোজভ প্রায় আসন ছেড়েই উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, পুরো মত নিয়ে।'

'এটাও প্রমাণ করা অবিশ্যি অসম্ভব, কেননা বার্কার আমেরিকায় চলে গেছেন।'

'প্রমাণ করা সম্ভব, তবে বোঝাই যায় ঠিক এই মুহূর্তেই নয়।'

'কিন্তু ইঞ্জিনিয়র বার্কার আপনাকে বললেন এক কথা, আর মুরিকে বললেন আরেক কথা, সেটা কেমন ব্যাপার?'

'আমি নিজেও সেটা বুঝছি না। হতে পারে যে শেষ মুহূর্তে বার্কার তার ফার্মের কাছে জবাবদিহির ভয়ে পিছিয়ে যান।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি যদি আদৌ ইঞ্জিনিয়র বার্কারের সঙ্গে কথা কয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় দোভাষী তার সাক্ষ্য দিতে পারবে।'

মুহূর্তের নীরবতা দেখা দিল। চোখ কোঁচকালে মরোজভ। আঘাতটা মোক্ষম। লাল হয়ে উঠল উর্তাবায়েভ, গলার স্বর তার এই প্রথম অনিশ্চিত ও বিব্রত শোনাল:

'আমি নিজেই ইংরেজি ভাষা শিখছি, কিছুটা বলতেও পারি। বার্কারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা কই দোভাষী ছাড়াই।'

'কিন্তু অন্যান্য সময় আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলতে হলে আপনি দোভাষীর সাহায্য নিতেন বলেই আমার সঠিক জানা আছে।'

'হ্যাঁ, সমস্যাটা দুরূহ হলে এবং আমার সাধ্যিতে না কুলালে আমি প্রায়ই দোভাষীর সাহায্য নিতাম।'

'কেবল শুধু এই বারই আপনার সাধ্যে কুলিয়ে যায়, দোভাষী ছাড়াই আপনি কাজ চালিয়ে গেলেন যে থাকলে এখন সাক্ষ্য দিতে পারত?'

'হ্যাঁ, এ আলাপের সময় দোভাষী ছিল না।'

'আপনি আমাদের শিশু ভাবছেন উর্তাবায়েভ!..'

'নিজের আত্মসমর্থনে কেবল এইটুকুই আপনার বক্তব্য?' কন্ট্রোল কমিশনের কর্তা জিজ্ঞেস করলেন বিমর্ষভাবে।

'হ্যাঁ...'

আস্তিন দিয়ে ঘাম মুছল উর্তাবায়েভ। ভঙ্গিটার অকৃত্রিমতায় এবার আর সন্দেহ হল না মরোজভের। 'কোণঠাসা হয়েছে বাপু, আর পালাতে হচ্ছে না,' ভাবলে সে।

'কমরেডরা, আমি বুঝতে পারছি, ঘটনাগুলোকে আমার দুষমনেরা যেভাবে চমৎকার সাজিয়েছে তা সবই আমার বিরুদ্ধে যায় এবং অবস্থাচক্রে আমি তার বিপরীতে একটিও তথাকথিত ভারিক্কী প্রমাণ হাজির করতে অক্ষম; একজন সাক্ষীও নেই যে আমার পক্ষে বলবে। আমি বুঝতে পারছি, আমি নির্দোষ এ কথা বললে শুধু আমার মুখের কথা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন না...'

উর্তাবায়েভের স্বর কেঁপে গেল, তারপর হঠাৎ যেন গলার স্বর তার সভার সকলের কানে যাচ্ছে না, এই আশঙ্কায় ঘর ফাটিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'আমি নির্দোষ কমরেড!'

একটু চাঞ্চল্য জাগল তাতে। স্তব্ধ হয়ে উঠল সভাগৃহ।

'অভিনেতা বটে! পার্টি ব্যুরোর সভায় নয় বাপু, ও সব রঙ্গমঞ্চে চালিয়ো!' সরোষে ভাবল মরোজভ।

আস্তিন দিয়ে কপাল মুছে শুকনো বিবর্ণ গলায় শেষ করলে উর্তাবায়েভ:

'পার্টির জন্যে যে সামান্য কাজ করেছি, তা মনে করিয়ে দেবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। পার্টি আমাকে তো সবই দিয়েছে, আমি পার্টিকে দিয়েছি কেবল যেটুকু প্রতিটি পার্টি সভ্যের অবশ্য কর্তব্য। পার্টি আমাকে বিদ্যা শিক্ষায় পাঠায়। পার্টি আমাকে মানুষ করে তুলেছে। আমার মধ্যে ভালো এবং প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে সবই পার্টির দৌলতে। পার্টি আমাকে

যা কিছু দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার আছে। পার্টি থেকে আমায় বহিষ্কার মানে আমার জীবনটাই কেড়ে নেওয়া। এ জীবন পার্টিই আমায় দিয়েছে, কেড়ে নেবার অধিকারও তার আছে।'

হাতের মুঠোয় কয়েক টুকরো কাগজ মোচড়াচ্ছিল সে, বোঝা যায় এটা তার সমাপ্তি বক্তব্যের খসড়া, যা সে আর বললে না। কাগজগুলো পোর্টফোলিওতে ঢোকালে।

এক মিনিট নীরবতা দেখা গেল।

'এ সব উচ্ছ্বাসে আসল ব্যাপার কিছু বদলাচ্ছে না,' বললে মরোজভ, সবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বিলম্বিত অনুতাপে আর কী হবে।'

'হ্যাঁ, সবই পরিষ্কার!'

'তাহলে কমরেড, আর কোনো প্রশ্ন আছে, নাকি সরাসরি ভোটাভুটিতে চলে যাব?'

'সবই পরিষ্কার!'

'ভোট নিন।'

'উর্তাবায়েভকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের পক্ষে কে কে?'

এগারটি হাত উঠল্।

'কারা বিপক্ষে?'

হাত তুললে কমারেঙ্কো এবং এক্সকেভেটর চালক মেতেলকিন।

'সভা শেষ হল কমরেড।'

উর্তাবায়েভ উঠে দাঁড়াল, পকেট হাতড়াতে লাগল, যেন কী একটা তার হারিয়ে গেছে, তারপর পার্টি কার্ডটি নিয়ে টেবলে রাখল। তারপর হঠাৎ দ্রুত কোনো দিকে না চেয়ে চলে গেল দুয়োরের দিকে।

কমরেড কমারেঙ্কোর সন্দেহ

সচরাচরের চেয়ে আগেই সেদিন ঘরে ফিরল সিনিৎসিন। নিজেকে তার সে সন্ধ্যায় মনে হচ্ছিল যেন এক সার্জেন, চিকিৎসাবিদ্যায় সমস্ত নিয়ম মেনে সে এক নিখুঁত অপারেশন করেছে, কিন্তু অপারেশন টেবলেই মারা গেছে রোগী।

বহুক্ষণ ঘরে পায়চারি করলে সিনিৎসিন। তারপর হঠাৎ ক্যাঁচকোঁচিয়ে উঠল দরজা। ঘরে ঢুকল কমারেঙ্কো।

'কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একটু ঢুঁ মেরে আসি। নতুন খবর আছে কিছু?'

'এবার তোমার পালা। উর্তাবায়েভকে গ্রেপ্তার করতে হয়।'

'আমি গ্রেপ্তার করি পালার কথা না ভেবেই। এবার নয় পালাটা ছেড়েই দেওয়া যাক।'

'তোমার সবেতেই ঠাট্টা। যা সব প্রমাণ হল তারপর যে ওকে ছেড়ে রাখা চলে না।'

'কেন চলে না?'

'ভাঁড়ামি করছ নাকি?'

'মোটেই না।'

'শুধু আমি নই, তুমিও তদন্ত করে যে সব তথ্য সাব্যস্ত করেছ তা যথেষ্ট নয় বলে তোমার ধারণা?'

'পার্টি থেকে বার করে দেবার পক্ষে বোধ হয় যথেষ্ট, কিন্তু গ্রেপ্তার করতে হলে আরো কিছু জিনিস পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

'আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ, ক্রিস্তাল্লভের সঙ্গে সহযোগিতা—সেটা যথেষ্ট নয়?'

'আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগটা পুরো খোলসা হয় নি। কুয়ান্দিক মিথ্যে বলতে পারে। একমাত্র সাক্ষী সে তোমার ওই খোজিয়ারভ।'

'তার মানে, তোমার মতে আমরা ওকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করেছি?'

এমন সময় দরজা খুলল। উঠে দাঁড়াল সিনিৎসিন।

ঘরে ঢুকল পলোজভা।

'ব্যাঘাত করলাম না তো?'

'মোটেই না। কিন্তু আপনার খবর কী, আবার কিছু ঘটল নাকি আমেরিকানদের?'

'নতুন ফ্যালাঙ্গ?' উৎসুক হয়ে উঠল কমারেঙ্কো।

'না, না। তেমন কিছু নয়। আজ সন্ধেয় ক্লার্ক তার সন্দেহের কথাটা আমায় প্রথম বলে। তা কতটা যুক্তিযুক্ত তার মধ্যে না গিয়ে ভাবলাম

আপনাদের তা জানানো আমার কর্তব্য। বিশেষ করে সেও যখন ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমায় বলে।'

'তা বেশ, বলুন তো! বলুন তো শুনি,' চাঙ্গা হয়ে উঠল কমারেঙ্কো।

'মনে আছে তো, আমেরিকানরা যখন ওই নোটগুলো পাচ্ছিল, তখন সবারই প্রশ্ন জেগেছিল কী করে নোটগুলো তাদের ঘরে পেশছচ্ছে। ওরা নিজেরাও তাই নিয়ে ভাবে এবং ক্লার্ক এই অনুমানে এসেছে যে, তাদের ঘরে যারা আসে তাদেরই কেউ অলক্ষ্যে চিঠিগুলো রেখে দেয়।'

'বাঃ! খুবই সোজা এবং খুবই পাকা অনুমান,' বলে উঠল কমারেঙ্কো।

'তাই সে মনে করে দেখে ঠিক কে কে সেদিন ঘরে এসেছিল। এবং এই সিদ্ধান্তে আসে যে দুই দিনই তার কাছে এসেছিল উর্তাবায়েভ।'

'সে কী? ফের উর্তাবায়েভ?' টুল ঠেলে সরিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগল সিনিৎসিন।

'খাবার ঘরের আলাপটা আপনার মনে আছে কমরেড সিনিৎসিন? সেই যখন ক্লার্ক আর মুরি আপনাকে তাদের প্রথম পাওয়া চিঠিটা দেখায়। মনে আছে, আপনি তখন বলেছিলেন, তাজিক হলে মাথার খুলি আঁকত না, ওটা ইউরোপীয় প্রতীক?'

'মনে আছে।'

'উর্তাবায়েভ সে আলাপটার সময় হাজির ছিল। ক্লার্কের নজরে পড়েছিল, উর্তাবায়েভ যেন একটু বেশি জোর দিয়েই আপনার প্রস্তাবে সায় দেয়। বলে, তাজিক হতেই পারে না।'

'তারপর?'

'তারপর ফ্যালাঙ্গের ঘটনাটায় তর্কাতীত প্রমাণ হয় যে লেখক তাজিকই। অমন চাল ইউরোপীয়র মাথাতেই আসত না। উর্তাবায়েভের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আর একটা তথ্য এই যে আসল ঘটনার সময় তার অনুপস্থিতি ক্লার্কের নজরে পড়েছে। ক্লার্কের মতে, এ যেন আগে থেকেই নিজের সাফাই সাজিয়ে রাখা। তাছাড়া, এক্সকেভেটর ইত্যাদি নিয়ে উর্তাবায়েভের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য যখন থেকে শুরু হয়েছে, ঠিক তখন থেকেই ওই শাসানো চিঠি এবং প্রাণনাশ প্রচেষ্টাও থেমে গেছে, এই আশ্চর্য যোগাযোগটাও ক্লার্ক লক্ষ করেছে। এ যেন পত্র লেখক অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তার এ খেলাটা চালিয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। এই হল কথা। ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ক তার সন্দেহের

কথা বহুদিন কাউকে বলতে চায় নি, কেননা জানত উর্তাবায়েভ কমিউনিস্ট। পার্টি থেকে তার বহিষ্কারের কথা জানার পরই সে তার সন্দেহ জানাবে বলে ঠিক করে। ক্লার্ক যা বলেছিল তা হুবহু সবই আপনাদের বললাম। অবিশ্যি আমার কিন্তু এ সব সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার...'

'ধন্যবাদ কমরেড পলোজভা। আপনি খুবই সঙ্গত কাজ করেছেন। এবং করেছেন নাসিরুদ্দিনভের মতো উর্তাবায়েভের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার নিরপরাধে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও।'

'আমি আমার কর্তব্যটা করলাম। কিন্তু নিজের মত তাই বলে বিসর্জন দিচ্ছি না: আমার এখনো ধারণা উর্তাবায়েভের ব্যাপারে খুবই মর্মান্তিক একটা ভুল হয়েছে, সেটা আমি বোঝাতে পারছি না, কিন্তু আশা করি তা পরে ধরা পড়বে।'

'আপনার ব্যক্তিগত মতামতে দুঃখের বিষয় কিছুই পালটাচ্ছে না। আর নাসিরুদ্দিনভ যদি এ নিয়ে পার্টি সিদ্ধান্তের সমালোচনা না করে এবং কমসোমলীদের এ ব্যাপারে না জড়ায় তাহলেই বরং ঠিক করবে।'

'কমরেড নাসিরুদ্দিনভ বা আমার মতের সঙ্গে কমসোমল কমিটির কোনো সম্পর্ক নেই, এটা আমাদের ব্যক্তিগত মত মাত্র। আমার ধারণা, সুযোগ্য কোনো পার্টি কর্মীর ক্ষেত্রে ভুল করা হচ্ছে বলে যদি কেউ মনে করে, তবে সে ভুল সংশোধনে প্রতিটি কমসোমল ও পার্টি কর্মীর সাহায্য করার অধিকার আছে শুধু নয়, সেটা তার কর্তব্য। পার্টি কমিটির সিদ্ধান্ত আলোচনায় কমসোমল কর্মীদের টেনে আনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'নিশ্চিত থাকতে পারেন, উর্তাবায়েভের ব্যাপারে ভুল হয়েছে এটা কেউ প্রমাণ করতে পারলে আমিই প্রথম তাকে অভিনন্দন জানাব।'

'তাতে আমার সন্দেহ নেই।'

'দুঃখের বিষয় সেটা প্রমাণ করতে কেউ পারছে না। সবই দাঁড়াচ্ছে কেবল ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও বিশ্বাসের অবান্তর কথায়। এসব ছেঁদো কথা বন্ধ করা দরকার।'

'বেশ, ও কথা আর আপনি শুনবেন না।'

'এই হল খাঁটি কথা,' দুয়োর পর্যন্ত পলোজভাকে এগিয়ে দিল

সিনিৎসিন। 'তাহলে কী বলছ, উর্তাবায়েভকে এখনো গ্রেপ্তার করতে রাজী নও?' কমারেঙ্কোর দিকে ফিরল সে।

'আমায় আমার নিজের বুদ্ধিমতো কাজ করতে দাও। তার দায়িত্ব আমি নেব।'

'ভয় হচ্ছে, বড়ো বেশি দায়িত্ব নিয়ে বসেছ। অন্তত কীসের যুক্তিতে সেটা জানাবে কি? এও কি শুধু তোমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, নাকি ওজনদার কিছু আছে?'

'কী জানো, কতকগুলো জিনিস আছে যা এখনো পর্যন্ত খোলসা হয় নি।'

'আশঙ্কা আছে, আরো গোপন কিছু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের খোঁজ করতে গিয়ে যে সূত্রটি হাতে আছে তাও ফসকাবে। তেমন ব্যাপার তো তোমাদের হয়ই ভায়া। বিশ্বাস করো, এ সব এলাকায় আমি কাজ করেছি তোমার চেয়ে বেশি দিন, কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে: ঠিক একই এলাকায় সমান্তরাল দুটি সংগঠন কাজ করছে, একটা শুধুই অন্তর্ঘাত আর আক্রমণ চালাচ্ছে, অন্যটা সংযোগ রাখছে আফগানিস্তানের বাসমাচদের সঙ্গে — এ ঘটনা কখনো ঘটে নি। এ হয় না।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।'

'একটা সূত্র ধরতে পারলেই গোটা বাণ্ডিলটাই টেনে আনা যায়।'

'যদি সুতোটা ছিঁড়ে না যায়। আসল ব্যাপারটাই হল ঠিকমতো ধরতে পারা।'

'তোমার মতে, উর্তাবায়েভ সে সুতো নয়?'

'আমার ধারণা নয়।'

'বড়ো বেশি পাণ্ডিতি করছ। মনে রেখো কিন্তু, উর্তাবায়েভ যদি ছাড়াই থাকে, আর দ্বিতীয় বার আমেরিকানদের ওপর কোনো হামলা হয়, তাহলে তাশখন্দে অগপু দপ্তরে আমার মতামত জানানো কর্তব্য বলে আমি জ্ঞান করব।'

'সেটা তোমার ব্যাপার। সবুর না করে এখনই সেটা করতে পারো। তাহলে চলি, ভগবান, ভগবান!'

ঘোড়ায় চেপে কমারেঙ্কো ধীর গতিতে ব্যারাক-ঘেরা চকটা পেরিয়ে গেল। গায়ে রাত জড়িয়ে ঘুমচ্ছে বসতিটা, কদাচিৎ টিমটিম করছে একটা

দুটো আলোকিত জানলা। দূর থেকে মিটমিট করছে তারার মতো। জানলার শার্সি দিয়ে পথচারীর চোখে পড়বে অন্য লোকের নৈশ জীবনের টুকিটাকি ছবি। সবুজ চাঁদিটুপি-পরা এক তাজিক জানলার কাছে বসে কী যেন পড়ছে। নীল গ্র্যাফ পেপারে নক্সা আঁকছে এক ফোরম্যান, মুখটা বসন্তের দাগে ভরা। অন্য লোকের ছেঁড়া ছেঁড়া জীবন: কাজ, পাঠ, আরো কত কী...

লাগাম নাড়ালে কমারেঙ্কো। অন্য লোকের জীবনে উঁকি দিতে হয়েছে তাকে কম নয়, অনাহূত অতিথির মতো হাজির হতে হয়েছে লোকের খিড়কিতে। এলাকার পারিবারিক ডাক্তারের মতো সবার ভিতর বাহির তার জানা। লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের সে মাথার চুল, চোখের রঙ, বাইরের বৈশিষ্ট্য দিয়ে তফাৎ করে না। তাদের সে সনাক্ত করে তাদের ভেতরকার লক্ষণ দেখে যেভাবে পুরনো রোগীকে সনাক্ত করে ডাক্তার: শণ-চুলো ঢ্যাঙা একটা লোক নয় — প্লীহাস্ফীতি; গাঁট্টাগোঁট্টা বসন্তের দাগওয়ালা একটা মানুষ নয়, যকৃতে পাথর; পীনস্তনা বাদামী-চুলো এক নারী নয় — মহাধমনীর বিভ্রাট। কারো যা দেখা সম্ভব নয়, আশেপাশের লোকের ভেতর তাই চোখে পড়ত কমারেঙ্কোর। শণ-চুলো এক জ্যেষ্ঠ টেকনিশিয়ান — সাধারণ একটা সুচের খোঁচার ক্ষতচিহ্ন মুখে — সেখানে কমারেঙ্কো দেখত একটি বার না করা লাল ফৌজী বুলেট, তুর্কমেনী চাঁদিটুপি নয় শ্বেতরক্ষী ভ্রাঙ্গেলী টুপি-পরা সুন্দর এ মুখটা যাতে একদিন বিধ্বস্ত হয়েছিল। মামুলী একজন দেহকান, তুলো তুলছে, ঝটিতি কর্মী, ব্রিগেড নেতা, পুরস্কার পেয়েছে, বেলচা তুলে ধরার সময় তার চোখে কমারেঙ্কো দেখত বাঁকা বাসমাচী তরোয়ালের ঝলক, যাতে যুদ্ধবন্দী তিনজন লাল ফৌজীর মুণ্ড খসে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত গর্দান নিয়েছে নিজেরই সর্দারের। শুকিয়ে আসা বাদামী-চুলো এক নারী, প্রধান খাজাঞ্চির বৌ, তার জানলার সামনে দিয়ে যে প্রায়ই একটি বাজারের ব্যাগ নিয়ে যায় কেনাকাটা করতে; তার তখনো তাজা ঠোঁটের ওপর ম্লান হাসিটির মধ্যে কমারেঙ্কোর চোখে পড়ে সযত্নে ঢাকা সোনার দাঁতটি নয়, একদলা না-চিবুনো কাগজ, তার প্রথম স্বামী, জারের গুপ্ত পুলিসের এক গোয়েন্দা কর্তার বাড়িতে যখন আচমকা একটা তল্লাসী হয় তখন ঠিক এমনি হেসেই যা সে গিলে ফেলে।

লোকেদের কমারেঙ্কো কখনো ভাবত না সুসমাপ্ত, তৈরি একটা কিছু

বলে। তাদের সে দেখত একটা হয়ে ওঠার সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে, তাদের সামাজিক জীবনেতিহাসের গোটা প্রেক্ষাপটে।

হোঁচট খেল ঘোড়াটা। লাগাম টেনে ধরল কমারেঙ্কো, ধীর পদে পেরিয়ে গেল কলোনির শেষ কুঁড়েটা। ঘুমচ্ছে বসতিটা, অসাবধানী খুরের শব্দে তার ঘুমে ব্যাঘাত করার ইচ্ছে ছিল না কমারেঙ্কোর। পেছনে ফিরে তাকাল সে। দূরে প্রধান সেকশনে আগুন জ্বলছে, তালে তালে শব্দ করে খাল থেকে জল পাম্প করে তুলছে একটা ট্র্যাক্টর। বসতি ঘুমচ্ছে, কাজ চলছে ক্যানেল বেড়ে। এ সবেরই দায়িত্ব তার, কমারেঙ্কোর — বসতির নির্বিঘ্ন ঘুম, ট্র্যাক্টরের অবিরাম ঝকঝক, গোটা নির্মাণ এলাকাটার স্বাভাবিক জীবন — সবই তার দায়িত্বে। এ দায়িত্ববোধে ক্লিষ্ট বোধ করল না সে, বরং একটা প্রীতিকর গর্ববোধে মন তার ভরে উঠল। বুক টান করল সে, লাগাম টেনে ধরল। লঘু কদমে ছুটল ঘোড়া। মাথার ওপর অজস্র পিঁপড়ের মতো তির তির করছে তারা।

সিনিৎসিনের কঠিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখখানা মনে পড়ল কমারেঙ্কোর।

'ভুল করার অধিকার আছে সকলের,' ভাবল সে, 'আমি ছাড়া সকলেরই। ভুল করার অধিকার আমার নেই।'

আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা কটু টিপ্পনীর মতো মনে হল:

'অথচ ভুল তো আমি করি। হ্যাঁ করি, কী লাভ চোখ ঠেরে। নেমিরোভস্কি অবিশ্যি ধরা পড়েছে, কিন্তু ধরা পড়েছে যে বড়োই দেরিতে, নির্মাণকাজ বানচাল করে দিতে পারার পরে। নেমিরোভস্কিকে গ্রেপ্তারের সমস্ত প্রমাণাদি আমিই জোগাড় করেছি বটে, কিন্তু কী হল তাতে। জোগাড় করতে হত আরো আগে। এরিওমিনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অন্ধতার ওজর দিলে তা খন্ডন হয় না। আরো একটা গলতি... এবার উর্তাবায়েভ। একেবারে আশাতীত। সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিল না। দৈবাৎ পাওয়া রিপোর্ট। উর্তাবায়েভ যদি সত্যিই এ সবে অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে আমার পক্ষে একমাত্র উচিত কাজ হল নিচু কোনো পদে নেমে যাওয়া...'

ঠোঁট কামড়ালে কমারেঙ্কো। নিজেকে সে ভাবত ভালো গোয়েন্দা, লোকের ভেতরটা দেখতে পারে বলে গর্ব ছিল তার। আর হঠাৎ এই উর্তাবায়েভ। উর্তাবায়েভের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে তা হবে অমার্জনীয়। যে

গোয়েন্দা এমন ভুল করে সে নির্মাণ ক্ষেত্রের নিরপত্তার দায়িত্ব নেবার যোগ্য নয়।

'উর্তাবায়েভ যদি অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে এ কাজে ইস্তফা দিয়ে আমায় অন্য কাজে যেতে হবে। চলে যাব সমবায়ে, ময়দা ওজন করার কাজ নেব।'

ক্যানেল বেড়ে রাত

এদিন সকালেই ক্লার্ক খবর পেয়েছিল যে স্তালিনাবাদ থেকে কংক্রিট মিকসার এবং পাথরে ফুটো করার কম্প্রেসার এসে পৌঁছেছে নদীর ওপারে; ঠিক করল সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যন্ত্রগুলো নেবে। কিন্তু অপেক্ষা করতে হল অনেক — সারা সকালটা দখল করে রইল কাঠ বইয়েরা, দু'দিন ধরে তারা অপেক্ষা করেছিল কখন তাদের পালা আসবে। কংক্রিট মিকসার এসে পৌঁছল সন্ধ্যা নাগাদ । যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে ক্লার্ক কির্শের কাছে গেল কিছু কাঠ চাইতে: মাইন হোয়েস্ট বানাতে হবে। অনেক কাঠ এসে পৌঁছেছে, পরের দফায় আবার কখন আসে কে জানে। কির্শ গোটা নির্মাণ ক্ষেত্রের জরুরী চাহিদার তালিকা দেখে, জরুরিত্ব হিসাব করে রাজী হল। ক্লার্ক কথা দিলে কিছু দিনের মধ্যেই সে দুটো এক্সকেভেটর ছেড়ে দিতে পারবে।

এ বিজয়ে খুশি হয়ে ক্লার্ক ফোরম্যান ও পলোজভাকে ডেকে আনার জন্য ড্রাইভার পাঠাল। ইচ্ছে হল নষ্ট হওয়া দিনটা সে পুষিয়ে নেবে, সেই দিনই হোয়েস্ট তোলার তোড়জোড় শুরু করবে।

ছুতোরকে ডেকে আনা হল। দাড়িওয়ালা এক প্রৌঢ় সসম্ভ্রমে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

'আপনিই কমরেড প্রিতুলা?' জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান।

'আমি প্রিতুলা ক্লিমেন্তি।'

'ক্যানেল বেড়ে মাইন হোয়েস্ট বানাতে হবে আমাদের। পারবেন?'

'তা পারব না কেন, করা যাবে।'

'আগে কখনো করেছেন?'

'তা ভাবনা নেই, আমরা আপনাকে ড্রয়িং এবং মাপজোখ সব দেব। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন।'

'বেশ,' সায় দিলে ক্লিমেন্তি।

ক্লার্ক একটা কাগজের ওপর জিনিসটার নক্সা এ'কে এগিয়ে দিল ছুতোরের দিকে। ক্লিমেন্তি অনেকক্ষণ করে কাগজটা উলটে পালটে দেখলে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল জিনিসটার দিকে, যেন একটা ধাঁধার সমাধান করছে।

'কী, বুঝতে পারছেন?'

'কাগজে তো সবই থাকে বেশ ঠিকঠাক, কিন্তু বানাতে শুরু করলে কী যে দাঁড়াবে কে জানে।'

'কিন্তু নক্সা আপনি বোঝেন তো?' সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলে ফোরম্যান।

'আমরা ছুতোর। আমরা বানাই কাঠ দিয়ে, কাগজ দিয়ে তো নয়,' ক্ষুণ্ণ হল ক্লিমেন্তি।

'শুনুন ভায়া, নক্সা ছাড়া এখানে নিজের মাথা খাটিয়ে কিছু ফল হবে না। নক্সার ব্যাপার বোঝে এমন আর কেউ আছে আপনাদের সমবায়ে?'

'এ আর কী, বিনা কাগজে কত জিনিস বানালাম। তুমি বরং বলো তোমার এই হোয়েস্ট জিনিসটা কী ব্যাপার, কতটা উ'চু, কতটা চওড়া, আমাদের কাজ নিয়ে ভাবতে হবে না, করে দেব।'

'খনিতে গেছ কখনো?'

'তা গেছি, কিন্তু এখানে তোমার খনি কোথায়?'

'খনিটা আসল কথা নয়, তবে নিয়মটা একই...'

'নিয়ম টিয়ম বাপু জানি না, হোয়েস্ট কখনো দেখি নি, মিথ্যে বলব না।'

'আচ্ছা খ্যাপা তো! মানে ব্যাপারটা হল কাঠের একটা মিনারের মতো, ওপর দিকটা সরু হয়ে এসেছে, ডগায় একটা চাকা।'

'বুঝলাম।'

'এখানেও তাই। কেবল আরো ছোটো, সরু, আর ডুলি ওঠানামা করার বদলে ওঠানামা করবে এক্সকেভেটরের শভেল। আর ডগায়, যেখানে চাকাটা, সেখান থেকে একটা পাটাতন চলে যাবে পাশ দিয়ে।'

'এটাও কাঠের?'

'এটা একটা সাঁকোর মতো, সরু, যা বেয়ে শভেলটা পাশের দিকে চলে যেতে পারবে। মিনারটা থাকবে নিচে, ক্যানেল বেড়ে, প'চিশ মিটার উ'চু,

ওপরে হুইল ঘুরে শভেল টেনে তুলবে, কুয়ো থেকে বালতি তোলার মতো। তারপর শভেলকে চালান করতে হবে পাশের দিকে। সেজন্যে মিনারের চুড়ো থেকে ক্যানেলের ধার পর্যন্ত একটা সাঁকোর মতো গড়তে হবে। শভেল সেই সাঁকো বরাবর গিয়ে ক্যানেলের ধারে পৌঁছে পাথর খালাস করবে খাতের ওপারে, বাঁধের উপর।'

'তা সেই কথা বললেই হয়। আমরা তো আর মার্কিন বিদ্যে শিখি নি,' ক্লিমেন্তি আড়চোখে চাইলে ক্লার্কের দিকে।

'তা কী, বুঝতে পারছ?'

'বোঝবার কী আছে, সোজা ব্যাপার। তুমি শুধু আমায় দেখিয়ে দাও কোন জায়গাটিতে ওটা বসবে; কত কাঠ লাগবে, কী রকম কাঠ তা আমি বলে দিচ্ছি।'

'বেশ, দেখা যাক। আমরা যাচ্ছি ওখানে, উঠে বসো, গিয়ে দেখবে।'

চার জনেই গাড়িতে উঠে বসল তারা।

ক্যানেল বেডে আজকাল কাজ চলছে তিন শিফটে। দিনরাত ঘর্ঘর করছে ঠেলা গাড়ি, একের পর এক শভেল দুটো সশব্দে উঠে আসছে ওপরে, তারপর শূন্যে উলটিয়ে গিয়ে পাথরগুলোকে ঢেলে দিচ্ছে নদীতে, আর নদীর কফি-রঙা স্রোতের মধ্যে সে পাথর গলে যাচ্ছে চিনির মতো। রাতে জেগে ওঠে পূর্ণিমার চাঁদের মতো এক বৈদ্যুতিক গোলক, বহু দূর থেকে তা চোখে পড়ে আর নিচে কার্নিসের মতো একটা সরু পথ দিয়ে ঠেলা গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করে লোকে, মুখ তাদের আলোর পাউডারে ভরা, যায় আর আসে, যায় আর আসে, যেন নিঃসঙ্গ এক বাড়ির কার্নিসে অশান্ত একদল উন্মাদ।

গাড়ি যখন কলোনিতে এসে পৌঁছল তখন রাত বারোটা। অন্ধকার এখানে আলোর সূচিমুখে ফুঁড়ে ফুঁড়ে গেছে। ক্যানেল বেডের ওপর শাদা আতপ্ত একটা গোলক, কিন্তু খাতটা নিস্তব্ধ, আকাশের দিকে করুণ মুখ তুলে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে এক্সকেভেটরগুলো।

'দুটো এক্সকেভেটরই দাঁড়িয়ে আছে যে? তেল নেই?'

রোগাটে ভালো মানুষ ফোরম্যান আন্দ্রেই সাভেলোভিচও উদ্বিগ্ন মুখে উঁচু হয়ে উঠল তার সীটে।

'না তো, গতকালই পেট্রল এসেছে। বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার। দুটো এক্সকেভেটর একসঙ্গে অচল হয়ে পড়তে পারে না।'

গাড়ি থামল। চার জনেই তারা উঠতে লাগল বাঁধে। ক্যানেল বেডের ধারে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। কির্শ ও সিনিৎসিনকে দেখতে পেল ক্লার্ক। ব্যাপারটা গুরুতর।

'কী হল?'

সিনিৎসিন ঘড়ি দেখে বলল, 'দালভেরজিনের* লোকেরা কাজে আসে নি। ফের খিটকেল বাধিয়েছে।'

'কমরেড পলোজভা,' বললে সিনিৎসিন, 'আমি এইমাত্র নাসিরুদ্দিনভকে পাঠিয়েছি ছেলেগুলোকে খবর দিয়ে কমসোমল ব্রিগেড গড়তে। গাড়িটা নিয়ে কুর্গানে চলে যান। বাড়িতে যাদের পাবেন, সমস্ত কমসোমলীদের জমায়েৎ করুন।'

'ঠিক আছে কমরেড সিনিৎসিন।'

দ্রুত চলে গেল সে।

'এক্সকেভেটর ঠিক আছে তো?' কাকে যেন জিজ্ঞেস করলে কির্শ।

ক্লার্ক নীরবে চলল তার পিছন পিছন।

'তৈরি থাকুন কমরেডরা, এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ চালু হবে।'

এক্সকেভেটর চালক মাথা নাড়লে, গরম চামড়ার কোটের তলেও সে কাঁপছিল।

'কী হয়েছে আপনার? অসুখ করেছে?'

'ম্যালেরিয়া। ও কিছু নয়...'

'ঘরে রইলেন না কেন? প্রথম শিফটের অপারেটরের সঙ্গে কথা কয়ে নিলেই হত। সে আপনার বদলিতে কাজ করত।'

'উপায় নেই। জ্বরে পড়েছে সে, বোধ হয় নিউমোনিয়া। দ্বিতীয় শিফটের অপারেটর তার বদলিতে দুই শিফটই খেটেছে।'

'কপাল খারাপ। কিন্তু আপনি পেরে উঠবেন তো? কাল আপনার বদলি জোগাড় করা যাবে।'

'চালিয়ে নেব। এই তো আর প্রথম নয়।'

কোটের কলার তুলে দিয়ে সে উঠে বসল কেবিনে।

'আন্দ্রেই সাভেলেভিচ, ও আন্দ্রেই সাভেলেভিচ,' ফোরম্যানের আস্তিন ধরে

---

* উজবেকিস্তানের দালভেরজিন স্তেপে সেচ কাজে নিযুক্ত লোকেরা। — সম্পাঃ

টানতে লাগল ক্লিমেন্তি, 'তোমার ওই হোয়েস্টটা উঠবে কোথায় গো? ওই নিচে?'

'রাখো তোমার হোয়েস্ট, দেখতে পাচ্ছ না ঘাড়ে এখন অন্য ঝামেলা?'

'শুধু দেখিয়ে দাও, কোথায় উঠবে। আমি নিজেই সব দেখে শুনে মেপে নেব।'

'ওই ওখানে নিচে। শুধু আরো তিন মিটার পাথর আগে সাফ করতে হবে ওখান থেকে। তারপর বসবে। কিন্তু পাথর খোঁড়ার লোক যখন কেউ নেই, তখন তোমার হোয়েস্ট আপাতত মুলতুবি রাখতে হচ্ছে।'

ক্লিমেন্তি পকেট থেকে মাপের ফিতে বার করে নিচে নামতে লাগল।

হতাশ মনে বাঁধে পায়চারি করছিল ক্লার্ক। হঠাৎ দূর থেকে কানে এল মোটরের গুঞ্জন আর ঐকতান সঙ্গীতের ঝলক। মস্কোর রাস্তা দিয়ে লাল ফৌজীর যে বাহিনীটা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল, তার কথা মনে পড়ল ক্লার্কের।

কয়েক মিনিট পরে বাঁধের নিচে গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল জন দশেক ছেলে, প্রায় বালক, আর একজন মেয়ে। পলোজভাকে চিনতে পারল ক্লার্ক। গান গাইতে গাইতেই ছেলেরা উঠতে লাগল বাঁধ বেয়ে, যেন কোন এক নৈশ মহড়া নিয়ে জয় করতে চলেছে জায়গাটা। ওপরে উঠে এসে কমসোমলীরা সৈন্যদের মতোই পঙক্তি বেঁধে দাঁড়াল সিনিৎসিনের সামনে।

'নাসিরুদ্দিনভ কোথায়?'

'আসছে, আমরা আগে এসে পেঁছেছি।'

নাসিরুদ্দিনভ কমসোমলীদের নিয়ে এল অন্য দিক থেকে। দুজন করে সারি বেঁধেছে তারা। বিজলী আলোর ঝলকে তাদের শ্যামল মুখগুলো মনে হচ্ছিল রুপো-ঢালা। আবার গান উঠল। কমসোমলীরা খাড়া পাড় বেয়ে ছুটল ক্যানেল বেডের নিচে।

'নাসিরুদ্দিনভ!'

'বলুন কমরেড সিনিৎসিন।'

'বাজে সংগঠক তুই। ঠেলা গাড়ি নিয়ে নিজেই কাজে নামাটা কিছু নয়, সে তো সবাই পারে। কমসোমল কমিটির সেক্রেটারির উচিত সংগঠিত করতে পারা। পঁচিশ জনের বেশি জমায়েৎ করতে পারলি না যে?'

'এখন যে রাত কমরেড সিনিংসিন, আধ ঘণ্টায় সবাইকে কি আর পাওয়া যায়? কাল ঠিকমতো সংগঠিত করব, আজ আর বেশি জোটাতে পারা গেল না, নিজেকেই খাটতে হচ্ছে।'

হাসল নাসিরুদ্দিনভ, শাদা দাঁতের ঝলক দেখা গেল তার কালচে মুখে। জবাবের অপেক্ষা না করে সে ছুটে গেল ক্যানেল বেড়ে।

'কমরেড ক্লার্ক!'

পলোজভা দাঁড়িয়েছিল কার্নিসের মতো পথটার ওপর।

'বাড়ি ফিরে যান আপনি। আমি থেকে যাব এদের সঙ্গে কাজ করতে। সকালের শিফটে আসবেন। এখানে আমার দেখা পাবেন।'

নিচে ততক্ষণে ঠেলা গাড়ির ঝনঝন এবং শাবলের শব্দ উঠতে শুরু করেছে।

'আন্দ্রেই সাভেলিচ, ও আন্দ্রেই সাভেলিচ!' ফোরম্যানকে ঠেলা দিলে ক্লিমেন্তি, 'মেপে দেখলাম। বানানো যাবে। কাল কাঠের ব্যবস্থা করা দরকার। আমি নিজেই বাছব। যুতসই কাঠই এসেছে। পরশু শুরু করব। তবে ওই পাথুরে জমিটা বলছেন খুঁড়ে সাফ করতে হবে। সে কি ওই এরাই করবে?' কমসোমলীদের দিকে দেখাল সে।

মাথা নাড়ল ফোরম্যান, 'ওরাই, তা ছাড়া আর কে?'

'গায়ে তাকৎ আছে তো ওদের? উঁহুঁ, পারবে না!'

'যা পারবে তাই করবে।'

'অনেক সময় লাগবে যে। অমন কাজে দরকার তাগড়াই মুজিক। অমন সব বাচ্চা দিয়ে ও কাজ একমাসেও হবে না। তা না হলে হোয়েস্ট বসানো মোটেই চলবে না বলছেন?'

'বলেইছি তো, চলবে না। পছন্দ না হয় নিজেই গিয়ে খোঁড়ো গে যাও। সমালোচনা করতে সবাই পারে, কিন্তু সাহায্যের কথা উঠলে অমনি যত ওজর।'

এক্সকেভেটরের দিকে এগিয়ে গেল ফোরম্যান।

শভেল নিচে নেমে এসে ফের উঠে গেল ওপরে। নিচে ঠেলা গাড়িগুলোর ভারে করুণ সুরে ক্যাঁচক্যাঁচ করছে পাটাতন, ছেলেরা ঠেলা গাড়ির হাতল ধরেছে ঠিক যেমন করে চাষীরা ধরে লাঙল, দেহের সমস্ত ভর দিয়ে তা

ঠেলছে, আর ঠিক পাথুরে জমিতে লাঙলের মতোই আটকে পড়ছে গাড়িগুলো।

'না, ছেলেগুলোর অভ্যেস নেই,' ভাবল ক্লার্ক, 'ও দুটো ব্রিগেডের কাজ ওরা তুলতে পারবে না।'

তাহলেও পাড়ের ওপর দাঁড়িয়েই রইল ক্লার্ক, অনিশ্চিতের মতো তাকাতে লাগল নিচে। সবুজ চাঁদিটুপি-পরা একটা ছেলের সঙ্গে পলোজভা ঠেলা গাড়ির খালাস করা পাথর বোঝাই দিচ্ছে এক্সকেভেটরের শভেলে। একটু দ্বিধা করতে লাগল ক্লার্ক। সত্যি বলতে কি, এখানে তার করার কিছু নেই, তাহলেও চলে যেতেও কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সে, ভাব করলে যেন কাজ পর্যবেক্ষণ করছে, সেই সঙ্গে টের পাচ্ছিল অলস পর্যবেক্ষকের এ ভূমিকাটা কী রকম হাস্যকর। চোখ তুলে ফোরম্যানকে খুঁজলে সে, যেন ফোরম্যান কী করছে তা দেখে সে নিজের জন্যও একটা নির্দেশ পেয়ে যাবে।

বাঁধের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে ছিল সেই দাড়িওয়ালা চাষা, ছুতোর, তাকিয়ে দেখছিল নিচের দিকে। সেও ক্লার্কের মতোই অনিশ্চিতভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে, ঠিক করতে পারছিল না কী করবে। এই সাদৃশ্যটা ক্লার্কের কাছে অপমানকর মনে হল। মোটরগাড়ির দিকে যাবে বলে সে যখন পা বাড়িয়েছে এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল দাড়িওয়ালা ক্যানেল বেড়ে নামতে শুরু করেছে। কৌতূহল বশে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নিচে নেমে দাড়িওয়ালা কমসোমলীদের ঠেলে একটা খালি শাবল তুলে নিলে। এক মিনিট অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর ঘুরে চলে গেল সবচেয়ে রোগা ছেলেটার কাছে, মাঝপথে নিজের ঠেলা গাড়িটা উল্টে ফেলেছিল সে। আলগোছে তাকে ঠেলে সরিয়ে তার হাতে গুঁজে দিলে শাবলটা, যেমন করে ছেলের রাগ মেটাবার জন্য লোকে পুতুল গুঁজে দেয় তার হাতে, তারপর ফের ঠেলাটা বোঝাই করে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গেল শভেলের কাছে। নিচ থেকে বাহবার কোলাহল উঠল।

দাঁড়িয়েই রইল ক্লার্ক। অবস্থাটা তার ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। তার মনে হল এখন যদি সে ফিরে যায় মোটরগাড়ির দিকে, সবাই তার দিকে তাকিয়ে দেখবে।

এমন সময় অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটল। বোঝাই করা একটা শভেল

ওপরে উঠে এল না। নিচ থেকে চেঁচামেচি শুরু হল। ঝাঁকানি দেওয়া হল শেকলে, কিন্তু শভেল অচল হয়েই রইল।

ক্লার্ক দ্রুত এগিয়ে গেল এক্সকেভেটরের দিকে। ফোরম্যান কেবিন থেকে তখন অচৈতন্য অপারেটরকে টেনে বার করছে। পাথরের ওপর তাকে শোয়াতে সাহায্য করল ক্লার্ক।

'কী হল?' ফোরম্যানের কানের কাছে চিৎকার করে ক্লার্ক জিজ্ঞেস করলে ইংরেজিতে। ইংরেজি না বুঝলেও প্রশনটা বুঝতে ফোরম্যানের অসুবিধা হল না, বললে, 'ম্যালেরিয়া।'

ক্লার্কও বুঝল। অচৈতন্য অপারেটরকে তারা শুইয়ে দিলে। ক্লার্ক তার কোটের বোতাম খুলে দিল: ভেতর থেকে তাপ উঠছে। ফোরম্যান জলের জন্য দৌড়ল। ক্লার্ক রোগীর কপালে হাত দিয়ে দেখল, গা পুড়ে যাচ্ছে। অন্তত ১০৪ ডিগ্রি টেম্পারেচারের কম নয়। ফোরম্যান জল এনে তার জ্ঞান ফেরাতে লাগল। অপারেটর চোখ মেললে। সে চোখ জ্বলছে, দু' ফোঁটা পারদের মতো অস্থিরতায় টলমল করছে তার চোখের তারা।

অপারেটরের কাঁধ ধরলে ক্লার্ক, ইশারায় ফোরম্যানকে বললে তার পা ধরতে। ধরাধরি করে তারা রোগীকে নিচে নামিয়ে এনে মোটরে তুলে দিলে। ড্রাইভারকে ক্লার্ক ইশারা করে বসতির দিকে দেখাল। তারপর নিজে ফের উঠে এল বাঁধের ওপর। ফোরম্যান নীরবে অনুসরণ করল তাকে। নিথর এক্সকেভেটরটার কাছে এসে দাঁড়াল তারা।

ফোরম্যান হাত ওলটালে। তর্জমা করলে তার মানে দাঁড়ায়: 'খেল খতম।'

নিচে তাকিয়ে দেখল ক্লার্ক, নিশ্চল শভেলটার কাছে যেখানে কিছু ছেলে ভিড় করে আছে, তারপর সখেদে তাকাল নিজের তুষারধবল ট্রাউজারের দিকে, তারপর দ্রুত উঠে বসল কেবিনে।

মুখ হাঁ হয়ে গেল ফোরম্যানের।

নড়ে উঠল শভেল, উঠতে শুরু করল ওপরে। নিচু থেকে হর্ষের কোলাহল ভেসে এল, আর অন্যদিকে সক্রোধে ফুঁসতে থাকল নদীর জল।

কেবিনে তেলের ঘন গন্ধ। গুছিয়ে বসল ক্লার্ক, তারপর হঠাৎ ময়লা হয়ে উঠা আস্তিন গুটিয়ে ক্যানেল বেড থেকে নদীর দূরত্বটা মেপে আনতে লাগল — প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমাগত দ্রুত।

নিচে তৈলহীন চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে বোঝাই করা ঠেলা গাড়িগুলো ঘর্ঘর করতে লাগল, পাথর ভাঙতে লাগল শাবলে আর পাথরের সঙ্গে শাবলের সংঘাতে ছিটকে আসতে লাগল একধ্বনির একটি শব্দ — ঠক্, ঠক্, ঠক্।

তেল না দেওয়া চাকার শব্দের সঙ্গে মিলে তা দাঁড়াল ক্যাঁচ-ঠক্ ক্যাঁচ-ঠক্...

সে যেন কাজের গানের বোল। সে দিকে কান ছিল না ক্লার্কের। এ বোল শুনছিল শুধু একা ফোরম্যান আন্দ্রেই সাভেলেভিচ। হতভম্বের মতো তখনো সে দাঁড়িয়ে ছিল এক্সকেভেটরটার কাছে।

লোকটা সাবেকী বিবেকবান শ্রমিক, জীবনে অনেক নির্মাণকাজই সে দেখেছে, সেই 'সাবেক কালেই' সর্দারি করেছে এক আধ বার নয়। কাজের প্রতি তার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল বহু বছরের অভ্যাসে, কাজের এই অ-আ-ক-খ সে আয়ত্ত করে নিয়েছিল সেই যুগেই, যখন ঠেলা গাড়ি ঠেলে তাকে ছুটতে হত, কাজ করত রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হিসেবে। বাইবেলের দশ অনুশাসনের মতো অতি সরল সে অনুশাসন — 'কাজ হল কাজ', 'মালিক চাইবে মজুরদের বেশি খাটাতে, মজুর চাইবে কম খাটতে', 'কাজ করতে হয় খাওয়ার জন্যে', 'না খেটে যে খাওয়া জোটাতে পারে, সে কেন খাটবে বোকার মতো'। মজুরদের ওপর সর্দারি করার সময় মালিকের স্বার্থ দেখত, দাবি করত মজুরদের বেশি খাটতে হবে, সেইজন্যেই ভালো কর্মী বলে তার নাম। নির্মাণকর্মে যখন 'উদ্দীপনা', 'ঝটিতি দল', 'প্রতিযোগিতা' প্রভৃতি নতুন নতুন কথার আমদানি হল, তখন সে এগুলোকে চোখ কুঁচকে সন্দিহানের মতো গ্রহণ করে বলশেভিক খ্যাপামি বলে, কিন্তু আপত্তি প্রকাশ করে না, ফলে ভালো সোভিয়েত কর্মী বলেও তার নাম হয়। আসলে মালিকদেরও যে নিজ নিজ 'বাই', নিজ নিজ খ্যাপামি থাকে, এটা সে অনেক দেখেছে, সে বাই মেনে নিতে হয়, কদাচ তা নিয়ে ঠাট্টা করতে হয় না, কোনো মালিকই তা সহ্য করবে না। নির্মাণ ক্ষেত্রে যে সব বিদেশী বিশেষজ্ঞ এসেছে তাদের আন্দ্রেই সাভেলেভিচ ভক্তি করত এইজন্যে যে তারা কাজটাকে কাজ হিসেবেই নেয়, কোনো বাতিকের ধার ধারে না, শুনলে বিদ্রূপ করে চোখ কোঁচকায়। উপহাস তারা প্রকাশ্যেই করতে পারত, কিন্তু করে না ভদ্রতাবশে।

কিন্তু এই যে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র রাতের বেলায় এক্সকেভেটরে উঠে বসেছে সারা শিফট একটা মামুলী অপারেটরের কাজ চালাবে বলে — এমন লোক আন্দ্রেই সাভেলেভিচ দেখল এই প্রথম। স্থির মাথায় ভেবে দেখলে এটাও একটা 'খামখেয়াল' ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু চোখে একটু ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে তা বাতিল করা গেল না। সমস্ত অ-আ-ক-খটাই এতে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। তাই মুষড়ে পড়ল আন্দ্রেই সাভেলেভিচ।

'ওহ, খুব যে চালাচ্ছে,' ভাবল আন্দ্রেই সাভেলেভিচ, চোখ তার দ্রুত ওঠানামা করা শভেলটার দিকে, কমসোমলীরা প্রায় তাল রাখতে পারছে না।

এবার অস্বস্তি বোধ করার পালাটা তার, বাঁধের ওপর একা দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সে ভাবছিল এমন অনন্যসাধারণ পরিস্থিতিতে তার কী করা শোভা পায়। এমন কি বিদেশী ইঞ্জিনিয়র সায়েবও যখন কাজ করছে তখন লক্ষ্যহীনের মতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা স্পষ্টতই ভারি খারাপ।

ক্যাঁচ-ঠক ক্যাঁচ-ঠক্ ক্যাঁচ-ঠক — বোল উঠছে নিচে থেকে।

ক্লার্কের মতো আন্দ্রেই সাভেলেভিচকেও উদ্ধার করলে এক দুর্ঘটনা। নিচু থেকে চিৎকার ভেসে এল, পড়ে গেল একজন কমসোমলী, তারপর উঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

আন্দ্রেই সাভেলেভিচ তখন যেন কী হয়েছে দেখবার ভান করে চুপি চুপি নেমে গেল নিচে, তারপর ঘর্মাক্ত কলেবর লোকগুলোর মধ্যে সাধারণ হৈচৈয়ের মধ্যে অলক্ষ্যে একটি শাবল তুলে নিল, চোখের ওপর চাঁদিটুপিটা টেনে লজ্জিতের মতো পাথর ভাঙতে লাগল।

সকালে প্রথম শিফট কাজে এসে সঙ্গে সঙ্গেই ক্যানেল বেড়ে নামল না। পাড়ের ওপর এক ত্বরিত মিটিং বসল। তার উদ্বোধন করলে ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সেক্রেটারি গালৎসেভ — রোগা ঢ্যাঙা-পা শণ-চুলো এক ছোকরা। চুল আর চোখের রোঁয়াগুলো মনে হয় রোদে পুড়ে গেছে, ফলে বয়স তার সঠিক করে আন্দাজ করা কঠিন। এখানে তার ডাক নাম জুটেছে 'মিশরী', সম্ভবত এই জন্যে যে তাকে দেখে মনে হয় যেন কোনো এক তুলোর গুদামে ঘুমিয়ে ছিল, গা ঝেড়ে আসার সময় পায় নি, মাথায়, চোখের পাতায়, না কামানো গালে লেগে আছে তুলোর শাদা শাদা ফেঁসো।

আজকে সিনিৎসিন এসে তাকে বিছানা থেকে ঠেলে তোলে ভোর

চারটের সময়। তারপর যে আলাপটা হয় সেটাকে প্রীতিকর বলা যায় না — এটা তেমনি এক আলাপ যখন একজন বলে যায়, অন্যজন চুপ করে থাকে। হবি তো হ, আগের দিন সন্ধেয় — পাপ কি আর চাপা থাকে — গালৎসেভ কনিষ্ঠ হিসেব-মুনশির সন্তান জন্ম উপলক্ষে এক বোতল ভোদকা টেনে রাত দুটোয় বাড়ি ফিরে শান্ত মনে শয্যা নিয়েছিল। দালভেরজিনের লোকেরা কাজে আসে নি, এ কথা সিনিৎসিনের কাছে শুনে সে আত্মসমর্থন করতে চেয়েছিল অতি যুক্তিযুক্ত এই কৈফিয়তে: রোজ ক্যানেল বেড়ে গিয়ে সারা রাত তো আর সে বসে থাকতে পারে না। কিন্তু সিনিৎসিন এমন অর্থপূর্ণভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে, এবং ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির কাজ নিয়ে নিজের প্রকৃতি বিরুদ্ধ এমন অশোভন মন্তব্য করে যে গালৎসেভ আর মুখ খোলে নি, মনে মনে ঠিক করে নেয় সমস্ত শ্রমিক কমিটিকে অবিলম্বে চাঙ্গা করে তুলতে হবে।

মিটিংটার আয়োজন হয়ে যায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই।

পাথরের যে ঢিপটা বক্তৃতা মঞ্চের কাজ করছিল তার ওপর দাঁড়িয়ে বাগ্মিতার এক প্রবল জোয়ার অনুভব করল গালৎসেভ। লোককে সে তাতাতে পারে, পথে আসতে আসতেই নিজের বক্তৃতাটা ভেবে রেখেছিল, ভয় ছিল শুধু একটা ব্যাপারে — বক্তৃতার ঝোঁকে ভেসে গিয়ে সে কর্মত্যাগীদের অশ্লীল গালাগালি করে না বসে। এটা তার আগেও হয়েছে, এমন কি তার জন্য শাস্তিও পেয়েছে একবার। চারিপাশের জনতার দিকে চেয়ে গালৎসেভ সখেদে ভাবল দালভেরজিন দলের গতকালের কাণ্ডটার জন্য কপালে তার শাস্তি অনিবার্য। উদ্ধারের একমাত্র উপায় অসাধারণ তৎপরতা দেখিয়ে সংকটের সমাধান করতে পারা।

বেশ জলদমন্দ্রে সবিস্তার ও যুক্তিযুক্ত শোনাল বক্তৃতাটা — বাছাই করা কিছু বাক্যবাণে স্বার্থপরদের ধোলাই দিতেও ছাড়লে না, অবিশ্যি মুখখিস্তি করলে না, শিল্প-আর্থিক পরিকল্পনার কথাটাও টেনে আনল, মন্তব্য করলে, কমসোমল ব্রিগেড তাদের কাজ অতিপূরণ করেছে এগারো কিউবিক মিটার।

বরাবরই সে বক্তৃতা দেয় তাস খেলার নিয়ম মেনে, তুরুপের তাসগুলো জমিয়ে রাখে হাতে, আচমকা কোনো প্রশ্ন বা শ্রোতাদের টিপ্পনিতে যাতে ফ্যাসাদে পড়তে না হয়। এবারকার খেলাটা তার খুবই পাকা, তিনটে তুরুপের তাস তার হাতে: ক্লার্ক, আন্দ্রেই সাভেলোভিচ এবং ছুতোর

ক্রিমেন্তি। ভিড়ের মধ্যে ঘর্মাক্ত কলেবরে তেলকালি মেখে সেই তুরুপেরা দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে সুস্থে গালৎসেভ তা ছাড়লে এক এক করে, প্রথমে নিলে ক্রিমেন্তিকে — সচেতন শ্রমিক, সংকট সমাধানের জন্য সে এসে হাত লাগিয়েছে পরের কাজে; তারপর এল আন্দ্রেই সাভেলোভিচের কথায় — শিল্প-আর্থিক পরিকল্পনা পূরণের সংগ্রামে ব্যাপক শ্রমিক জনগণের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র টেকনিশিয়ানদের ঐক্যের এ এক দৃষ্টান্ত; পরিশেষে যখন সে তুললে মার্কিন ইঞ্জিনিয়রের কথা, গোটা রাতের শিফট যিনি কাজ করেছেন অসুস্থ অপারেটরের জায়গায়, জনতা তখন অবিরাম হাততালিতে ফেটে পড়ল। কে যেন হাঁক দিলে: 'লোফালুফি করা যাক হে!' হতভম্ব ক্লার্ককে এসে জাপটে ধরল সবাই, তার মরীয়া প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে চার বার তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হল শূন্যে, তারপর সসম্ভ্রমে মাটি থেকে তার চাঁদিটুপিটা তুলে দিয়ে ট্রাউজার ঝেড়ে মুক্তি দিলে দোষীর মতো হেসে।

নকল মঞ্চ থেকে নেমে এল গালৎসেভ। বক্তৃতা এবং তার ফলাফলে সে খুশি। পাথরের উপর দিয়ে নেমে সে সোজা হোঁচট খেয়ে পড়ল ক্রিমেন্তির আলিঙ্গনে।

'ওদের গোটা কয়েক কথা বলো না কমরেড প্রিতুলা,' ভারসাম্য ফিরে পেয়েই প্রস্তাব করল গালৎসেভ, যেন ঠিক প্রিতুলাকেই সে খুঁজছিল।

অবাক হয়ে মাথার টুপি খুলল প্রিতুলা।

'মানে আমায় বলছ?'

'বক্তৃতা দিতে পারিস?'

'তা জিভ কি আর আমার নেইক?'

'তাহলে মঞ্চে ওঠ… এবার বক্তৃতা দেবেন কমরেড প্রিতুলা, ছুতোর, সারা রাত কমসোমল ব্রিগেডের সঙ্গে তিনি খেটেছেন।'

ক্রিমেন্তি কিছুটা বিব্রতের মতো হাতের মধ্যে টুপিটা দলা পাকাতে লাগল।

'মানে বলছিলাম কি কমরেড, এখানে আমায় একটা হোয়েস্ট বানাতে হবে। পাশে এক পাটাতন, তাতে চাকার উপর পাথর বইবে। তোমাদেরও সুবিধা, আমাদের ছুতোরদেরও একটা কাজের মতো কাজ। তবে কাজ পড়ে থাকবে এইটে আমার পছন্দ লাগে না। করতে হবে, বাস করে দিচ্ছি। কিন্তু আন্দ্রেই সাভেলিচ বলছে কি, উঁহুঁ চলবে না, বলে, পাথর সরাতে

হবে আগে, লোক নেইক: বলে সবুর কর, ওরা সরাক। আমি বলি, কিন্তুক আমাদের ওই ছোঁড়াগুলো কি আর পারবে? সব আটকে থাকবে যে। তাতে আবার আন্দ্রেই সাভেলিচ বলে কিনা, ও হোয়েস্ট তো আর যা-তা নয়, নিয়মকানুন আছে, কাগজের নক্সা ছাড়া বানানো যাবে না। আমি বললাম, কত জিনিস আমরা বানিয়েছি গো, মাড়াই কল বানালাম, হাওয়া কল বানালাম — তোমার এই হোয়েস্ট কি আর পারব না? বলি, দেখিয়ে দাও কোথায় বানাতে হবে, বানিয়ে দেব। কিন্তুক পাথর যে সরানো হয় নি। বলে, পাথর না সরিয়ে বানানো চলবে না। কিন্তুক কাজ ফেলে রাখতে কার পছন্দ গো। করতে হবে বলছিস, তো কর। আর তোমার পাথর সরাতে হবে, পাথর না সরিয়ে বানাব কি করে? সরাতেই হবে। নইলে কাজ তো নয়, সবই ঠেকে থাকবে...’

ক্লিমেন্তি যে কী বলছে তা অনেকেই ঠিক ধরতে পারল, তবে বললে সে অনেকখন ধরে। ঘেমেও উঠল, পাথরের ঢিপটা থেকে নেমে মুখ মুছল টুপিটা দিয়ে। সবাই সজোরে হাততালি দিলে, বক্তৃতার জন্য ততটা নয়, রাতে যে গাড়িগুলো ঠেলেছিল তার জন্যই।

খাত থেকে উঠে এল কমসোমলীরা, শিফট শেষ হয়েছে: সোল্লাস কোলাহলে তারা ঘিরে ধরল ক্লার্ককে।

ক্যানেল বেড়ে এই রাতের কাজের পর থেকে ক্লার্ক যে দিকেই ফিরুক না কেন, চোখে পড়ত এই ছেলেগুলোকে — রাস্তায়, খাবার ঘরে, বাঁধে, সিনেমায় বাদামী রঙের অচেনা মুখগুলো তাকে হেসে যেন টুপি তুলে সম্ভাষণ জানাত। প্রথম প্রথম ক্লার্কের অবাক লাগত, হঠাৎ এত বড়ো পরিচিত মণ্ডলী তার জুটল কোথা থেকে। আর সম্ভাষণগুলোয় মাত্র পরিচিতের সৌজন্য নয়, এমনভাবে লোকে সম্ভাষণ জানায় কেবল আপনজনদের। ক্লার্কও জবাব দিত হাসিতে। এখানে আসার প্রথম সপ্তাহগুলোয় সে যে নিঃসঙ্গতা বোধ করত তা ধীরে মিলিয়ে গেল এই স্মিত হাসির উষ্ণতায়, লোকগুলো তাকে কোনো কথা না বললেও চোখে ফুটে উঠত সৌহার্দ্যের আমন্ত্রণ।

একবার বেশ রাত করে বসতিতে ফেরবার সময় ক্লার্কের নজরে পড়ল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। পরের দিন সন্ধ্যাতেও পিছু ফিরে দেখে পেছনে দশ পা দূরে একটা কালো মূর্তি। সুতরাং ব্যাপারটা নিতান্ত

আপতিক হতে পারে না। পলোজভাকে সে ঘটনাটা বলে। পলোজভা যেন মাপ চেয়ে বললে, হুমকি দেওয়া চিঠিগুলোর কথা কমসোমলীদের কানে গেছে, রাত্রে ফেরার সময় ক্লার্কের যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য তারা স্থির করেছে পালা করে তার সঙ্গে থাকবে। শুনে ক্লার্ক অস্পষ্ট যে মন্তব্য করলে তা থেকে বোঝা গেল না সে খুশি হয়েছে কিনা। আসলে কিন্তু তার ভারি বিব্রত লেগেছিল, তবে এই বিব্রত বোধের মধ্যে কিছু একটা ছিল যা উষ্ণ এবং প্রীতিকর। এর পর থেকে নির্মাণ ক্ষেত্রে হাঁটা চলার সময় সে আর আগের মতো আশেপাশে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করত না। সে জানত, অসংখ্য অদৃশ্য সহযোগী তাকে ঘিরে আছে, অনুভূতিটা অভিনব এবং আনন্দময়।

এখন কমসোমলীদের মাঝখানে ঘেরাও হয়ে তার ইচ্ছে হচ্ছিল ভালো কিছু বলে, ওরা যেন বোঝে যে তাদের বন্ধুত্বে সে খুশি, নিজেও তার প্রতিদান দিতে চায়। কিন্তু কথা জোগছিল না তার। অবস্থাটা ঠিক এক হঠাৎ পেশ করা অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে গলদঘর্ম লেখকের মতো, লিখতে হবে চট করে, না ভেবে, অথচ যা লিখবে জানাই আছে সেটা লোকের হাতে হাতে ঘুরবে।

তখন ভিড় ঠেলে ক্লার্কের কাছে এসে দাঁড়াল 'মিশরী', পলোজভাকে অনুরোধ করলে তর্জমা করে দিতে, আজ উর্তাবায়েভের প্রশ্ন নিয়ে ইঞ্জিনিয়র ও টেকনিশিয়ানদের যে সভা হবে সেখানে উনি বক্তৃতা দিতে রাজী আছেন কি না। শুধু কয়েকটা কথা বললেই চলবে, এক্সকেভেটরের ব্যাপারটা বোঝানো উচিত, মার্কিন বিশেষজ্ঞ যদি বক্তৃতা দেয় খুব ভালো হয়। মুরি এই বলে আপত্তি জানিয়েছে যে লোকের সামনে সে কখনো বক্তৃতা দেয় নি। সেই প্রথম বক্তৃতা থেকেই লোকে ক্লার্ককে চেনে, ক্যানেল বেডে তার কাজের কথাটাও জানে, তাই ক্লার্ক বক্তৃতা দিলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

ক্লার্ক মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। গালৎসেভ পেড়াপীড়ি করলে কিন্তু ক্লার্ক একেবারে অটল: জনসভায় বক্তৃতা দিতে সে পারে না, এক্সকেভেটরের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় কদাচ সে নামবে না। পলোজভার মুখে ব্যারাকে তার প্রথম বক্তৃতার উল্লেখটা তার কাছে বিদ্রূপের মতো ঠেকল। এ বক্তৃতার ব্যাপারটা তার মনের মধ্যে একটা জ্বালা রেখে গিয়েছিল, সেটা সে তখন বা পরে কখনো প্রকাশ করে নি, এমন কি পলোজভাও তা সন্দেহ

করতে পারে নি। জ্বালাটা কালক্রমে মুছে গেছে, কিন্তু যে ঘটনাটায় সে অমন হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার স্মৃতিটা ক্লার্কের কাছে আগের মতোই অপ্রীতিকর।

গালৎসেভ যখন শেষ পর্যন্ত বুঝল যে ক্লার্কের মত করানো যাবে না, তখন ভদ্রতা সহকারে ক্ষমা চেয়ে ঢ্যাঙা পায়ে সে এগুল বসতির দিকে।

ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির ইউর্তার দোরগোড়ায় তার ধাক্কা লাগল তারেলকিনের সঙ্গে। ইউর্তা থেকে বেরচ্ছিল সে।

'আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম গালৎসেভ। এই নিয়ে দু'বার এলাম।'

'এসেছিস যখন অপেক্ষা কর। তুই আসবি বলে সারা দিন তো আর অফিসে বসে থাকতে পারি না। সময় অনেক নষ্ট হত। মাথায় তোর যত চুল, ঘাড়ে আমার তত কাজ। সবই সারতে হবে। তুইও খাসা, তিন দিন ঘুমিয়ে থাকার পর ভগবানের দয়ায় শেষ পর্যন্ত জেগেছিস। তা চার দিনের দিনও যে এসেছিস, সেও ভালো। নে বস, শোনা যাক তোর নতুন কী খবর।'

তারেলকিন রুষ্টের মতো গা ঝাঁকানি দিলে।

'আমি এসেছিলাম তোকে এই কথা বলতে যে এই খ্যাপামি বন্ধ করার সময় হয়েছে। আমাদের কাজে যেতে দিচ্ছিস না, বেশ বরখাস্ত কর, নিজেরাই কাজ খুঁজে নেব।'

'তোদের ব্রিগেডটা একটু সাফসুফ করে নিলে পাপ হয় না, একটু নজর করে দ্যাখ কে তোদের ওসকাচ্ছে। সোজা ব্যাপার, তা নিয়ে তিন দিন ভাবনার কোনো কারণ ছিল না।'

'তোর কাছে সোজা হলেও আমাদের কাছে নয়। কেউ আমাদের ওসকাচ্ছে না, মগজ সকলেরই আছে, কেউ কারো অধীন নয়। মোট কথা, কেউ আমাদের তাতায় নি, কাউকেই ব্রিগেড থেকে তাড়াব না। তুমি নিজেই ব্যারাকে গিয়ে ওদের বুঝিয়ে দ্যাখ। আমি ওদের কর্তা নই।'

'সেইটেই তো গলদ। তোকে যখন ব্রিগেড সর্দার বলে নির্বাচিত করেছে, তখন হুকুম চালাতে হবে বৈকি। তুই গিয়ে ব্রিগেডের সঙ্গে কথা বল গে, কাজ সেরে আমি ঘণ্টা খানেক পরে যাব, বকবক করা যাবে।'

ব্যারাকে গালৎসেভ কিন্তু একঘণ্টা পরে নয়, গেল আড়াই ঘণ্টা পরে। ব্যাটারা একটু বসে থাকুক, উদ্বেগ ভোগ করুক। যাবার পথে গ্যারেজ থেকে

সহকারী ফিটারকে সঙ্গে নিলে, সকালে সে এসেছিল ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির অফিসে।

দালভেরজিনের ব্রিগেডে গিয়ে সে ছেলেটাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলল:

'কাছাকাছি থাকবি, দরকার পড়লে ডাকব।'

ব্যারাকের ভেতর সবাই চুপচাপ বসে ছিল। 'মিশরীকে' দেখে সবাই কাছে ভিড় করে এল। বোঝা গেল সবাই তার অপেক্ষাতেই ছিল।

'মিশরী' টেবলের কাছে বসে নির্বিকার চিত্তে সিগারেট পাকাতে লাগল। নিজেরটা পাকানো হলে তামাকের থলিটা এগিয়ে দিলে পাশের লোকটিকে, সেও পাকাক।

সবাই চুপ করে রইল।

'তা কী হল? ভেবে দেখলে?' সিগারেটে টান দিয়ে শেষ পর্যন্ত বললে 'মিশরী'।

উত্তর কিছু এল না।

'কী, জিভ তোমাদের কাটা গেছে নাকি?'

'যা বলবার কুজনেৎসভ বলুক,' লালচে দাড়িওয়ালা এক চাষা প্রস্তাব করলে।

ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এল নীল গেঞ্জি-পরা একটি ছোকরা, বাঁ হাতে উলকি কাটা, তীর বেঁধা এক মস্ত হৃৎপিণ্ডের ছবি তাতে।

'আমাদের কেউ ওসকায় নি, কাউকে ধরিয়ে দেব না।'

'ধরিয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে কার কাছে?' লাফিয়ে উঠল গালৎসেভ, 'একেবারে মুখস্থ করে রেখেছে 'ধরিয়ে দেব না', 'ধরিয়ে দেব না' — ভাবছে খুব মজুর ঐক্য হল! কার সঙ্গে ঐক্য? শ্রেণী-শত্রুর সঙ্গে, কুলাকের সঙ্গে, বুঝেছ? ভেবে দ্যাখো, কত উৎখাত কুলাক এখানে এসে সেঁধিয়েছে আমাদের মধ্যে? চিনবে কী করে? তোমার আমার মতো সকলেরই দুই হাত, দুই পা। কী দেখে সনাক্ত করবে? ওসকানি দেখে! ব্রিগেডের মধ্যে তেমন এক কুত্তার বাচ্চা যদি ওসকানি দিতে থাকে, তাহলে ঘাড়ে ধরে তাকে মজুর শ্রেণীর কাছে দেখাও — দ্যাখো ভাই সব, কুলাক উসকানি-দাতা, মজুরী কামিজের তলে দেখো সে সেঁধিয়েছে! এই হল সাঁচ্চা শ্রমিক শ্রেণীর কাজ! আর তোমরা? শ্রমিক শ্রেণীর হাত থেকে তাকে বুক দিয়ে রক্ষা করবে?

বলে কিনা, আমাদের কুলাকটিকে ধরিয়ে দেব না, আমাদের আদরের সহোদর ভাই যে! এই হল তোমাদের 'ধরিয়ে না দেওয়া'। না দেবে গোল্লায় যাও; সবাই তোমরা সমান।'

'কুলাক ফুলাক কেউ এখানে নেই, চালাকি মারতে এসো না,' গর্জে উঠল কুজনেৎসভ।

'নেই? ঠিক জানো? বেশ দেখা যাক।'

'মিশরী' এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সবাই ভাবল চটে মটে চলে যাচ্ছে। কিন্তু দরজা খ্‌ুলে সে ডাকলে:

'কজ্‌ুরা, ভেতরে আয়।'

দ্বিতীয় সেকশনের ফিটার ঢুকল ভেতরে।

'নে দেখা, কোন লোকটা?'

ছোকরা চেয়ে চেয়ে দেখলে সবাইকে, পেছনের লোকদের দেখবার জন্য সামনের লোকদের সরিয়ে দিলে। তারপর অবাক হয় বললে:

'নেই দেখছি।'

'নেই মানে?'

'নেই। কাল ওকে দেখছিলাম, আজ নেই। শাদা কামিজ পরে ঘোরে, মাথার চুল শণের মতো, কিন্তু দাড়ি লালচে।'

দালভেরজিন ব্রিগেডের লোকেরা ম্‌ুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

'ও তাহলে প্তিৎসিনের কথা বলছে,' মন্তব্য করলে তারেলকিন, 'প্তিৎসিন? কোথায় গেল সে?'

সবাই সরে পথ করে দিলে কিন্তু প্তিৎসিন এল না।

'লালচে দাড়ি বলছ? হ্যাঁ, খানিক আগে তো এখানেই ছিল!'

'ঠিক কথা, ছিল!'

'এই তো এইখানেই ছিল।'

'গেল কোথায়? অন্য দরজা তো আর নেই?'

জন কয়েক লোক ছ্‌ুটল ব্যারাকের অন্য প্রান্তটার দিকে।

'দরজা খোলা! দ্যাখো দিকি, দরজা খোলা! বন্ধ করে যাবারও ফুরস্‌ুত পায় নি।'

'দেখলে তো তোমাদের প্তিৎসিনকে?' 'মিশরী' বললে, 'কজ্‌ুরা, ছ্‌ুটে যা, মিলিশিয়ায় খবর দে!'

দরজা বন্ধ হল। একটা দুঃসহ নীরবতা নামল ব্যারাকে।

'কুলাক তোমাদের এখানে নেই, বটে?' 'মিশরী' এগিয়ে গেল কুজনেৎসভের দিকে, কুজনেৎসভও পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল দেয়ালের কাছে, 'বলছ, চালাকি মারতে এসেছি? আর এই প্তিৎসিন কার ব্রিগেডের লোক? খাঁটি প্রলেতারিয়েত বোধ হয়। তাই না? কিন্তু জানিস, তাম্বভের কাছে তোর এই কুলাক প্তিৎসিনকে যখন উৎখাত করা হয়, তখন সে যৌথখামারের সমস্ত ফসল পুড়িয়ে দেয়? যৌথখামার তার দোলতে ভেঙে যায়, চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়। আজ সকালে ওই ছোকরা এসে আমায় সব বলে। বলে, ভুলও হতে পারে, তবে দেখতে একরকম। বলে, আমরা কত খোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু টিকিও আর তার দেখি নি, এখন দেখি, এক নম্বর সেকশনে ডেরা পেতেছে...'

দরজা খুলে গেল, ছুটে ঢুকল একটা ছেলে, লম্বা প্যাণ্টটা তার প্রায় বগল পর্যন্ত পেণছেছে, কোমরের কাছে বে'ধে রেখেছে দড়ি দিয়ে।

'আরে দেখলে না তোমরা? নদীর পাড় থেকে একটা লোক ঝপাং করে ঝাঁপ দিলে। মাইরি বলছি, মিছে বলব না। জলের স্রোতে ভেসে গেল প্রায় এক কিলোমিটার। তারপর চড়ায় ঠেকে ওপারে উঠে যায়। খ্রীষ্টের দিব্যি, মিছে বলব না!'

'দেখলে তো তোমাদের প্তিৎসিনকে?' হাত নাড়ল 'মিশরী', 'ধরিয়ে দেব না, ধরিয়ে দেব না, বাস পালাল!'

এমন জোরে সে দরজা বন্ধ করলে যে সিলিং থেকে মাটির চাং খসে পড়ল। পার্টি অফিসের দিকে পা বাড়াল সে।

চিরাচরিত টহলটা দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পরে গালৎসেভ যে ইউর্তাটায় ঢুকল সেটা স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তর, ফের এখানে তারেলকিন আর কুজনেৎসভের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেল সে।

'তোমরা এখানে?'

'কাগজে একটা বিবৃতি দিতে এসেছিলাম — ওই কাণ্ডটার ব্যাপারে আর কি... বলেছি ঠিক কাজ হয় নি আর কি... আরো কিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি...' কুজনেৎসভ 'মিশরীর' চোখের দিকে না তাকিয়ে ঘামে ভেজা একটা কাগজ গুঁজে দিলে তার হাতে।

দ্রুত তাতে চোখ বুলিয়ে নিল 'মিশরী'।

'আর উসকনির ব্যাপারে, আমরা আরো দ্বজনকে ধরেছি, ভাঁড়ার ঘরে বন্ধ করে রেখেছি, পালাতে পারবে না। খোঁজ নিয়ে দেখ্বন কোথাকার লোক, কী ব্যাপার... তবে যদি কুলাক না হয় তাহলে কিছ্ব করবেন না। সবাই আমরা ঠিক করেছি, নিজের নিজের মগজ সকলেরই আছে, দায়িত্ব সকলেরই সমান।'

টুপি ঠিক করে দ্রুত ওরা বেরিয়ে গেল ইউর্তা থেকে।

দালভেরজিন ব্রিগেড বিবৃতি দিয়েছে আজ বারোটার সময় কাজে যাবে, এ খবর এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

ঠিক বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ক্যানেল বেড়ে যাবার রাস্তায় দেখা দিল দালভেরজিন ব্রিগেড। ক্লার্ক এবং পলোজভা বাঁধে উঠে এল এই অন্বতাপ মিছিল দেখতে।

'ইস, একেবারে যেন উৎসবে এসেছে!'

দল বেঁধে আসছিল ওরা। বোঝা যায় বেশ তোড়জোড় করেই এসেছে। সত্যিই পোষাক পরেছে যেন উৎসবের জন্য। সবার গায়েই ধবধবে শাদা কামিজ, ঝকঝকে হাই বুট। তারা জানত, মজ্বররা তাদের বয়কট করেছিল, এবার তাদের অন্বতপ্ত প্রত্যাবর্তন দেখবার জন্য তারা ভিড় করে আসবে, আহত অভিমানে তারা ঠিক করেছে সে স্বযোগ তাদের দেবে না। দ্বধারে কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কোনো দিকে না তাকিয়ে তাদের উপস্থিতি উপেক্ষা করেই তারা চলল। সবার আগে পিছন ফিরে চলেছে একজন অ্যাকর্ডিয়ন বাদক, ময়্বরের পেখমের মতো অ্যাকর্ডিয়নটা মেলে ধরেছে সে। তার সামনে কোমরে হাত দিয়ে নাচছে একটি ফরসা-চুলো ছোকরা, গায়ে শাদা জামা, হাই বুট একেবারে ঝকঝকে পালিস করা। অ্যাকর্ডিয়ন বাদক পা ঠুকে তাল দিয়ে গান গাইছে চড়া গলায়।

বাজনা বাজিয়েই তারা উঠল বাঁধে, বাজনা বাজিয়েই নামল ক্যানেল বেড়ে, আর ঠিক কনডাক্টরের হাতের মতোই এক্সকেভেটর এক দমকে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করতেই অ্যাকর্ডিয়ন থেমে গেল, ঝনঝন করে উঠল শাবল আর ঠেলা গাড়ি।

কক্ষচ্যুত

ভোর বেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে ধুলোটা থিতিয়ে এসেছিল।

তাশখন্দের মর্মরিত নীলাভ একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল উর্তাবায়েভ, দু'পাশে তার পপলার গাছের সারি। রাস্তাটা শেষ হয়ে একটা স্কোয়ারে পড়তে সে থামল। তারপর পাশের এভেন্যুতে বাঁক নিয়ে ধীর পায়ে এগুতে লাগল। পোর্টফোলিও হাতে ব্যস্তসমস্ত লোকে তাকে ফেলে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে, বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে তার চিন্তিত পাদচারণা। যে লোকের কোথাও যাবার তাড়া নেই সে কখনো আস্থার উদ্রেক করে না।

উর্তাবায়েভের তাড়া ছিল না কোথাও। যে সাক্ষাৎকারের জন্য সে তাশখন্দে এসেছে সেটা এগারোটার সময় হবার কথা, তাই চলেছে পায়ে হেঁটেই, সময় কাটানোর জন্য।

কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে উর্তাবায়েভ তাশখন্দে এল এই প্রথম। তাই তাশখন্দের যে দিনগুলো মোটর যাত্রার ব্যস্তসমস্ত ঝাঁকুনি, রিপোর্ট আর স্মারকলিপির খসখসে ভর্তি হয়ে বরাবর অমন হ্রস্ব ঠেকেছে তা এবার মনে হল কেমন ফাঁকা এবং অপরিসীম দীর্ঘ। শহর অবিশ্যি তার আগের মতোই শশব্যস্ত নিশ্ছিদ্র জীবনই চালিয়ে যাচ্ছে — আপিস ঘরগুলোর খোলা জানলা দিয়ে আসছে টাইপরাইটারের শব্দ, গেট দিয়ে আসছে যাচ্ছে লোকে, যেতে যেতেই সংক্ষিপ্ত স্টেনোগ্রাফিক ভঙ্গিতে পরস্পর নমস্কার জানাচ্ছে। ঘর্ঘর করছে শহর, গুঞ্জন করছে, উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহে যেন ঘর বাড়ি মানুষজনকে ঝালাই করে দিয়েছে একটি একক সমগ্রে। এর ভেতর কেবল উর্তাবায়েভের মধ্যেই একটা অচঞ্চল স্তব্ধতা।

বাঁ দিকে ফিরল উর্তাবায়েভ। একটা সোজা বীথি রচনা করে পপলার গাছের সারি চলে গেছে আরো দূরে। একটু লঘু বোধ করল উর্তাবায়েভ, যেন পেছনের এক অনুসরণকারীকে সে ধাপ্পা দিয়ে কাটিয়ে এসেছে। চিড়িয়াখানার রেলিঙে জানোয়ারের ছবিগুলো যেন জীবন্তের চেয়েও হিংস্রভাবে গলা বাড়িয়ে আছে পথিকদের দিকে।

ঘড়ি দেখল উর্তাবায়েভ — তারপর এগিয়ে গেল ট্রামের দিকে। এগারোটা বাজতে দশ।

অগপু আপিসের গেটের সামনে টহল দিচ্ছে বাহাদুর-দর্শন একজন লাল

ফৌজী। প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে উর্তাবায়েভ পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে নির্দিষ্ট কামরায় ঢোকা দিল।

দেয়ালে ঝোলানো বিরাট একটা মানচিত্রের সামনে যে লোকটি বসে ছিল, সে মাথা তুলল। দাড়ি কামানো মুখের ওপর রগ পর্যন্ত স্থূলভাবে সেলাই করা ক্ষতচিহ্নটা উর্তাবায়েভের খুবই চেনা। শুধু এই এক বছরে চওড়া কপালটা যেন আরো উঁচুতে উঠে গিয়েছে, পিছিয়ে গেছে চুলগুলো, তাতে পাকও ধরেছে।

'তোমার কাছে এসেছিলাম কমরেড পেখোভিচ। ব্যাঘাত করলাম না তো?'

'বসো, বসো,' আমন্ত্রণ জানাল লোকটি, 'চেহারাটা তেমন ভালো ঠেকছে না যে। সবাই আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি ভায়া, উপায় কী। বছর তো আর থেমে থাকছে না। এসে ভালোই করেছ। আনন্দ হয় তোমায় দেখে। তা খবর কী।'

'খবর?' বিষণ্ণভাবে হাসল উর্তাবায়েভ, 'খবর জানাতেই তো আসা। খবর আমার খুবই খারাপ কমরেড পেখোভিচ, পার্টি থেকে আমায় বহিষ্কার করেছে, শোনো নি?'

'শুনেছি,' পেনসিলটা নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে নির্বিকার মুখে জানাল পেখোভিচ।

'তা তুমি কী ভাবছ এ নিয়ে?'

'গোলমেলে ব্যাপার ভায়া। শালা শয়তানেও কিছু মাথামুণ্ডু বুঝবে না। আর নিজেও তুমি বেশ পাকিয়ে তুলেছ। এক্সকেভেটরের ওই কাণ্ডটা বাধাতে গেলে কেন? পরিচালকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ। অমন খামখেয়ালের জন্য আমরা বিশেষজ্ঞদেরও ধোলাই দিই, তুমি তো আবার তার ওপরেও কমিউনিস্ট।'

'কিন্তু আমি যে ফার্মের প্রতিনিধির মত নিয়ে করেছি।'

'তাতে কি আর চলে ভায়া। কর্তৃপক্ষের মত নিতে হত। নিজেই তো জানো, বিদেশীরা ছটফটে লোক। এবার যাও, খুঁজে বার করো তোমার প্রতিনিধিকে।'

'বার করব। শুধু কিছু সময় চাই। তবে এক্সকেভেটরের ব্যাপারটা তো প্রধান নয়। ওর জন্যে বড়ো জোর একটা তিরস্কার ও হুঁশিয়ারি প্রাপ্য হত। পার্টি থেকে তার জন্যে বহিষ্কার কেউ করে না।'

'না হে, স্বেচ্ছাচারের জন্যেও বহিষ্কার করে, যা-তা নয়।'

'তুমি নিজেই বুঝতে পারছ, আমায় বহিষ্কার করেছে অন্য কারণে — বাসমাচ দল এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে তথাকথিত যোগাযোগের অভিযোগে। এ অভিযোগটায় তুমি বিশ্বাস করো? সোজাসুজি বলো, বিশ্বাস করো যে আমি সোভিয়েত রাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বাসমাচ আর বোখারার আমিরের স্বার্থে?'

'আমার ব্যক্তিগত মত জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, খুব চাই।'

'ব্যাপারটা কী জানো, বিশ্বাস করতে আমি চাই না, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে মালমসলা যা জুটেছে তা খুবই গুরুতর। তোমায় প্রমাণ করতে হবে যে এ মালমসলা অসিদ্ধ। ভাবালুতায় কিছু কাজ হবে না।'

'শোনো পেখোভিচ, চারদিন পরে আমার মামলাটার বিচার হবে স্তালিনাবাদের কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনে। তাশখন্দে আমি এসেছি কেবল তোমার সঙ্গে দেখা করতে। তুমিই শুধু সাক্ষ্য দিয়ে আমায় সাহায্য করতে পারো। গত বারের হামলার সময় তুমি ছিলে আমাদের অগপু কর্তা। কমারেঙ্কো এসেছে তার পরে, সব খুঁটিনাটি সে জানে না। কিইকের কাছে আমার বাহিনীর ধ্বংস এবং ফইজের সঙ্গে আমার কথাবার্তা নিয়ে খোজিয়ারভ যে সাক্ষ্য দিয়েছে, সেইটেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল খুঁটি। ওই কথাবার্তাটার ব্যাপারটা আমি সরাসরি তোমায় জানাই। কেবল তুমিই সাক্ষ্য দিতে পারো যে আমার সঙ্গে কথাবার্তার পর অস্তাপভের নায়কত্বে লাল ফৌজীরা ফইজের বাহিনীর ওপর চড়াও হয়, বাহিনী তার ধ্বংস হয়, ফইজ নিজে পালায় পাহাড়ে। এক কথায় পরের দিন দাগানা-কিইকের খাদে অস্ত্র সমর্পণের জন্য হাজির হওয়া ফইজের পক্ষে দৈহিকভাবেই অসম্ভব ছিল। তুমি তো তা জানো?'

'জানি।'

'বেশ, তাহলে সে কথা কণ্ট্রোল কমিশনে লিখে জানাও। তেমন একটা লিখিত সাক্ষ্য আমায় দাও।'

'তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমার যা জানা ছিল তা সবই আমাদের নিজস্ব খাতে আমি জানিয়ে পাঠিয়েছি। তা পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই।'

'অর্থাৎ এ রকম একটা সাক্ষ্য আমায় তুমি দিতে চাও না? আমি তো

তোমায় মত দিতে বলছি না, আমার পক্ষ নিতে বলছি না। তোমার যা ভালো জানা আছে সেই তথ্যটুকু সমর্থন করতে বলছি মাত্র। এই সামান্য জিনিসটুকুও করতে চাও না?'

'আমি তো তোমায় মনে হয় প্রাঞ্জল ভাষাতেই বলেছি: তোমার ব্যাপারে আমার যে সাক্ষ্য সেটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। পুনরাবৃত্তির কোনো অর্থ হয় না।'

উর্তাবায়েভ উঠে দাঁড়াল।

'তাহলে চলি, তোমার সময় নিলাম বলে মাপ চাইছি।'

'বড়ো তুমি সন্দিগ্ধমনা উর্তাবায়েভ। আমি অগপুর লোক, আমার কথাটা বিশ্বাস করো — ওতে কিছুই হবে না। আত্মসমর্পণের জন্যে আসা ফইজের পক্ষে সম্ভব ছিল নাকি ছিল না, এতে কিছুই এসে যায় না। তোমায় প্রমাণ করতে হবে যে খোজিয়ারভ মিছে কথা বলছে, বাহিনীতে সে আদৌ ছিল না। এমন প্রমাণ যদি পাও, তাহলে আর কোনো সাক্ষ্যেরই দরকার নেই। আর তা যদি প্রমাণ করতে না পারো, তাহলে যত সুপারিশই পেশ করো না কেন, পার্টিতে তোমার ঠাঁই হবে না?'

গোলাপী ছাড়পত্রটা দুমড়াচ্ছিল উর্তাবায়েভ।

'রাগ ক'রো না আমার ওপর,' জানলার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'আমি নিজেই জানি যে ওটা বাজে ব্যাপার, খামোকাই তাশখন্দে এসেছি... যাই হোক, ধন্যবাদ, সত্যিই ভালো লোক তুমি...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' পেখোভিচ দেরাজ হাতড়াতে লাগল, 'চুটকি একটা জিনিস আছে, তোমার কাজে লাগতে পারে।'

'রিভলবার?'

'দূর বোকা... এই যে,' একটা খবরের কাগজ বার করে মেলে ধরল সে, 'আফগানী পত্রিকা। একটা প্রবন্ধ দাগ দিয়ে রেখেছি। তোমার কাজে লাগতে পারে...'

লাল পেনসিলে দাগ-দেওয়া প্রবন্ধটায় উর্তাবায়েভ চোখ বুলিয়ে নিলে:

'বেখেয়াল তীর্থযাত্রীর ফেলে দেওয়া যে গোলাপ ক্যারাভানের উটের পায়ে ধুলোয় গড়িয়ে যায়, তার মতোই কলিজা আমাদের কাঁদছে।

'কতবার আমরা আমাদের দেশবাসীদের ডেকে বলেছি, খোদার দোয়া এবং মহম্মদের কৃপার জন্য মহা শরিয়তের নির্দেশ মেনে চলো (রহমৎ, রহমৎ!)।

'হায়, আমাদের কথায় কেউ মন দিচ্ছে না, মুয়াজ্জীনের আজানের মতো তা নিদ্রামগ্ন লঘুচিত্ত মুসলমানের কানে পৌঁছচ্ছে না।

'আমরা খবর পেয়েছি যে ইমাম সায়েব হকিমতের কালবাৎ কিশলাক থেকে একদল ধর্মহীন লোক মানুষের কল্যাণ ও সুখার্থে দেওয়া আল্লার এবং ইসলামের সমস্ত নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কাফেরদের অনুকরণে নিজেদের কিশলাকে শরিয়ৎ-বিরোধী ব্যবস্থা চালু করেছে। একমত হয়ে খোদা নির্দেশিত মালিকানা উচ্ছেদ করে এই দেহকানরা নিজেদের সমস্ত জোত একত্র করেছে এবং যে সোভিয়েতী কাফেরদের ক্রিয়াকলাপের কথা ভাবতে গেলে ধর্মভীরুরা শিউরে উঠবে, তাদেরই মতো তারা নিজেদের এলাকায় সোভিয়েতী যৌথখামার গড়েছে। কাফেরদের দৃষ্টান্তে প্ররোচিত হয়ে এই মুসলমানরা তাদের আত্মাকে জাহান্নামে দিয়ে কোরানের এই পবিত্র বাণী ভুলে গেছে: 'কাফেরদের আদর্শ মরুভূমিতে মরীচিকার তুল্য: তৃষিত তাকে ভাবে জল, কিন্তু কাছে যেতেই কিছুই সে পায় না, সামনে দেখে শুধু শাস্তিদাতা খোদাকে'। আমাদের মহা পয়গম্বরের দ্বিতীয় উক্তিও আছে (রহমৎ, রহমৎ!): 'দুনিয়ায় সুব্যবস্থা আসার পর তা বিশৃঙ্খল করো না। ভয় নিয়ে ভরসা নিয়ে ডাকো খোদাকে: সত্যই, খোদার দোয়া সেই পায় যে মঙ্গল করে'।

'কালবাৎ কিশলাকের ধর্মহীনেরা সেই সঙ্গে 'কারদারি' ছাড়া খোদা নির্দিষ্ট সমস্ত কর দিতে অস্বীকার করেছে এবং মুসলমান ধর্মের প্রধান যে কথা নামাজ, তা পড়ার ব্যাপারে খুব অবহেলা অশ্রদ্ধা দেখিয়েছে।

'খোদার দোয়ায় এবং জনৈক ধর্মভীরু হজরতের সংবাদানুসারে এই ধর্মহীন কাণ্ডের পাণ্ডারা উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে। তাদের মুণ্ড কেটে তা রেখে দেওয়া হয়েছে মসজিদে, অন্যান্য কিশলাকের লোকেরা তাতে দেখতে পাবে পবিত্র শরিয়ৎ লঙ্ঘন করলে কানুনে কী ভাবে শাস্তি পায় অপরাধীরা।

'দয়াময় খোদা যাদের যথাযুক্ত মাত্রায় পার্থিব সম্পদ দান করেছে তাদের বিরুদ্ধে যে হিংসুকেরা লোককে উসকাতে চাইছে, তাদের কথা না শুনে ইমাম সায়েব হকিমতের সমস্ত লোকেরা যেন পয়গম্বরের মুখনিঃসৃত ঐশী প্রজ্ঞার এই কথাটা মনে রাখে: 'খোদা যে তার বান্দাদের পার্থিব দৌলৎ প্রচুর পরিমাণে দেয় নি তার কারণ তাহলে তারা দুনিয়ায় অপরিসীম তাণ্ডব শুরু করে দিত; খোদা তাই তার মর্জি মতো বান্দাদের ধন দেয় স্বল্প পরিমাণে, কেননা খোদা তার বান্দাদের সর্বদাই দেখতে পাচ্ছে।'

খবরের কাগজটা গুটিয়ে রাখল উর্তাবায়েভ।

'আমায় এটা দিতে পারো?'

'নাও। কিন্তু এটাও ভায়া তেমন কিছু নয়, ব্যাপারটা তাতে বদলাচ্ছে না। শুধু সময় নষ্ট হল অনেক। এখানে আসতে হপ্তাখানেকেরও বেশি লেগেছে

নিশ্চয়। অথচ কিইকে গেলেই বরং কাজ হত। স্থানীয় এলাকা থেকেই সাক্ষী খোঁজো। দেহকানদের সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো। মনে রেখো আমার এই কথাটা। পুরনো দোস্তি থেকেই বলছি...'

বাপ আর ছেলে

বালুময় বাঁধের ওপর পাতা রেল লাইনের মাঝখানে ব্যালে নর্তকের মতো সন্তর্পণে পা ফেলে চলছে একটি উট। বালি বোঝাই পাঁচটা ওয়াগন টানছে সে। বোঝাটা সহজ নয়। ফিতেয় ঘষটে যাচ্ছে তার ন্যাড়া পেটটা। পায়ের নিচে লাইনের বরগাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের ভূমিকায় নামায় কেমন আনাড়ী বোকা-বোকা লাগছে উটটাকে। বাঁকা গ্রীবার ওপর তার বিস্মিত মুখটা দেখাচ্ছে মস্ত একটা প্রশ্ন চিহ্নের মতো, আর সে মুখের ক্ষুব্ধ ভাবটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ব্যাপারটাকে সে একটা অস্থানোপযোগী বুদ্ধিহীন রসিকতা বলে নিচ্ছে। যাচ্ছে সে ধীরে ধীরে, হতভম্বের মতো চারিদিকে তাকাচ্ছে স্বজন বা সহানুভূতির আশায়, কিন্তু চারিদিকেই কেবল কাঁটা ঝোপে ভরা ন্যাড়া মরুভূমি। সামনে সুদীর্ঘ রেল লাইন, পেছনে লোহার ওপর ওয়াগন হুইলের শব্দ। সে শব্দ উঠছে ঠিক তার পেছনেই এক ক্লান্তিকর তাড়নার মতো।

এই অদ্ভুৎ ট্রেনের পেছন পেছন আসছে দুজন কমসোমলী, কাঁধে তাদের বেলচা। চুপ করে আছে তারা। গরমের ঝাঁঝে ঠোঁট এবং চোখ আটার মতো জুড়ে যাচ্ছে। চাকার একঘেয়ে শব্দে ঘুম এসে যায়। ঠেসে ভরা মুড়মুড়ে বালিতে হড়কে যায় পা, হোঁচট খায় বরগায়।

এইভাবেই চলল তারা ঘণ্টা খানেক। লাইনের বরগাগুলো ছাড়া দূরত্ব মাপার আর কোনো উপায় ছিল না। সেইটে গোনারই চেষ্টা করছিল তারা, এমন সময় পেছনকার ওয়াগনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হিসাব গুলিয়ে গেল। ডান দিক থেকে উঠে আসা একটা লালচে বাদামী ঢিবির কাছে থেমে গেছে উটটা। কমসোমলী দুজন বেলচার ডাণ্ডা নেড়ে হাঁক দিয়ে উটকে চালাবার চেষ্টা করল। টান দিল উট, ওয়াগনগুলো আরো পা দশেক এগুল, তারপর আবার থেমে গেল। পেছন থেকে দুজন ঠেলতে লাগল ওয়াগনকে, কিন্তু তাদের আর নড়ানো গেল না। উট তার পা মুড়ে লাইনের ওপর বসে পড়েছে,

তাড়না বা চাবুকে তার কোনো বিকার হল না। তার বিদ্রূপাত্মক চোখদুটো যেন বলছিল — ঠাট্টা তামাসা ভালো কেবল একটা মাত্রার মধ্যে, রেল ইঞ্জিন হবার কোনো চুক্তি তার ছিল না, এই ঝনঝনে মাল আর তাকে দিয়ে বওয়ানো চলবে না।

বাঁধের ওপর বসতে হল কমসোমলীদের। বালি পোঁছতে দেরি হলে লাইন পাতার কাজ পুরো একদিন পিছিয়ে যাবে। বোঝাটা উটের পক্ষে সত্যিই সাধ্যাতীত। পরামর্শ করে তারা ঠিক করল, শেষ ওয়াগনটা খুলে দেবে। উট কিন্তু নির্বিকারভাবেই বসে রইল লাইনের ওপর, ওঠার কোনো লক্ষণ দেখাল না।

অবসন্ন হয়ে ফের তারা পরামর্শের জন্য বসল। এদের মধ্যে যার বয়েস কম, তার নাম উরুনভ। সে বলল, প্রথম ওয়াগনটা খুলে তা হাত দিয়ে ঠেলা যাক। কিন্তু গন্তব্য স্থান এখনো দশ মাইলের কম নয়, এক ওয়াগন বালি পোঁছলেও শেষ রক্ষা হবে না। জেটি থেকে রেল নিয়ে শীগগিরই চারটে উটের আসার কথা ছিল। ঈষৎ বয়স্ক কমসোমলী জুলেইনভ বললে, তাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, তাদের এক জোড়া উটের পিঠ থেকে রেল নামিয়ে বালির ওয়াগনগুলোর সঙ্গে জুতে দেওয়া যাবে।

প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বহুক্ষণ বসে রইল তারা, বিরক্তিতে থুতু ফেললে, আর মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড এক টিকটিকির মতো নেতিয়ে পড়ে থাকা উটটার দিকে চাইলে আক্রোশ নিয়ে। হঠাৎ তাজিক ভাষায় কথা শুনে ঘাড় ফেরালে দুজনে। ঢিবিটার পেছন থেকে দেখা দিল গাধার পিঠে চারজন দাড়িওয়ালা সওয়ারী। সামনে শাদা পাগড়ি বাঁধা এক বুড়ো। ওদের পথটাকে আড়াআড়ি কেটে গেছে রেল লাইনের বাঁধ। সেখানে অচল ওয়াগন দেখে সওয়ারীরা থামল, তারপর বল্লমের মতো ছুঁচলো লাঠির খোঁচা মেরে গাধাগুলোকে ফেরাল কমসোমলীদের দিকে।

'সেলাম আলেইকুম!'

'আলেইকুম সেলাম!' উঠে দাঁড়াল কমসোমলীরা।

'ট্রেন ভেঙে পড়েছে বুঝি,' ধূসর আফগানী পাগড়ি-পরা লাল দাড়িওয়ালা এক সওয়ারী জিজ্ঞেস করলে বিদ্রূপ করে।

'ভেঙেই পড়েছে,' ঘাড় নাড়ল জুলেইনভ, ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না, 'খাবার জলটল কিছু আছে?'

বড়ো বড়ো চোখওয়ালা একটা ছেলে, সবে দাড়ি গোঁপ উঠছে, প্রকান্ড এক কুমড়োর খোলের পাত্র এগিয়ে দিল। জ্বলেইনভ নিজে খেয়ে এগিয়ে দিল তার কমরেডের দিকে।

'রেল পথ বসাচ্ছ যে?' ফের জিজ্ঞেস করলে লাল দাড়ি, 'উট যাওয়ার সুবিধা হবে?'

'উটের যে জ্ঞানগম্যি নেই, বোঝে না। এদের পাতা পথ দিয়ে চলতে চাইছে না,' মুচকি হেসে টিপ্পনী কাটলে তৃতীয় জন, পালোয়ান চেহারা, মুখে কালো দাড়ি, আলখাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার লোম-ভরা বুক।

'রেল লাইন বানাচ্ছি,' শান্তভাবে জবাব দিলে জ্বলেইনভ, 'ইস্তালিনাবাদে দ্যাখো নি? সেই রকমই, শুধু চওড়ায় কম।'

'দেহকানদের চাপাবে?' উৎসুক হয়ে উঠল লাল দাড়ি।

'উহুঁ, নির্মাণ প্লটে মাল বইব: কংক্রীট, পেট্রল, যন্ত্র।'

'তা উট জুড়লে কেন?' কালো দাড়ি দাঁত কেলাল।

'ইঞ্জিন এখনো তৈরি হয় নি, তাই উট দিয়ে বইছি। হপ্তা খানেক পর এসে দেখে যেও ইঞ্জিন নিজেই গাড়ি টেনে চলছে, শুধু এইটুকু নয়, এর তিনগুণো লম্বা।'

সওয়ারীরা মাথা নাড়লে।

লাল দাড়ি গাধা থেকে নেমে তাকে বেঁধে রাখল শেষ ওয়াগনটার সঙ্গে, বাকিরাও তাকে অনুসরণ করলে। থলি থেকে মস্তো এক চাপাটি বার করে সে এগিয়ে দিল জ্বলেইনভের দিকে। কমসোমলীরা রুটি ছিঁড়ে নিল, তারপর কিছুক্ষণ ধরে সবাই নীরবে চিবিয়ে গেল।

'নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাচ্ছ কেন তোমরা? অধম্মের কাজে সাহায্য করছ?' কড়া সুরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধটি।

জ্বলেইনভ হাত মুছল তার আলখাল্লায়।

'অধম্মের কাজে আবার সাহায্য করছি কোথায়? দেহকানদের জমিতে জলের ব্যবস্থা করা কি অধম্ম?'

'মিছে কথা! দেহকানদের জমি থেকে জল নিয়ে যাওয়াই তোমাদের মতলব, লোকে যাতে না খেয়ে মরে! তোমাদের মতলব পরের জমি গ্রাস করা! পরের ভেড়ার লোভে তোমাদের আর ঘুম হচ্ছে না। ভাখ্‌শে বাঁধ

দিয়ে গোটা জিলিকুলের জমি শুকিয়ে তুলতে চাও!' লাঠি ঠুকল বুড়ো, 'খোদার ভয় নেই। মুসলমানের ছেলে, নিজের জাতের লোকের বিরুদ্ধে যাচ্ছ কাফেরদের সঙ্গে। তোবা, তোবা, তোবা!'

'ওরা কি আর জানে কোথায় ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?' দাড়িতে হাত বুলাল লাল দাড়িওয়ালা, 'ভেড়াকে শুধাও রাখাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাদের। দুইই সমান কথা। রুশীরা এসে বলছে, মদ খা, কোনো দোষ নেই। রুশী মেয়ের সঙ্গে শো, কোনো গুনাহ নেই। বাস অমনি সব ছুটল ল্যাজ তুলে। আপন বাপের গলা কাটবে, তার গোয়ালে সিঁধ দেবে।'

'তুমি বুড়ো, খেপিয়ো না তো,' উঠে দাঁড়াল জুলেইনভ, 'জিলিকুলের সমস্ত খেত শুষতে যাচ্ছে কে? কী দরকার, বোঝাও তো দেখি?'

'তুই হয়ত এখনো জানিস না, চোখ ফোটে নি, বাচ্চা। তবে রুশীরা জানে। আমরাও জানি। দেহকানদের জমি জবরদস্তি করে কেড়ে নিতে ভয় পাচ্ছে, তেমন আইন নেই তো। তাই ঠিক করেছে ভাক্‌শে বাঁধ দেওয়া যাক, জল চলে যাবে মরুভূমিতে, মাঠ ঘাট শুকিয়ে উঠবে, মারা পড়বে ভেড়ার পাল। লোকে নিজেরাই নিজেদের কিশলাক ফেলে পালাবে; তখন নাও কেন খালি হাতেই। কী কাজে নেমেছিস বুঝেছিস? খোদার দিক থেকে যবে থেকে মুখ ফিরিয়েছিস সেদিন থেকেই বুদ্ধি বিবেচনা তোদের গেছে! ভয় নেই খোদার রাগকে?'

'তুমি বুড়ো খোদার ভয় দেখাতে এসো না,' বললে জুলেইনভ, 'ও ব্যাপারে আমাদের তেমন ভয় নেই। আর এই ভাখ্‌শের ব্যাপারটা বানিয়েছ তোফা। বোকা বোঝানোর ফন্দি। সোভিয়েত রাজ দেহকানদের জমি কাড়তে যাবে কেন? এই ন্যাড়া মাঠে জল এনে দিতে পারলেই এত সরেস জমি হাসিল হবে যে রাষ্ট্রীয় খামার গড়ো যত খুশি, মজুরই জোটানোই দায় হবে। ডেকে আনতে হবে ফেরঘানার তাজিকদের, এখানকার মজুরে কুলবে না। মিছে কথা বলতে হলেও অন্তত একটু সমঝে বলো।'

থুতু ফেলে বুড়ো উঠে গেল তার গাধার কাছে। বাকিরাও গা তুললে।

'তুই এখনো বাচ্চা, মুখ সামলে চলিস, দেখিস যেন জিব খসে না যায়,' মুখ ফেরাল লাল দাড়ি, 'ফের দেখা হবে, ততদিন টিকে থাকতে পারিস কিনা দ্যাখ। লোককে বলিস, উরুন পিসার-ই-শামসির সঙ্গে আরেক দফা কথা হবে।'

গাধাটা খুলতে গেল সে, তারপর ওয়াগনের কাছে গিয়ে হঠাৎ সপাং করে চাবুক কষলে উরুনভের ওপর। চিৎকার করে উরুনভ মুখ থুবড়ে পড়ল বালির ওপর।

বেলচা টেনে জুলেইনভ ছুটে গেল লাল দাড়ির দিকে। 'মারছ যে?' তারপরই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে পেছিয়ে এল সে। তার উত্তোলিত হাত থেকে বেলচা খসে গেল।

'গুরুজনদের ওপর হাত তুলতে নেই, ভালো নয় তা,' মাতব্বরের মতো মন্তব্য করলে লোমশ পালোয়ান, তারপর জুলেইনভের হাতটা ছেড়ে দিলে।

চারজনেই গাধায় চেপে মন্থর গতিতে এগিয়ে গেল সোজা সমভূমি দিয়ে।

জুলেইনভ নিচু হয়ে উঠতে সাহায্য করল উরুনভকে। উরুনভের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল!

'দেখা তো মুখটা। না ভয়ঙ্কর কিছু নয়। আমায় না মেরে তোকে মারলে কেন বল তো? একটু দুর্বল দেখেছে বুঝি, কুত্তা কোথাকার। কে লোকটা? বলে উরুন পিসার-ই-শামসি। মিছে কথা না বললে ধরা পড়তে হবে। কমসোমলীকে মারার জন্যে জেল খাটতে হবে এক মাস।'

'ও আমার বাবা,' জামার আস্তিন দিয়ে রক্ত মুছে কাতর কণ্ঠে বললে উরুনভ, 'থানায় নালিশ করলে আমাকেই খুন করবে।'

'ও হো, এই ব্যাপার! তবে খুন করা অত সোজা নয়। তার জন্যে গুলি খেতে হয়। আর ছেলে হোক না হোক, অকারণে কমসোমলীকে মারলে শাস্তি পেতেই হবে। প্রত্যেকেই তো কারো না কারো ছেলে।'

জুলেইনভ হাতটা বাঁকিয়ে দেখলে কিছু ক্ষতি হয় নি, তারপর ওয়াগনের ওপর উঠে দেখতে লাগল সাহায্য আসতে কতদূর...

কমসোমলীরা কী ভাবে মরে

...বালিভর্তি পাঁচটা ওয়াগন, তার ওপর রেল চাপানো হয়েছে, একজোড়া উট টেনে নিয়ে আসছে সেগুলোকে। ওয়াগনের পেছনে বেলচা কাঁধে চারজন কমসোমলী। হাঁটছে তারা নীরবে। গরমে এ'টে যাচ্ছে চোখ আর ঠোঁট। লাইনের বালিতে পা হড়কে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে বরগায়।

'তুই কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস?' ঘণ্টা খানেক চুপচাপ হাঁটার পর জ্বলেইনভ জিজ্ঞেস করলে উর্নভকে। সে তার পাশেই হাঁটছিল।

'পালিয়ে আসি।'

'বুড়ো তোকে কমসোমলে ঢুকতে দেয় নি?'

'দেয় নি। বলে, ঢুকলে বেত পেটা করবে।'

'সোভিয়েত রাজ ওর এত অপছন্দ যে? বাই বুঝি? ভেড়ার টান? কত ভেড়া আছে ওর?'

'গোটা চল্লিশেক। তা আমাদের কিশলাকে বাই-ও ছিল — ভেড়া তাদের ছয়শ'র বেশি। ওই যে কালো মতো লোকটা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছিল, — যে ছেলেটা তোকে জল খেতে দেয় — ওই লোকটা ছিল মস্তো বাই।'

'অথচ ছেঁড়া পোষাকে ঘুরছে — লোকে ভাববে কাঙাল।'

'সবাই ওরা অমনি। আমার বাবার বেলায় ব্যাপারটা ধম্ম নিয়ে, সব হওয়া চাই শরিয়ৎ মতে। কমসোমলে যদি ধর্মবিরোধী প্রচার না হত তাহলে অনেক ছেলেই তাতে ঢুকত।'

'তুই বুড়োকে বোঝালে পারতিস, জ্ঞানগম্যি নেই তো। আমার বাপেরও খুব ভক্তি ছিল খোদায়। তবে মারতে আসত না — দুবলা ছিল কিনা। আমি তখন ছিলাম বোকা-সোকা, ঠিক যুক্তিবিদ্যে দিয়ে কিছুই বোঝাতে পারতাম না — বলতাম নিজের বুদ্ধিতে যা কুলাত। সেও আমায় কোরান দিয়ে বশে আনতে চায়। পাখি উড়ছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বলত, 'আল্লা ছাড়া কে ওদের ভাসিয়ে রেখেছে?' আমি জবাব দিতাম, 'পাখি আর কতটুকু? সবচেয়ে বড়ো পাখিরও ওজন দশ সেরের বেশি নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আল্লা শূন্যে দশ সেরের বেশি কিছু ভাসিয়ে রাখতে পারে না। আর দ্যাখো লোকে এরোপ্লেন বানিয়েছে, হাত দিয়ে তার লেজটুকুও তোলা যায় না, অথচ বাতাসে ভাসছে। তাহলে লোকের শক্তি আল্লার চেয়ে বেশি।' বলতাম, 'ইশকুলে ঢুকব, পাইলট হব, তাকত হবে আল্লার চেয়েও বেশি।' বুড়ো থুতু ফেলে চলে যেত...'

দূরে দেখা দিল শাদা শাদা তাঁবু। কাজের জায়গাটা যত কাছিয়ে আসতে লাগল, তাড়াহুড়ায় বানানো রেল পথটা ততই নড়বড়ে হয়ে উঠল পায়ের নিচে। ট্রেনটা থামল। তিনশ পা জুড়ে লম্বা এক সারি লোক লাইন পাতছে। তাদের কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। একটা তাঁবুর দোরগোড়ায়

মস্ত একটা ভিড় জমেছে। জ়ুলেইনভ রোদ্দুর থেকে চোখ আড়াল করে অবাক হয়ে তাকাল ভিড়টার দিকে।

'সে কি, কাজ ফেলে মিটিং করছে যে?' অসন্তোষের সুরে বললে সে, 'আবার বলে কিনা ঝটিতি আক্রমণ!' বালিতে বেলচা গুঁজে সে এগুল তাঁবুর দিকে। 'ওহে মিটিং ফিটিং রাখো! এসো বালি খালাস করতে হবে! ঝটপট!'

কয়েকজন মাথা ফেরাল তার দিকে, কিন্তু কেউ নড়ল না। জ়ুলেইনভ ঢুকল ভিড়ের মধ্যে।

'হয়েছে-টা কী? কাজ থামিয়েছ যে?'

'আনোয়ারভের অবস্থা খারাপ,' একজন কমসোমলী মাথা ফেরাল, 'সাপে কামড়েছে, ডাক্তার দরকার।'

তাঁবুর ভেতরে সেঁধল জ়ুলেইনভ। নাসিরুদ্দিনভ, পলোজভা এবং আরো জন পাঁচেক কমসোমলী ঝুঁকে আছে একটা কম্বলের ওপর। কম্বলে শুয়ে আছে সফর আনোয়ারভ। ডান পা-টা অনাবৃত, হাঁটুর নিচে কষে বাঁধন দেওয়া। কাঠের মতো শক্ত টান টান অঙ্গটা হঠাৎ শেষ হয়েছে নীলাভ ফোলা ফোলা আঙুল সমেত গোদা মতো একটা পায়ে।

'শারফ!' নাসিরুদ্দিনভ ডাকলে জ়ুলেইনভকে, 'সোজা জেটি থেকে আসছিস? লরি আসবে কখন?'

'লরি ভেঙে বসেছে। বলেছে সন্ধ্যা নাগাদ মেরামত হয়ে যাবে। প্রধান সেকশনে টেলিফোন করে ডাক্তার ডেকে পাঠানো দরকার, ওদের নিজেদের মোটর গাড়ি আছে।'

নাসিরুদ্দিনভ শারফকে তাঁবুর এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে:

'টেলিফোন কাজ করছে না। অন্তত জেটি পর্যন্ত ফোন করারও চেষ্টা করেছি, হল না। পায়ে হেঁটে বা উটে চেপে কেউ যদি যায়, সন্ধের আগে পেঁছবে না। অথচ দরকার অবিলম্বে। কী করা যায়? এ্যাঁ?'

'কী করে ঘটল?'

'কী করে? খুব সোজা। পাথর খুঁজতে গিয়েছিল, রেল লাইনের নিচে পাতবে বলে, তাতে ইস্কুপ আটা সহজ হয়। ঝোপের মধ্যে নজর করে নি, পা দেয় সাপের গায়ে। হাতুড়ি ঠুকে মারে বটে, তবে তার আগেই পায়ে

কামড় বসিয়ে দিয়েছে। পা ফুলছে, দশ মিনিটের মধ্যেই কী রকম ফুলেছে দ্যাখ...'

আনোয়ারভ ককিয়ে উঠল।

'খুব লাগছে?' ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে পলোজভা।

'নড়তে পারছি না,' অতি কষ্টে বললে আনোয়ারভ, 'লরি আসবে না?'

'চুপচাপ শুয়ে থাক,' মাথায় হাতে বুলিয়ে দিল পলোজভা। 'আমরা টেলিফোন করে দিয়েছি। এক্ষুণি ডাক্তার এসে যাবে।'

'টেলিফোন কাজ করছে না,' চোখ না খুলেই বললে আনোয়ারভ।

এক মিনিট নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল সে, তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল, মুখ বেঁকে গেল যন্ত্রণায়। পলোজভার হাত ধরে সে টানল।

'পাটা কেটে ফেলতে হবে,' ভাঙা গলায় বললে সে, 'হাসপাতালে সবসময় কেটেই ফেলে। তলে একটা কাঠ দাও। মরিয়ম, ওদের কাউকে বলো কুড়ুল দিয়ে কেটে দিক। আমি সইতে পারব।'

'কী বলছ সফর! কুড়ুল দিয়ে পা কাটবে কি! যন্ত্রপাতি দরকার। ও সব খেয়াল ছাড়ো। নির্ঘাৎ রক্ত বিষাক্ত হয়ে যাবে।'

'তাহলে?'

'কমরেড মরিয়ম,' নীরবতার মধ্যে শোনা গেল উরুনভের গলা, 'কাছেই কিলোমিটার পাঁচেক দূরে একজন তাবিব* থাকে। মস্তো তাবিব। সাপের বিষ ঝাড়তে পারে। অনেককে সারিয়েছে। আমি ছুটে যেতে পারি।'

ফিসফাস শুরু হল তাঁবুতে।

পলোজভা নাসিরুদ্দিনভকে খুঁজলে।

'করিম, কী বলো?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে সে, 'আমার মনে হয় ছুটেই যাক, অভিজ্ঞতা তো ওদের অনেক আছে।'

'খুবই নামকরা তাবিব, অনেককে বাঁচিয়েছে, আমি চললাম,' দরজার দিকে এগুল উরুনভ।

'উরুনভ!'

সফর কম্বলে উঠে বসল, থেমে গেল উরুনভ।

'খবর্দার, তাবিব ডাকতে যাবি না! তুই না কমসোমলী? লজ্জার কথা!

---

* ওঝা। — সম্পাঃ

বুজরুকিতে বিশ্বাস করছিস আর অন্য কমসোমলীদেরও তাই শেখাচ্ছিস। ভাগ এখান থেকে,' আবার কম্বলে টলে পড়ল সে, 'সবাই তোমরা চলে যাও, শুধু মরিয়ম আর নাসিরুদ্দিনভ থাকুক। বাকিরা কাজে লাগো গে। কাজ ফেলে এসেছ কেন? করিম, ওদের বল যেন কাজে যায়। কোনো তাবিব ফাবিব নয়। যে তাবিব ডাকতে যাবে তাকে বার করে দেওয়া হবে কমসোমল থেকে!'

তাঁবু থেকে কমসোমলীরা নীরবে বেরিয়ে গেল।

'মরিয়ম...' আস্তে ডাকলে আনোয়ারভ, 'ওরা গেছে?'

'হ্যাঁ সফর, সবাই গেছে, আছি শুধু করিম আর আমি।'

'কমসোমলীদের সামনে কেন তাবিব ডাকার কথা বললে? ছিঃ মরিয়ম!'

'সফর লক্ষ্মীটি, অমন গোঁয়ার্তুমি করো না। ডাক্তার ডাকা যে অসম্ভব। তাবিবরা অবিশ্যি বুজরুক, কঠিন রোগ সারাতে পারে না, কিন্তু এখানকার সাপগুলোকে তো ওরা সায়েব ডাক্তারদের চেয়ে ভালো চেনে। সাপের কামড়ের পরীক্ষা-করা ওষুধ ওদের আছে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

'কমসোমলীদের সামনে তাবিব ডাকা খুব খারাপ...'

'শোনো সফর, কেউ তো জানবে না। সবাই কাজে গেছে। উটের পিঠে চাপিয়ে তোমায় নিয়ে যাব। বলব জেটিতে যাচ্ছি। জানবে কেবল একা উরুনভ...'

'খুব খারাপ,' মাথা নেড়ে বললে আনোয়ারভ, 'কমসোমলীদের কত শিখিয়েছি, তাবিবরা বুজরুক।' আর যেই নিজের বিপদ অমনি তাবিব... সব শিক্ষাই জলে যাবে।'

'সফর লক্ষ্মীটি, অমন চুপচাপ বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকা যে চলে না, সময় কেটে যাচ্ছে, পরে আর উপায় থাকবে না...'

'চাই না তাবিব!' কনুইয়ে ভর দিলে সফর, 'করিম তুই এখানে? মরিয়মকে বল, ও সব কথা যেন ছাড়ে,' ধপাস করে কম্বলে পড়ে গেল সে, 'ডাক্তার না থাকে, মরতে হবে...'

চোখ বন্ধ করে বহুক্ষণ সে পড়ে রইল, মনে হল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। পলোজভা কাঁদতে লাগল। শক্ত একাগ্র ভঙ্গিতে পাশেই উবু হয়ে বসে রইল নাসিরুদ্দিনভ।

'করিম!' হঠাৎ ডাকলে আনোয়ারভ।

'এখানেই আছি।'

'আজ যদি আমরা একুশ কিলোমিটার পর্যন্ত শেষ করি, তাহলে গোটা রেল পথের কত অংশ হবে?'

'পাঁচ ভাগের এক ভাগ সফর।'

'করিম,' কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকল আনোয়ারভ।

'হ্যাঁ, শুনছি।'

'তিন সপ্তাহে যদি মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে, তাহলে সবটা শেষ করতে তিন মাস নয়, লাগবে চার মাস, তাই না?'

'না সফর। তুই তো জানিস, এইটেই ছিল সবচেয়ে কঠিন ধাপ। ইঞ্জিন ছিল না। রেল আর ব্যালাস্ট বইতে হয়েছে হাতে করে, উটের পিঠে। এক সপ্তাহ পরেই ইঞ্জিন এসে যাবে। তখন অনেক তাড়াতাড়ি বেশি করে সহজে মাল আনতে পারব। যা কথা দিয়েছি সেই তিন মাসের মধ্যেই নিশ্চয় শেষ করব।'

'ভালো,' মাথা নাড়লে আনোয়ারভ, তারপর ফের নিঝুম হয়ে গেল। 'করিম!'

'এ্যা?'

'নির্মাণকাজ শেষ হলে সেরা কমসোমলীদের মস্কো দেখতে পাঠাবি কথা দিয়েছিলি। সেটা হবে তো?'

'নিশ্চয় সফর।'

'এটা ভালো জিনিস হবে। ছেলেদের যত বেশি পারিস পাঠাস। সত্যিকারের বড়ো শহর তো আমাদের কেউ কখনো দেখে নি... মস্কো খুবই বড়ো শহর, না?'

'খুবই বড়ো সফর।'

'ছেলেরা দেখতে পাবে, ভালোই হবে... তুইও যাবি করিম?'

'হ্যাঁ, আমায় সেখানে পড়তে পাঠাবে বলে কথা দিয়েছে।'

'হাঁটুর নিচের বাঁধনটা খুলে দে...'

নাসিরুদ্দিনভ দ্বিধা করল। আনোয়ারভের পায়ের কাছে সে হাঁটু গেড়ে বসল। ডান পায়ের মতো বাঁ পা-টাও ফুলে উঠেছে। এখন আর বাঁধন রেখে কোনো লাভ নেই। করিম বাঁধন খুলে দিলে।

'একটু আরাম লাগছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি...'

...জ্বলেইনভ যখন তাঁবুতে ঢুকল, তখন সফরের কম্বলের পাশে শক্ত একাগ্র ভঙ্গিতে উবু হয়ে বসে ছিল করিম, আর পলোজভা কাঁদছিল।

আস্তে সফরের কপাল ছুঁয়ে দেখল জ্বলেইনভ। তারপর কোনো কথা না বলে গায়ের আলখাল্লা খুলে মড়া ঢাকা দিল।

'কমরেড করিম!'

'উঁ?' সচকিত হয়ে উঠল নাসিরুদ্দিনভ, 'কিছু ঘটেছে নাকি?'

'লরি এসেছে, বরগা নিয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নাগাদ সবই পাতা হয়ে যাবে। জেটিতে বরগা আর নেই। কোনো কাঠও নেই। রাতের শিফ্‌ট কাজে নামতে পারবে না।'

'কোনো কাঠও নেই?' কপাল মুছল নাসিরুদ্দিনভ।

'শেষ গুঁড়িটাও কাটা হয়ে গেছে।'

'কিছু একটা উপায় বার করতে হয়। কাজ থেমে থাকা চলবে না। লরি ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, মেরামত করে নিয়েছে।'

'তুই এখানে থাক, কাজ দেখবি। আমি চললাম জেটিতে। কমরেড মরিয়ম, তৈরি হয়ে নাও, আমার সঙ্গে যাবে।'

আফগান সীমান্ত

ঠনঠন ঝনঝন করছে জেটি। নদী থেকে সবচেয়ে দূরের ব্যারাকটা পর্যন্ত গোটা জায়গাটা লোকে ভর্তি, ঘটাং ঘটাং ঝনঝন আওয়াজ উঠছে সর্বত্র যেন মস্তো এক কারখানা, শুধু ঝড়ে তার চালাটা কোথায় উড়ে গেছে। ইঞ্জিন মেরামতির জায়গায় খোলা আকাশের নিচে মজুরেরা একটা ইঞ্জিনকে জ্যাকে তুলে তার ওপর হাতুড়ি পিটছে যেন নাল ঠোকা হচ্ছে এক তাগড়াই ঘোড়ার। ইঞ্জিনের ফুলে ওঠা লাসটা থরথর করছে, গোঙাচ্ছে, যেন হিক্কা উঠছে। জ্যাকের চারপাশে ঠিক হাটের কামারশালার কাছে ভিড় জমিয়েছে দেহকানরা, গায়ে তাদের ঠিক ওয়াল পেপারের মতোই রঙচঙা আলখাল্লা। এরা হল পিয়াঁজ নদীর ওপারের চাষী, এসেছে সোভিয়েত দোকান থেকে মাল কিনতে। লোহার ঘোড়ার নাল পরানোয় আকৃষ্ট হয়ে তারা এখানে বসে

আছে সেই সকাল থেকে, কৌতূহলে চেয়ে আছে এই দানবটার দিকে। আর একটু দূরে অ্যাসিটিলিন ওয়েলডারের নীল শিখায় মুগ্ধ হয়ে জমেছে আরেকটা ভিড়। কালো রঙের এক তাজিকের নিপুণ হাতের বশ মেনে সে ওয়েলডার রূপকথার সাপের মতো আগুনে জিব বার করে ফুঁসছে। দর্শকদের নির্বাক উল্লাসে তুষ্ট হয়ে শাদা দাঁত বার করলে তাজিকটি। সে জানত তার এই যে আগুনে সাপটিকে দেখে সে নিজেই একদা ত্রাসে শঙ্কায় চমকে উঠেছিল এই মাসখানেক আগেই, তার সম্পর্কে ঝাপসা নানা কিংবদন্তী ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে উঠবে পিয়াঁজের ওপারে, সন্ধ্যার আঁধারে তা কিশলাকে কিশলাকে ছড়াতে থাকবে এক বেতার টেলিগ্রাফে, যার নাম তারা দিয়েছে 'উজুন কুলাক' বা দীর্ঘকর্ণ।

দিনের হলুদ ঝলকে কেমন অবাক হয়ে ফিসফিস করছে জেটি, যেন কারখানার সঙ্গে বাজারও অ্যাসিটিলিনে ঝালাই হয়ে যাচ্ছে। মুগ্ধ দর্শকদের লম্বা আলখাল্লায় পা জড়িয়ে যাচ্ছিল মজুরদের, তাহলেও তাড়িয়ে দিচ্ছিল না। তাদের পাশ কাটিয়ে মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুফে লুফে হাতিয়ারপত্রের লেনদেন করতে হচ্ছিল। রগের মধ্যে রক্তের দপদপের মতো দ্রুত তাল দিয়ে চলেছে হাতুড়ি। নদীতীরে ছড়ানো এই কামারশালাতেই তৈরি হচ্ছে রেল পথের বোল্টু, কেননা ট্রেনে পাঠানো বোল্টুগুলো কোন এক স্টেশনে আটকে পড়ে আছে, আসতে তার আরো মাসখানেক লাগবে, অথবা আদৌ পৌঁছবে না।

নদীর ওপারে চুপ করে আছে আফগানিস্তান — নীরবে উড়ছে কোন সচকিত চিল, নীরবে গড়িয়ে চলেছে মরুভূমি। টিলার ওপরকার পথটা দিয়ে উঠছে এক নিঃসঙ্গ সওয়ারী, দূর থেকে মনে হয় যেন এক অতিকায় পিঁপড়ে।

কারখানার পাশ কাটিয়ে লরিটা গিয়ে থামল একেবারে নদীর পাড়ে। তৃতীয় শিফ্‌টের কমসোমলীরা ছুটে এসে ঘিরে ধরল নাসিরুদ্দিনভ আর পলোজভাকে। গোটা জেটিতে কাঠের গুঁড়ি আর একটাও পড়ে নেই। এই কিছুক্ষণ আগে চার ট্রেন বালি এবং রেল নিয়ে বারোটি উট রওনা দিয়েছে। রাতের শিফ্‌ট যদি বরগা না পায় তাহলে বহুকষ্টে সংগ্রহ করা এ মাল বেফায়দা পড়ে থাকবে।

কমসোমলীদের নিয়ে নাসিরুদ্দিনভ এগুল জেটি কর্তার দপ্তরে। দপ্তরটা

ফাঁকা। নাসিরুদ্দিনভ বেরুতে যাবে, এমন সময় প্যাকিং বাক্সগুলোর ওপাশে একটা ক্যাম্প খাট নজরে পড়ল। লম্বা একটা লোক শুয়ে আছে খাটে, পায়ে বুট, মাথায় রুমাল, তার ওপর টুপি। ভেজা রুমালটার গিঁট-বাঁধা কোণগুলো টুপির তল থেকে ছেনালের মতো উঁকি মারছে। দাঁত ঠকঠক করছে লোকটার।

নাসিরুদ্দিনভ নাড়া দিল লোকটাকে। জেটি কর্তা তার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শাদাটে চোখ মেলে উঠে বসল। টুপিটা একপাশে খসে এলেও পদার্থবিদ্যার সমস্ত নিয়ম অগ্রাহ্য করে ঝুলেই রইল।

'এ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করলে লোকটা, 'কী চাই?'

'কাঠ চাই। বরগা বানাবার কাঠ নেই।'

জেটি কর্তা টুপি ঠিক করে নিয়ে অনাবৃত আক্রোশে চেয়ে রইল নাসিরুদ্দিনভের দিকে।

'আজ তোমায় নিয়ে এই চোদ্দ জনকে বলছি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চ্যাঁচাল সে, 'চোদ্দ বারের বার বলছি, কোনো কাঠ নেই! এখন ভাগো, অন্তত পাঁচ মিনিট আমায় স্বস্তিতে থাকতে দাও!'

'কাঠ পেতেই হবে। কাজ থেমে থাকতে পারে না।'

'সবুর করো, গজাতে পারে,' পা লম্বা করে সে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুল।

'তেরমেজ থেকে মাল স্টিমার আসবে কবে?'

সরোষে দাঁত কড়মড় করলে জেটি কর্তা।

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, তেরমেজ থেকে মাল স্টিমার আসবে কবে?'

'আমায় নয়, জিজ্ঞেস করো পিয়াঁজ নদীকে। এখান থেকে একশ' কিলোমিটার দূরে আজ দুদিন হল চড়ায় ঠেকে আছে। যখন জল বাড়বে, তখন আসবে।'

উদ্বিগ্নের মতো পায়চারি করতে লাগল নাসিরুদ্দিনভ।

'তার মানে কোনো কাঠই নেই? পুরনো কোনো গুঁড়ি কি তক্তা? কিছুই নেই?'

জেটি কর্তার দাঁত ফের আক্রোশে ঠকঠক করতে লাগল, টুপিটা সে নাক পর্যন্ত টেনে দিলে।

দপ্তর থেকে বেরিয়ে এল নাসিরুদ্দিনভ।

আধ ঘণ্টা পরে সে ফিরল, জেটি কর্তার কাঁধ ধরে তাকে খাড়া করে বসিয়ে দিলে।

'কোনো কাঠ নেই, এই তোমায় নিয়ে পনের জনকে বলছি!..'

'অত ক্ষেপছেন কেন, কাঠ আমি পেয়েছি। মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন। আপনার এখানে একটা গুদামঘর আছে, সিমেন্টের পিপেগুলো রাখা হয় যেখানে। এখন সেখানে গোটা ষাটের বেশি পিপে নেই। এ সময় জল বৃষ্টি হয় না। তাহলেও তারপলিন ঢাকা থাকবে। গুদামঘরটা আমি ভাঙব। বুঝতে পারছেন?'

চোখ পিটপিট করে জেটি কর্তা চেয়ে রইল নাসিরুদ্দিনভের দিকে।

'তোমার মাথা খারাপ হয় নি তো?' শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলে সে, 'যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো, তোমার জ্বর উঠেছে।'

'জ্বর উঠেছে আপনার, আমার নয়। চমৎকার গুঁড়ি দিয়ে গুদামটা তৈরি। তৈরি করার সময় নিশ্চয় কাঠের টানাটানি ছিল না। অমন কাঠ দিয়ে ব্যারাক বানানো মানে খামোকা টাকা ওড়ানো। এক সপ্তাহের মধ্যে তক্তা এসে পৌঁছলে আমরা ওইখানেই আপনার জন্যে অন্য একটা ব্যারাক তুলে দেব। এটাকে ভাঙব।'

'তুমি পেয়েছটা কী? খবরদার, আমার হেফাজাতে দেওয়া কোনো জিনিসে হাত দেবে না বলছি। এখানকার কর্তা কে — তুমি না আমি?'

'আপনার যত কেবল হেফাজাত আর জিনিস — আর আমার ওদিকে কাজ, বুঝেছেন? সময়মতো রেল লাইন পাতার ওপর গোটা নির্মাণটা নির্ভর করছে। কাঠের অভাবে একদিনের জন্যেও কাজ বন্ধ থাকবে, তা চলতে পারে না।'

'তাতে আমার কী দায়? এতে যে তুমি একদিন শেষে আমার দপ্তরটাও ভাঙতে চাইবে।'

'না, দপ্তরটা ভাঙব না, তক্তায় তৈরি, আমাদের কাজে লাগবে না। কিন্তু গুদামটা ভাঙব। ভাঙতে চেয়েছিলাম আপনার সম্মতি নিয়ে। ভেবেছিলাম অবস্থাটা বুঝে কোনো বাধা দেবেন না। আমি তো কথা দিচ্ছি — এর বদলে আরেকটা গুদাম তুলে দেব।'

'আমি জেটির কোনো জিনিস কেনাবেচা বা বদলাবদলি করি না। যেমন

পেয়েছি তেমনি রেখে যাওয়াই আমার কর্তব্য। নির্মাণ অধিকর্তার লিখিত নির্দেশ পেশ করো, নয়ত ভাগো।'

'লোক পাঠিয়ে নির্দেশ আনতে গেলে যে পুরো একটা দিন একটা রাত কেটে যাবে। টেলিফোন নষ্ট হয়ে আছে। আমলাতন্ত্রী হবেন না, কাজে বাধা দেবেন না আমাদের। যদি স্বেচ্ছায় সম্মতি না দেন, তাহলে আপনার সম্মতি ছাড়াই ভাঙব।'

'মিলিশিয়া ডাকব।'

'টেলিফোনের তার মেরামত হলে তো ডাকবেন। তবে আমার কর্তব্য আপনাকে জানিয়ে রাখা, তারপর আপনার যা অভিরুচি।'

'আমি বারণ করে দিচ্ছি! এর জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে!'

'নিশ্চয় করব। আপনার ওপরওয়ালাকেও তাই জানিয়ে দেবেন, ভেঙেছি নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বে।'

দপ্তর থেকে বেরিয়ে এল নাসিরুদ্দিনভ। বাইরে দ্রুত আঁধার হয়ে আসছে।

'চলো হে সবাই। ফায়ার ব্রিগেডের গুদাম খুলে কুড়ুল টুরুল সব জোগাড় করো। জমায়েত হব নদীর তীরে, সিমেন্টের গুদামটার কাছে। গুদামটা ভাঙব। ওই গুঁড়িগুলো দিয়ে বরগা বানাব।'

মিনিট দশেক পরে সিমেন্টের পিপেগুলো গড়াতে থাকল নদীতীরে, কুড়ুল নিয়ে জনকয়েক উঠে গেল চালাটা ভাঙতে।

'সাবধানে খুলবে, কাঠ যেন নষ্ট না হয়!' নিচে থেকে হাঁক দিলে নাসিরুদ্দিনভ।

চালা খসিয়ে কাছেই সযত্নে নামিয়ে রাখা হল। মশাল এল। ওপরের কড়িগুলো ক্যাঁচকোঁচিয়ে উঠল শাবলের চাপে। তারপর সশব্দে প্রথম কড়িটা খসে পড়ল নিচে, অভিনন্দন উঠল সোল্লাস এক চিৎকারে। লালচুলো পুতুলের মতো মশালগুলো নাচতে লাগল লোকেদের হাতে।

নাসিরুদ্দিনভ গুদাম ভাঙার তদারক করে জায়গাটায় ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকারে ধাক্কা খেল এক টুপি-পরা শাদা প্রেতের সঙ্গে।

'ওহ, আপনি কমরেড জেটি কর্তা? দেখতে এলেন? শীগগিরই শেষ হয়ে যাবে।'

প্রেত তার নাকের কাছে কী একটা কাগজ ধরল।

'সই করো!' নাসিরুদ্দিনভের পা মাড়িয়ে দিয়ে বললে সে, 'তোমার জন্যে জেল খাটতে আমি রাজী নই।' অন্ধকারে ভয়ঙ্কর দাঁত খটখট করে উঠল তার।

'আপনি দুর্ভাবনা করবেন না, আপনাকে কেউ তলব করবে না।'

কাগজটা নিয়ে মশালের আলোয় নাসিরুদ্দিনভ পড়লে:

> 'এতদ্বারা প্রত্যয়ীকৃত করিতেছি যে সিমেণ্টের গুদাম ভাঙা হইয়াছে জেটি কর্তার সোজাসুজি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে, যাহার সাক্ষ্য হিসাবে আমি এই স্বাক্ষর দিতেছি।'

জেটি কর্তা একটি কার্বন পেন্সিল এগিয়ে দিল।

'থুতুতে ভিজিয়ে নিয়ে সই দাও।'

'সানন্দে,' স্বাক্ষর করে হেসে উঠল নাসিরুদ্দিনভ।

...কাঠ নিয়ে প্রথম লরি রওনা দিল জেটি থেকে, কিছু কমসোমলীও রইল তার সঙ্গে। ঝনঝন ঠকঠক শব্দে দু'পাশ থেকেই তাদের বিদায় জানাল কারখানারা। হাপরগুলোর ওপর উড়তে থাকল ঝাঁকে ঝাঁকে আগুনে মশা।

নতুন পাতা রেল লাইনের ঠিক পাশ দিয়েই লরি ছুটতে লাগল অন্ধকারে। হেড লাইটের লম্বা ফলায় লরিকে পিছে ফেলে অনবরত এগিয়ে রইল একটুকরো রুপালী রেল লাইন। এপাশ ওপাশ আন্দোলিত, শব্দিত বরগাগুলোর ওপর পরস্পর জড়াজড়ি করে বসে রইল কমসোমলীরা। লরিকে পিছে ফেলে যে রেল লাইন এখন সামনে এগিয়ে চলেছে তার প্রতিটি মিটার তাদের হাতে পাতা। লরি কিছুতেই রেল লাইনের পাল্লা দিতে পারছে না আর এই কল্পিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তারাই। বেপরোয়া ফুর্তিতে চেঁচাতে লাগল তারা আর লরির ঝাঁকুনি খাওয়া হাসিগুলো যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতে লাগল একটা ধুয়ার মতো, তারপর হঠাৎ, কোনো অবকাশ কোনো জানানি না দিয়েই শুরু হয়ে গেল গান:

শুনছ কি এই কল্লোল কলরব
তাজিকিস্তান?
মহা দিন, মহা দিন শুরু হল তব
তাজিকিস্তান!

. . . .

তোমার হাতের চাবিতে প্রাচীর দ্বার
খুলে এনে দিলে জীবন, জীবন নব
তাজিকিস্তান!

রেল বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছিল নাসিরুদ্দিনভ, সীসের মতো ভারি পা জোড়া টানতে হচ্ছিল অতিকষ্টে, ক্লান্তিতে ঝাপসা চোখ তুলে চাইলে চারিদিকে। আজ পরপর তিন রাত সে পায়ের ওপর। মশালের দপদপে আলোয় লোকেদের লম্বাটে ছায়াগুলো ফুলে ফুলে উঠে ফেটে যাচ্ছিল বুদ্বুদের মতো, কখনো ভেঙে পড়ছিল দু' টুকরোয়, সচকিত জন্তুর মতো ধেয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে। নাসিরুদ্দিনভের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে ছুটে গেল দুজন কমসোমলী, কাঁধে করে রেল বইছে তারা, ভারে নুয়ে পড়েছে গাটাপার্চার মতো। বালিতে শুকনো মর্মর তুলে গেঁথে বসছে বেলচাগুলো আর ঠিক ঝড়ে উত্তাল হয়ে ওঠা ঢেউয়ের মতো সে বালি উঁচু হয়ে উঠছে রেলপথের বাঁধে। তারপর তৈরি বাঁধে বেলচার কানা দিয়ে আদরের কয়েকটা চাপড় মেরে এগিয়ে যাচ্ছে খুঁড়িয়েরা। হাঁকাহাঁকির মধ্যে মানুষের হাতে হাতে দুলতে দুলতে দুলতে এসে পৌঁছচ্ছে বরগা। কোথায় যেন একঘেয়ে করাতের শব্দ উঠছে, ঢাকের বাদ্যির মতো তালে তালে বাড়ি পড়ছে কুড়ুলের।

নাসিরুদ্দিনভ যাচ্ছিল সোজা তাঁবুগুলোর দিকে। শিফ্টা কাজ করছে ভালো। কাল প্রধান সেকশন থেকে নতুন ছেলেদের আসার কথা। এখন একটু শুয়ে ভোরের শিফ্ট পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল তাঁবুর মধ্যে আনোয়ারভের শবদেহ রয়েছে। সোজা সে এগিয়ে গেল ধিকিধিকি জ্বলা একটা অগ্নিকুণ্ডের দিকে। অন্ধকারে তার পা ঠেকল একটা কম্বলে। নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'কে এখানে?'

'আমি, করিম,' পলোজভার স্বর শুনল সে, 'একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভাবলাম বাইরের হাওয়ায় একটু গড়িয়ে নিই। তুমিও নিশ্চয় ভয়ানক নেতিয়ে পড়েছ। বসো না। শারফ আগের রাতটা ঘুমিয়েছে। সে কাজের ওপর নজর রাখবে।'

ধপ করে কম্বলে বসে পড়ল করিম।

'হ্যাঁ, আমিও থকে গিয়েছি। জিরনো দরকার। নতুন ছেলেগুলো এলে

আবার তো ঝামেলা আছে। তাহলে কাল তুমি প্রধান সেকশনে ফিরে যাচ্ছ?'

'যেতেই যে হবে করিম। অথচ একদম ইচ্ছে করছে না! কিন্তু না গেলে চলবে না। ক্লার্কের দোভাষী নেই। আটকে পড়েছি বলে সিনিৎসিন নিশ্চয় বকুনি দেবে।'

'আফসোস, মরিয়ম, চলে যাচ্ছ...'

'আমি কিন্তু ফিরে আসব। ক্লার্কের সঙ্গে ব্যবস্থা করে অন্তত দিন দুয়েকের জন্যে আসব। ভারি ভালো লাগল এখানে। এ সপ্তাহের কথা কখনো ভুলব না।'

'তুমি ভারি ভালো কমরেড মরিয়ম।'

পলোজভা করিমের হাতটা টেনে নিল।

'চমৎকার কমরেড সে তো তুমিই করিম। ভারি ভালো লেগে গেছে তোমায়। কেমন যেন মনে হচ্ছে কেবল এ সপ্তাহেই তোমার আসল চেহারাটা দেখলাম। কাঁপছ যে করিম? শীত করছে?'

'হ্যাঁ, সামান্য...'

'কাছে সরে এসো, আমার ওভারকোট দিয়ে তোমায় ঢেকে নেওয়া যাবে...'

মুখ নিচু করলে পলোজভা, চুল ঠেকল করিমের মুখে। করিম হাত বাড়িয়ে পলোজভাকে কাছে টেনে নিল।

বাঁধে ঘরঘর করছে ওয়াগন, লোকজনের হাঁকাহাঁকি শোনা যাচ্ছে। কাঠঠোকরার মতো কাঠ ঠুকে চলেছে কুড়ুলটা।

'করিম লক্ষ্মীটি!'

'সত্যিই তুমি আমায় ভালোবাসো মরিয়ম?'

'খুবই ভালোবাসি করিম। এসো কোটটা দিয়ে জড়িয়ে নাও, ভয়ানক কাঁপছ।'

'না, মরিয়ম, শীত নয়। আমি শুধু নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না। মরিয়ম, প্রিয়তমা, এ যে আশাতীত অসীম এক সুখ। কী খাটুনিই না এবার খাটব মরিয়ম! দেখে নিও। এতদিন যা কিছু করেছি, এ আর কী। এর দুগুণ দশগুণ বেশি করতে পারি। মরিয়ম, এবার তাহলে আমরা একসঙ্গে থাকব, তাই না? থাকব, কাজ করব, লেখাপড়া শিখব একসঙ্গেই? না না, সবুর করো, সবটা ঠিক কল্পনা করতে পারছি না...'

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে রইল ওরা, শুনল নিজেদেরই নিঃশ্বাসের শব্দ।

'পিয়ারী মরিয়ম কাল চলে যাবে। ভারি খারাপ লাগবে আমার।'

'আমারও করিম। কিন্তু জানোই তো, না গিয়ে উপায় নেই।'

'মরিয়ম, রেল লাইনটা শেষ করে যখন প্রধান সেকশনে ফিরব, তখন রোজ আমাদের দেখা হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ করিম...'

'কাজের পর রোজ সন্ধ্যেয় তাই না?'

'রোজ সন্ধ্যেয় করিম, কখনো কখনো দিনের বেলাতেও, খাবারের ছুটির সময়।'

'আর ভালোবাসবে তো আমায়?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। শোনো, তোমার তো আলাদা বাসা নেই, আমার আছে। আমার ওখানে উঠে এসো।'

'যেই রেল পথটা হয়ে যাবে?'

'যেই রেল পথটা হয়ে যাবে, সোজা লরি থেকেই, পোঁটলাপুটলি নিয়ে। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। আরেকটা টেবল জোগাড় করে নেব। সন্ধ্যায় পড়াশুনা চালাতে পারবে। বোর্ডিঙে তো কত ব্যাঘাত হয় তোমার।'

'পিয়ারী মরিয়ম, এ সব সত্যি? কখনো আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না? মস্কোতেও তো একসঙ্গেই যাব? আমি মস্কো যাবার পাশ পাব। পড়া শেষ করে ফের চলে আসব তাজিকিস্তানে, তাই না?' করিমের গলার স্বরে শঙ্কা ফুটে উঠল, 'জানো মরিয়ম, আমি যে সবচেয়ে উপকারে লাগতে পারি ঠিক এইখানেই। তুমিও ফিরবে তো?'

'নিশ্চয় ফিরব। তুমি তো জানো তাজিকিস্তানকে আমি কী রকম ভালোবাসি। তাছাড়া তোমাকে যে ভালোবাসি। তাজিকিস্তানকে আমার স্বদেশ করে নিতে আর কী লাগে? এখনো কিন্তু কাঁপছ করিম?'

'সুখে মরিয়ম...'

দূরে নিভে আসা যে অগ্নিকুণ্ডটার কাছে দিনের শিফ্‌টের লোকেরা বিশ্রাম নিচ্ছে, সেখান থেকে ভেসে এল দোতারার এক টানা গুঞ্জন আর খাদে গাওয়া একটা গান:

> শতজন মাঝে তুমি শুধু অনুপম,
> অধর তোমার গ্রীষ্মে নবনী সম

মধু ঢালা দ্যাখো অধর দুখানি মম
নাও তারে ওগো, নাও তারে প্রিয়তম...

আর রাত্রির গভীর থেকে গানের গিটকিরির নকল করে ভেসে আসছিল শেয়ালের ডাক।

'শোনো করিম, কাল সকালে আমি চলে যাবার আগেই সবাইকে কিন্তু জানিয়ে দেবে যে আমরা বিয়ে করছি। আমরা ওদের কাছ থেকে কিছু ঢেকে চেপে রেখেছিলাম এটা পরে জানলে ওরা নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হবে, না? কিছু বলছ না যে?'

করিমের মুখে ঠোঁট ছোঁয়াল পলোজভা। করিমের মাথাটা অঘোরে সরে এল তার কাঁধের কাছে। ঘুমচ্ছে করিম। তার নিঃশ্বাস শুনল পলোজভা, মনে পড়ল তিন রাত ঘুময় নি করিম, এ তিন রাত খয়েরী রঙের এ ছেলেটি থেকেছে সর্বত্র — জেটিতে লরিতে, সেকশনে লোক জুটিয়েছে, তাড়া দিয়েছে, উদ্ধার করেছে সবাইকে। মায়ের মতো একটা উষ্ণ মমতা দলা পাকিয়ে উঠল তার গলার কাছে তারপর একটা স্মিত হাসিতে গলে গিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের ওপর। পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায় বলে পলোজভা তার কাঁধটা সরাল না, শুধু ডান হাতটা দিয়ে সন্তর্পণে ওভারকোটটায় জড়িয়ে নিল ওকে।

একচোখো

এ রবিবারে ক্লার্ক ঘুম থেকে উঠল সচরাচরের চেয়ে দেরি করে এবং এই প্রথম ভাবতে বসল কী করে সময় কাটানো যায়। সত্যিই করার কিছু ছিল না। পলোজভাকে নিয়ে গেছে রেল পথ নির্মাণের ঝটিতি অভিযানে, আজ এক হপ্তা হল সে বসে আছে জেটিতে। মুরি সচরাচরের মতো বন্দুক নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে জাইরান শিকারের আশায়। উদ্দেশ্যহীনের মতো রাস্তায় কিছুটা পায়চারি করে ক্লার্ক ঠিক করল মুরির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। কির্শের কাছ থেকে একটা বন্দুক ধার করে সে ঘোড়ায় চেপে চলে গেল সমভূমিতে। প্রধান সেকশনের পাশ কাটিয়ে রাস্তা ছেড়ে সে রওনা দিলে পাহাড়গুলোর দিকে। যেগুলোকে মনে হয়েছিল লালচে বাদামী ঢিবি ক্লার্ককে আসতে দেখেও সেগুলো হঠাৎ সরু পায়ে লাফিয়ে উট হয়ে চটপট

পালাতে লাগল স্তেপে। বলিরেখাঙ্কিত ছেয়ে বাদামী টিলাগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন জলহস্তীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহ, রোদ পোয়াবার জন্য ওপরে ভেসে উঠেছে। ঘোড়াটা সেদিকে এগুবার সময় সন্দিগ্ধের মতো ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল, যেন বলতে চাইছিল, দ্যাখো না, ধড়মড়িয়ে উঠে ওরাও ওদের মোটা পেট টানতে টানতে পালাবে।

জাইরানের দেখা কিন্তু পাওয়া গেল না। সারা দিন হয়রানির একমাত্র ট্রফি হিসাবে জিনের কাছে লটপট করছিল তিনটে গুলি খাওয়া ভারুই পাখি। প্রচণ্ড গরমে শুকনো গলার মধ্যে হেঁচকি উঠছিল যেন একপাত্র বিশুদ্ধ স্পিরিট টেনেছে। পাহাড়ের লম্বা ঢালটা দেখাচ্ছে একটা শোল মাছের মতো, সেখানে নেমে এসে সূর্য চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে একটা ঝকমকে টোপের মতো। শেষ পর্যন্ত দুই টিলার এক ফাঁকে একটা কিশলাক চোখে পড়ল ক্লার্কের, ঘোড়া ছুটিয়ে গেল সে কাছের কুঁড়েটায়। রাস্তা থেকে একটা দুর্ভেদ্য পাঁচিল তুলে সেটা আলাদা করা। এখানকার সমস্ত কুটিরের মতোই এটাও অশ্রদ্ধায় পিছন ফিরে আছে রাস্তার দিকে।

ক্লার্ক রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে, জবাব এল না। ফের চিৎকার করল ক্লার্ক।

কোণ থেকে বেরিয়ে এল একজন দেহকান।

ইশারা করে ক্লার্ক জল খেতে চাইল, ইতিমধ্যে 'অব'* কথাটা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, সেটার পুনরুক্তি করলে কয়েকবার। দেহকান চলে গেল, ফিরল একটা কুমড়োর খোল নিয়ে। খোলের মধ্যে জল ছলকাচ্ছে... ক্লার্ক হাত দিয়ে মুখ মুছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বুকে হাঁত ছোঁয়ালে। জিনে চেপে রওনা দিতে যাবে, এমন সময় তার নজর পড়ল পাখিগুলো থেকে চোয়ানো রক্তে জিন এবং তার ব্রিচেস রক্ত-মাখা হয়ে উঠেছে। জিন থেকে ওগুলোকে খুলে ক্লার্ক ওদের মুড়ে নেবার মতো কিছু জিনিস চাইল দেহকানটার কাছে।

দেহকান কুমড়োর খোল নিয়ে চলে গেল, ফিরল একটা খবরের কাগজ নিয়ে। প্রথম পাতাটা নজর করতেই ক্লার্ক বুঝল এটা নির্মাণ ক্ষেত্রের স্থানীয় একটা কাগজ। আরো একটা জিনিসও দেখলে সে, খোলা কাগজটার

---

* জল। — সম্পাঃ

মাঝখানে একটা ফুটো, বোঝা যায় কারো ফোটোগ্রাফ সেখান থেকে নিখুঁত করে কেটে নেওয়া হয়েছে। ক্লার্ক টের পেল দেহকানটাও সেই দিকেই চেয়ে আছে, মাথা তুলতেই চোখাচোখি হল তার সঙ্গে, বলা ভালো তার একটা চোখের সঙ্গে। লোকটার বাঁ চোখটা নেই, ফলে মুখটা মনে হয় এক পাশে বাঁকা। দেহকান কাগজ সমেত পাখিগুলোকে নিয়ে চলে গেল, ফিরে ক্লার্ককে যে মোড়কটা এগিয়ে দিল তা অন্য কোনো কাগজে জড়ানো! অপরিচিত লোকটার বিকৃত মুখখানার দিকে হতভম্বের মতো তখনো চেয়ে ছিল ক্লার্ক। ক্লার্কের কাছে সে মুখ মনে হল হিংস্র, বিরূপ, একমাত্র চোখটা তার কুঁচকিয়ে তাকিয়ে আছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে।

সে দৃষ্টির মধ্যে সত্যিই ভয়াবহ কিছু ছিল, নাকি সেটা শুধু পরিস্থিতির জন্য — ফাঁকা রাস্তা, ভোঁতা একটা কীলকের মতো যা পাহাড়ের গভীরে গেঁথে আছে, কে জানে। ক্লার্ক কিন্তু হঠাৎ টের পেল একটা জান্তব ভীতি তাকে গ্রাস করছে। লাগাম টেনে সে ঝট করে ফিরে ঘোড়া ছুটাল স্তেপের দিকে, এই মেটে ঘরের কানাগলিটা থেকে দূরে, খোলামেলায়; বহুক্ষণ পিছন ফিরেও সে চাইল না, কেবলি চাবুক কষতে লাগল যেন পেছনে কেউ তার অনুসরণ করছে।

যেমন আচমকা ঘোড়া ছুটিয়েছিল সে, ঠিক তেমনি আচমকাই এবার সে তাকে থামাল। চারিদিকে ফাঁকা স্তেপ। পাহাড়ের কোলে অদ্ভুত ওই কিশলাকটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়াটাকে এবার হাঁটিয়ে চালাল ক্লার্ক, শান্তভাবে ভাবতে চেষ্টা করল কী ঘটেছিল। কী এটা? ভয়? কী থেকে শুরু হল? খবরের কাগজটা? 'না খবরের কাগজটা নয়, তার ভেতরের কাটা ওই ফুটোটা,' ভাবল ক্লার্ক।

অভ্যস্ত চাবুকের বাড়ি না পেয়ে ঘোড়া থেমে গিয়েছিল। বহুক্ষণ থেমে রইল তারা স্তেপের মধ্যে, শুধু মানুষটা অর্থহীনের মতো মনে মনে আওড়াতে লাগল, 'কাঁচিতে কেটে নেওয়া ফুটো।' টের পাচ্ছিল শিরদাঁড়া শিউরে উঠছে, 'কোনো সন্দেহই নেই ওটা আমারই মাথার ছবি!'

চাবুক পড়তেই ঘোড়াটা চলতে লাগল। ফের ভেসে উঠল সেই পরিচিত খবরের কাগজের পাতাটা, ইঞ্জিনিয়র ক্লার্কের ফোটো, মাখোরকার ব্যাপারটা নিয়ে তার বক্তৃতার রিপোর্ট, সেই সঙ্গে আরেকটা কাগজ — ছোট্ট, শাদা,

তাতে খবরের কাগজের ওই ফোটোটা আঁটা, কান কাটা, পিন দিয়ে চোখ ফুটানো।

'কিন্তু সত্যি, এত ভয় পেলাম কেন?' সে যে ভয় পেয়েছিল এটা মনে হতেই তার লজ্জা লাগছিল, বিছছিরি ঠেকছিল। 'জায়গাটা মনে রাখতে হবে, ভালো করে মনে রাখতে হবে।' ঘোড়া ফেরাল ক্লার্ক, এখান থেকে খাদটা দেখাচ্ছে পাহাড়ের গায়ের সাধারণ একটা ফাটলের মতোই। চারিদিকে স্তেপের বন্যা। অন্ধকার হয়ে আসছে। মনে করে রাখাটা সহজ নয়।

প্রধান সেকশনে ক্লার্ক ফিরল বেশ রাত করে। প্রথমেই তার মনে হল তক্ষুণি সিনিৎসিনের কাছে গিয়ে সব বলে। দুঃখের বিষয় সিনিৎসিন ইংরেজি বলে না। পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হল।

পরের দিন সকালেও পলোজভা ফিরল না। খুব ভোরেই মুরি চলে গিয়েছিল দুই নম্বর সেকশনে, স্পিলওয়ে বানাবার কাজটা দেখতে।

ক্লার্ক মোটর ছেড়ে দিয়ে মনমরার মতো পায়ে হেঁটে ক্যানেলে গেল। এখন সমভূমির ওপর যতদূর চোখ যায়, দেখা যায় একটা উঁচু বাঁধ, দু'পাশে উঁচু করে তোলা মাটির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ক্যানেলের গভীর খাত।

এখানকার কাজ শেষ করে এক্সকেভেটরগুলো এগিয়ে গেছে দক্ষিণ দিকে, নতুন জমিতে নাক গুঁজবে তারা। সংখ্যায় এখন তারা পনের। তাদের পেছু পেছু চলেছে বিস্ফোরকেরা, যে পাথরের স্তরটা তারা অবারিত করে গেছে, তাই এখন ফাটানো হচ্ছে। শাবলে খণ্ড খণ্ড করা পাথরগুলো তারপর মজুরেরা তুলে দেয় বাঙ্কারের হাঁ-করা ফানেলে। তারপর উজানে বওয়া এক পাহাড়ে নদীর মতো কনভেয়রে বাহিত হয়ে বাঁধের ঢাল বেয়ে উঠে আসতে থাকে পাথরের চাঙগুলো।

ক্যানেলের তলটা এখানে বারো মিটার গভীর, অথচ আরো ছ'মিটার খোঁড়া দরকার। কনভেয়র খুব ঠিকমতো বসানো হয় নি, তাই বিস্ফোরণ করতে হচ্ছিল খুব সাবধানে, ছোটো ছোটো অংশে, যাতে কনভেয়রের ক্ষতি না হয়। এবারেও বিস্ফোরণকর্মীরা বিস্ফোরণের জায়গাটা ঠিক করেছে বেঠিকভাবে, পলোজভাও যেন ইচ্ছে করেই অনুপস্থিত, লোকেদের কিছু বুঝিয়ে বলা মুশকিল। তাই ক্লার্ক ক্যানেলের তলায় নেমে গিয়ে ইশারা করে বোঝাতে লাগল কোথায় বিস্ফোরকগুলো পাতা উচিত।

বিস্ফোরণের মুহূর্তটা কাছিয়ে এসেছে। ওপরে ইতিমধ্যেই থেমে গেছে

ট্র্যাক্টর। কনভেয়রের চলন্ত ফিতেটা হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেল যেন পড়ন্ত একটা স্রোত হঠাৎ বরফে পরিণত হয়েছে। মোটরের একঘেয়ে শব্দের পর যে স্তব্ধতা নামল, তাতে বাঁধের অন্যদিকটায় কনভেয়রের শেষ পাথরগ্নলো পড়তে শোনা গেল। তীক্ষ্ম হ্নইসিল বেজে উঠল, মজ্নরেরা তাড়াতাড়ি ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। ক্লার্ক তাদের পথ ছেড়ে নিজে উঠতে লাগল সব শেষে, বিস্ফোরণকর্মীদের সঙ্গে। তাড়াতাড়ির জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে আসছিল ক্লার্ক। একবার পাশ ফিরে লাফ দিতেই তার থ্নতনি ঠেকল হঠাৎ থেমে যাওয়া সামনের এক মজ্নরের পিঠের সঙ্গে। ভারসাম্য রাখার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ক্লার্ক। মজ্নরটা হোঁচট খেয়ে পড়ে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল বাঁধের গা। এক ম্নহ্নর্তের জন্য ক্লার্কের চোখে পড়ল তার ম্নখটা, বলা ভালো তার চোখটা, যে চোখ নেই, যাতে চ্যাপটা হয়ে গেছে তার চক্ষ্নহীন ম্নখের পাশটা। হোঁচট খেয়ে পড়া মজ্নরের পায়ের ধাক্কায় পা হড়কে গেল ক্লার্কের। চিৎকার করে দ্ন'হাত বাড়িয়ে সে উলটে পড়ে গেল নিচে...

অপারেটর মেতেলকিনের স্নত্র

এই স্মরণীয় দিনটায় আরো একটা ঘটনা ঘটে। রাত্রে ২ নং সেকশনে খড়ে আগ্নন লাগে। কেউ লাগিয়েছে বলেই সন্দেহ হয়।

টেলিফোনে ঘ্নম ভেঙে কমারেঙ্কো ঘটনাস্থলে যায়। দেখা গেল গোটা সেকশনই কোমর বেঁধে নেমেছে। দ্রুত ব্যবস্থাবলম্বনের কল্যাণে প্নরোপ্নরি প্নড়ে যায় শ্নধ্ন একটা গাদা, দ্বিতীয় গাদাটা নিভিয়ে ফেলা যায়, ঘরবাড়িগ্নলোতে আগ্নন ছড়াতে পারে নি।

সকালে আগ্নন লাগার জায়গাটা থেকে ২ নং সেকশনের বসতিতে ফিরে কমারেঙ্কো সেকশনের কর্তা র্নমিনের সঙ্গে বসে বারান্দায় চা খাচ্ছিল ও এমন সব চুটকি গল্প বলছিল যাতে বেক কুকুরটা পর্যন্ত সম্মানবশত থাবায় ম্নখ গংজে হেসে নিচ্ছিল। এই সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে বারান্দায় এসে উঠল এক্সকেভেটর অপারেটর মেতেলকিন এবং রিপোর্ট দিলে যে উর্তাবায়েভ এক্সকেভেটরের একটি নষ্ট হয়ে গেছে, আম্নল মেরামত দরকার।

কমারেঙ্কো চায়ের কাপ শেষ না করে গৃহকর্তাকে বিদায় পর্যন্ত না

জানিয়ে মেতেলকিনের সঙ্গে চলে গেল। বসতিটা তারা পেরিয়ে গেল নীরবে। প্রথম কথা কইলে কমারেঙ্কো:

'কবে থেকে অচল হল?'

'আজ সকালে।'

'কাল কাজ করেছিল?'

'সন্ধে পর্যন্ত চমৎকার কাজ করেছে।'

'বিগড়েছে সেটা কখন খেয়াল করলে?'

অপারেটর মুখ ফেরাল। বসন্তের দাগ-ধরা গোঁফওয়ালা মুখটা তার কুঁকড়ে বিকৃত হয়ে উঠল। হঠাৎ মাথার টুপিটায় থাবড়া মারলে সে, হতাশ ভঙ্গিতে হাত ওলটাল। তিন পা সরে গিয়ে ফিরে এল। বলল:

'আমারই দোষ! জানি! শাস্তি মাথা পেতে নেব? ভেবেছিলাম গোটা বসতিতে আগুন লেগে যাবে, ছুটে যাই সাহায্য করতে...'

'ছিঃ, মেতেলকিন, আমি ওদিকে ভেবেছিলাম তোমার ওপর ভরসা করা চলে... তাতে আবার কমিউনিস্ট...'

জবাব দিলে না মেতেলকিন, নিজের বুটগুলোর দিকে বিমর্ষভাবে চেয়ে রইল।

'দুজনেই তোমরা ছুটে গিয়েছিলে?'

'কাজ শেষ হয় অনেক দেরিতে। বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল সবার। ফেদকা আর আমি একটু ঘুমচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনি আগুন লেগেছে, আমরাও ছুটে যাই, মানে ইয়ে...'

'ইয়ে মানে কী? তোমায় বলা হয়েছিল এক্সকেভেটর রক্ষা করবে।'

'বলার কী আছে... নিজেই বুঝতে পারছি, আমারই দোষ।'

'চুলোয় যাক তোমার কবুলতি। কতক্ষণ ছিলে না?'

'বেশি নয়, ঘণ্টা দেড়েক হবে।'

'কী বিকল হয়েছে?'

'একটা পার্টস ভেঙেছে। আমাদের ও পার্টস মজুত নেই, ফরমাশ দিতে হবে।'

'তোমার কী ধারণা, ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে নাকি ইচ্ছে করে ভাঙা? এখানকার কেউ তা ভাঙতে পারে কি?'

'তা মনে হয় না... খুবই ছোট্ট একটা পার্টস। এক্সকেভেটরের ব্যাপার

স্যাপার খুব ভালো না জানলে কোনো কুত্তার বাচ্চার মাথায় এ বুদ্ধি আসত না।'

কমারেঙ্কো মন দিয়ে মোটরটা দেখল, ভাঙা পার্টসটা অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলে। চলে গেল কোনো কথা না বলে।

কিছুটা দূর যেতেই মেতেলকিন এসে তার সঙ্গ ধরল।

'কমরেড কমারেঙ্কো।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনি ভাবছেন ইচ্ছে করে ভাঙা? তা যদি হয় তাহলে যেই করুক তাকে আমি ধরব। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, ধরবই...'

কমারেঙ্কো চলে গেল। মেতেলকিন পথের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল তার দিকে চেয়ে। এক্সকেভেটরের কাছে ফিরে সে বসল বালির ওপরে, বিষণ্ণের মতো টুপিটা টেনে দিলে চোখের ওপর। বহুক্ষণ বসে রইল সে, বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল বালির দিকে, অথবা বলা ভালো, বালির মধ্যে দেবে যাওয়া একটা বাদামী জিনিসের দিকে।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর সেই ছোট জিনিসটা রোদে জ্বলজ্বল করে উঠতেই মেতেলকিনের টনক নড়ল। পা দিয়ে উলটে দেখল সেটাকে, তারপর হঠাৎ ঝুঁকে তুলে নিলে। জিনিসটা খইনি রাখার একটা চ্যাপটা শিশি। হাতের তেলোয় রেখে মেতেলকিন বহুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। সে বা তার সহকারী ফেদকা কেউ খইনি চিবোয় না। চিবোয় শুধু তাজিকরা। শিশিটা এখানে পড়েছে বেশি দিন আগে নয়।

লাফিয়ে উঠে বসতির দিকে ছুটতে লাগল মেতেলকিন। বসতি থেকে একটা মোটরগাড়ি বেরিয়ে এসে সমভূমিতে বাঁক নিয়ে চলতে লাগল প্রধান সেকশনের দিকে। সোজাসুজি তার দিকে ছুটতে লাগল মেতেলকিন।

'কমরেড কমারেঙ্কো, কমরেড কমারেঙ্কো,' ছুটতে ছুটতে চ্যাঁচাতে লাগল সে, যদিও মোটরগাড়ি পর্যন্ত সে হাঁক পেঁছবার কথা নয়। ধুলোর মেঘে সে গাড়ি ততক্ষণে হারিয়ে গেছে, কিন্তু দম না ফুরনো পর্যন্ত মেতেলকিন ছোটা থামাল না।

শেষ পর্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে থামল সে, হাতে তার সেই অমূল্য অব্যর্থ সূত্র। মাঠে যে সব দেহকান খাটছিল তারা তাদের কাজ থামিয়ে তাকে দেখিয়ে কী বলাবলি করতে লাগল। মেতেলকিনের মনে হল ওরা তাকে

পাগল ভেবেছে। সংখ্যায় তারা অনেক, সবার গায়েই একই রকম সবুজ আলখাল্লা, সবারই ঠিক একই রকম বাদামী মুখ, একই রকম কীলকাকারে ছাঁটা কালো দাড়ি। সবাই তারা একইসঙ্গে হাত দিল কোমরে, বার করলে ছোট ছোট চ্যাপটা শিশি, অবিকল মেতেলাকিনের হাতের শিশিটার মতো, তেলোয় এক চিমটি তামাক নিয়ে ধীরেসুস্থে তা মুখে চালান করে দিলে সবাই। মুখগুলো তাদের রহস্যময়, কোমল। মেতেলাকিন কপালে হাত বুলাল। সে বুঝতে পারছিল না, চোখে সে একজনের জায়গায় দশ জনকে দেখছে নাকি সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হচ্ছে তার। কাছের দেহকানটা কুমড়োর খোলে জল এগিয়ে দিল তার দিকে।

আলখাল্লার মাপ

এই দিন স্তালিনাবাদে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনে উর্তাবায়েভের মামলার বিচার হচ্ছিল। তাশখন্দ থেকে ভোরেই উর্তাবায়েভ ফেরে এখানে। বাসের জন্য অপেক্ষা না করে স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটেই সে এগুতে থাকে তার পরিচিত রাস্তায়, আশা ছিল অনেকটা হাঁটলে তার মানসিক অস্থিরতা কমে আসবে, আজকের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভারসাম্যটা সে ফিরে পাবে।

প্রতিবার এখানে এসে সে এই বদলিয়ে যাওয়া শহরটার অন্তর্ভেদ করে দেখতে পায় তার পরিচিত কিশলাকের আদি কঙ্কালটা।

সে সময় এখানে ছিল এক বিশাল স্তেপ, ধুলো-ভরা রাস্তায় তা ছিন্নভিন্ন। দূর তেরমেজ থেকে বিরাট বিরাট বীম বয়ে আনত উটে, আর বাঁকাচোখো কিরগিজরা কুঁজো কুঁজো সিংহের মতো দেখতে কেশর-ঝোলা দাড়িওয়ালা উটের ওপর বসে দুলতে দুলতে কী এক দুর্বোধ্য একটানা গান গাইত। নিশ্চয় কিরগিজ ভাষায় সে গানটা আর কিছু নয়: 'গুমরে প্রতিবেশীর গুমর ভেঙে শহর বসবে এখানে'।* মরুভূমির মধ্যে দিয়ে শত শত কিলোমিটারের এক রেখা টেনে বীমগুলো ছুঁচলো হয়ে উঠত পেনসিলের মতো।

দোশাম্বের (আক্ষরিক অর্থে সোমবার) কিশলাকের ওপর সেদিন বকের

---

* পুশকিনের কবিতার লাইন। — সম্পাঃ

মতো পাক দিতে থাকে এরোপ্লেন। যে মেটে ঘরওয়ালা গ্রামটার ওপর তারা পাক দেয়, সে গ্রামে আগে কেউ চাকা দেখে নি (প্রথম চাকা আসে আকাশ থেকে, বুড়োরা নাতিনাতনিদের কাছে এ গল্প করলে সেটা মিথ্যা হবে না)। প্রথম উটের প্রথম বীমে টানা রেখা বরাবর আজ তেরমেজ থেকে দোশাম্বে পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠেছে রেলপথ, রাতে শেয়ালদের ভয় পাইয়ে একটানা হুইসিল দেয় রেল ইঞ্জিন।

আজ নামহীন ধুলো-ভরা পথগুলোর দু'পাশ জুড়ে বাড়ি উঠেছে। তিন বছর আগেও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে পথগুলো। গাড়ির চাকার তলে ছটফট করেছে, খালখন্দ দিয়ে বিগড়াতে চেয়েছে মোটরের র‍্যাডিয়েটের, স্প্রিং ভেঙেছে, হুইল ফাটিয়েছে, ঠিক যেভাবে দুষমনের সঙ্গে লোকে লড়ে। তখন শহরের সাহায্যে দূর উত্তর থেকে ছুটে আসে পাথরমিস্ত্রিরা। সেয়ানা পথের বুকের ওপর বসে তারা হাতুড়ি ঠুকে যায়, শেষ পর্যন্ত পাথর হয়ে ওঠে তা। তারপর মোড়ে মোড়ে নাম লেখা ফলক আঁটা হয়, অনামা পথ হয়ে ওঠে রাস্তা। এখন তার ওপর দিয়ে মসৃণ ছন্দে ছোটে মোটর, জনকমিশারদের পৌঁছিয়ে দেয় অফিসে অফিসে, খটখটিয়ে পালাতে পথ পায় না পাছা-মোটা ঘোড়ায় জোতা জুড়ি গাড়িগুলো।

প্রতি বসন্তে কাঠের ভারা গজিয়ে ওঠে শহরে। শরতে কাঠের ভারা ভাঙতেই দেখা যায় গ্রীষ্মের মধ্যে সেখানে গজিয়ে উঠেছে নতুন পাড়া।

চেনা রাস্তাটা চিনতে পারল না উর্তাবায়েভ। তুলো ঝাড়াই কারখানার কাছে সে থামল, গত বছর এটা এখানে ছিল না, আরো কিছুটা ওপরে উঠে শহরের দিকে পিছন ফিরে ও স্তেপের ওপারে দূর মধ্যযুগীয় আফগানিস্তানের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বাড়িটা পাশ কাটিয়ে গেল সে, পেরিয়ে গেল কেন্দ্রীয় কমিটির বাড়িটা যেখানে সামনে ফুটপাথের দিকে দাঁড়িয়ে আছে দুটি পাথরের থাম, তার ওপরে কোনো চালা নেই, শুধু পাথরের খিলানে জোড়া, যেন এক বিজয় তোরণ, যার ভেতর দিয়ে প্রজাতন্ত্রের সেরা সন্তানদের যাওয়া আসার পথ। শহরের পার্ক এড়িয়ে গেল সে — ছায়া ঘেরা অসংখ্য গাছ এখানে, আনা হয়েছে সুদূর তাশখন্দ থেকে। মন্থরা প্রকৃতি কবে হিলহিলে পপলার আর চেনার চারাদের শাখা প্রশাখায় ভরে তুলবে তার জন্য অপেক্ষা করার সময় ছিল না শহরের। ছায়া চাই তার আর সে ছায়া সে কিনলে তৈরি অবস্থায়,

শত শত কিলোমিটার দূর থেকে তা এনে বসালে সরু সরু চারার বদলে মোটা মোটা গুঁড়ির গাছ।

তাজিক সমবায় সঙ্ঘের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল উটের এক ক্যারাভান, মনিহারী মালপত্র আর সবুজ চা'য়ে তা বোঝাই। উত্তর পূর্বের পথ ধরল তারা — সেই দিকে যেখানে সীমান্তে পাথরের দেয়াল তুলেছে পাহাড় — সম্ভবত যাবে তারা হার্মে, যেখানে কেবল সামনের বছর প্রথম পাকা রাস্তা পাতা হবে।

উর্তাবায়েভ রাস্তা পেরিয়ে দেহকান ভবনের পাশ দিয়ে একটা বড়ো চকে পৌঁছল। চকের এক কোণে ব্রোঞ্জের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন ব্রোঞ্জের লেনিন, হাত দিয়ে দেখাচ্ছেন পূর্বের দিকে। দু'বছর আগেও পূর্বের দিকে কোন ঘরবাড়ি ছিল না, চকটা সোজা মিশে থাকত মাঠের সঙ্গে, কয়েক ডজন মাইল বরাবর পর্বত শ্রেণী পর্যন্ত যা বিস্তৃত। রসিক লোকেরা এ চককে বলত দুনিয়ার বৃহত্তম চক। বিনা রেলিঙের চক পেরিয়ে মাঠ এসে ঢুকত শহরে, আর বসন্ত আসতেই আগাছা আর ঘাসের তরঙ্গ তুলে ঝাপট মারত। এ বছরে এই প্রথম চক আর পাহাড়ের মাঝখানে মাথা তুলেছে শাদা শাদা দালানের ব্যবধান, আর বাধা পেয়ে মাঠ ফিরে গেছে পাহাড়ে।

চকের ওপারে প্রধান রাস্তাটা সরু হয়ে গিয়ে পৌঁছেছে পুরনো বাজারে।

রাস্তায় এখানে লঙ্কা পেঁয়াজ আর ভেড়ার মাংসের গন্ধ। গলন্ত চর্বির ফোঁস ফোঁসের সঙ্গে মিশছে পথচারীদের হেঁড়ে গলায় আলাপ আর ভিস্তিওয়ালাদের হাঁকডাক। এ এক ভেড়ার রাজ্য। বাতাসে তারই গন্ধ, ভাতের হাড়ি থেকে তারই মাংস উঁকি দিচ্ছে; রক্তাক্ত শিকের ওপর সেই চড়চড় করছে শিককাবাব হয়ে; তারই ব্যা ব্যা শোনা যাচ্ছে দোকানদারদের হাঁক ডাকে, ছোটো ছোটো কাটা ঠ্যাংগুলো ওপরে তুলে তারই ফুলে ওঠা লাস ভেসে আছে বাজারের ওপর, ভিস্তিওয়ালাদের পিঠে।

এটা হল তথাকথিত পুরনো এশিয়া, খাঁটি প্রাচ্যের দর্শনের আশায় লোকে যা দেখতে আসত সর্বাগ্রে। এখান থেকে, এই প্রত্যন্ত থেকে সে এশিয়া সদর রাস্তাটাকে ধূসর খুপরিতে ঘিঞ্জি করে চলে গেছে এগিয়ে আসা শাদা বাড়িগুলোর দিকে, সেখান থেকে চকের ওপাশে বিছানো সবুজ এভেন্যুর মহা পরিপ্রেক্ষিতটার দিকে তাকায় গোমড়া মুখে। তার আর নতুন শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রোঞ্জের লেনিন।

এই ছিল গত বছরের চেহারা। এবার চক পেরিয়ে স্তম্ভিতের মতো থেমে গেল উর্তাবায়েভ। বাজার নেই, নেই মেটে ঘর, দোকানপাট, চারিদিকে মাটি খোঁড়া, যেন হাল চষে গেছে কেউ, একদল ট্র্যাক্টর চলে গেছে। মেটে দেয়ালের ভগ্নস্তূপগুলো ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পাশে, বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় রাজপথের প্রলম্বন হিসাবে ভবিষ্যৎ রাস্তাটা কতটা চওড়া হবে। সামনে এগিয়ে এসেছে শহর, আর সাবেকী বাজারী এশিয়া তার পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে পালিয়েছে নদীর ওপারে। এমন কি তার ভেড়ার গন্ধটা পর্যন্ত নেই, চওড়া রাজপথের অঢেল হাওয়ায় তা যেন উড়ে গেছে।

উর্তাবায়েভ কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনে আসতেই তাকে তৎক্ষণাৎ জাবেরির কাছে নিয়ে আসা হল। জাবেরি তার সঙ্গে বন্ধুর মতো করমর্দন করলে।

'তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। 'আনিস' পত্রিকায় আফগানী যৌথখামার নিয়ে প্রবন্ধটা ছাড়া আর কী মালমসলা তুমি জোগাড় করতে পারলে?'

'আর কিছু না।'

'খোজিয়ারভ সম্পর্কে? এ্যাঁ? মানে কোন ঘটনা টটনা কিছু ঘটেছিল কি? অনেক আগে? এ্যাঁ? আগে দেখা হয়েছিল কখনো?'

'উহুঁ, মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি। হয়ত ভিড়ের মধ্যে। উহুঁ, আগে ওকে কখনো দেখি নি...'

'বটে... তাহলে দাঁড়াচ্ছে ব্যুরোয় যা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তার বেশি তোমার কিছু বলার নেই, এ্যাঁ?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে।'

'তাহলে এসো তোমার জীবনকথায় আসা যাক। কয়েকটা জায়গা আমার কাছে পরিষ্কার লাগছে না। তুমি গরিব চাষীর ছেলে, চুবেকের লোক। তাহলে কী করে, কী উপায়ে বোখারার মাদ্রাসায় ভর্তি হলে?'

'বাবার এক ভাই ছিল ধনী, মোল্লা। বাবার সংসার ছিল বড়ো, সবার খাওয়া জোটানো মুশকিল হত, কিন্তু চাচার কোনো ছেলেপিলে ছিল না। আমি সংসারে বড়ো ছেলে। চাচা আমায় ধম্ম শিক্ষা দেবে ঠিক করে, বোখারায় নিয়ে গিয়ে আমায় মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়। চাচার সেখানে নিজস্ব কুঠরি ছিল, বেশ আয় হত তাতে। সত্যি বলতে কি, ছাত্রের চেয়ে চাকরই ছিলাম বেশি: মুদারিসের কাজ করে দিতাম। মাদ্রাসায় ছিলাম দু'বছর। আমার

চাচা আর বাপের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে চুবেকে যাচাই করা যায়। দেহকানরা চেনে। বাপ এখনো সেখানেই থাকে...'

'মাদ্রাসা ছাড়ো কোন বছর?'

'সতের সালে, মনে হয় মার্চে। আমিরের ইশতেহারের কিছু পরেই।'

'নিজেই চলে আস, নাকি তাড়ায়?'

'পালাই।'

'কোথায়?'

'কুলিয়াবে।'

'জাদিদদের* সঙ্গে কাজ করেছিলে?'

'ন-না...'

'কিন্তু বোখারা থেকে পালালে কেন?'

'সে এক লম্বা কাহিনী, তাছাড়া সাক্ষী তো নেই, কে যাচাই করবে?'

'যাচাই করার দরকার কী?'

'তা বটে, তবে আমার মামালার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তাহলেও পালালে কেন? মাদ্রাসায় বিরক্ত ধরে গিয়েছিল?'

'না, এমন ব্যাপার দাঁড়াল যে থাকা সম্ভব হল না।'

'কী সেটা, গোপন কিছু?'

'না গোপন কিছু নয়, শুধু অনর্থক অনেক বাখানি করতে হবে।'

'বটে... আচ্ছা বোখারার মির্জা ফাতকুল্লাকে তুমি জানো?'

'মির্জা ফাতকুল্লা?' চাঙ্গা হয়ে উঠল উর্তাবায়েভ, 'মির্জা ফাতকুল্লাকে আপনি চিনতেন? আপনি তখন বোখারায় ছিলেন নাকি? মির্জা ফাতকুল্লা তো সতের সালেই খুন হয়।'

'কে তোমায় বললে?'

'কে আমায় বললে? মীর আরব মাদ্রাসাতেই তো ছিল। তার জন্যেই তো সেবার আমাকে পালাতে হয়।'

'তোমার খুপরিতে লুকিয়ে থাকে?'

'আপনি তা জানেন?'

মোচের ফাঁকে হাসি চাপল জাবোর।

---

* বোখারার আমিরতের একটি উদারনীতিক পার্টি। — সম্পাঃ

'কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশন সব জানে। তুমি ভেবেছ পার্টিতে তোমার থাকা চলবে কি চলবে না তা স্থির করার আগে — কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশন মাসের পর মাস তোমার প্রতিটি বছরকে খতিয়ে দেখে নি?'

'তাহলে আমায় জেরা করে কী লাভ?'

'কী লাভ? শোনো তোমায় বলি। বিপ্লবের আগে পড়াশুনা করার আগে আমি ছিলাম দরজী। আলখাল্লা সেলাই করতাম। আলখাল্লার বরাত হত, গায়ের মাপ নিয়ে সেলাই করতাম। কখনো কখনো লোকে বায়না দিত, কিন্তু নিতে আসত না। কারো হয়ত দিন খারাপ, পয়সা নেই। কারো আবার উল্টো, টাকা করেছে, নতুন আরো দামী জোব্বার জন্যে গেছে অন্য দর্জির কাছে। আমার তৈরি আলখাল্লা এদিকে পড়েই রইল। কখনো কখনো এক বছর দেড় বছর পরে হাজির হয় খরিদ্দার। প্রথম জন হয়ত শেষ পর্যন্ত কিছু পয়সা জমাতে পেরেছে, দ্বিতীয় জন হয়ত দেউলিয়া হয়েছে, আলখাল্লার ছিটটা জলে যাক, তা আর চায় না। তেমন খরিদ্দার এসে বহুকাল আগে সেলাই করা জোব্বাটা মেপে দেখে। কিন্তু গায়ে তা আর লাগে না। না খেতে পেয়ে কেউ বা রোগা হয়েছে, জোব্বা তার ঢিলা, কারো কাঁধ বড়ো হয়ে উঠেছে, জামা ঢুকছে না। কারো ভুঁড়ি হয়েছে, জোব্বা প্রায় ফাটো ফাটো। রেগে গাল-মন্দ করে চলে যায় লোকে। দাঁড়ায় যেন চাপকানটা সত্যিই তার নয়। লোকের যা কীর্তি, তার বেলাতেও একই কথা। অতীতের কোনো একটা কীর্তির কথা ভেবে মনে হবে কী চমৎকার! আবার কখনো কখনো মনে হবে কী বিছছিরি! অথচ লোকের গায়ের সঙ্গে তা মাপ দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে হয় ছোটো, নয় বড়ো। যেন ও কীর্তিটা তার নয়। তাই সাবেকী চাপকান দিয়ে লোককে বিচার করা চলে না। মেপে দেখতে হয়। লোকে তার অতীত কাহিনী বলছে, সেটার চেয়ে কী ভাবে বলছে সেইটেই অনেক সময় জরুরী। সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি। না চাও বলো না।'

জাদিদ খুনের কাহিনী

মহামান্য হুজুর জেনারেল মিলারের কিডনি রোগাক্রান্ত হয়। হুজুরের চাকুরি-জীবনের ৩০তম বর্ষে ডাক্তারদের আবিষ্কৃত এই অপ্রীতিকর রোগটা তাঁর চরিত্রে একটা জোরালো ছাপ ফেলে। অতি সাবধানে হাঁটা চলা করেন

তিনি, যেন দেহে তাঁর পেট নেই, আছে একটা কাচের অ্যাকোয়ারিয়ম। মাঝে মাঝে আধপথে থেমে যেতেন, কান পেতে শুনতেন পেটের ভেতর কী যেন ছলকে উঠল, ছটফটে মাছের মতো কিলবিলিয়ে উঠল বুঝি কিডনিটা।

খাস বোখারায় জেনারেল থাকতেন না — নোংরা ঘিঞ্জি শহর, থাকতেন রাজধানী থেকে বারো ভার্স্ট দূরে, সাধারণের অনায়ত্ত রুশী শহর কাগানে, যার নাম হয় নয়া বোখারা। রেসিডেন্সির জীবন বইত ধীর তালে নির্বিঘ্নে, শুধু অসাধারণ গরম আবাহাওয়াটা না থাকলে ভাগ্যের কাছে নালিশ করার কোনো কারণ জেনারেলের থাকত না, তবে বছরটাই যে বড়ো অক্ষুণে। রাশিয়ায় বিপ্লবের খবর যখন রটল, এবং যখন তা সমর্থিত হল এই খবরে যে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, তখন জেনারেল পুরনো খাটের মতো ককিয়ে উঠলেন, সংবেদনশীল কিডনিটিও মোচড় দিয়ে উঠল।

অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জেনারেল পেত্রগ্রাদে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সাময়িক সরকারের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা জানালেন। উত্তর আসতে দেরি হল না। তাঁর প্রজাতান্ত্রিক মনোভাব দেখে সাময়িক সরকার তাঁকে বোখারার খানেতে রুশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রেসিডেণ্ট হিসাবে অনুমোদন করল। জেনারেলের কেদারার পেছনে যে ঈগল প্রতীক ছিল, তার রাজমুকুটটাকে তিনি নিজের হাতে লাল কাপড়ে ঢেকে দিলেন, ফলে ঈগলের চেহারা দাঁড়াল মোরগের মতো। অতঃপর দেয়াল থেকে সাবেকী আমলের সমস্ত চিহ্ন হটিয়ে নবকর্তব্যে মনোনিবেশ করলেন তিনি।

কাগানে দেখা দিল সমান্তরাল এক ক্ষমতা — মজুর ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। রেসিডেন্সি ভবনে প্রায়ই আসত ফৌজী বুট আর গ্রেটকোট পরা কী সব লোক। মেঝের ওপরেই থুতু ফেলত তারা, গালিচার ওপরেই সিগারেটের পোড়া টুকরো পায়ে মাড়াত আর কী যে সব দাবি দাওয়া করত শয়তানই জানে। এরূপ অবস্থায় এক প্রজাতান্ত্রিক রেসিডেণ্টের কী করা উচিত সেটা প্রাক্তন জার রেসিডেণ্ট মিলার বুঝে পেতেন না। তাই নবাগতদের তিনি অমায়িক হেসে করমর্দন করতেন, অস্পষ্ট মন্তব্য করতেন 'বটেই তো', 'বলাই বাহুল্য' এবং এমন কি তার বিপুল গণতান্ত্রিকতা প্রমাণের জন্য নিজেই সিগারেটের টুকরো মেঝেয় ফেলে পায়ে মাড়াতেন, যদিও সাবধান থাকতেন যাতে গালিচায় না পড়ে।

কোনো কোনো সাক্ষাৎকার হত আরো ফ্যাসাদের। সাবেকী বোখারাতেও রাজদ্রোহ মাথা তুলল। রুশ সম্রাটের উচ্ছেদের খবর পেয়ে বোখারার জাদিদরা কাগান সোভিয়েতের প্ররোচনায় এমন বেহায়া হয়ে উঠল যে মোড়ে মোড়ে ক্রমেই চড়া গলায় চিৎকার তুললে সংস্কার চাই। তাদের প্রতিনিধিরা এসে হাজির হল জেনারেলের কাছে।

কিডনির ব্যথা শুরু হল জেনারেলের। সেই অজুহাতে তিন দিন হল তিনি কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন না, বুদ্ধিমানের মতো কালহরণ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শহরে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। রাশিয়ার ঘটনাবলীর চাপে বোখারা খানেতের শাসক আমির সইদ আলিম খাঁ বেশ ভয় পেয়ে এক ইশতেহার ঘোষণা করলেন, যাতে অধিবাসীদের কিছু কিছু স্বাধীনতা দেবার ঝাপসা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

...মীর আরব মাদ্রাসায় সেদিন পড়া বন্ধ থাকলেও গুঞ্জন উঠছে হাটের মতো। উত্তেজিত দোমোল্লারা কুঠরিতে কুঠরিতে জুটে চাঞ্চল্যকর খবরটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। সবচেয়ে বেশি লোক জুটেছে দোমোল্লা রহমানের কুঠরিতে, মাদ্রাসার সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ছাত্র সে, কিছুদিন আগে অধ্যয়নের তিরিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এমন কি তার যে সবচেয়ে হিংসুক প্রতিদ্বন্দ্বী দোমোল্লা সাত্তর, একাদিক্রমে বাইশ বছর যে এখানে শিক্ষা নিচ্ছে, সেও রহমানের পাশে নিজেকে ভাবত মোচ-না-ওঠা প্রথম শ্রেণীর পড়ুয়া, রহমানের সামনে সে চুপ করে থাকত।

দোমোল্লা সইদ উর্তাবাই-জোদা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। মন দিয়ে বিতর্ক শুনছিল সে। কোরানের কোন অধ্যায়, কোন শ্লোক সঙ্গে সঙ্গেই তার উল্লেখ করে প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে পরস্পর উদ্ধৃতির বাণ নিক্ষেপ করছিল তাতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সে। দোমোল্লা সইদ মাদ্রাসায় এসেছে মাত্র দু'বছর, দূর এক কিশলাকের অর্ধশিক্ষিত ছেলে সে, কোনোক্রমে কোরানের সূরা* সাঙ্গ করতে পেরেছে মাত্র। মুদারিসের কাজ করে দিতে হত তাকে, তাদের কুঠরি পরিষ্কার করত, ফলে ধনী দোমোল্লাদের মতো নিজের সমস্তটা সময় কোরান মুখস্থের জন্য দিতে পারত না, পাল্লা দিতে পারত না মাদ্রাসার

---

* অধ্যায়। — সম্পাঃ

পুরনো দোমোল্লাদের সঙ্গে যারা শুরু থেকে শেষ এবং শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত কোরানের যে কোনো অধ্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখস্থ করে যেতে পারে। বয়স তার মোটে সতের, গালের রোঁয়ায় যত হাতই বুলাক, কিছুতেই তাতে দাড়ির লক্ষণ ফুটত না, ফলে দাড়িওয়ালা তার সহকর্মীদের কাছ থেকে অনবরত একটা উপহাসের পাত্র হয়ে থাকতে হত তাকে।

অন্য কোনো বই না থাকায় সে শুধু কোরান পড়ত, যেভাবে তার ইউরোপীয় সমকালীনেরা পড়ত ডুমা বা মাইন রীডকে। তার সতের বছরের স্বপ্নে যে বীরকীর্তি ও রোমাঞ্চকতার তৃষ্ণা ছিল সেটা সে মেটাতে চাইত দুর্বোধ্য সব শ্লোক তল্লাশ করে। অনায়াসে তার মুখস্থ হয়ে যেত সেই সব শ্লোক, যেখানে লেখা আছে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা, যেখানে সুপারিশ করা হয়েছে, 'সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার না করা পর্যন্ত গর্দান কাটো তাদের', ঘেরাও করো তাদের, ওঁৎ পেতে থাকো 'সেই জায়গায় যেখানে তাদের দেখা যায়'। মাদ্রাসার ধূলিধূসর একঘেয়েমি থেকে এই সব শ্লোক পড়ে সে যেন ক্ষিপ্রপদ ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে যেত তরোয়ালের বাঁকা চাদ আর ইসলামের সবুজ নিশানের নিচে যেখানে যুদ্ধ চলছে উপত্যকার কোলে।

আসল কাফেরদের দেখতে কী রকম সেটা দোমোল্লা সইদ সত্যি বলতে কি, জানত না। ভাবত গোঁড়া মুসলমানদের চেয়ে তারা দেখতে হবে অন্য রকম, দাড়ি গোঁপ থাকবে না, পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোলগাল মুখ। কাটা মুণ্ড তাদের নিশ্চয় গড়িয়ে যাবে বলের মতো। অথচ বাজারে নিত্য যে কাফেরদের সঙ্গে তার দেখা হত সেই শিতে-পার্সী আর বোখারা ইহুদিদের চেহারা তার কল্পনার সঙ্গে আদৌ মিলত না। তাদের আসল কাফের বলে ধরার আদৌ কোনো দরকার আছে কি? পয়গম্বর তো আর বাজারের দোকানদারের মাথা কাটাকে ধর্মযুদ্ধ বলতে পারেন না।

কাফেরের কল্পিত মূর্তিটা তার সবচেয়ে বেশি মিলত বোখারায় ঢোকার তোরণের কাছে ঘাঁটি গেড়ে বসা রুশ পুলিস অফিসারটার সঙ্গে।

কিন্তু দোমোল্লা সইদের কাছে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষের পাত্র ছিল ইসলামের বেইমানেরা, জাদিদরা — যাদের ধর্মহীন আচরণের কথা ঘণ্টার মতো বাজত সারা মাদ্রাসায়, শুধু তাদের নামোল্লেখ করতে করতেই দোমোল্লা-ইশান সলিমের দাড়ি রোজই আরো বেশি শাদা হয়ে উঠছে। যে লোক কাফেরের বংশে জন্মেছে তাকে মাপ করা যায়, ইহুদি পার্সী সবাইকেই

যেমন মাপ করে দিয়েছে সইদ, কিন্তু যে গোঁড়া মুসলমান বংশের ছেলেরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাদের ক্ষমা করা যায় না। সে দুষমন কোথায় আড়াল নিয়েছে সেটা সইদ সঠিক জানত না। পয়গম্বর বলে গেছেন, তাঁর নিশান যারা ফেলে দেবে তাদের নাক তিনি কলঙ্কে ঢেকে দেবেন। দোমোল্লা সইদের বিশ্বাস ছিল, চোখের সামনে দেখতে পেলে সে এ বেইমানদের তক্ষুণি চিনতে পারবে, যতই তারা সাধুতার আলখাল্লা পরুক না কেন, আর সে মুহূর্তে দণ্ডদাতা হাত তার এতটুকু কাঁপবে না। আর এখন দোমোল্লা রহমান চুপ করতেই যখন সারা কুঠরি অনুমোদনের গুঞ্জনে ভরে উঠল, অমনি সইদ টের পেল সে মুহূর্ত এসে গেছে।

মীর আরব মাদ্রাসায় সে সন্ধ্যায় আলো না জ্বালিয়ে কুঠরির দোরগোড়ায় জটলা করে চা খাচ্ছিল ছেলেরা আর দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিল। এমন সময় শহর থেকে ছুটে এল দোমোল্লা কামার, হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল যে শহরে ধরপাকড় চলছে। আমিরের পুলিস ঘরে ঘরে গিয়ে জাদিদদের টেনে বার করছে, পাঠিয়ে দিচ্ছে জিন্দানে*। অন্যান্য মাদ্রাসার ছাত্ররা পুলিসকে সাহায্য করতে গেছে: পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তারা লোকেদের কাছে জিজ্ঞেস করছে জাদিদরা কোথায় থাকে, ঘেরাও করছে তাদের বাড়ি।

সবাই লাফিয়ে উঠে আধখাওয়া পেয়ালা ফেলে রেখেই ছুটল লাঠি সোঁটার সন্ধানে। দোমোল্লা সাত্তর প্রথম ছুটল ফটক দিয়ে, চ্যাঁচালে, যতক্ষণ একজন জাদিদও বেঁচে থাকবে ততক্ষণ কোনো গোঁড়া মুসলমানের বিশ্রাম নেই।

দল বেঁধে রাস্তায় নামল তারা, সেখানে চার ভাগ হল। দোমোল্লা সইদ পড়ল যে দলে, তার সর্দারি করছিল সাত্তর। সরু বাঁকা রাস্তা বেয়ে নিচুর দিকে নামল তারা, গতি কমাল কেবল চকে গিয়ে যেখানে ভিড়াক্রান্ত চাখানাগুলো গালিচার পেছল জোয়ার তুলে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, সেখান থেকে তারা এগিয়ে গেল গোল গোল পুকুরের পাশ দিয়ে, যার নিশ্চল জলের ওপর টেবো টেবো চোখে ভেসে আছে চাঁদের ছায়া। পথচারীদের কিছুই জিজ্ঞেস করলে না তারা, নেতৃত্ব করছিল দোমোল্লা সাত্তর। মোড়ে দেখা হল অন্য মাদ্রাসার আরেক দল দোমোল্লার সঙ্গে,

---

* বোখারার জেলখানা। — সম্পাঃ

অভিনন্দন জানিয়ে শূন্যে ডান্ডা উঁচিয়ে আরো আগে ছুটে গেল তারা — অন্ধকার ও রাতের উত্তপ্ত শ্বাসে মাতাল হয়ে ওঠা এক দঙ্গল পড়ুয়া।

হঠাৎ একটা সাধারণ গোছের বাড়ির সামনে তারা থামল, দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল আঙিনায়। দেয়ালে উঠতে গিয়ে দোমোল্লা সইদ পড়ে যায়। হাঁটুটা তার জখম হয়, খোঁড়াতে খোঁড়াতেই সে এগোয় সকলের পেছন পেছন। জানলার কাচ ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে। কাছাকাছি যেতে নজরে পড়ল নড়বড়ে কব্জার ওপর লটপট করছে একটা ভাঙা দরজা, তার ওপাশে ছায়া-ঢাকা অন্ধকার বারান্দা। ছেঁড়া জোব্বা-পরা একটা লোককে টানতে টানতে নিয়ে এল দোমোল্লা সাত্তর আর কামার। লোকটা বাধা দিতে চাইছিল, কিন্তু পেছন থেকে তারা ধাক্কা দিয়ে মাথায় লাঠি মেরে তাকে ঠেলে নিয়ে এল আঙিনায়। বন্দী লোকটার মুখটা দেখতে পেল সইদ — সাধারণ মুসলমানের মুখ, ছুঁচলো দাড়ি, তাতে রক্ত-মাখা। গোল গোল সচকিত চোখ দুটো করুণ, অসহায়। দরদরিয়ে রক্ত পড়ছে ফাটা কপাল আর কামড়ে নেওয়া কানটা থেকে। রক্ত দেখে দোমোল্লা সইদের গা ঘুলিয়ে ওঠে। ফিরে চলে যাচ্ছিল সে। কানে আসছিল পিটুনির ধপধপ আওয়াজ, গোঙানি, লোক পড়ে যাওয়ার শব্দ। নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘুরে দাঁড়ায় সে। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে।

'ডাকু! ডাকু!' খেপার মতো চ্যাঁচাচ্ছিল সে, মুখের ওপরকার বোরখার পর্দাটা পতপত করছিল, 'শাপান্ত হোক তোদের বাপেরা! আগুনে থাক তোদের মরাদের লাস, আল্লার শাপে ছারখারে যাক তোদের সংসার!'

দোমোল্লা সইদের মনে হল এ বোধ হয় আহতের মা। লজ্জা হল তার। চিৎকার শুনে আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে উঁকি দিতে লাগল লোক, দরজা খুলে গেল। অদূরে একটা গরুগাড়ির কাছে কম্বল পেতে রাতের জন্য ডেরা নিয়েছিল একজন গাড়োয়ান। বিশাল মূর্তিতে উঠে দাঁড়াল সে। গিয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে ভিড় জমানো শাদা পাগড়িগুলোর কাছে। দোমোল্লা সইদেরই নজরে পড়ল দৈত্যাকার লোকটার হাতে একটা প্রকান্ড ডান্ডা।

'কী চাই তোমাদের এখানে?' অন্ধকারে গর্জে উঠল গাড়োয়ান, শায়িত লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত দোমোল্লা ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। 'ভাগো বলছি বাইপুত্তর সব!' প্রকান্ড ডান্ডাটা সে শূন্যে হাঁকাতে লাগল, সবাই পেছিয়ে গেল। 'কে তোমাদের আসতে বলেছে এখানে ভন্ড যতসব, খোদার

চক্ষুশূল! ঢের জানা আছে তোমাদের — ধড়ে জান থাকতে থাকতে পালাও বলছি — জলদি!'

আরো কয়েকটা ভয়ংকর মূর্তি এগিয়ে এল অন্ধকার থেকে।

'এসো ওদের পাগড়িগুলো খসিয়ে দেওয়া যাক!'

অবস্থাটা সঙীন হয়ে উঠল। প্রহৃত লোকটাকে ফেলে দোমোল্লারা ঝাঁক বেঁধে হটে এল দেয়ালের দিকে। দোমোল্লা সইদ দেয়াল টপকাল সবার শেষে। মোড়ে সে দেখা পেল তার সঙ্গীদের।

'চলো হে, চলো সবাই!' হাঁক দিল দোমোল্লা কামার, 'চলো অন্য পাড়ায় যাই! আমি জানি মির্জা ফাতকুল্লা কোথায় থাকে! চলো আমি পথ দেখাচ্ছি!'

'তাই চলো,' সায় দিল সাত্তর, 'এ পোড়ার মুখো পাড়াটায় দেরি করে লাভ কী। লক্ষ্মীছাড়া কাঙাল সব — সবাই ওরা জাদিদদের পক্ষে। নাক গলিয়ে লাভ নেই।'

দাড়িটা তার রক্ত-মাখা।

'ওই নিশ্চয় লোকটার কান কামড়ে নিয়েছে,' ভাবল দোমোল্লা সইদ, সাত্তরের ওপর মন তার বিদ্বেষে ভরে উঠল।

ফের তারা দৌড় লাগাল সরু রাস্তা দিয়ে, বাজারের গলি দিয়ে, ভিড়াক্রান্ত চাখানাগুলো পেরিয়ে, রক্তের মতো লাল ও পিছল গালিচায় পা হড়কে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোমোল্লা সইদই রইল মিছিলের শেষ প্রান্তে। হাঁটুতে যন্ত্রণা হচ্ছিল তার, ভারি ডাণ্ডাটার জন্যও তেমন দৌড়তে পারছিল না। ভাবছিল থেমে যাবে, অলক্ষ্যে ফিরে যাবে মাদ্রাসায়। এমন সময় সামনের লোকেরা থেমে গেল একটা অন্ধকার গলিতে।

'এইখানে,' বললে দোমোল্লা কামার। সঙ্গীদের দিকে চাইল সে। 'একসঙ্গে থাকলে চলবে না, আমাদের ভাগাভাগি হয়ে নিতে হবে। বাড়িটায় গোটা কয়েক দরজা। সদর রাস্তা আর গলি দু'দিক থেকেই ঘিরতে হবে,' অল্প কথায় বাড়িটার পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়ে সে সবার যথাযোগ্য ভূমিকা বেঁটে দিলে।

দোমোল্লা সইদের ওপর ভার পড়ল আঙিনায় ঢুকে জানলার কাছে পাহারায় থাকতে হবে। বেড়া টপকে প্রথম খানিকক্ষণ কিছুই তার ঠাহর হল না। চারিদিক ঘুমে আর অন্ধকারে নিঝুম। কোথায় থাকে জাদিদ, কোথায় বা জানলাটা? দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে দোমোল্লা সইদ আঙিনাটা

পাড়ি দিতে লাগল। চেষ্টা করল যাতে কোনো শব্দ না হয়, লোকের ঘুম না ভাঙে। এ কথা তার মনে না হয়ে পারল না যে পরের ঘরে এভাবে ঢোকে শুধু চোর ডাকাতেরাই।

বাড়ির বাঁ দিকটা থেকে একটা চাপা শব্দ আসছিল: দরজায় ঘা পড়ছে। এইটেই তাহলে মির্জা ফাতকুল্লার ঘর। শব্দে বাড়ি গমগম করছে, ঘা পড়ছে বাইরে থেকে। একটা ছোটো আলোকিত জানলায় উঁকি দিল সইদ। টেবলে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। খোলা দেরাজের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। বয়সে দোমোল্লা সইদের চেয়ে কিছু বড়ো। ফরসা মুখখানায় কচি মোচটা মনে হয় যেন কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা। দেরাজ থেকে কী কতকগুলো কাগজ বার করে দলা পাকিয়ে সে মুখে পুরে দিল। বোঝা গেল দলাটা চিবিয়ে গিলতে তার কষ্ট হচ্ছে। গলার ডিমটা তার ওঠা নামা করতে লাগল। বাড়ির ভেতর দরজায় প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। শেষ কাগজটা দলা পাকিয়ে মুখে পুরে বাতি নিবিয়ে সে ছুটে এল জানলার দিকে। বাইরে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোমোল্লা সইদ।

হতাশ হয়ে ঢোক চিপলে ছেলেটি। ওদিকে প্রচণ্ড শব্দে বাইরের দরজা ভেঙে পড়ল।

'শীগ্গির লাফিয়ে পড়ো,' বললে সইদ, 'এখানে কেউ নেই।'

মির্জা ফাতকুল্লা অবিশ্বাসে হাসলে। বাড়ির ভেতর থেকে ইতিমধ্যেই পায়ের শব্দ উঠছে। জাদিদ জানলা দিয়ে লাফাল।

'এই দিকে, বাঁয়ে, এই দেয়াল টেপকে!' দোমোল্লা লাঠিতে ভর দিয়ে দেয়াল টপকালে প্রথম, জাদিদ অনুসরণ করল তাকে: সত্যিই গলিতে একটা পাগড়িও দেখা গেল না।

'ওদিকে নয়, ওদিকে নয়, বাঁয়ে!'

চট করে পাশের রাস্তায় বেঁকে একটা অন্ধকার চাঁদনী চকে ঢুকল ওরা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ তারা হাঁটল। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অন্ধকারের বুকে চিরে চিরে যাচ্ছে আঁকাবাঁকা রাস্তা, ঝাঁপিয়ে যাচ্ছে, পাশে সেঁধচ্ছে বাড়িগুলোয়।

'কাগজ খেলে কেন বলো তো?' আচমকা প্রশ্ন করল দোমোল্লা।

কৌতূহলে চেয়ে দেখল জাদিদ।

'কাগজগুলোয় আমাদের সঙ্গীদের নাম লেখা ছিল।'

'যাই করো, তোমার সঙ্গীরা আজ রাতেই মারা পড়বে।'

'তুমি আমায় পালাতে সাহায্য করলে কেন? জাদিদদের দরদী তুমি?'

'শরিয়তের বিরুদ্ধে যাচ্ছ কেন তোমরা রুশীদের সঙ্গে?'

'শরিয়তের বিরুদ্ধে নয়, যাচ্ছি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। জনকয়েক আমলা আর ইশান লোককে লুটে খাবে তা চাই না। আল্লা কি হুকুম দেয় নি, চোর লুটেরার হাত কেটে ফ্যালো?'

'মুখ সামলে!'

'দ্যাখো চারিদিকে কী হচ্ছে। রুশীরা তাদের জারকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বোখারার লোকেদের সাহায্য করতে চাইছে তারা। একে কি ধর্মদ্রোহ বলবে? আমির যদি রুশী জারের সঙ্গে মিলে বোখারার লোকেদের ওপর জুলুম চালায়, সেটা কি শরিয়তের বিরুদ্ধতা হল না? জাদিদরা কিন্তু যদি রুশীদের সঙ্গে মিলে নিজেদের অধিকার অর্জন করতে চায়, সে কি শরিয়তের বিরুদ্ধতা, সে কি ধর্মদ্রোহ? তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে শরিয়ৎ? ঠগের দাড়িপাল্লা, লোক বিশেষে তার ওজন বাড়ে কমে? আরে কানে আঙুল গুঁজো না, শোনো বলি...' মির্জা ফাতকুল্লা দোমোল্লার আস্তিন ধরে টান দিতে গিয়েছিল, কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে টলে উঠল। ছুটে পালাল দোমোল্লা। আলখাল্লার ঢোলা আস্তিনের মধ্যে দুলতে দেখা গেল তার বেঢপ হাত দুটোকে। শুকনো রাস্তায় খটখটিয়ে উঠল তার বেজায় বড়ো জুতো জোড়া। মোড়ের বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হল সে...

মাদ্রাসার বড়ো মৌলবী রাফাৎ আলির ঘরে উঠতে হয় একটা সরু পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। দুটি কুঠরি তার দখলে। প্রথমটিতে মুদারিস তার সময় কাটায় কোরান পাঠ ও ঈশ্বরচিন্তায়। মেহমানদেরও আপ্যায়ন করা হয় সেখানেই। দ্বিতীয় কুঠরিটি তার শোবার ঘর।

বড়ো মৌলবীর এই বসবার ঘরটি যেন চিনির তৈরি। দেয়ালগুলো ঠিক মৌচাকের মতো, চুণা পাথরের খোপ তোলা। কুলুঙ্গির ধারগুলোয় জালি কাজ, মনে হয় যেন নানা রঙের লজেন্স দিয়ে তৈরি এক মোজাইক। সিলিঙের ত্রিভুজাকার খেলানগুলো ঠাণ্ডা আমেজ ছাড়ে ঠিক তরমুজ ফালির মতো। তবে সে সিলিঙ এত নিচু যে মনে যতই গর্ব থাক, এ ঘরে ঢুকলে লোককে ভক্তিভরে মাথা নোয়াতেই হবে। মুসলমান মুদারিসের কুঠরি তো আর

ইউরোপীয়দের সদা চঞ্চল পায়ের জন্য নয়, এ কুঠরি ধ্যানের জন্য, আলাপের জন্য। আলাপ করার সময় অনাবশ্যক ছটফট করা মুসলমানের সাজে না। আবেগ-দানবের তাড়নায় যদি আলাপের মধ্যে কখনো সে লাফিয়ে উঠতে চায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় সিলিঙের বাড়ি খেয়ে তার সম্বিৎ ফিরবে। মুদারিসের কুঠরি বানাবার সময় নিশ্চয় এই কথাই ভেবেছিল প্রাজ্ঞ বাস্তুকারেরা।

দোমোল্লা সইদ আজ সকাল থেকেই ব্যস্ত। উনুনে শনশন করছে তামার ডেকচি। ওপরকার চালের পুরু স্তর ভেদ করে ফোঁসফোঁসিয়ে উঠছে গলন্ত চর্বি আর তাতে করে বরফের মতো গলে যাচ্ছে চালগুলো, দেখা দিচ্ছে পুরুষ্টু ভেড়ার মাংস।

বড়ো মৌলবী রাফাৎ আলির ঘরে আজ মেহমান। কম্বল পাতা মেজের ওপর তারা বসে আছে টানটান নিশ্চল ভঙ্গিতে, যেন ভয় পাচ্ছে মাথা থেকে বকের বাসা পাগড়িগুলো খসে না পড়ে। আলাপের ক্ষীণ সূত্রটা খুলে খুলে ধীরেসুস্থে জিব নড়ছে মুখের মধ্যে।

সপ্তম বারের বার চা দেবার সময় মেহমানদের দিকে আরেকবার চকিত দৃষ্টিপাত করল সইদ। সবচেয়ে সম্মানের আসনে বসে আছে স্বয়ং বড়ো কাজি। মাদ্রাসায় তার আগমনে কম সোরগোল পড়ে নি। কড়া দাড়ি তার মুখে, থলথলে চোখ। মনে হয় যেন ফুলো ফুলো দুই পকেট, লোকে যেমন খাপে চশমা ঢোকায়, কাজিও বোধ হয় সেইভাবে রাতের বেলায় চোখ দুটিকে স্রেফ ওই পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় অতিথিটি বেঁটে থলথলে চেহারার একটি লোক, পাকা দাড়ি, লাল লাল সজল চোখ। এও আমিরের এক বড়ো চাকুরে। মনে হয় এক্ষুণি বুঝি হেঁচে উঠবে, নাক থেকে তার শাদা মোচ জোড়া ঝুলে আছে যেন পড়ন্ত দু'ধারা জল ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেছে। তবে দোমোল্লা সইদের সবচেয়ে বেশি নজর গেল তৃতীয় মেহমানের প্রতি, দূর কাবুল থেকে এ এসেছে আগের দিনই, রাত কাটিয়েছে মাদ্রাসায়। নাম তার খালেক অয়ালিয়াদ-ই-উমর। লোকে বলে, আফগানিস্তানের নামকরা এক ইশান। তার কালো চ্যাটালো দাড়ি মনে হয় যেন পেটেণ্টলেদার কেটে বসানো। একটিও পাক ধরে নি তাতে। মুখটা তার অচঞ্চল, শুধু চোখের পাতার ফাটলের মধ্যে চোখের মণি দুটো ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে যেন আড়াল থেকে নিশানা করা বন্দুকের নল। সবচেয়ে সম্মানের

জায়গায় ইশান না বসলেও দোমোল্লা সইদের বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে-ই সেদিনকার সবচেয়ে ইমানদার মেহমান।

ডেকচির চাল লাল হয়ে উঠছে আর রহমানের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে তাদের আলাপের রেশ। দু'দিন আগে আমিরের প্রাসাদের সামনে যখন ধৃত তিন জন জাদিদকে প্রকাশ্যে বেত মারা হয়, দোমোল্লা কামার তখন সেখানে হাজির ছিল। শতেক বারের বার সে ওই বৃত্তান্তটা খুঁটিয়ে শোনাচ্ছে। খোজা মিরবাবা মকসুম-জাদা এবং সদরেদ্দিন আইনী সইদ-খোজার নাঙ্গা পিঠে পঁচাত্তরটি করে কোড়া মারা হয়, আর সবচেয়ে যে শয়তান জাদিদ, মির্জা নাসিরুল্লা আবদুল গফুর — তাকে মারা হয় দেড়শ কোড়া। যখন চামড়া ফেটে মাংস বেরিয়ে আসে, তখন গায়ে জল ঢেলে একটু জিরতে দেওয়া হয়, তারপর আবার পিটুনি চলে।

'কিন্তু মাত্র তিন জনকে কেন?' নির্বিকার গলায় প্রশ্ন করে দোমোল্লা রহমান, 'রাতে গ্রেপ্তার করেছিল তো ত্রিশ-এর বেশি জাদিদ?'

কেন তা দোমোল্লা কামার জানে না। লোকে বলে, রুশী পুলিসের দাবিতে ছেড়ে দিতে হয়। আর এই যে তিন জন কোড়া খেয়েছিল তাদের মধ্যে মারা যায় কেবল মির্জা নাসিরুল্লা। বাকিরা বেঁচে আছে। কাজিরও শিক্ষা হয়: দেড়শ কোড়ার কম চলবে না।

ডেকচির চাল সিদ্ধ হয়ে এল। প্রকাণ্ড একটা চীনা রেকাবিতে সুগন্ধি পোলাও ঢাললে দোমোল্লা সইদ। ধূমায়িত রেকাবি নিয়ে আঙ্গিনা পার হয়ে সে উঠতে লাগল পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে। কুঠরি থেকে বড়ো কাজির ঘড়ঘড়ে গলার স্বরে সে থেমে গেল:

'...সবাই কাগানে পালিয়েছে, ফইজুল্লা খোজা, বুরখানভ, মির্জা ফাতকুল্লা— সবাই,' বলছিল কাজি।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পাতে দোমোল্লা সইদ। কিন্তু পোলাওয়ের গন্ধ তার আগেই কুঠরিতে পৌঁছে দোমোল্লার আগমন জানিয়ে দিয়েছে। আধ কথার মাঝখানেই চুপ করে যায় বড়ো কাজি।

দুরু দুরু বুকে ঘরে ঢুকে জাজিমের ওপর রেকাব নামিয়ে দেয় দোমোল্লা সইদ। জুতোর শব্দ তুলে সে নিচে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে। তারপর মিনিট খানেক থেমে বিনা শব্দে আবার উঠে আসে ওপরে। সিঁড়ির শেষ বাঁকটায় গা ঢাকা দেয়। কানে আসে বড়ো কাজির ঘড়ঘড়ে আওয়াজ:

'...ব্যাপারটা হল গে, শ্লগা আমাদের এক চিঠি পাঠায়, চিঠিতে সবচেয়ে অনিষ্টকর জাদিদদের নামের তালিকা ছিল, যারা এখন কাগানে ল্যকিয়ে আছে। শ্লগা খবর দেয়, সর্দার জাদিদদের কারা কারা কবে গোপনে বোখারায় এসে জড়ো হবে, আমিরের প্যলিসকে পরামর্শ দেয়, কাগান সোভিয়েত তাদের পক্ষ নেবার আগেই যেন তাদের একেবারে খতম করে দেওয়া হয়...'

কুঠরির ভেতর থেকে চিব্যনির জোরাল শব্দ এল। কাজি পোলাও খায় বেশ ধীরেস্যস্থে।

'তারপর?'

'কিন্তু কী করে যেন চিঠিটা গিয়ে পড়ে জাদিদদের হাতে। সারা কাগান জ্যড়ে চেঁচামেচি শ্যর্য করে দেয়। কাগান সোভিয়েতকে আসরে নামায়। সোভিয়েত দাবি করে, শ্লগাকে গ্রেপ্তার করা হোক। জেনারেল মিলার রেহাই পাবার জন্যে রাজী হয়ে যায়। শ্লগা তার নিজের বাড়িতে আটক হয়ে আছে। যেসব জাদিদ গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের ছেড়ে দিয়ে কাগানে পাঠাতে হল। কাল জাদিদরা মির্জা নাসির্যল্লার সৎকারের আয়োজন করে। এত লোক জোটে যে প্রায় দ্বিতীয় এক বিক্ষোভ মিছিল...'

আবার চিব্যনির শব্দ তুলে পোলাও খেতে থাকে কাজি।

'হ্যজ্যর তাহলে কী করবেন ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করে ঈষৎ শ্লেষাত্মক অচেনা একটি গলা।

কাজি ধীরেস্যস্থে হাত চাটে।

'কাল হ্যজ্যরের কাছে মিলার এসেছিল। বলে, জাদিদদের পক্ষ থেকে মহিউদ্দিন মনস্যরভ, ব্যরখানভ এবং ফইজ্যল্লা খোজা এসেছিল তার কাছে। জাদিদদের সঙ্গে আমিরের আলাপ আলোচনায় তাকে মধ্যস্থ হবার অন্যরোধ করেছে...'

'মিলার কি জাদিদদের পক্ষে?' জিজ্ঞেস করে শ্লেষাত্মক গলা।

'মিলার এই পরামর্শ দিয়েছে,' বলে কাজি, 'কাল শ্যক্রবার সে আলাপ আলোচনার জন্যে প্রাসাদে আসবে। সঙ্গে নেবে মাথা মাথা বারোজন জাদিদ। কাগান সোভিয়েতের র্যশীদেরও সঙ্গে রাখবে সাক্ষী হিসেবে। মোল্লা ও গোঁড়াদের যেন জানিয়ে রাখা হয়, রাস্তায় তারা যেন প্রকান্ড জমায়েত জোটায়। প্রাসাদে আমির তাদের গ্রহণ করবে, এবং র্যশীদের সমক্ষে জাদিদদের বলবে

যে তাদের ওপর কোনো অন্যায় হতে দেওয়া হবে না। এরপর জাদিদরা ফিরে যাবে। এই সময় গোঁড়া মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ে রুশীদের সামনেই জাদিদদের খতম করবে। রুশীরা খুশি থাকবে এই জন্যে যে অন্তত তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছে, মিলার বা আমিরের ওপর কোনো চাপ আর দেবে না। লোকে যে ইসলামের ভক্ত, জনকয়েক ধর্মদ্রোহীর গলা কেটেছে বলে কি আর তাদের শাস্তি দেওয়া যায়? ওদিকে নেতাহীন জাদিদদের অবস্থা হবে দড়ি ছেঁড়া গরুর মতো।'

আবার চপ-চপ শব্দ, মাংসের সরস টুকরো চিবুচ্ছে সবাই। ফের সেই শ্লেষাত্মক অচেনা গলা:

'কবে থেকে আমির নিজেই শরিয়ৎ ভঙ্গকারীদের শাস্তি না দিয়ে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছেন?'

নিচে পাথরের সিঁড়িতে জুতোর শিথিল শব্দ শোনা গেল। দোমোল্লা সইদ ভয় পেয়ে দেয়াল ঘেঁসে রইল। সিঁড়ির বাঁকটায় মাথা তুলছে শাদা পাগড়ি। ফেরার পথ বন্ধ, সরু সিঁড়িতে দুজন লোকের ওঠা নামা অসম্ভব। দোমোল্লা সইদ এক লাফে কুঠরিতে ঢুকে আভূমি কুর্নিশ করলে:

'এঁটো নিয়ে যাব?'

'দরকার নেই। চা করো গে,' শোনা গেল মুদারিসের বিরক্ত সন্দিগ্ধ স্বর।

চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন মেহমান, অমায়িকভাবে শাদা দাড়িতে হাত বুলুচ্ছে। দোমোল্লা সইদ তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে পড়িমরি নিচে নামল।

স্টেশন থেকে তারা এল ঘোড়া গাড়ির লম্বা সারি বেঁধে। কঁককিয়ে উঠল সারস, খটখটিয়ে উঠল খুরের শব্দ। ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে সরু পথ ছেড়ে দিল জনতা। গাড়িগুলো খোদ আমিরের। পুরুষ্ট ঘোড়াগুলো কুচকাওয়াজের মতো করে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এগুল দুলকি চালে। প্রথম গাড়িখানায় স্বয়ং জেনারেল মিলার। গায়ে তার পুরোপুরি প্যারেডের পোষাক। গোলগাল মুখ, দাড়ি নেই, খোঁচা খোঁচা মোচ, দেখতে ঠিক একটি নধর বেড়ালের মতো। পরের গাড়িগুলোতে জাদিদদের প্রতিনিধিরা, সঙ্গে আমিরের অফিসাররা। শেষের দুই গাড়িতে কাগান সোভিয়েতের রুশী সদস্যরা। ধীরে ধীরে বাজার পেরিয়ে মিছিল গেল রেগিস্তানের দিকে। একটা ফাঁপা গুঞ্জন তুলে লোকে পথ ছেড়ে দিয়েই আবার ভিড় জমাল শেষ

গাড়িটার পেছনে। জাহাজের পেছনে ফেনার আলোড়নের মতো বহুক্ষণ সেখানে দুলতে থাকল শাদা পাগড়ির পুঞ্জ।

শেষ গাড়িটায় চোখ বুলাল দোমোল্লা সইদ। জাদিদদের মুখের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়েছিল, মির্জা ফাতকুল্লাও কি থাকবে ওদের মধ্যে? শেষ গাড়িটাও যখন মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হল, তখন দোমোল্লা সইদ ভিড় ছেড়ে পালাতে চাইল। দ্বিতীয় বার দাঙ্গা দেখার ইচ্ছে ছিল না তার। প্রথম দাঙ্গার স্মৃতিটা তার গলায় আটকে আছে একদলা হারামের মাংসের মতো।

ঠিক করল মাদ্রাসায় ফিরবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাটাবে। পাশের গলিটা দিয়ে একমনে ঝাপসা জটিল কী একটা কথা ভাবতে ভাবতে সে চলেছে, এমন সময় ঠিক মাদ্রাসার দরজার কাছেই ছুটে এল শাদা পাগড়ি-পরা উদ্‌ভ্রান্ত একটি লোক। ধাক্কা খেয়ে মাথা থেকে পাগড়ি খসে গেল তার। প্রচণ্ড গালাগালি দিয়ে লোকটা থেমে গেল। দোমোল্লা সইদ বিস্ফারিত চোখে তাকাল তার দিকে — লোকটা আর কেউ নয় মির্জা ফাতকুল্লা।

'আরে তুমি যে দোমোল্লা! দ্যাখো কাণ্ড। শোনো, দোস্তের মতো এবারও বাঁচাও আমায়। লুকিয়ে রাখো যেখানে হোক। এক শালা মোল্লা আমায় বাজারের মধ্যে চিনে ফেলে, লোক খেপাতে শুরু করে। ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছি, এ রাস্তাটাতেও ধেয়ে আসতে পারে, ফের ওদের হাতেই গিয়ে পড়ব।'

মোড়ের অদূরে পায়ের শব্দ আর চিৎকার শোনা গেল।

দোমোল্লা সইদ ইশারায় অনুসরণ করতে বললে মির্জাকে। মাদ্রাসার আঙিনায় ঢুকল তারা। সাবধানে চারিদিকে চেয়ে দোমোল্লা সইদ তার কুঠরির দরজা খুলে জাদিদকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। মাদ্রাসা ফাঁকা, সমস্ত দোমোল্লা আর মুদারিসরা গেছে রেগিস্তানে। এঁটে দরজা বন্ধ করলে সইদ।

'আমি তোমায় আজ খুঁজছিলাম। ভেবেছিলাম, প্রতিনিধিদের সঙ্গে তুমিও প্রাসাদে যাবে,' জাদিদের দিকে না চেয়েই সে বললে, 'কাল সন্ধেয় তোমার বাড়িও গিয়েছিলাম। প্রতিনিধিদের ব্যাপারে সাবধান করে দেব ভেবেছিলাম। বাড়ি ছিলে না।'

'কিসের সাবধান?'

'এখন আর সময় নেই। বলতে গিয়েছিলাম, প্রতিনিধিরা যেন না আসে। সবাইকে মেরে শেষ করবে। কেউ ফিরবে না।'

'তুমি জানলে কোত্থেকে?'

'জানি। নিজের কানে শুনেছি। তোমাদের জেনারেল মিলার আ...' ও বলতে গিয়েছিল আমিরের সঙ্গে কিন্তু থতমত খেলে, 'মানে বড়ো কাজির সঙ্গে সাট করেছে, মাথা মাথা কুড়ি জন জাদিদকে নিয়ে আসবে প্রাসাদে, ভান করবে আলাপ আলোচনার জন্যে, তারপর ফেরার পথে... মানে, চিহ্নও থাকবে না, বুঝেছ?'

'কে তোমায় বললে? সত্যি করে বলো তো।'

'কাজি আমাদের মুদারিসের কাছে বলছিল...'

'এখুনি ছুটে গিয়ে সাবধান করে দিতে হয়!'

'কোথায় যাবে, কেল্লায়?'

'কেল্লায় নয়, স্টেশনে রুশী একটা মিলিটারি ইউনিট আছে, এসেছে সমরখন্দ থেকে। টেলিফোন করে কাগান সোভিয়েতকে তারা সাবধান করে দেবে।' মির্জা ফাতকুল্লা ছুটল দুয়োরের দিকে।

'স্টেশনে পেঁছতে পারবে না, অনেক দূর, লোকে চিনে ফেলবে,' পথ আটকে বললে দোমোল্লা।

মির্জা ফাতকুল্লা তাকে ঠেলে দিলে দরজা থেকে।

'দাঁড়াও, আমি আগে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তাটা দেখে আসি,' দোমোল্লা সইদ দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল উঠোনে।

'ঐ যে, ঐ যে,' হঠাৎ পরিচিত গলা শুনলে সে, 'নিজের কুঠরিতে লুকিয়ে রেখেছে!' হুড়মুড়িয়ে একটা ভিড় ঢুকেছে আঙিনায়, সবার আগে ছুটে আসছে দোমোল্লা সাত্তর।

সইদ হাট করে খুলে দিলে দরজা। কপাটটা খোলে বাইরের দিকে। সেই খোলা কপাটটাকে ঢালের মতো করে সে আড়াল করে রাখল মির্জাকে।

'পালাও,' বলে উঠল সে জাদিদকে, 'ছুটে যাও সোজা দেয়াল বরাবর। সেখানে ঠিক কোণে সিঁড়ি আছে। উঠে যাও ওপরে। মুদারিস নেই। লুকিয়ে থাকো তার কুঠরিতে।'

দোমোল্লা সইদ এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। সাত্তর হাত তুলে ভিড় থামাল।

...লাঠির প্রচণ্ড বাড়িতে পড়ে গেল সইদ। মুখ থুবড়ে সে পড়ল পাথর-বাঁধানো আঙিনার ওপর। মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারাল সে। মুখের মধ্যে রক্তের স্বাদে জ্ঞান ফিরল। কাত হবার চেষ্টা করলে সে। আঙিনাটা ফাঁকা।

ভিড় গিয়ে জুটেছে কোণটায়, উপচে উঠছে মুদারিসের কুঠরিতে। মির্জা ফাতকুল্লার শাদা পাগড়িটা চোখে পড়ল সইদের, মুঠো-করা দুটো হাত উঁচিয়ে রেখেছে সে মাথার ওপর। তারপর জাদিদকে পায়ের তলে দলতে লাগল ভিড়টা।

কষ্টে উঠে দাঁড়াল দোমোল্লা সইদ। কেউ নজর দিলে না তার দিকে। দেয়াল বরাবর এগিয়ে ফটক পেরিয়ে সে পৌঁছল রাস্তায়। পেছনে ফিরে দেখার ইচ্ছে ছিল না তার। দেয়ালে কাঁধ ঘষটে টলতে টলতে সে চলল ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে।

স্টেশনে সৈন্যদলের কম্যান্ডারের কাছে ছেঁড়া আলখাল্লা আর শাদা পাগড়ি-পরা একটি লোক এসে হাজির হল। মুখ তার রক্ত-মাখা। কম্যান্ডার তার কথা কিছুই বুঝতে না পেরে দোভাষী ডাকল।

'বলছে, মিলার কাজির সঙ্গে সাট করেছে, জাদিদ প্রতিনিধিরা কেউ বোখারা থেকে জীবন্ত ফিরবে না। বলছে, মির্জা ফাতকুল্লা বলেছে চট করে যেন কাগান সোভিয়েতে খবর দেওয়া হয়। বলছে মির্জা ফাতকুল্লাকে মেরে ফেলেছে ...'

মাদ্রাসা-পড়ুয়ার পাগড়ি-পরা রক্ত-মাখা লোকটা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। কানে এল হাতল ঘোরানোর শুকনো আওয়াজ, টেলিফোনের কালচে গোল মুখটায় বিদেশী ভাষায় কী যেন চিৎকার করছে কম্যান্ডার, তার মধ্যে কয়েকটা শব্দ তার পরিচিত: কাগান... সোভিয়েত... আমির... মিলার... জাদিদ, বোখারা...'

তারপর এ ভাষা শেষ হয়ে ফের যখন হাতল ঘোরানোর শুকনো শব্দ উঠল তখন লোকটা উঠে এক মগ জল চাইলে, আস্তিন দিয়ে মুখটা মুছলে, চলে গেল।

কে লোকটা, কী তার নাম, তা আর কারো জানা হয় নি।

চোখ উপড়ে নেওয়া

'তার মানে তোমার মতে মির্জা ফাতকুল্লা খুন হয় সতের সালে?' তদন্তকর্তা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল উর্তাবায়েভের দিকে।

'আমার চোখে দেখা। কেন, আপনি জানেন না?'

জাবেরি নীরবে মোচ কামড়াল।

'মির্জা ফাতকুল্লা মহম্মদভ বেঁচে আছে এবং বেশ কুশলেই। পরশু এখানে এসেছে। দৈবাৎ তোমার ব্যাপারটা কানে যায়, এসেছে তোমার পক্ষ নিতে।'

'অসম্ভব!..

'বলছে, তোমার খোঁজ করে সর্বত্র, মাদ্রাসায় জিজ্ঞাসাবাদ করে। শোনে তুমি নাকি পালিয়েছ। কিন্তু কোথায় পালিয়েছ, কেউ বলতে পারে নি।'

'সত্যি সত্যিই বেঁচে আছে, বলেন কী?'

'বলছি বেঁচে আছে।'

'আমাদের দলে?'

'নয়ত কী, পার্টি সভ্য। অন্য অনেক জাদিদদের মতো নয়, প্রথম দিন থেকেই আমাদের সঙ্গে বরাবর আছে। মাঝে মাঝে দ্বিধা করেছে তা ঠিক, এক সময় তার ভেতর থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অভ্যাসটা উঁকি মারে, তবে মোটের ওপর চটপট শুধরে নেয়। এখানকার জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে সংগ্রামে খুব সাহায্য করেছিল আমাদের — ওদের নাড়ীনক্ষত্র সব জানে তো। জাদিদদের নিয়ে লেখা ওর পুস্তিকাটা পড়ো নি? খাসা বই। খুব লাগসই একটিমাত্র কথায় ও জাদিদদের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে। বলেছে, জাদিদবাদ হল এমন এক শিকারী যে পাখি শিকার করতে গিয়ে মেরে বসে ভালুক, আর তাতে এমন ভয় পেয়ে যায় যে বন্দুক ফেলেই পালায়। বেশ বলেছে, না? লক্ষ্য ছিল একটা উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র, আর গিয়ে পেঁৗছল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে! তবে ঐ বন্দুক ফেলে পালানো — ওটা ওর পুরনো ভুল। এখানকার পর্যায়ে ওদের প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাটা ও ছোটো করে দেখে। যাই হোক, মোটের ওপর বিশ্বস্ত লোক, পার্টির জন্যে গর্দান দিতে পারে... দাঁড়াও, দেখি এল কিনা, আজ আসবে বলেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে।'

জাবেরি বোতাম টিপল।

ঘরে ঢুকল সেক্রেটারি।

'কমরেড মহম্মদভ আসেন নি?'

'এইমাত্র এসেছেন। ডেকে দেব?'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন।'

দরজায় এসে দাঁড়াল মির্জা ফাতকুল্লা।

'আদাব দোমোল্লা! দ্যাখো কান্ড!' দুই হাত দিয়ে সে উর্তাবায়েভের হাতে ঝাঁকুনি দিলে, 'আশা করো নি তো? এবার দেখছি আমার পালা, বিপদ থেকে এবার তোমাকেই উদ্ধার করতে হবে। আরে, ইয়া আল্লা, তুমি বিশেষ বদলাও নি দেখছি! শুধু মাথায় পাগড়িটা নেই, চুলেও একটু পাক ধরেছে। আমার দিকে অমন চেয়ে আছ যে? চিনতে পারছ না? বেশ বুড়িয়ে গেছি, না? সময় তো আর বসে নেই। কে তার সঙ্গে পাল্লা দেবে বলো। রাস্তায় দেখা হলে আমায় নিশ্চয় চিনতে পারতে না।'

'উহুঁ, আপনি বেশি বদলান নি,' ফাতকুল্লার ওপর থেকে চোখ সরালে না উর্তাবায়েভ, 'তবে চিনতে কিন্তু কিছুতেই পারতাম না। ভাবিই নি যে জ্যান্ত দেখব। এখনো পর্যন্ত আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। কী করে হতে পারে? সত্যিই সে সময় জ্যান্ত পালাতে পেরেছিলেন?'

'ভালো করে দ্যাখো না, টিপে দ্যাখো।'

'সে তো দেখছি। শুধু চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। এই দু'চোখ দিয়েই তো দেখেছিলাম কী ভাবে আপনাকে আঙিনায় হিঁচড়ে টেনে এনে ছিঁড়ে খাচ্ছিল।'

'তোমার সেই মাদ্রাসায়? সে এক মজার ঘটনা। তুমি তাহলে দেখেছিলে কী ভাবে ওর চোখ উপড়ে নেয়?'

'কার?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! জাবেরি জানে না ব্যাপারটা। নিশ্চয় ভেবেছে আমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়েছে। ওকে ব্যাপারটা বলা দরকার। আদাব বুড়ো, দ্যাখো দিকি এখনো পর্যন্ত তোমায় নমস্কারই জানাই নি। ব্যাপারটা কী জানো?'

'উহুঁ, এখনো পর্যন্ত কিছু বুঝছি না,' মাথা নাড়লে জাবেরি, 'উর্তাবায়েভও বুঝছে বলে মনে হয় না।'

'আমায় ও যে কুঠরিতে লুকিয়ে রেখেছিল সে গল্প তো তোমায় করেছি, মনে নেই? তারপর মোল্লারা যখন মাদ্রাসায় ঢুকল, আমায় ও বললে, — মুদারিসের কুঠরিতে চলে যাও, কেউ নেই সেখানে। ভাববার সময় নেই — সেখানেই ছুটলাম। সরু সিঁড়ি — উঠে ঢুকলাম কুঠরিতে, ছোট্ট ঘর, হাত চারেক চওড়া, অন্ধকার, দেখি কোণে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কে ঘুমোচ্ছে,

মাথায় শাদা পাগড়ি — ইশান কি মোল্লা হবে — কালো দাড়ি, আফগানী নাগরা, সেই যে শুঁড় তোলা। ঘাবড়ে গেলাম, পেছবার জায়গা নেই। তাকিয়ে দেখি, ইশান আমার ঘুমুচ্ছে, নাক ডাকছে। আর কুঠরির অন্য কোণে নিচু একটা দরজা, নিশ্চয় অন্য কুঠরিতে যাবার পথ। হামাগুড়ি দিয়ে সেখানেই ঢুকলাম। এক রাশ কম্বল, শোবার ঘর। একটা কোণে গিয়ে কতকগুলো কম্বল আর বালিশ চাপা দিয়ে লুকিয়ে রইলাম। শুনি পাশের ঘরে সোরগোল, হুটোপুটি। তারপর সব থেমে গেল। আমি দম আটকে পড়েই আছি। কে একজন ভেতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেল। সব চুপচাপ। অনেকক্ষণ ওইভাবেই রইলাম। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, যা হবার হোক, এখানে রাত কাটানো চলবে না। মুদারিস ফিরে এলে গোলমাল হবে। পালাতে হচ্ছে। বড়ো মৌলবীর আলখাল্লা গায়ে চাপালাম, একেবারে গোড়ালি পর্যন্ত তার ঝুল। অন্য একটা পাগড়ি জড়ালাম মাথায়। অল্প একটু উঁকি দিলাম। প্রথম ঘরখানা ফাঁকা। দাড়িওয়ালা লোকটা নেই। চারিদিকে ভাঙা কেটলির টুকরো, কম্বলগুলো পায়ে মাড়ানো। গেলাম সিঁড়িতে, সেখান থেকে আঙিনায়। সব ফাঁকা। আলখাল্লা জড়িয়ে, নাক পর্যন্ত পাগড়ি নামিয়ে ধীরেসুস্থে চললাম ফটকের দিকে। জুতো টেনে টেনে চলছি, ফিরে চেয়েও দেখি না। গেট দিয়ে বেরিয়ে প্রথম রাস্তাটায় ঢুকেই দে ছুট। নিরাপদ একটা জায়গায় পৌঁছলাম, তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না: ছাড়ান পেলাম কী করে? দিন দুয়েক পরে একজন কমরেড আসে আমার কাছে, সেও জাদিদ। বলে,— জানিস, পরশু, মিলারের সঙ্গে মিলে আমির যে দিন আমাদের প্রতিনিধিদের খতম করার মতলব করেছিল, সেদিন একদল মোল্লা কোন এক জাদিদের পেছু ধাওয়া করে মীর আরব মাদ্রাসায় ঢোকে, কিন্তু জাদিদের বদলে এক নামকরা আফগানী ইশানকে ঠ্যাঙায়। লোকটা এসেছিল কাবুল থেকে, মাদ্রাসার বড়ো মৌলবীর ঘরে উঠেছিল। লোকে বলে, কী একটা গোপন কাজে এসেছিল আমিরের কাছে। মোল্লারা তাড়াহুড়োয় ভাবে, সে-ই বোধ হয় পোষাক বদলানো জাদিদ, ঘর থেকে টেনে বার করে, জবর ধাতানি দেয়, একটা চোখ উপড়ে নেয়। একজন দোমোল্লা ওকে সনাক্ত না করলে পিটিয়েই মেরে ফেলত। ইশান আমিরের কাছে নালিশ জানিয়েছে। আমির নাকি তাকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছে, রুশী রেসিডেন্সি থেকে ডাক্তার আনিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। বেঁচে যাবে বলে মনে হচ্ছে, তবে

চোখটি আর ফিরবে না। চিরকাল জাদিদদের স্মৃতি লেগে থাকবে চন্দ্রবদনে ...'

উর্তাবায়েভের দিকে চোখ পড়তেই জাবেরির হাসি থেমে গেল। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে উর্তাবায়েভের মুখ।

'চোখ উপড়ে নেয় বলছ? একটা চোখ?' ফাতকুল্লার মুখের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল সে।

'কী হল তোমার? অমন করছ যে?'

খোলা জানলার দিকে সরে গেল উর্তাবায়েভ।

জাবেরি আর ফাতকুল্লা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। নিজের কপালে টোকা দিলে জাবেরি।

ফের যখন ফিরল উর্তাবায়েভ, মুখের ভাব তখন তার শান্ত হয়ে এসেছে। সোজা টেবলের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'বলাই বাহুল্য আমার ভুল হতে পারে,' স্থির দৃষ্টিতে জাবেরির দিকে চেয়ে পরিষ্কার গলায় সে বললে, 'অবশ্যই ভুল হতে পারে, কিন্তু আজ আপনি আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন না, খোজিয়ারভকে আগে কোথাও দেখেছি কিনা? আমার মনে হচ্ছে, দেখেছি। তবে সেটা অনেক দিন আগে, তখন তার দুটো চোখই ছিল। তাই আমার খেয়ালই হয় নি যে খোজিয়ারভের দাড়িটা একটু ছেঁটে যদি অন্য চোখটা বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকে প্রায় হুবহু ইশান খালেক অয়ালিয়াদ-ই-উমরের মতোই দেখাবে।'

খাদের যৌথখামার

ন্যাড়া সমভূমির ওপর দিয়ে প্রধান সেকশন থেকে দ্বিতীয় সেকশনে যাবার রাস্তাটায় চলেছে দুজন সওয়ারী। দগ্ধ হলুদ আকাশ পশ্চিম দিগন্তে ফিকে হয়ে আসছে একটা শুকনো স্বচ্ছ শিখায়। আস্তে আস্তে গরম কমছে। সওয়ারীরা পথ ছেড়ে দিয়ে সোজা পাহাড়গুলোর পথ ধরল। ঘোড়া চলছে হেঁটে। কমারেঙ্কো পকেট থেকে ঘামে দুমড়ানো এক প্যাকেট সিগারেট বার করলে। নিজে একটি নিয়ে এগিয়ে দিলে সঙ্গীর দিকে:

'নাও মুখতারভ!'

যাচ্ছিল তারা চুপচাপ, ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোকে কোনো তাড়া দিচ্ছিল না। গাঁট্টাগোঁট্টা তাজিকটির গায়ে খাকি জামা। সিগারেট খেয়ে সে সেটা নিবাল তার রেকাবে।

এগিয়ে আসা একটা ঢিবির পরে পাহাড়ের খাদের মধ্যে প্রথম বাড়িগুলোকে দেখা গেল। লাগাম নাড়া দিল সওয়ারীরা, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটল কিশলাকের চক্ষুহীন রাস্তায়। মেটে ঘরগুলো সব পিঠ ফিরিয়ে আছে রাস্তার দিকে, যেন উপেক্ষার এক নির্বাক কমেডির অভিনয় হচ্ছে। গোটা দশেক বাড়ি পেরিয়ে সওয়ারীরা পাশের দিকে ফিরল, ঝর্ণার শব্দ আসছিল সেখান থেকে। ওপরে ঝোলানো একটা নালী থেকে ঝিরঝিরিয়ে জল পড়ছিল। সেখানে ঘোড়া থামিয়ে আঁজলা ভরে জল খেলে তারা। সরু ধাতব জলস্রোতটায় সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র হয়ে চলেছে নিস্তব্ধতায়। আরো কিছুটা এগিয়ে তারা পৌঁছল আলাউখানার* কাছে। মুখতারভ তার মুখের কাছে হাত জড়ো করে তাজিক ভাষায় কী যেন হাঁকলে। জবাবে কাছের দেয়ালের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল ঢিপকপালী একটি ছেলে, বড়ো বড়ো চোখ। বেড়ার মধ্য দিয়ে গলে দৌড়ল সভাপতির খোঁজে। কিছু পরে সভাপতি নিজেই হাজির হল, ভালো মানুষ এক দেহকান, কটা দাড়ি, আলখাল্লায় 'আত্মরক্ষা ও রসায়ন শিল্প উন্নয়ন সমিতি'র ব্যাজ। যে ঘন গোঁপে তার দু'ঠোঁট ঢাকা, তাতে হাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই হাসতে হচ্ছিল তাকে ভুরু দিয়ে, দাড়ি দিয়ে, তার গোটা শরীরটা নাচিয়ে। দুই হাত দিয়ে সে অতিথিদের করমর্দন করলে। মুহূর্তের মধ্যেই মাটির মেঝের ওপর কম্বল বিছানো হল। এক বাটি তুঁত ফল আর এক জাগ টোকো দুধ এল।

'শোনো দৌলৎ, আমাদের সময় কম,' শশব্যস্ত সভাপতিকে থামাল মুখতারভ, 'যৌথখামারীদের জমায়েত বসাও, কয়েকটা ব্যাপার ফয়সালা করতে হবে।'

সভাপতি চলে গেল। কমারেঙ্কো আর মুখতারভ কম্বলের ওপর বসে তুঁত ফল সৎকারে লাগল।

---

* গাঁয়ের লোকেদের সাধারণ জমায়েতের জায়গা, শীতে আগুন জ্বেলে চা খাওয়া ও গল্প গুজব চলে। — সম্পাঃ

'পরিচালকমণ্ডলী ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করা যেতে পারে,' বললে মুখতারভ, 'যদিও তাতে সবচেয়ে সক্রিয় কর্মীদের হারাতে হবে। কিন্তু দৌলতের মতো সভাপতি আর মিলবে না। কাজের লোক, শিক্ষিত, পার্টির প্রার্থী সভ্য, লাল বল্লম-বাহিনীতে ছিল। কর্তৃত্ব আছে, সমস্ত যৌথখামারীদের চালাতে পারে। অন্য কাউকে ওর জায়গায় বসালে সামলাতে পারবে না।'

কমারেঙ্কো ফল শেষ করে দুধ টেনে নিল।

'যদি চাও যে দেহকানরা সত্যি সত্যিই মন খুলে কথা কইবে, তাহলে গোটা পরিচালকমণ্ডলীকেই পুনর্নির্বাচনের প্রশ্ন না রাখলে তাদের মুখ খুলবে না। সভা শুরু করে পার্টির জেলা কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো, তারপর আমায় কথা কইতে দিও। আমি ওদের পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য হিসাবে কিছুটা আলাপ করব।'

দেহকানরা জমায়েত হল ধীরে ধীরে, দু'একজন করে, বসল এক মস্ত বৃত্ত রচনা করে। সেক্রেটারি সকলের সঙ্গেই করমর্দন করলে। প্রথম যারা এল তাদের একজন হল বুড়ো এক্রাম আজিমভ, গত বছর যৌথখামারীদের ভ্রমণদলে মস্কো দেখতে গিয়েছিল। ফিরে এসে গল্প করে, মস্কোয় লোকেরা কেউ কাজ করে না, সারা দিন ঘুরে বেড়ায়। রাস্তায় যখনই বেরোও না কেন, লোকে লোকারণ্য।

এক্রামের পেছু পেছু এল বিধবা জুমরাৎ, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এই একবছর সে আর পরপুরুষের সামনে বোরখা দিয়ে মুখ ঢাকে না। দুঃখু করে বলে, সোভিয়েত রাজ ঠিক তিরিশটি বছর দেরি করে এসেছে। তখন যদি জুমরাৎ তার বোরখা খসাত, তাহলে আশেপাশের সমস্ত কিশলাকের মরদেরা ছুটে আসত তার রূপ দেখতে, আর এখন কেউ ফিরেও তাকায় না, যেন বোরখা পরেই আছে।

এরপর এল পোড়া-কপালে হাকিম — এ নাম জুটেছে তার অসাধারণ দুর্ভাগ্যের জন্য: সমতল রাস্তাতেই পা ভেঙে বসে তার ভেড়ারা, বছরের পর বছর তার তরমুজ খেতেই হানা দেয় বনশুয়োর, বেচারা যতই খাটুক, অভাব আর যায় না। যখন যৌথখামার গড়ার প্রশ্ন ওঠে, তখন সুদীর্ঘ ও গুরুতর একটা বিতর্ক বাধে পোড়া-কপালে হাকিমকে নিয়ে। বুড়োরা তাকে যৌথখামারে নেওয়ায় প্রচণ্ড আপত্তি করে: সবার জমি যখন এখন এক

হয়ে যাচ্ছে, হাকিমের আলাদা জোত থাকছে না, তখন তার পোড়া-কপাল গোটা যৌথখামারে ছড়াতে পারে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল রহিমশাহ আলিমভ, যৌথখামারের প্রথম সভাপতি। যৌথীকরণে প্রচন্ড উৎসাহী এবং হিসেবী চাষী হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত রাজের সঙ্গে তার মতভেদ হয় কেবল একটি প্রশ্নে: সায়েবী যন্ত্রপাতির মূল্যায়নে। জেলা কর্তৃপক্ষ যখন যৌথখামারের জন্য সায়েবী কলের লাঙল আর মই পাঠায়, আলিমভ তখন কোনো প্রশ্ন না তুলে সেগুলো গ্রহণ করে স্রেফ এক ধরনের উপঢৌকন হিসাবে (খয়রাতে পাওয়া ঘোড়ার দাঁত আবার কে দেখতে যায়?); এগুলোকে সে সসম্মানে সাজিয়ে রাখে যৌথখামারের দপ্তরের আঙিনায়, জমি চষতে থাকে বাপদাদার আমলের কাঠের লাঙল দিয়েই। স্তেপে সাধারণত যে পাহারা দিত সে দিগন্তে কর্তৃপক্ষের কাউকে দেখতে পেলেই আলিমভকে সতর্ক করে দিত। সভাপতি তখন ধূর্তামির জন্য ততটা নয়, বরং উদার দাতাদের তৃপ্তি দেবার বাসনায় কলের লাঙলে বলদ জুতে মিছিল করে ক্ষেতে নামত। ওপরওয়ালারা বহুদিন যন্ত্রপাতির এমন অটুট ঝকঝকে চেহারা দেখে তারিফ করেছে বটে, তবে শেষ পর্যন্ত আলিমভের চালাকি ধরা পড়ে যায়। সন্দেহ করা হয় যে সচেতনভাবে ফলন কমানোই তার লক্ষ্য, তাই সভাপতি পদ থেকে তাকে সরিয়ে বসানো হয় দৌলৎকে।

ক্রমে ক্রমে আলাউখানার সামনের চকটা লোকে ভরে উঠল। সব শেষেদের মধ্যে এল হায়দর রাজেবভ। এই লোকটিই কিছুদিন আগে গিয়েছিল স্তালিনাবাদে যৌথখামারীদের কংগ্রেসে, সেখানে নিজেদের প্রতিনিধিদল থেকে সে হারিয়ে যায়। বহু কষ্টে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় স্তালিনাবাদের বিমানবন্দরে, দু'দিন দু'রাত ধরে সে এখানে তন্ময় হয়ে কেবল এরোপ্লেনের ওড়া নামা দেখে। অন্যান্য প্রতিনিধিরা তার অপেক্ষায় না থেকে আগের দিনই রওনা দিয়েছিল। দৈবাৎ সেদিন একটা বিমান এদিকে আসছিল ক্লার্কের জন্য ডাক্তার নিয়ে। হায়দরকে বিমানে ঢুকিয়ে তার এলাকায় পেঁছে দেওয়া হয়। পরে পাইলট গল্প করেছিল যে বিমান মাটিতে নামার পর লোকটা আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে এরোপ্লেনকে, তারপর কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। রাজেবভ এমনিতেই মুখচোরা, এবার কিশলাকে ফিরে সে একেবারেই চুপ করে গেল — কংগ্রেসে কী হল না হল

তার কোনো গল্পই সে করলে না। লোকে প্রথমে ভেবেছিল ওর ঘোরটা কেটে যাবে, পরে বলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তারা আফসোস করতে শুরু করে আর কাউকে নয় ঠিক হায়দরকেই প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল বলে।

জন পনের লোক জোটার পর সভাপতি ফিরে এসে জানাল যে আর বেশি লোক হওয়া সম্ভব নয়: খান-নজরভ এবং কারি আবদুল সাত্তরভ অসুস্থ, রহমানভ গেছে বিয়ে করতে, ফজলুদ্দিন আহমেদভ যৌথখামারেরই কাজে গেছে গঞ্জে, বাকিরা কেউ আছে দূরে মাঠে, কেউ নিজের কাজে।

'সে কী? এই তিনবারের বার যৌথখামারের আম জমায়েতের চেষ্টা হল। এবারও এসেছে অর্ধেকেরও কম। এতে কী করে চলবে দৌলৎ?'

'ওদের জোটায় কার সাধ্যি? ভেড়ার মতো কেবলি ছিটকে যায় এদিক ওদিক। কত বুঝিয়েছি, বলেছি। আসতে চায় না, বাস।'

'সমস্ত যৌথখামারীদের হাজির থাকা দরকার...'

'করব কী, ফাঁস বেঁধে নিয়ে আসব? লোকের যে চেতনা নেই, নিজের স্বার্থও বোঝে না।'

কমারেঙ্কোর সঙ্গে পরামর্শ করে সেক্রেটারি সভা শুরু করাই ঠিক করলে। কমারেঙ্কো তার দুধটুকু শেষ করলে আফসোসের ভাব নিয়ে:

'জমায়েতে দেখছি সবই পুরনো পরিচালকমণ্ডলীর লোক। সাধারণ যৌথখামারী মাত্র আট জন। নতুন নির্বাচন করবে কারা, নিজেরাই নিজেদের?'

'কী বলেছিলাম তোমায়? সক্রিয় সদস্য যারা তারা সবাই পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য। তাছাড়া আরো জন পাঁচেক সক্রিয় লোক মিলতে পারে। বাকিরা সবাই নিষ্ক্রিয়। এইটেই তো ফ্যাচাং যে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গড়ার মতো লোক নেই।'

'বলা যায় না, আম জমায়েতের ডাক পড়লেই বোধ হয় ইচ্ছে করে নানা কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সবাইকে?'

শেষ কথাটা মুখতারভের কানে গেল না, সভা শুরু করে দিলে সে, ছোট্ট একটু মুখবন্ধ করে বক্তৃতা দিতে ডাকলে কমারেঙ্কোকে।

'আস্তে আস্তে বলো। আমি তর্জমা করে দেব।'

হাত দিয়ে মুখ মুছলে কমারেঙ্কো।

'দ্যাখো দিকি কমরেড দেহকানরা, ভেবেছিলাম শুধু পনের জন নয়,

সমস্ত যৌথখামারীদের সঙ্গেই আলাপ করব। তোমাদের খামারের পরিচালকমণ্ডলীতে রয়েছি আজ দু'বছর, কিন্তু জমায়েতে খামারীদের অর্ধেকের বেশি লোক দেখলাম না কখনো। এতে তো কাজ চলে না! যৌথখামারীদের রাজনৈতিক চেতনা উঁচু নয় এটা কোনো কৈফিয়ৎ হল না, বরং তাতেই প্রমাণ হয় যে পরিচালকমণ্ডলী তার কাজ ঠিকমতো চালাচ্ছে না। তার প্রথম কাজই যে হল সমস্ত যৌথখামারীদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ানো, নিজেদের সংকীর্ণ চক্রটার মধ্যে দিয়ে কাজ না চালিয়ে যৌথখামার পরিচালনার ব্যাপারে তাদের টেনে আনা... তর্জমা চালাও।'

'...মণ্ডলী যে কাজ খারাপ চালাচ্ছে সেটা শুধু এইটুকুতেই নয়। খোজিয়ারভের কলঙ্কিত কাণ্ডটায় গোটা খামার এবং সর্বাগ্রে তার পরিচালকদের মুখে চুনকালি পড়ছে — শেষ দিনটি পর্যন্ত সে ছিল পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য। এ মণ্ডলী যথেষ্ট শ্রেণী সতর্কতার পরিচয় দেয় নি, খামারে যে শ্রেণী শত্রু ঢুকে পড়েছে সময় থাকতে তার স্বরূপ মোচন করতে পারে নি। বরং সে দুষমনকে আপ্যায়ন করেছে, দায়িত্বশীল পদ দিয়েছে তাকে, সোভিয়েত রাজকে ধাপ্পা দেওয়ার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। খোজিয়ারভের দুষ্কার্যের দায়িত্ব পড়ছে গোটা পরিচালকমণ্ডলীর ওপরেই... নাও, তর্জমা চালাও!'

'... আফগানী বাসমাচ খোজিয়ারভ তোমাদের মধ্যে কাজ চালিয়ে গেছে প্রায় তিন বছর। সন্দেহই নেই যে খামারের ভেতরেই তার সহায়ক ছিল। খোজিয়ারভের ফন্দিফিকির জানত কেবল তার তথাকথিত ভাই, যে তাকে যৌথখামারে ঢোকায় এবং তার সঙ্গেই আফগানিস্তানে পালিয়েছে, এ ওজর একেবারে ছেলেমানুষী ওজর। খামারের দুই সভ্যের আফগানিস্তানে পলায়ন পরিচালকমণ্ডলী আটকাতে পারে নি তাই নয়, তারপরও খোজিয়ারভের চ্যালাচামুণ্ডাদের টেনে বার করার জন্যে কোনো ব্যবস্থাই নেয় নি। খুব কম করে বললেও এতে প্রমাণ হয় যে পরিচালকমণ্ডলীর কোনো শ্রেণীবোধ নেই, জনগণ থেকে তা বিচ্ছিন্ন, নিজেদের খামারীদের স্বরূপ এবং মনোভাব তারা জানে না, তার মানে বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী যৌথখামারকে পরিচালনা করতে পারে না... নাও তর্জমা!'

'উপসংহারে, আমি পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য হিসাবে সমস্ত পরিচালকদের সরিয়ে নতুন নির্বাচনের প্রস্তাব আনছি। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, যে

যৌথখামার সোভিয়েত রাজের ঝানু দুষমনদের স্বরূপ ফাঁস করতে পারে না, সে যৌথখামার 'লাল অক্টোবর' নাম ধারণের অযোগ্য। এ কলঙ্ক মুছতে পারে কেবল সমস্ত খামারীরা যদি খোজিয়ারভ দলের বাদবাকিদের মুখোশ খুলে নির্মূল করার কাজে আমাদের সাহায্য করে। নতুন পরিচালকমণ্ডলীর সামনে এই কর্তব্যটাই থাকবে সর্বাগ্রে। সে কর্তব্য সে কতটা পালন করল তাই দেখে পার্টি তার কর্মনৈপুণ্যের বিচার করবে... আমার বক্তব্য শেষ, তর্জমা করে দাও।'

গোলমাল একটু কমলে বক্তৃতা করতে চাইল দৌলৎ।

'কমরেড দেহকানরা! কমরেড কমারেঙ্কো যা বললেন, তাতে যৌথখামারের সভাপতি হিসাবে মনে বড়োই বেদনা পেলাম। বেদনা লাগল আরো বেশি করে কারণ বলেছেন তিনি সত্য কথাই। আমরা খোজিয়ারভের এক গ্রামের লোক, পরিচালকমণ্ডলীতে কাজও করি একই সঙ্গে, জেলা কেন্দ্রের কমরেডদের চেয়ে আগে আমাদেরই তো বোঝা উচিত ছিল কী চীজ সে। আর সবার চেয়ে দোষ আমারই বেশি। গতবার কমরেড মুখতারভ আমায় শুধিয়েছিলেন, — তুমি পার্টির প্রার্থী সভ্য, কী করে তুমি খোজিয়ারভের নাম সুপারিশ করলে পার্টিতে যখন নিজেই বলছ তাকে ভালো করে চেন না? কিন্তু লোকের মনের মধ্যে সেঁধিয়ে সে কী ফন্দি করছে তা কি আর বার করা সম্ভব? খোজিয়ারভকে আমি বা আমরা সবাই কী দিয়ে চিনি? চিনি তার কাজ দেখে, তার কথা শুনে। আর কথা সে বলত সচেতন দেহকানের মতো, সোভিয়েত রাজে ভক্তি ছিল তার। আর কাজও সে করত ভালো, সবাই সায় দিয়ে বলবে যে হাঁ, কাজ করত শ্রেণী-সচেতনের মতো, আমাদের মধ্যেকার সেরা সক্রিয় সভ্য বলে গণ্য হত। শেষ বারের হামলার সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে পথ দেখাতে যায়, বাসমাচদের হাতে জখম হয়। সে জন্যে লাল বল্লম-বাহিনীর সেরা লোকেদের সঙ্গে তার জন্যেও আমরা সম্মানপত্রের সুপারিশ করি। এখন দেখা যাচ্ছে, জখম সে হয় সম্ভবত বাসমাচদের হাতে নয়, আমাদের বাহিনীরই হাতে। কিন্তু আমরা তা জানব কোথা থেকে? গোটা বাহিনী মারা পড়ে, আর ও কিশলাকে ফেরে আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে সম্মান নিয়ে। তারপর আমাদের পার্টিচক্রের সেক্রেটারি আমায় বলে, — এটা তো ভালো নয় দৌলৎ, তোমাদের খামারে একা তুমিই কেবল প্রার্থী সভ্য। তোমাদের খামারের সেরা সেরা কর্মী আর লাল বল্লমীদের

যদি পার্টিতে টেনে আনতে হাত না লাগাও তাহলে কিসের তুমি কর্মী? আমি ফিরতেই দেখা হয় খোজিয়ারভের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করি, — বলছিলাম কি ইসা, পার্টিতে ঢুকছিস না কেন? মানপত্র আছে তোর, পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য, খামারের সেরা কর্মী। পার্টিতে ঢোকার দরখাস্ত দে। ও বলে, — তা দরখাস্ত দিতে পারি, পার্টিও আমার পছন্দ, সোভিয়েত রাজও আমার পছন্দ, কিন্তু আমাকে নেবে না। পার্টির লোকেদের মধ্যে থেকে জিম্মাদার চাই যে। বললাম, — বেশ, দরখাস্ত দে, আমি জিম্মাদার হব, 'লাল চাষী' খামারের আলিম আসামুদ্দিনভও জিম্মাদার হবে। কিন্তু কার জিম্মাদার হচ্ছি, তা কি জানতাম? এখন বোঝা যাচ্ছে ঠিক হয় নি, আর তখন সবাই ভেবেছিলাম, ঠিকই হচ্ছে, পার্টি চক্রের সেক্রেটারিও আমায় এর জন্যে খুবই বাহবা দেয়। ভালো করতে চেয়েছিলাম, আর এখন দেখছি যৌথখামারের কাছে দোষী হয়ে দাঁড়িয়েছি। দেখা যাচ্ছে, নিজের ছাড়া আর কারো জিম্মা নিতে পারি না। তার মানে আমার শ্রেণী-চেতনা নেই, যৌথখামারের সভাপতি হওয়া আমার চলে না। কমরেড, তোমাদের কাছে বলছি, সভাপতির এই পদ থেকে আমায় খালাস করে অন্য কোনো কাজ দাও। খামার আমায় যে কাজেই পাঠাক, খামারীদের আর জেলা কমিটির কমরেডদের, সবাইকে আমি দেখিয়ে দেব যে সোভিয়েত রাজের জন্যে কোনো কোরবানিতেই পিছব না, কোনো প্রতিবিপ্লবী ছুঁচোকেই ছেড়ে দেব না। আর শেষ কথা বলছি কমরেড দেহকানরা, অকপট কাজ করেছি, নিজের বুদ্ধি মতো আপ্রাণ খেটেছি, কারু যদি কোনো ক্ষতি করে থাকি, মাপ করে দিও, মনে রাগ পুষে রেখো না... আরো একটা কথা বলব: দুই কুত্তা আমাদের গোটা খামারের নাম ডুবাল, এ আমাদের বড়ো লজ্জার কথা! এবার অন্য কিশলাকে মুখ দেখানোই আমাদের দায় হবে। কাল কেউ বাজারে যায় নি, কেন? যেখানেই যাবে, লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, — ওই দ্যাখো, 'লাল অক্টোবরের' লোক! খোজিয়ারভ বিদেশী ইঞ্জিনিয়রকে খুন করতে গিয়েছিল এ খবর কানে যেতেই দেহকানরা আমাদের খামারকে কুচোখে দেখছে। তাই কমরেড দেহকানরা, তোমাদের বলছি, তোমাদের নিজেদের স্বার্থেই সচেতন হও। কারো যদি কিছু জানা থাকে, এক্ষুণি সে এগিয়ে এসে কবুল করুক, আমাদের খামারের মুখে যেন এমন চুনকালি আর না পড়ে। খুব শিক্ষা হয়েছে আমাদের।'

ভয়ানক সোরগোল উঠল। বক্তৃতা দিতে দাঁড়াল মালিক আবদুল কাদেরভ। বললে, শুধু পরিচালকমণ্ডলীর ওপর দোষ চাপানো ঠিক নয়, সমস্ত খামারীদের দোষ। সবাই খোজিয়ারভকে চিনত, কিন্তু তার মতলব কেউ ধরতে পারে নি। আর দৌলতের চেয়ে সেরা সভাপতি মিলবে না, শিক্ষিত লোক, কাজ বোঝে, তাকে সরালে খামারের কোনো উপকার হবে না।

তারপর বক্তৃতা দিলে বিধবা জুম্‌রাৎ। বললে, দৌলৎকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাকি পরিচালকমণ্ডলীকে সরিয়ে নতুনকে নির্বাচন করলে মন্দ হবে না: অনেক দিন ধরে সবাই কর্তৃত্বে বসে আছে, অন্যদেরও সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহলে জমায়েতে লোক আসতে থাকবে বেশি। তাছাড়া পরিচালকমণ্ডলীতে শুধু পুরুষ নয়, মেয়েদেরও থাকা দরকার। নইলে দাঁড়াচ্ছে যেন পুরুষেরা সবই শ্রেণী-সচেতন, আর নিজেদের বৌদের রাখছে তালাবন্ধ করে, খামারের ব্যাপারে তাদের যেন নাক গলাবার কিছু নেই। অথচ সোভিয়েত রাজ বলছে, পুরুষের মতোই মেয়েরাও যৌথখামারের একই রকম সদস্য। মেয়েদের কোনো ক্ষমতা থাকলে অনেক আগেই তারা খোজিয়ারভের মামলা চুকাত। শুধু একটা কথাই ধর না কেন, বিয়ে করে নি খোজিয়ারভ, তিন বছরের মধ্যেও গায়ে কনে খুঁজে পেল না সে। অনেক আগে থেকেই মেয়েরা বলাবলি করত, লোক ও ভালো নয়।

শুরু হয়ে গেল ঠাট্টা টিটকারি, কিন্তু মুখতারভ কড়া গলায় সবাইকে থামিয়ে নাম প্রস্তাব করতে বলল।

একের পর এক এক নাম উঠতে লাগল:

'বিধবা জুম্‌রাৎ।'

'তা ও পারবে!'

'কমরেড, ঠাট্টার জায়গা নয়, নইলে বার করে দেব।'

'হায়দর রাজেবভ।'

'ঠিক বলেছ! কর্মী বটে! আরো ছ'মাস না গেলে স্তালিনাবাদ কংগ্রেসের রিপোর্ট বেরবে না ওর মুখ দিয়ে।'

'আগেকার পরিচালকমণ্ডলী থেকে নাম করা চলবে?'

'ব্যক্তি বিশেষের নাম চলবে।'

'কমরেড কমারেঙ্কো!'

'দৌলৎ!'

'শাহাবুদ্দিন কাসেমভ!'

'কারি আবদুল সাত্তরভ!'

'আজিমভ!'

পুনর্নির্বাচনের ফলে দেখা গেল নতুন পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে: বিধবা জুমরাৎ, হায়দর রাজেবভ, কারি আবদুল সাত্তরভ, দৌলৎ, বুড়ো আজিমভ, নিয়াজ খাসানভ, এবং কমারেঙ্কো। দৌলৎই ফের সভাপতি নির্বাচিত হল।

মুখতারভ এবং কমারেঙ্কো চলে যাবার পর দেহকানরা আরো এটা সেটা নিয়ে কিছু তর্ক চালিয়ে বাড়ি ফিরল। সব শেষে উঠল নিয়াজ এবং মালিক আবদুল কাদেরভ। ফসল তোলার দিন আসছে। মালিক আজ দূর মাঠে গিয়ে কয়েকটা পাকা গুটি নিয়ে এসেছে। নিয়াজের তা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা: নিড়ানির কাজ ভালো হয় নি।

তুলোয় কী রকম আঁশ ফলেছে তা দেখবার জন্য তারা ঢুকল মালিকের ঘরে। ঘরের আধা-অন্ধকারে দেখা গেল বসে আছে বুড়ো এক্রাম আজিমভ, হায়দর রাজেবভ, শাহাবুদ্দিন কাসেমভ, এবং আরো দুজন দেহকান। সবাই এসেছে তুলোর আঁশ দেখতে। মালিক হুড়কো টেনে এঁটে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্তঃপুরে গেল। সতরঞ্জিতে গুছিয়ে বসল সবাই। কিছুক্ষণ পর কর্তা ফিরল। কিন্তু তুলোর গুটির বদলে হাতে তার চায়ের কেটলি। তার পেছু পেছু ঘরে ঢুকল বোরখা-ঢাকা এক নারী। মালিক পেয়ালা এগিয়ে দিল তাকেই প্রথম। বোরখা খুলতেই দেখা হল মুখে তার দাড়ি, ঝুলে পড়া মোচ, আর একটি চোখ নেই। সবাই নীরবে করমর্দন করলে তার সঙ্গে।

মিঃ ক্লার্কের রুশ চর্চা

দশাসই ভুঁড়িওয়ালা মেঘটা থেকে জল ঝরছিল যেন পিপে ফেটেছে। যেন বৃষ্টি নয়, আকাশের বিস্ফোরণ। বৃষ্টির স্বচ্ছ ফোঁটাগুলো সশব্দে এসে পড়ছে রাস্তার ধুলোয়। বাইরে বর্ষণের ঝিরঝির ছাপিয়ে একটা ঢন্ঢন্ আওয়াজ এগিয়ে আসছে। ভিজে গিয়ে গাধাটাকে দেখাচ্ছে একটা ভীত ইঁদুরের মতো। পিঠে ফাঁপা পেট্রল টিনের একটা বোঝা নিয়ে কাদা

ভাঙছে সেটা। বৃষ্টির ধারায় তবলা বাজছে টিনগুলোতে। গাধাটার পেছনে বহু কষ্টে কাদা ভেঙে আসছে একজন দেহকান, গায়ের আলখাল্লাটা দিয়ে সে মাথা বাঁচাচ্ছে। পা পড়ে যে সব জায়গায় গর্ত হচ্ছে সেখানে গলগল করে উঠছে কাদাটে জল।

ক্লার্ক তার কলম রেখে অন্যমনস্কের মতো পায়চারি করতে লাগল। ঝাপসা শার্সি বেয়ে নেমে আসছে একটা হলুদ ময়লাটে ধারা।

টেবিলের কাছে গিয়ে সে অয়েল-ক্লথে বাঁধানো একটা খাতা তুলে নিলে। এটি তার রুশ অনুশীলনের খাতা, তার সারা দেহে পলোজভার সংশোধন। প্রথম পাতাটায় চাইল সে, টিংটিঙে লিপিগুলোর ওপর অজস্র লাল পেনসিলের দাগ। এগুলোকে সে মিলিয়ে দেখলে তার শেষ অনুশীলনের সঙ্গে। অগ্রগতি খারাপ নয়। অক্ষরগুলো এখন সুঠাম সারিতে বিন্যস্ত, চেহারায় পৌরুষ এবং সুষমা ফুটেছে, লাল পেনসিলের দাগ অনেক কম।

শাদা একটা পাতা খুললে ক্লার্ক, তার ওপরে পলোজভার হাতে লেখা আজকের তারিখ এবং শিরোলিপি: 'যে কোনো বিষয়ে রচনা'। কালিতে কলম ডুবিয়ে সে ভাবতে বসল। তারপর লিখতে লাগল ধীরে ধীরে, জোর করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল অক্ষরগুলোকে। গোটা ছয়েক করে লাইন লেখে, তারপর থেমে কলম কামড়ায়। সহজে এগুচ্ছিল না রচনাটা। অভিধান খুঁজে খুঁজে কয়েকটা শব্দ টুকে নিলে একটা আলাদা কাগজে, আরো গোটা দশেক পঙক্তি লিখল। তারপর উঠে পায়চারি করতে লাগল সে। ফের অভিধান দেখলে, কী একটা লাইন লিখে কাটল, বিরক্তিতে চুল উলটুল করে আরো পাঁচ মিনিট বসে ভাবল; এবং ফের কলম চালাতে লাগল। দু' পাতা লেখার পর কলম নামিয়ে রাখল ক্লার্ক, লেখাটা পড়ে দেখল, অতৃপ্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল তার, নতুন করে লেখার জন্য সবটা কেটে দিতে যাবে এমন সময় ধাক্কা পড়ল দরজায়। ভেতরে ঢুকল পলোজভা। ক্লার্ক তার অনুশীলন খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

একেবারে ভিজে গিয়েছে পলোজভা, কয়েক মিনিট ধরে সে গা ঝাড়া দিলে, তারপর হাই বুট জোড়া খুলে ফেলে জলময় চামড়ার কোটটা ঝুলিয়ে রাখল চেয়ারের পেছনে।

'ডাক্তার এসেছিল আজ?'

'এসেছিল,' ক্লার্ক জবাব দিলে রুশীতে।

'কী বললে?'

'বলছে, একেবারে ভালো হয়ে গেছি, কাল থেকে কাজে যেতে পারব।'

'তা বেশ। জানেন, আপনার জন্যে আমায় ডাক্তারের কাছ থেকে খুব চোটপাট শুনতে হয়েছে।'

'চোটপাট?'

'মানে, বকুনি আর কি। চলতি কথা, এখন অত না জানলেও চলবে। মোটের ওপর, আপনি পুরো ভালো হয়ে ওঠার আগেই রুশ ভাষা শুরু করে দিয়েছি বলে বকুনি দেন।'

'কোনো মানে হয় না। যদি আপনি আসলেন না এবং রুশ ভাষা শেখা শুরু করলেন না, তাহলে একঘেয়েমিতে পাগল হলাম। বিনা কাজে বসে আছি প্রায় তিন মাসেক।'

'তিন মাসেক নয়, মাস তিনেক। যাক, আজকের রচনাটা লিখেছেন?'

'লিখলাম, তবে উৎরাল না। কালকে পর্যন্ত সময় দিন, ভালো করে লিখলাম।'

'কাল অন্য কিছু লিখবেন। এবার থেকে তো আর পড়াশুনায় অতটা করে সময় যাবে না। শুধু সন্ধেটুকু। আর বর্ষা শেষ হলেই সেটুকুরও সময় থাকবে না, প্রধান নির্মাণকাজটা সারতে হবে, নইলে বসন্ত নাগাদ ক্ষেতে জল যাবে না। যাক, আপনার আজকের রচনাটা দিন,' অনুশীলন খাতাটার দিকে হাত বাড়াল সে। ক্লার্ক তার হাতটা ঠেলে রাখল।

'উহুঁ, দেব না। কাল আমি ভালো করে লিখলাম।'

'এত সঙ্কোচের কী আছে? ছাপার জন্যে তো আর প্রবন্ধ লিখছেন না।' শেষ লেখা পাতাগুলো খুলে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল:

'একজন বিদেশী...'

'না, না, দয়া করে চেঁচিয়ে না পড়ুন,' ক্লার্ক সরে গেল জানলার কাছে। কাঁধ ঝাঁকাল পলোজভা:

'আজ আপনার কী হয়েছে বলুন তো? আমার কাছে আপনি এত কুণ্ঠিত হতে শুরু করলেন কবে থেকে?'

টেবল থেকে লাল পেন্সিলটা নিয়ে খাতাটা টেনে এনে মনে মনে পড়তে লাগল পলোজভা:

একজন বিদেশীর একবার দুর্ঘটনা হল, বহুদিন শয্যাশায়ী, অজ্ঞান। যখন জ্ঞান গেল তখন আগের জীবন সে কিছুই জানল না।

ভয়ানক ভয় হল, মনে করবার চেষ্টা করল, বহু কষ্টে একটু একটু করে মনে পড়ল। আর যখন সবগুলি মনে পড়ল, তখন ভাবল মনে না পড়লেই ভালো। সুস্থ উঠতে লাগল সে, আর প্রায়ই ভাবল আগের জীবন মুছে তার জ্ঞান ফেরার সেই ক্ষণ থেকে যদি সে জীবন শুরু করতে পারলে তাহলেই ভালো হত। মনে মনে ঠিক করছিল, ধরা যাক আমি সব ভুলে গেলাম। এবার থেকে তেমন ভাবে বাঁচতে হবে যেন আগে কিছুই না ছিল।

বহুদিন অসুস্থ, ভাববার মতো সময় পেল অনেক। একটি মেয়ে তাকে একটি অন্য ভাষা ও অন্য জীবন শেখাতে লাগছিল। লোকটা ভাবল সে একটি অন্য ভাষাই শিক্ষছে, কিন্তু শিক্ষল একটি অন্য জীবন আসলে।

অচিরেই সে বুঝছিল যে ভাষা শিখানো মেয়েটির সঙ্গে তার জীবন যা জড়িয়ে গেল তা আর ছেঁড়া হল না। এর আগে পর্যন্ত যা কিছু ঘটল তা ভুলে যাওয়া যেত অনায়াসে, কিন্তু মেয়েটিকে ভোলা অসম্ভব। তার ইচ্ছে হল মেয়েটিকে সে বলে যে তাকে ভালবাসে; কিন্তু মনে হল সেটা বড়ো মামুলী হয়, সমস্ত বাজে উপন্যাসেই নায়কের অসুখ ধরে এবং যে তার শুশ্রূষা করল পরিণামে তাকেই ভালবেসে বিয়ে করতে খুশি। তার ভয় হয়, মেয়েটি বোধ হয় ভাবল, সে সেই আগের মতোই বিদেশীই রয়ে আছে, আর সে বিদেশীর বুড়ো জীবনের সঙ্গে নিজের তরুণ জীবনকে জড়াতে না চায়। অনেক বার সে তার মনের কথাটা বুঝিয়ে বলতে চাইল, কিন্তু জানল না কী ভাবে তা বলা হয়। এই সময় সে 'যে কোনো বিষয়ে একটি রচনা' লিখতে বসল। কিন্তু যে কোনো বিষয়ে লিখে না, সে সেই বিষয়টিই লিখে নেয়, যা সে ভালবাসে।

'ছি-ছি-ছি,' মাথা নাড়লে পলোজভা, 'এত অসংখ্য ভুল আপনি আর কখনো করেন নি!'

লাল হয়ে উঠল ক্লার্ক। সে টেবলের কাছে এসে রচনা লেখা পাতাটা ছিঁড়ে ফেললে।

পলোজভা পাতাটা ছিনিয়ে নিলে।

'ছিঁড়বেন না। শিক্ষিকার প্রতি এ অসম্মান কেন?' কাগজটা সে তার ব্লাউজের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে। 'শব্দরূপের দিক থেকে পেতে পারেন মাত্র এক নম্বর।'

'আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে?'

'বিষয়বস্তুর কথা তখন বলব যখন একটিও ভুল না করে সবটা ফের লিখে দেবেন। আর 'ভালোবাসা' কথাটার সঠিক উচ্চারণে যাতে আর কখনো

ভুল না হয়, তার জন্যে আলাদা একটা কাগজে বত্রিশ বার তা আমায় লিখে দিন।' হাসিহাসি স্নিগ্ধ চোখ দুটি সে তুললে ক্লার্কের দিকে।

ক্লার্ক তাকে কাছে টেনে এনে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল।

দুটি সাক্ষাৎ

ভোর বেলায় চামড়ার কোট, কোর্তা আর আলখাল্লা গায়ে একদল লোক জুটল প্রধান ক্যানেল মুখের কাছে, মাথার ওপর মস্ত একটা ফেস্টুন। শাদা শাদা ছোপ-লাগা লালচে কাপড়টায় (দোকানে আগাগোড়া লাল রঙের সালু কিছু ছিল না) বড়ো বড়ো শাদা হরফে লেখা আছে: 'কমসোমল ঝটিতি কর্মীদের বলশেভিক অভিনন্দন!' বৃষ্টি এল পাহাড়ে নদীর ঢলের মতো। বৃষ্টির ধারায় ভিজে গিয়ে শাদা হরফগুলো খসে খসে পড়তে লাগল বাজনাদারদের ভেজা-কালো পোষাকের ওপর, বুদ্ধি করে তারা তাদের শিঙার মুখগুলো ঢুকিয়ে রেখেছিল পোষাকের তলে। জলে ছপ ছপ করতে করতে ছুটে এল গালৎসেভ, সিনিৎসিনের হাতে তুলে দিলে ভেজা টেলিফোনোগ্রাম। বহু কষ্টে আধ-মোছা কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করলে সিনিৎসিন:

> চারটে আট মিনিটের সময় ছোটো লাইনের প্রথম ট্রেন দ্বিতীয় সেকশনে এসে পেঁছিয় পুরোপুরি চালু অবস্থায় কোনো দেরি না করে। মিনিট পাঁচেক সভার পর চারটে তিরিশ মিনিটে ট্রেন রওনা দিয়েছে প্রধান সেকশনের দিকে। দ্বিতীয় সেকশনের অধিকর্তা রিউমিন।

সিনিৎসিন কাগজটা পকেটে পুরে ঘড়ি দেখল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ার কথা।

জমায়েতটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে সে: কির্শ তার অয়েলক্লথ ওয়াটারপ্রুফটায় মাথা ঢাকায় দেখাচ্ছে যেন নাটকে আবির্ভূত প্রেতাত্মার মতো। মরোজভের গায়ে একটা চামড়ার কোট, চামড়ার টুপি, উর্তাবায়েভের গায়ে যে ওয়াটারপ্রুফ আছে তাতে হাড় পর্যন্ত তার ভিজে উঠেছে, কমারেঙ্কো আপাদমস্তক চামড়া বাঁধাই, আদ্যি কালের এক প্রকান্ড ছাতার তলে আশ্রয় নিয়েছে অসিপ ভিকেন্তিয়েভিচ, তা থেকে ফোয়ারার মতো জল ছিটচ্ছে চারিদিকে, লালচে এক টুকরো অয়েলক্লথ ('নিশ্চয় রান্না ঘর থেকে মেরে

দেওয়া,' ভাবল সিনিৎসিন) আন্দ্রেই সাভেলেভিচ চাপিয়েছে তার ওয়াটারপ্রুফের কাঁধে। ফোরম্যান, টেকনিশিয়ান, মজুর। 'শ' দুয়েক লোক। এমন দুর্যোগ সত্ত্বেও জুটেছে দেখছি। মন্দ নয় তো,' ভাবল সিনিৎসিন।

দূরে কোথা থেকে শোনা গেল এক রেল ইঞ্জিনের সুস্পষ্ট বাঁশি। বসতটার দিক থেকে লাফাতে লাফাতে এল আরো কয়েকটা মূর্তি। হুইসিল বেজে যাচ্ছে না থেমে, যেন এক অ্যালার্ম সংকেত, ক্রমেই কাছিয়ে আসছে তা। বৃষ্টি ধারার মধ্যে দিয়ে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত যখন সামনে ইঞ্জিনের বর্মাবৃত বুক জেগে উঠল দৃষ্টিপথে, ততক্ষণে ট্রেনটা এসে পৌঁছেছে শ'খানেক পা আগে। সিসেরঙা ঘন ভারি ধোঁয়া দেখা গেল সামনে। বাজনাদাররা তাদের পোষাক খুলতেই শিঙার চোখ ধাঁধানো ঝলক উঠল। শুরু হয়ে গেল 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত।

এসে থামল ফোঁসফোঁসে ইঞ্জিনটা, সারা দেহে তার পতাকার অঙ্গসজ্জা, বৃষ্টিতে তা কালো হয়ে উঠেছে। হিসহিসে শব্দ উঠল একটা, যেন আতপ্ত চাকাগুলোকে হঠাৎ ঠান্ডা জলে ডোবানো হয়েছে, বাষ্প ছাড়ল। ইঞ্জিন আর গাড়িগুলো থেকে কাদায় লাফিয়ে নামল ভিজে শপশপে একদল ছেলে। ঝঙ্কার উঠল অর্কেস্ট্রায়। সে ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিঙার মুখ থেকে দরদর ধারে জল ঝরতে লাগল যেন হোস-পাইপ।

হাত দিয়ে সংকেত করল সিনিৎসিন। শিঙাগুলো গলায় জল ঠেকে ঘড়ঘড় করে থেমে গেল।

'কমরেড,' মুখের মধ্যে জল ঢুকে কথা বলা মুশকিল হয়ে উঠল, '... আমাদের বাহাদুর কমসোমল বাহিনীর উদ্যোগে ... জেটি থেকে ক্যানেল মুখ পর্যন্ত ছোটো লাইনের রেল পথ ... পাতা হয়েছে ... কমসোমলীরা তিন মাসের মেয়াদ ...' চোখে ঝাপট মারছে জল, গর্জন তুলছে কানে, চামড়ার কোটের কলারের তলে গিয়ে সেঁধচ্ছে, ঠান্ডা ধারায় নামছে পিঠ বেয়ে... 'বিদিকিচ্ছিরি এই আবহাওয়া সত্ত্বেও...' সিনিৎসিন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে, বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব।

সামনে নাসিরুদ্দিনভের দিকে এগিয়ে গেল সে, সজোরে কোলাকুলি করলে তার সঙ্গে। না কামানো থুতনিতে পরস্পরকে খোঁচা দিয়ে চুম্বন বিনিময় হল। চোখের জলের মতো বৃষ্টি নামছিল তাদের গাল বেয়ে —

নাকি তা সত্যিকারের অশ্রু? সবাই চুপ করে আছে দেখে বাজনাদাররা তাদের জল ঝেড়ে ফেলে ফের 'আন্তর্জাতিক' শুরু করল।

'চলো হে সব ক্লাবে!' হাঁক দিলে উর্তাবায়েভ।

'ক্লাবে! ক্লাবে!'

'ওদের চা খাওয়াতে হবে হে!'

বাজনার সঙ্গীতের সঙ্গে নাসিরুদ্দিনভ এবং অন্যান্য কমসোমলীদের ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল বসতিতে।

ক্লাবে যখন আনুষ্ঠানিক অভিনন্দনের পালা চলছে তখন কমারেঙ্কো সিগারেট খাবার জন্য বাইরে বেরুতেই উর্তাবায়েভের সঙ্গে ধাক্কা খেল। সিক্তদেহ উর্তাবায়েভের গা দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে।

'সিগারেট আছে? আমারগুলো সব ভেজা।'

'নাও-না। তবে বলিহারি তোমাদের আবহাওয়া ভাই তাজিক। আবার বলো জল নেই। শীতের এই যে বর্ষা নামে তোমাদের এখানে, তাকে রিজার্ভারে জড়ো করে রাখলে আর কোনো ক্যানেলেরই দরকার হবে না। পাইপ দিয়ে জল দেবে খেতে! মাইরি বলছি। তা তোমার কাজ চলছে কেমন? মরোজভের সঙ্গে বনছে?'

'বনবে না কেন? ভালো কর্মী, গুছনো লোক — এরিওমিনের মতো নয়।'

'তা ভালো। কিন্তু আমার কাছে কখনো যে দেখাই দাও না?'

'কাজ যে বিস্তর। আবহাওয়াটাও তো তেমন সুবিধের নয়। বিশ্বাস করো, আজ দু' মাস হল কলোনিতে যাই নি। এবার এসেছি, ভেবেছিলাম গিয়ে তোমায় ধন্যবাদ জানাব -- হয়েই উঠছে না।'

'আমায় ধন্যবাদ কেন?'

'কারণ আমি যে দোষী সেটা তুমি বিশ্বাস করো নি। গোটা ব্যুরোর মধ্যে কেবল তুমি আর মেতেলকিনই ভোট দিয়েছিলে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে। মনে নেই ভেবেছ? একবার ২নং সেকশনে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম মেতেলকিনের সঙ্গে দেখা করব। ও কিন্তু আমায় দেখেই অন্য দরজা দিয়ে পালাল। কেন যে কিছুই বুঝলাম না।'

'পালাল?' হেসে উঠল কমারেঙ্কো, 'ওর ধারণা, তোমার কাছে ও দোষী, ওই এক্সকেভেটরের জন্যে, বাঁচাতে পারে নি।'

'সত্যি, ব্যুরো থেকে ওকে সরালে কেন?'

'মদ ধরেছিল। এক্সকেভেটরের ব্যাপারটায় মনে খুব ঘা খায়। ধারণা হয় ওরই জন্যই তোমার সর্বনাশ হয়েছে। আগে মদ খেত না, আদর্শ কর্মী, কাজে কখনো কামাই নেই। আর যেই মদ ধরল, অমনি পরপর তিন দিন কামাই। তার জন্যে কড়া ভর্ৎসনা করা হয়। তারপর যখন তিনজন তাজিককে ধরে পেটাল, তখন বিচার সভা ডাকতে হল। স্বভাবতই ব্যুরো থেকে নাম কাটা যায়। অল্পের জন্যে পার্টি থেকে তাড়ানো হয় নি।'

'তারপর, মদ ছেড়েছে?'

'ছেড়েছে। তিনটে বোনাস পেয়েছে তারপর। পরিকল্পনার শতকরা দু'শ পঁচিশ ভাগ পূরণ করছে হর রোজ, খরচাও কমিয়ে দিয়েছে অর্ধেক।'

'সত্যিই তোমার ধারণা যে কেউ ইচ্ছে করে এক্সকেভেটরটা ভেঙেছে?'

'সবই হতে পারে।'

'কিন্তু অন্য এক্সকেভেটরটা তো এখনো পর্যন্ত খাসা কাজ করে যাচ্ছে।'

'করছে, তবে আফসোস যে কেবল ঐ একটিই। সেটা ব্যতিক্রমও হতে পারে। যদি আরেকটা থাকত, তাহলে সেটা হত অন্য ব্যাপার... আচ্ছা বলো তো উর্তাবায়েভ, পুরনো দোস্তের মতো। ব্যাপারটা তো চুকে গেছে, নিজেই জানো, তোমার বিরুদ্ধে আসল ব্যাপারটা তো পাকিয়েছিল এক্সকেভেটরের জন্যে নয়। কিন্তু আমার কৌতূহল অন্য একটা দিক থেকে। আচ্ছা, বার্কার কি সব এক্সকেভেটরগুলোই ওইভাবে ছাড়তে চেয়েছিল, নাকি শুধু একটা, পরীক্ষা করে দেখার জন্যে, এ্যাঁ? সত্যি বলো তো? বাড়াবাড়ি করো নি তো?'

'আমি কমিউনিস্ট হিসেবে বলছি, পার্টি ব্যুরোয় যা বলেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বাড়াবাড়ি করেছিলাম অন্য ব্যাপারে। কণ্ট্রোল কমিশনের কাছে তা স্বীকার করেছি। কর্তৃপক্ষের একটা মত না নিয়ে শুধু বার্কারের সায় পেয়েই ও কাণ্ডটায় নেমে পড়ার কোনো অধিকার আমার ছিল না। তার জন্যে আমায় বেশ ধ্যাঁতানি খেতে হয়েছে, এবং সঙ্গত কারণেই।'

'বেশ, চললাম। তুমি থাকছ নাকি? সন্ধের দিকে এসো না আমার কাছে। ভালো রেডিও আছে আমার। বোম্বাই ধরি। কত রকম ফক্সট্রট বাজনা। ভগবান-ভগবান!'

অভিনন্দন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সবুর না করে নাসিরুদ্দিনভ ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেল গ্যারাজে। ঠিক সেই সময়েই একটা লরি যাচ্ছিল বসতির দিকে। করিম উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে।

বসতির ধারে সে নেমে গেল প্রধান আরিকটার কাছে, দুরু দুরু বুকে বাঁক নিল গলিতে। এখনো তেমন সকাল হয় নি। মরিয়ম হয়ত এখনো শুয়েই আছে।

কিন্তু বাইরে থেকে দরজা বন্ধ দেখে অবাক লাগল তার। এত সকালেই বেরিয়েছে নাকি? হয়ত ট্রেন আসার সময় সেও গিয়েছিল অভ্যর্থনায়, দেরি করে পৌঁছনোয় দেখা হয় নি। কী আফসোস! এখন কী করবে সে? ফিরে যাবে? নাকি এখানেই অপেক্ষা করবে?

বাইরে থেকে সাধারণ একটা কাঠের খিল দিয়ে দরজাটা বন্ধ। হাত বাড়াল নাসিরুদ্দিনভ, কিন্তু থেমে গেল। মরিয়মের অনুপস্থিতিতে তার ঘরে জমিয়ে বসার অধিকার আছে কি তার? দুর, কী বোকার মতো প্রশ্ন! মরিয়ম নিজেই তো বলেছে, 'সোজা ট্রাক থেকেই পুঁটলি নিয়ে চলে এসো। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, ভালোই হবে...' অবান্তর সঙ্কোচের কী দরকার! নিশ্চিত হাতে দরজা খুলে সে ভেতরে ঢুকল।

মরিয়মের বিছানাটা অস্পৃষ্ট। রাতে শোয় নি নাকি? যাঃ! মরিয়ম যে সর্বদাই ভারি ফিটফাট, নিশ্চয় বেরিয়ে যাবার আগে বিছানা পেতে গেছে। চারিধারে তাকিয়ে দেখল সে। সবই আগের মতো। এমন কোনো লক্ষণই নেই যাতে মনে হবে এখানে এবার থেকে দুজন লোক থাকবে। মরিয়ম হয়ত জানত না সে আজই আসছে। তাহলে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য গেল কেন? নইলে আর কোথায়ই বা সে যেতে পারে এত সকালে? তাছাড়া নির্মাণ ক্ষেত্রের সবাই তো ভালোই জানে যে প্রথম ট্রেনটা আসবে ঠিক আজকেই। মরিয়ম তা জানবে না সে কি হতে পারে?

করিমের খেয়াল হল, তখনো পর্যন্ত সে পুঁটলি হাতে দাঁড়িয়েই আছে। পুঁটলিটা সে রাখল বইয়ের বাক্সের ওপর। অপ্রীতিকর কী একটা যেন মোচড় দিচ্ছিল তার বুকের ভেতর। ঠিক করল বসে বসে অপেক্ষা করবে। খুঁজতে লাগল টুলটা কোথায়। ঘরের একমাত্র টুলটা ছিল বিছানার শিয়রে। টুলের ওপর ইংরেজি ভাষায় একটা বই। বইটা তুলে টেবিলে রাখতে যাবার

সময় কী একটা যেন পড়ে গেল মেঝের ওপর। ঝুঁকে পড়ল করিম। জিনিসটা আর কিছুই নয়, আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র ক্লার্কের ফোটো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ফোটোটা নাড়াচাড়া করলে। লোকটার চেহারার সমস্ত খুঁটিনাটি সে দেখতে লাগল মন দিয়ে, যেন আগে কখনো তাকে দেখে নি: ম্যাড়মেড়ে শাদা মুখ, মসৃণ সিঁথি, উঁচু কপাল, টিকলো নাক, সুন্দর ঠোঁট — একটু যেন বা বিষণ্ণ। ছবিটা যথাস্থানে রেখে সে এসে দাঁড়াল দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার কাছে। আয়না থেকে তার দিকে তাকাল একটা দাড়ি না কামানো ময়লাটে মুখ, এক মাথা কর্কশ অবাধ্য চুল, নাকটা যেন বড়োই বোঁচা। আয়নায় নাবালকের ওপরের ঠোঁটটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল। করিম দ্রুত মুখ ফিরিয়ে হাত বুলাল নিজের চুলে, তাকিয়ে দেখল নিজের হাত দুটোয়, কাজের পোষাকের খাটো আস্তিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে কেমন আনাড়ীর মতো। তাড়াতাড়ি পেছন দিকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে, ঝাপসা শার্শির দিকে বহুক্ষণ চেয়ে রইল নির্বিকার মুখে। জল গড়াচ্ছে শার্শি বেয়ে।

দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফেরাল সে। পলোজভা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভেতর। বইয়ের বাক্সের ওপর নাসিরুদ্দিনভের পুঁটলি এবং জানলার কাছে দাঁড়ানো নাসিরুদ্দিনভের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে ভয়ানক লাল হয়ে উঠল। দুজনেই চুপ করে রইল মিনিট খানেক।

'ও, তুমি এসে গেছ? নমস্কার করিম!' গলার স্বরটা তার কেমন যেন কৃত্রিম শোনাল, যে আনন্দ আর বিস্ময়ের ভাব ফোটাতে চেয়েছিল সে তার কিছুই তাতে ফুটল না।

'আদাব মরিয়ম।'

দুজনে করমর্দন করলে যেন বড়ো বেশি তাড়াহুড়োয়, আর দুজনেই তাতে কেমন অস্বস্তি বোধ করল। সযত্নে চামড়ার কোটটা ঝাড়তে লাগল পলোজভা, কোটটা খুলে ফেললে সে, তারপর যেন কী করবে ভেবে না পেয়ে বড়ো বেশি মন দিয়ে তার জল মুছতে লাগল।

'কী বিচ্ছিরি আবহাওয়া! না?.. তা তোমার খবর কী করিম?'

'বিশেষ কিছু নয় মরিয়ম। রেলপথটা শেষ হয়েছে। তাই এলাম খবরাখবর করতে... কেমন আছ দেখতে... পরের বার এসে একটু বেশিক্ষণ সময় কাটিয়ে যাব, আজ কিন্তু চলি... ছেলেরা রয়েছে ওখানে...' আনাড়ীর

মতো পুঁটলিটা নিয়ে সে পেছনে লুকতে চাইল, 'আসি মরিয়ম, ভালো আছ দেখে মন খুশি লাগছে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এমন বাদলায় যাবে কী করে?'

করিম হাসল।

'এই রকম বাদলার মধ্যেই যে আমরা শেষ পঞ্চাশ কিলোমিটার রেলপথটা পেতেছি, মরিয়ম। ও অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'আরেকটু বসবে না?'

'না মরিয়ম, ছেলেরা অপেক্ষা করছে। পরের বার নাহয় একবার আসা যাবে। চলি।'

'এসো। নিশ্চয় আসবে কিছু, নিশ্চয়...'

সজোরে করমর্দন করে করিম পুঁটলি লুকিয়ে দরজার ওপাশে অদৃশ্য হল। ঝাপসা কাচের ওপর টুপটাপ শব্দ হচ্ছে বৃষ্টির।

... নিজেদের মেসে করিম বেশিক্ষণ রইল না। শেষ দিনগুলোর রাত-জাগা কাজে ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে সবাই। নিজের খাটিয়াটার কাছে গিয়ে সে তার পুঁটলি রেখে ফের বেরিয়ে এল। কমরেডদের বিস্মিত প্রশ্নবাণ শোনার ইচ্ছে ছিল না তার। বাইরে তখনো অশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে। কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর ভেবে চিন্তে পা বাড়াল পার্টি অফিসের দিকে।

পার্টি অফিস এখন উঠে এসেছে নতুন একটা ব্যারাকে, বর্ষা শুরু হবার আগেই তা বানানো হয়। নতুন নতুন আরো নানা ব্যারাকের মধ্যে সেটা খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হয় করিমকে। পরিচিতদের সঙ্গে দু-চারটে বাক্য বিনিময় করে সে এগিয়ে গেল সিনিৎসিনের কাছে।

'কী খবর করিম? ভারি আনন্দ হল তোকে দেখে। ভাবি নি এত তাড়াতাড়ি দেখা হবে।'

'কেন? সময়মতো কাজ শেষ করব তা বিশ্বাস হয় নি কমরেড সিনিৎসিন?'

'কাজ যে শেষ করবি তাতে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু আমায় তো এখানে নাও দেখতে পেতিস। কেন, জানিস না, আমি বরখাস্ত হয়েছিলাম। উর্তাবায়েভের ওই ব্যাপারটা নিয়ে।'

'কিন্তু সে তো নাকচ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, স্তালিনাবাদ কমিটি নাকচ করেছে, ঠিক করেছে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকব, বেশি দিন তো আর নয়। আপাতত কঠোর তিরস্কার করেই ছেড়ে দিয়েছে, মরোজভকেও। উর্তাবায়েভের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, পার্টিতে ফিরিয়ে নেওয়ার ঠিক পরেই। এসেছিল আমাদের কাছে, রেলপথের ওখানে।'

'জানিস, উর্তাবায়েভের ব্যাপারে তোর কথাই ফলল। মনে আছে, কী ভাবে তখন তুই ছুটে এসেছিলি আমার কাছে? আমি তোকে আমলই দিই নি। পায়াভারি হয়েছিল।'

'ও কথা বলছ কেন কমরেড সিনিৎসিন। ভুল সবারই হতে পারে। সমস্যাটা তো আর সহজ ছিল না। সবাই ভুল করেছে। আমিও তো কোনো প্রমাণ দেখাতে পারি নি। এ রকম ব্যাপারে মুখের কথায় কে বিশ্বাস করবে?'

'পায়াভারি হয়েছিল করিম, নিজেই বুঝছি। আমার জন্যে ওকালতি করতে হবে না। আমি তখন তোকে বাচ্চার মতো বকুনি দিই। আমার চোখের সামনে তুই বেড়ে উঠেছিস, অথচ খেয়ালই করি নি। খবরদারি করেছি যেন তখনো তুই একটা বাচ্চাই আছিস। বেড়ে ওঠায় ব্যাঘাত দিয়েছি। নিজেই বুঝতে পারছি। তোকে উদ্যোগ দেখাতে দিই নি। পার্টি বলছে — উদীয়মান স্থানীয় কর্মীদের মূল্য ছোটো করে দেখা হচ্ছে। কথাটা খুব ঠিক। তবে তোর ক্ষেত্রে এই ছোটো করে দেখাটা ঘটেছে উর্তাবায়েভের চেয়েও বেশি। কন্ট্রোল কমিশনের কাছে সেটা আমি সোজাসুজি স্বীকার করি, তোর হুঁশিয়ারির কথাটাও বলি।'

'হুঁশিয়ারি কোথায়, আমি নিজেই তো কিছু পাকা যুক্তি দিতে পারি নি?'

'ছাড় ও সব। এই রেলপথের ব্যাপারটাতেও তো দেখা গেল, সত্যিকারের মুরদ দেখাবার সুযোগ তুই পেয়েছিলি এই প্রথম, অথচ কী চমৎকার জিনিসটা সামলালি! সাবাস! ভারি আনন্দ হচ্ছে তোর জন্যে, করিম, ভারি আনন্দ। এবার মস্কোয় যাবি, লেখাপড়াটা সারবি, ভালো কর্মী হবে তোকে দিয়ে।'

'একসঙ্গেই মস্কো যাব কমরেড সিনিৎসিন, নির্মাণকাজটা শেষ হলেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'না, ভাই, একসঙ্গে নয়। যে লোক কঠোর তিরস্কার পেয়েছে, তাকে

শিক্ষায় কেউ পাঠাবে না। সে শাস্তিটা আগে মুছতে হবে, হাতে কলমের কাজে দেখাতে হবে যে আমায় শিক্ষা দেবার সার্থকতা আছে, দ্বিতীয়বার আর ভুল করব না। বিদ্বান অপোগণ্ড নিয়ে পার্টির কী লাভ? কোনো একটা গণ্ডগ্রাম এলাকায় বদলির দরখাস্ত দেব, ধরা যাক মাৎচিনস্‌ক এলাকায়, যেখানে বিস্তর কাজ করবার আছে।'

হতভম্বের মতো করিম তাকাল সিনিৎসিনের দিকে। দুজনেই চুপ করে রইল।

'শোনো কমরেড সিনিৎসিন, আমি ভাবছি, আমারও এখনো মস্কো যাবার সময় হয় নি। প্রথমে অন্তত বছর দুই কিশলাকে ব্যবহারিক কাজে থাকা দরকার। আমায় তুমি সঙ্গে নাও তোমার এলাকায়, আমি কমসোমল সংগঠন দেখব সেখানে। কাজ করব। আর মস্কো যাবার যে ছাড়পত্রটা পাওয়া গেছে, সেটা নষ্ট না করে জুলেইনভকে দিয়ে দেব। বেশ ভালো সচেতন কর্মী।'

'এ আবার কী কথা? পাগলামি করিস না! ছাড়পত্র তোকে দিচ্ছে, তুই যাবি।'

'সত্যি বলছি কমরেড সিনিৎসিন, আমি নিজেই তো ভালো বুঝব। আমার মাত্র আঠারো বছর বয়েস, সময় পড়ে আছে। কত লোকে তিরিশ বছর, চল্লিশ বছর বয়সে পড়া শুরু করছে, ভালো কর্মীও হয়ে উঠছে। কেন? কারণ তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অনেক, বনিয়াদ পাকা, বিদ্যা গেঁথে বসবে তার ওপর। আর কী ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে আমার? এই তো তুমি, কমরেড সিনিৎসিন, আজ এই প্রথম আমার সঙ্গে বয়স্ক কমরেডের মতো কথা কইলে। বললে খুব ভালো কথাই। নিজেই তো বললে: উদ্যোগ জাহির করার সুযোগ চাই। বেশ, তাহলে ব্যবহারিক কাজে উদ্যোগ দেখাতে দাও আমায়। পড়তে যাব পরে। এতদিন পর্যন্ত আমি সর্বত্রই কাজ করেছি তোমার সঙ্গে, ভালোই কাজ করেছি। যা কিছু জানি তা তোমার কাছ থেকেই শিখেছি, আরো শিখতে চাই। আমায় সঙ্গে নাও। পরে তুমিও মস্কো যাবে, আমিও যাব।'

'এমন তো হতে পারে যে আমার আদৌ যাওয়া হল না?'

'যাবে। তোমার মতো কর্মীদের কদর বোঝে পার্টি। পার্টি আমাদের শেখায়, তাতে করে নিজেকেও শিখিয়ে তোলে। তুমি আমায় শিখিয়েছ,

তার মানে পার্টি আমায় শেখাল। তোমায় শিখিয়েছে পার্টি — তার মানে পার্টি নিজেকেই শেখাচ্ছে... তাহলে একসঙ্গেই যাব? ঠিক তো? আর এ বছর পড়তে পাঠাব জুলেইনভকে। আমি এখুনি গিয়ে ওকে বলব। ভারি খুশি হবে।'

'কিন্তু কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা, তুই পড়তে যেতে আপত্তি করছিস আমায় সঙ্গদান করার জন্যে?'

'আপত্তি করছি না, শুধু কিছু দিনের জন্যে মুলতুবি রাখছি। জেদ করো না কমরেড সিনিৎসিন। যতই করো, তোমায় যে এলাকায় পাঠাবে, আমিও সেখানে যাবার দরখাস্ত দেব। নিজেই যখন বলছ আমি খারাপ কর্মী নই, তাহলে নিশ্চয় আমার সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করতে পার না? বলো, ঠিক বলছি না?'

করিমের কাঁধের ওপর হাত দিল সিনিৎসিন।

'পড়তে তোকে অবশ্যই যেতে হবে, ব্যবহারিক কাজের কথা তুলে আমায় ভোলাতে আসিস না, তবে তোর সঙ্গে দোস্তি আমি খুবই রাখব। সত্যিই ভালো কমরেড তুই করিম।'

হায়দর রাজেবভের দুষ্কীর্তি

কমারেঙ্কোর আপিস ঘর ধোঁয়ায় ধূমাচ্ছন্ন। ভোর থেকেই কাজের দিন যা শুরু হয়েছে তার যেন আর শেষ নেই। সকালেই তাশখন্দ থেকে একটা গোপন প্যাকেট এসেছে। কৃষি জনকমিশারিয়েতের মধ্য-এশীয় বিভাগে বহু বিস্তারিত একটি অন্তর্ঘাত সংগঠনের খবর আছে তাতে। যন্ত্র বিভাগের ভূতপূর্ব কর্তা ইঞ্জিনিয়র নেমিরোভস্কি সে সংগঠনের সভ্য। নেমিরোভস্কিকে জেরার অনুবিবরণী এবং তার শেষ জবানবন্দির একটি নকলও সেই সঙ্গে আছে। জবানবন্দি থেকে দেখা যায় সে সংগঠনের আরো একজন সভ্য নেমিরোভস্কির সহযোগী এখনো পর্যন্ত নির্মাণ ক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে কাজ করে চলছে।

দলিলগুলো দেরাজে চাবিবন্ধ করে কমারেঙ্কো তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য একটি নির্দেশ জারি করল।

শোচনীয় দর্শন যে লোকটিকে এনে হাজির করা হল সে এমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে যে প্রায় নীলচে দেখাচ্ছে, বিচ্ছিরিভাবে থরথরিয়ে কাঁপছে হাত দুটো। শুরু হল দুই ঘণ্টার সেই চিরাচরিত সংলাপ: অভিমান, ক্ষোভ, পুরোপুরি অস্বীকার, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, নিজের জবাবের মধ্যেই বার দুয়েক গরমিল, দোষীর মতো চুপ করে থাকা, তারপর অন্তর্ঘাতের দরুন পাওয়া তুচ্ছ টাকাগুলোর ফিরিস্তি, শেষ পর্যন্ত বমির মতো চ্যাটচেটে তালগোল পাকানো অনুশোচনা।

ইঞ্জিনিয়রটিকে তাশখন্দে চালান দেবার এক হুকুম লিখে কমারেঙ্কো ঘণ্টি দিয়ে কড়া এক কাপ চা চাইলে। ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল হাত দুটো ধুয়ে নেয়, যেন রক্তপুঁজ-মাখা একটা অপারেশন করেছে। গা ঘিনঘিন করছিল তার: এই ধরনের লোকেরা কিনা আবার নিজেদের শত্রু বলার স্পর্ধা করে! বর্ষার জলের মতো ঘোলা রঙের চায়েও তার মনের বিস্বাদটা যাচ্ছিল না।

টেলিফোন বেজে উঠল:

'মুখতারভ এবং গালিয়েভ এসেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত কাজে।'

'পাঠিয়ে দিন।'

ঘরে ঢুকল জেলা কমিটির সেক্রেটারি, সঙ্গে অভিশংসক — তাতার গালিয়েভ।

'নমস্কার কমরেডরা, বসুন, আজ্ঞা করুন।'

'তোমার সঙ্গে এঁর একটা কাজ আছে,' অভিশংসকের দিকে দেখাল মুখতারভ।

'সত্যি বলতে কি, তেমন কিছু বড়ো কাজ নয়,' অভিশংসক কমারেঙ্কোর টেবলের কাছে সরে এল, 'কমরেড মুখতারভ আমায় বললেন যে আপনি 'লাল অক্টোবর' যৌথখামারের পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য — যৌথখামারীদের চেনেন।'

'কাউকে কাউকে চিনি।'

'হায়দর রাজেবভকে চেনেন?'

'চিনি। পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য। শরৎকালে নির্বাচিত হয়।'

'লোকটা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'কোন দিক থেকে?'

'ব্যাপারটা হল, হায়দর রাজেবভ কাল তার বউকে খুন করেছে।'

'হায়দর রাজেবভ? যে যৌথখামার কংগ্রেসে স্তালিনাবাদ গিয়েছিল, ফেরে এরোপ্লেনে?'

'সেই।'

'বউ খুন করেছে বলছেন?'

'গলা কাটে। এমন পাশবিক হত্যাকাণ্ড খুব কমই দেখা যায়। ধড় থেকে মাথাটা প্রায় একেবারে কাটা। বুকে দুটো জখম। হাতের কব্জি কাটা। বোঝা যায় বৌ আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল।'

'কিন্তু কেন খুন করল, বোঝা গেছে?'

'বৌয়ের বাপ এবং পড়শীরা বলছে, হায়দরকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিল বৌ। রাজেবভ নাকি অনেক আগেই হুমকি দিয়েছিল গলা কাটবে, খারাপ ব্যবহার করত। বিরুদ্ধ বিবৃতি শুধু একটি — কী যেন ওর নাম?..' নোট বইয়ে কী একটা খুঁজতে লাগল অভিশংসক, 'বিধবা জুমরাৎ। এই জুমরাৎ ওদের দুজনকেই চেনে, বলছে এমন মিলমিশ সংসার গোটা কিশলাকে ছিল না। বৌয়ের সঙ্গে রাজেবভের মতো অমন ভালো ব্যবহার আর কেউ করে নি। ওদের দুজনের মধ্যে এমন অসাধারণ মিলমিশ আর মুহব্বৎ থাকায় বিধবা জুমরাৎ বলছে রাজেবভ খুন করতে পারে না। কিন্তু এটা তো আর কোনো প্রমাণ হল না। বরং এই ধরনের বেশির ভাগ খুনই হয় ঈর্ষার জ্বালায়।'

'কিন্তু সাক্ষী আছে কিছু? কেউ দেখেছে?'

'পাড়াপড়শীরা চেঁচামেচি শুনেছিল। দরজা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। ছুটে যায় বৌয়ের বাপকে খবর দিতে। বাপ যখন ছুটে আসে তখন রাজেবভকে পালাতে দেখে। আটকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাজেবভ ছোরা তুলে ভয় দেখায়। ফেরে সে সন্ধ্যার সময়, যখন ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই মিলিশিয়া এসে গেছে, আমি সাক্ষীদের জেরা করছি। প্রথমটা দেখে তার শরীরে খুনের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি, তবে এমন বৃষ্টিতে রক্তের দাগ কি আর থাকে? তাছাড়া প্রথম আরিকেই গা হাত পা আলখাল্লা ধুয়ে ফেলতেও পারে।'

'রাজেবভ নিজে কী বলছে?'

'যখন ফেরে, — আমি তখন তার কিবিৎকাতেই বসে আছি — রাজেবভ

লাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। দুঃখের কথা, তাজিক ভাষা আমি ভালো বুঝি না। তবে এটা প্রায়ই দেখা যায়, পরে অনুশোচনা হয়েছে আর কি। পরে মিলিশিয়ার লোকেরা যখন ওকে ধরে, তখন ও একেবারে চুপ করে যায়, একটি কথাও আর বলে না। ধারণা হয় যেন মনের মধ্যে ভয়ানক একটা ঘা খেয়েছে। একটি কথাও ওর কাছ থেকে বার করা যায় নি।'

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান! আমি যে ওকে এই সেদিন দেখেছি। কবে? আমার মনে হয় কাল, এই এখানেই।'

'কোন সময়? মনে আছে?' সতর্ক হয়ে উঠল অভিশংসক।

'দাঁড়ান, একটু মনে করে দেখি। মনে হয় চারটের সময়, যখন দুপুরের খাওয়া খেয়ে ফিরি। এইখানে রাস্তায়, আপিস ঘরের কাছে। কেন মনে আছে বলব? সেদিন আমার যৌথখামার থেকে দুটো লোকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। প্রথমে রাজেবভ, তারপর শাহাবুদ্দিন কাসেমভের ছেলে, তাকেও এখানেই দেখি, আপিস থেকে বেশি দূরে নয়।'

'আপনার ঠিক মনে আছে যে দেখেন কালকেই এবং ঠিক প্রায় চারটের সময়?'

'প্রায় নিশ্চিত।'

'খুব জরুরী এটা। খুন হয় ঠিক প্রায় এই সময়টাতেই।'

'ঠিক চারটের সময়েই, এবং লোকটাও ঠিক রাজেবভই, এ কথা কিন্তু ঠিক হলপ করে বলতে চাইছি না। যা বাদল, তাতে সেই যে বলে, সব বেড়ালকেই ছেয়ে দেখায়। তাছাড়া ঘড়ি তো আর দেখি নি। ভুল হতেও পারে।'

'আচ্ছা! আর ব্যক্তিগতভাবে রাজেবভ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি?'

'তা রাজেবভ সম্পর্কে মুখতারভ যতটা জানে আমিও তাই জানি। বিশেষ একটা রাজনৈতিক সক্রিয়তা তার মধ্যে কখনো দেখা যায় নি। তার বৌয়ের বাপ, মালিক আবদুল কাদেরভ বাইশ সালে দুই লালফৌজীর গলা কাটে, তার আঙিনাতেই তারা রাত কাটাচ্ছিল। কিন্তু সেটা অতীতের ব্যাপার। শ্রেণী-চেতনা না থাকায় বাইদের ওসকানিতে তখন কী না করেছে লোকে। তারপর থেকে ও ধরনের আর কিছু তার বিরুদ্ধে শোনা যায় নি।'

'আর সাক্ষীদের সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে পারেন কি? প্রধান সাক্ষী রাজেবভের পড়শী, যৌথখামারের সভাপতি দৌলৎ, কমরেড মুখতারভের মতে খুবই বিশ্বাসভাজন লোক।'

সিগারেটের সর্পিল ধোঁয়াটার দিকে নীরবে চেয়ে রইল কমারেঙ্কো।

'শোনো মুখতারভ, এই যৌথখামারটা আমার ভালো ঠেকছে না। সত্যি বলতে কি ভায়া, এর সদস্যদের সম্বন্ধে আর কি জানি এইটুকু ছাড়া যে, বর্তমানের খামারীদের অনেকেই বাইশ সালে আফগানিস্তান পালিয়েছিল বাসমাচদের সঙ্গে এবং আটাশ সালে ফিরে আসে?'

'হয়েছে, হয়েছে, তিলকে তাল পাকিয়ে কী লাভ,' ক্ষুণ্ণ হল মুখতারভ, 'কত দেহকানই তো বাসমাচদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। বাইশ সালে এখানে কেই বা ঠিক বুঝত সোভিয়েত রাজটা কী জিনিস?'

'সে কথা নয়। আমি বলছি: আফগানিস্তানে কুলাক বেশ ছেড়ে এসে এই ধরনের যৌথখামারে সেঁধতে পারে এমন ভূতপূর্ব বাইয়ের সংখ্যাও কি আর কম? আর বাইয়েদের হাতের লোকও কি সামান্য? এই ধরনের যৌথখামারে জোর রাজনৈতিক কাজ চালানো দরকার ছিল। তা কি আমরা যথেষ্ট করেছি? যথেষ্ট লোক কি পাঠিয়েছি সেখানে? কাকে?'

'ধরো অন্তত দৌলৎকে।'

'মনে আছে, হেমন্তে তোমার সঙ্গে সেখানে সভা ডাকতে গিয়েছিলাম? বাড়ি ফেরার সময় সারা রাস্তা এই যৌথখামারের কথা ভেবেছি। তোমার এই সব সক্রিয় কর্মীদের আমার ভালো ঠেকে না।'

'কার কথা বলছ?'

'শাহাবুদ্দিন কাসেমভের কথাই ধরো না, পরিচালকমণ্ডলী থেকে যাকে আমরা সেবার সরাই। কে লোকটা, তোমার কী ধারণা?'

'মাঝারি চাষী, চল্লিশ ভেড়ার বেশি সম্পত্তি ওর ছিল বলে কেউ মনে করতে পারে না।'

'অথচ এখানে আসার আগে এই শাহাবুদ্দিন কাসেমভই আফগানিস্তানের মাজার-ই-শেরিফে মস্ত একপাল ভেড়া বেচে। হলফ করে বলছে যে ভেড়াগুলো ওর নয়, শ্বশুরের। যাও, যাচাই করে দ্যাখো গে! অথচ উনত্রিশ সালে আমাদের এখানে এসেই সোজা যৌথখামারে ঢোকে, ওরই প্রথম উৎসাহ দেখা যায়... অথবা তোমার এই দৌলৎ। আমার ওপর রাগ করো না

মুখতারভ, আমি জানি: সক্রিয় কর্মী, হেন তেন। কিন্তু ওর ওই সক্রিয়তা আর কর্মতৎপরতার ব্যাপারটা এক মিনিট ছেড়ে দিয়ে ছোটো ছোটো কতকগুলো তথ্য মিলিয়ে দেখা যাক। সন্দেহভাজন কিছু একটা ঘটলেই দেখা যাবে দৌলৎ ঠিক আছে সেইখানটিতে। খোজিয়ারভের ব্যাপারটা ধরো: যৌথখামারে খোজিয়ারভকে কে ভর্তি করে? দৌলৎ। কে তার সুপারিশ করে পার্টিতে? দৌলৎ। কে তাকে মানপত্রের সুপারিশ করে? দৌলৎ... তাই সাক্ষীর ব্যাপারটাতেও কমরেড গালিয়েভ, একটু সতর্ক থাকবেন। খোদ রাজেবভের কাছ থেকেই বরং আরো পাকা সাক্ষ্য আদায়ের চেষ্টা করুন।'

মিঃ ক্লার্কের দোভাষিণী চাই

ক্যানেলের এবড়োখেবড়ো তলদেশে আঁচড় দিচ্ছে ছয়টা এক্সকেভেটর। দু'পাশের খাড়াই পাড়ের মধ্য দিয়ে রাত বইছে বিজলী বাতির শুকনো বন্যায়। হুইসিল বেজে উঠল, এক্সকেভেটরগুলোও বাধ্যের মতো মাথা ঘুরিয়ে টান টান প্রতীক্ষায় নিথর হয়ে গেল।

পাথরগুলোয় পিছলে পিছলে ক্লার্ক নামল নিচে।

'কী হল? এখানেও শিলাস্তর?'

আন্দ্রেই সাভেলোভিচ এক চাঙড়া পাথর তুলে তার একটা টুকরো ভেঙে আঙুলে টিপে চেটে দেখল।

'কঙ্গলোমারেট। স্বাদটা অনেকটা মাটির মতো, কিন্তু খুঁড়তে গেলে একেবারে নিরেট পাথর। এক্সকেভেটরে চলবে না, দাঁত ভেঙে যাবে। বিস্ফোরক দিয়ে ওড়াতে হবে।'

'কিন্তু স্তরটা কতখানি?'

'সতের নম্বর পিকেট পর্যন্ত। নয় দশ মিটার খুঁড়তেই কাঁকর শেষ হয়ে এই হারামি শুরু হয়ে যায় — মাপ করবেন কথাটা।'

'তা কেমন সম্ভব আছে,' ক্লার্ক বলল রুশীতে, 'নক্সায় আছে কাঁকর, এক্সকেভেটরে খোঁড়া যাবে বলা হয়েছে, সবখানেই যদি পাথর, তাহলে নক্সা শয়তানের কাছে। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এখানে কেউ চালিয়েছিল?'

আন্দ্রেই সাভেলোভিচ দরদ ভরে মাথা দোলালে:

'জানেন তো আমাদের ব্যাপার। কেবলি তাড়াহুড়ো, আজ ভিত গাঁথা হতে না হতেই কালই ছাদ চাই। ওই তাড়াহুড়ো করেছে আর কি। দু-তিন জায়গায় খুঁড়ে দেখলাম, নুড়ি আর নুড়ি... যাও এখন সামলাও!'

'তাড়াহুড়োটা কারণ নয়। তাড়াতাড়ি করতে হবেও, ভালো করতে হবেও। টেম্পো আর উৎকর্ষ, তাই না? টেম্পো ছাড়া, উৎকর্ষ ছাড়া সমাজতন্ত্র না হয়।'

হতভম্ব চোখে আন্দ্রেই সাভেলোভিচ তাকিয়ে রইল আমেরিকানের দিকে, কিছুই বললে না।

'প্রতিটি পিকেটের নানা জায়গা থেকে এক এক টুকরো কঙ্গলোমারেট নিয়ে ল্যাবরেটরিতে দিয়ে দিন। কাল চারটের ভেতর যেন অ্যানালিসিস তৈরি হয়ে যায়। এবার মেঙ্ক-৬ নিয়ে যান ১৩ নং পিকেটে, বুসিরাস-৭০'কে ৯ নম্বরে। ওখানে একবার দেখা যাক।'

ভোর নাগাদ বারোটা এক্সকেভেটর শিলাস্তর পর্যন্ত খুঁড়ে থেমে গেল।

ক্যানেল থেকে ওঠার সময় ক্লার্কের মুখ দিয়ে রুশী-ইংরেজী অভিশাপের এক দুর্বোধ্য খিচুড়ি বেরুচ্ছিল। একটা পাথরের ওপর বসে সে প্রধান ইঞ্জিনিয়রের জন্য সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট ছকলে, পিয়ন ডেকে তা পাঠিয়ে দিলে দ্বিতীয় সেকশনে। বর্ষা শেষ হতেই নির্মাণের সমস্ত পরিচালনাদপ্তর চলে গেছে সেখানে। পিয়ন পাঠিয়ে ক্লার্ক এগুল বসতির দিকে। ব্যারাকগুলো একেবারে ক্যানেলের মুখ পর্যন্ত চলে এসেছে, উপচে পড়েছে মরুভূমিতে, লম্বা একটা শিথিল শেকলে এগিয়ে গেছে নদীর তীর বরাবর।

ক্যানেল মুখের কাছ থেকে তালে তালে কংক্রিট মিকসারের শব্দ উঠছে, সম্ভবত নতুন কোনো সারা সোভিয়েত রেকর্ডের পরিসংখ্যান পিটিয়ে তুলছে তারা। ক্লান্তিতে চোখে হাত বুলাল ক্লার্ক। কোথায় কোন এক রান্নাঘরে যেন ফ্যাটানো হচ্ছে ডিম চিনির গোগেল-মোগেল। ধূসর এ গোগেল-মোগেল ঢালা হবে প্রধান ক্যানেলের গলায়। ড্যামের কাজ শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু খোঁড়ার কাজ? পথ আটকানো ছোট্ট একটা ঝরনার সামনে থামল সে, জলে মুখ ধুয়ে নিল। খাড়া পাড়ের ওপাশ থেকে নদীর অশ্রান্ত গর্জন আসছে যেন পুরা দমে স্টোভ জ্বলার কোন একটা শব্দ। গর্জনটায় ক্লার্ক এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে সেটা তার খেয়ালই থাকে না। তাই এখন

সকালের ভঙ্গুর স্তব্ধতায় শব্দটা কানে যেতেই প্রথমে ঠিক ঠাহর হল না কী ওটা।

বসতিটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। ব্যারাকের দরজায় দরজায় দেখা দিতে লাগল রঙীন গেঞ্জি-পরা মানুষের মূর্তি।

বাতাসের নীলাভ স্বচ্ছতাকে ঘুলিয়ে তুলে ঘড়ঘড়িয়ে গেল একটা লরি।

ইঞ্জিনিয়র ও টেকনিশিয়ানদের যে নতুন ব্যারাকে ক্লার্ক উঠে এসেছে সেটা অন্যদের থেকে একটু একটেরে জায়গায়, নদীর খুব কাছে। দরজা ঠেলল ক্লার্ক।

'কে, জিম নাকি!'

'হ্যাঁ, মেরি। জাগিয়ে দিলাম নাকি?'

'এই মাত্র এলেন?' চোখ বুজে এলো চুল ঠিক করতে লাগল পলোজভা।

'হ্যাঁ — সারা রাত কেবলি ঝামেলা গেছে।'

'কিছু ঘটল নাকি আবার?' পলোজভা জিজ্ঞেস করলে ইংরেজিতে।

'দশ মিটার নিচে নুড়ি কাঁকরের বদলে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে কঙ্গলোমারেট। ডিনামাইটে ফাটাতে হবে।'

'অনেক?'

'অন্ততপক্ষে সত্তর হাজার কিউবিক মিটারের কম নয়।'

'বলছেন কী! কাজ যে তাতে ভয়ানক আটকে থাকবে।'

'অন্তত তিন মাস।'

'সে কী? আগে তা কেউ জানত না নাকি?'

'আমারও তো তাই জিজ্ঞাস্য। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভিত্তিতে গড়া নক্সা অনুসারে এই গোটা জায়গাটায় কাঁকর থাকার কথা।'

'দাঁড়ান, এক্ষুণি চা করে দিচ্ছি... কিন্তু কী হবে তাহলে?'

'দেখা যাক। কির্শের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছি। সেই ঠিক করুক। সমস্ত কাজটা তাড়াতাড়ি ঢেলে সাজতে হচ্ছে।'

টেবিলে শাদা একটা কাগজ নিয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে বাঁকা বাঁকা সব রাশি লিখতে লাগল সে।

'বসুন, আমার সঙ্গে চা খেয়ে নিন। খুব মন খারাপ?'

'আনন্দের কিছু নেই। সময়মতো শেষ করতে পারব না।'

'থাক, ঝট করে অমন হতাশ হতে হবে না। উপায় হয়ত একটা বেরুবে। বেশি মজুর লাগালেই চলবে।'

'যন্ত্র নেই যে। এ পাথরের কাজে আমাদের এক্সকেভেটর চলবে না।'

ক্লার্কের হাতে হাত বুলাতে লাগল পলোজভা।

'আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে যে আপনি এমন অন্তর দিয়ে আমাদের নির্মাণকাজটাকে নিয়েছেন। হয়ে উঠেছেন একেবারে সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়র। তিন দিন দাড়িটাও কামান নি।'

বিব্রতের মতো থুতনিতে হাত বুলাল ক্লার্ক।

'মাপ করবেন মেরি, এখুনি কামিয়ে নিচ্ছি। এটা সোভিয়েতী লক্ষণ কিছু নয়, স্রেফ আলসেমি।'

'শুনুন জিম,' ক্লার্কের গলা জড়িয়ে বললে পলোজভা, 'আপনার জন্যে দুটি খবর আছে। একটি ভালো, একটি খারাপ। কাল সারা দিন আপনাকে দেখি নি, তাই জানাতে পারি নি।'

'খারাপ খবরটা কী শোনা যাক?'

'আগে ভালোটা শুনতে চাইছেন না কেন? আমায় কমসোমল কমিটির ব্যুরোয় নিয়েছে। খুশি?'

'খুশি। আর খারাপ খবরটা?'

'দ্বিতীয় সেকশনে আমায় পাঠাচ্ছে। কিছুকাল তাই আমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, সম্ভবত নির্মাণকাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত।'

'কে আপনাকে পাঠাচ্ছে, পাঠাচ্ছেই বা কেন?'

'কমসোমল কমিটি। মুরির দোভাষী চলে গেছে। নতুন দোভাষী চেয়ে পাঠাবার মানে হয় না! আসতে আসতেই দু' মাস কেটে যাবে। আমি ছাড়া হাতের কাছে আর কেউ নেই। এই হল এক ব্যাপার, তবে প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হল দ্বিতীয় সেকশনের কমসোমল চক্রের সেক্রেটারি করেছে আমায়। ভেবে দেখুন, কী বড়ো কাজ! কত দায়িত্ব!'

'দেখছি আপনি ভারি খুশি।'

'একসঙ্গে থাকা চলবে না ভেবে খানিকটা কষ্ট লাগছে, তবে কাজটা সত্যিই আনন্দের। আপনার ধারণা নেই কমসোমল সংগঠনের পক্ষ থেকে এটা কত বড়ো আস্থার কথা। চক্রে আছে একশ কুড়ি জন লোক। আমার তো ভয়ই করছে — এত বড়ো দায়িত্ব সামলাতে পারব কিনা।'

'কিন্তু আপনি সত্যি সত্যিই ওখানে যাবার কথা ভাবছেন নাকি? মুরির দোভাষিণী হবেন?'

'তার মানে, যাব ভাবছি কিনা? আমি তো আপনাকে বললাম, আমায় সেক্রেটারি করে পাঠিয়েছে। আজ যাব। আপনার ভালো লাগছে না? ছি, জিম, ভুরু কোঁচকাবেন না। ভেবে দেখুন। জায়গাটা তো দূরে নয়, মাত্র কুড়ি কিলোমিটার। অন্তত দশ দিনে একবার করে তো দেখা হবেই, হয়ত আরো ঘন ঘন। এখনো তো আমাদের দিনের পর দিন দেখা হয় না। আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না যে আমার পক্ষে এটা খুব বড়ো দায়িত্বের কাজ, এ রকম দায়িত্ব আমায় এই প্রথম দেওয়া হল, যে করেই হোক তা পালন করতে হবে? ছি, জিম!..'

'মুরির কায়েমী সহচারিণী হওয়ার কাজটা যে কোনো তরুণীর পক্ষে খুবই আকর্ষণের তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ধারণা, আমার স্ত্রীর পক্ষে এ কাজ আকর্ষণহীন এবং অযোগ্য।'

'জিম, এ সব আবার কী! ঈর্ষা হচ্ছে? লজ্জার কথা! সত্যিই আপনি রাগ করছেন নাকি?'

'রাগ করছি না, ব্যাপারটার সমূহ বিরোধী আমি।'

'কিন্তু কেন? আমাদের একসঙ্গে থাকা হবে না বলে, নাকি মুরির সঙ্গে কাজ করব বলে?'

'দুই কারণেই। আমি মনে করি, রুশী শেখার সময় আমি যতটা পেয়েছি, মুরিও ততটাই পেয়েছে। শেখার তার ইচ্ছে হয় নি বলে আমার বৌ আমায় ছেড়ে গিয়ে তার দোভাষিণী হবে, এটা কোনো যুক্তি নয়।'

''আমার বৌ', 'আমার বাড়ি' — আস্তে আস্তে ভেতর থেকে সবই আপনার সাবেকী বুলি বেরুচ্ছে যে। শুনতেই বিছছিরি লাগে। সত্যি জিম ছেলেমানুষি করবেন না! কী বড়াই! উনি নাকি রুশ ভাষা শিখে ফেলেছেন, আর মুরি শিখতে চায় নি! প্রথমত, বুকে হাত দিয়ে বলুন, আমার সঙ্গে ভালোবাসায় না পড়লে অত তাড়াতাড়ি রুশ ভাষা শিখতে পারতেন কি? তাছাড়া আপনার হাতেও সময় ছিল যথেষ্ট, অসুস্থ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নিই মুরির ইচ্ছে ছিল না, তাহলে কে তাকে জোর করে শেখাবে? অথচ তার জন্যে দোভাষী দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য। দোভাষী ছাড়া ওর কাজ চলবে না, বসে বসে মাইনে পাবে। প্রশ্নটা হল: নির্মাণকাজের

জন্যে মুরির দরকার আছে কিনা? আপনি নিজেই ভালো জানেন যে দরকার আছে, ওর জন্যে এমন পরিস্থিতি গড়ে দেওয়া দরকার যাতে তার কাছ থেকে যতটা বেশি পারা যায় আমরা পাব। আপনি যা বললেন, এমন কি সেই 'আপনার বৌ'য়ের পক্ষেও মুরির দোভাষী হওয়ায় অপমান বা লঘুচিত্ততার কিছু নেই।'

'বেশ। কর্তৃপক্ষ যদি মুরিকে দোভাষী দিতে বাধ্য থাকে, তাহলে আমার জন্যেও দোভাষী দিতে তারা সমান বাধ্য। আমিও ওর মতোই আমেরিকান।'

'কাল যখন আপনাকে বলা হয় আপনি অন্য সকলের মতোই আমেরিকান, তখন রাগ করেছিলেন যে বড়ো? সিনিৎসিনকে এ কথা কে বলেছিল, — আমি আমেরিকান নই, সোভিয়েতী। তাছাড়া, লক্ষ্মীটি জিম, আপনি এমন চমৎকার রুশী বলেন, কোনো দোভাষীই আপনার লাগবে না।'

'আমি যদি রুশী শিখে থাকি, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শেখার কোনো বাধ্যবাধকতা আমার ছিল না, মুরির মতোই দোভাষী পাবার সমান অধিকার আমার আছে। অন্য কাজে যেতে হওয়ায় যখন আপনাকে ঘর ছেড়ে যেতে হয় নি, তখন তো তাতে আমি আপত্তি করি নি। কিন্তু আমি নিজেই রুশ ভাষা শিখে গেছি, দোভাষী আর চাইছি না, এর পুরস্কার স্বরূপ যদি আমার বৌকে কেড়ে নিয়ে মুরির দোভাষিণী করে দেওয়া হয়, তাহলে আজই আমি মরোজভের কাছে গিয়ে আমার দোভাষী ফেরত চাইব।'

'কে আপনার বৌ কেড়ে নিচ্ছে? কী বাজে বকছেন? স্রেফ রাতে ঘুমতে পারেন নি, বোধ হয় তাই গুলিয়ে বসেছেন কোথায় আছেন। যদি নিজেকে এবং আমাকে হাস্যকর করে তুলতে না চান তাহলে মরোজভ টরোজভ কারো কাছেই যাবেন না। আপনার এতদিনে জানা থাকার কথা যে সোভিয়েত আইনে একই প্রতিষ্ঠানে স্বামী স্ত্রী একে অন্যের অধীন হয়ে কাজ করতে পারে না। আর পুরস্কারের কথা কী বলছেন আপনি? রুশ ভাষা শিখেছেন অমনি ভাবছেন বুঝি গোটা নির্মাণ ক্ষেত্রকে কৃতার্থ করে দিলেন, মহা উপকার করলেন: একটি দোভাষী মিতব্যয় হল।'

'আমি এখনো এমন নিখুঁত রুশী বলি না যে বিনা দোভাষীতে চলবে।'

'কাকে আপনি ধাপ্পা দিচ্ছেন? মরোজভকে? নির্মাণকাজকে? পার্টিকে? লজ্জার কথা! সংসারের পবিত্রতা লঙ্ঘিত হল, দেখুন না কেন, মাস কয়েকের

জন্যে বউকে সরে যেতে হচ্ছে, বাস, সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত সোভিয়েত প্রীতি উবে গেল। 'গৃহসংসার' রক্ষার নামে ধাপ্পা দিতে রাজী।'

'ঠাট্টা করতে চান করুন। কিন্তু আমার ধারণা, লোকে যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে পরস্পরের মত কিছুটা মেনে নিতে হয়। আমি নিষেধ করছি, যাওয়া চলবে না। বুঝেছেন?'

'এই সুরে প্রথম থেকে বললেই হত, তাহলে তর্কের কোনো অবকাশই থাকত না। কী পাগল আমি, মন খুলে ধরছি, আনন্দ করছি, বলছি কমসোমলের কথা, বড়ো দায়িত্বের কথা, আর ওঁর কেবল এক কথা, 'আমার বৌয়ের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া চলবে না'। বোঝা যাচ্ছে আপনার ধারণা, কাউকে 'আমার বৌ' আখ্যা দিতে পারলেই আমাদের দেশেও একটা জিনিসের মতো তাকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার মেলে। ভুল করেছেন আপনি। ও আখ্যাটা আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমরা একত্রে বাস পাতার সময় আপনি যথাযথ কোনো সর্ত দেন নি, এত বেশি মূল্যে ও আখ্যাটা কেনার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। যতদিন পর্যন্ত আপনাকে ভেবেছি সত্যি সত্যিই আপন জন, নিজেদের লোক, ততদিন আপনার সঙ্গে থেকেছি। দেখা যাচ্ছে আপনার সোভিয়েতী প্রত্যয় সবই কেবল বাইরের খোলস। প্রথম এই যেই একটু জোরে আঁচড় দিয়েছি, অমনি বেরিয়ে এল এক মামুলী পেটি বুর্জোয়া। বিদায় মিঃ ক্লার্ক। রুশ ভাষা নিখুঁত জানা না থাকায় যদি আপনার দোভাষীর প্রয়োজন হয় তবে অন্য কাউকে খুঁজে নিন।'

'আপনি যদি এখন চলে যান, সাবধান করে দিচ্ছি, ফেরার পথ আর থাকবে না। ভেবে দেখবেন।'

'এ উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। আমার ভাবা হয়ে গেছে। আমার টুকিটাকি জিনিস যা রইল, অসুবিধা না হলে তা লরি ড্রাইভারের সঙ্গে দুই নম্বর সেকশনে পাঠিয়ে দেবেন। মঙ্গল হোক আপনার মিঃ ক্লার্ক।'

...সার্শির ওপর একটা মাছি একটানা ভনভন করছে, জানলা দিয়ে ভাখ্শ নদীটা দেখা যায়। সার্শির ধার বেয়ে উঠে আসছে মাছিটা। না, মাছি নয়, ডোরা-কাটা একটা বোলতা, তন্বীর মতো ক্ষীণকটি। অনবরত ভনভন করতে করতে একগুঁয়ের মতো ওপরে উঠছে সেটা। দেহের দু' অংশ যে তার দুটি স্বাধীন যন্ত্র — একটি মিনিয়েচার ট্র্যাক্টর, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে একটা ডাববা। টেবিলের ওপর রঙচঙা পেয়ালায় ঠাণ্ডা হয়ে আসছে চা। আঁক

জোক ভরা পাতাটা টেনে নিয়ে ক্লার্ক তার হিসেবগুলো খতিয়ে দেখতে লাগল। সংখ্যাগুলো সারি বেঁধে চোখের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বৃষ্টিধারার মতো তীর্যক। কাগজটা মুড়ে সে পকেটে পুরল। কে যেন বাইরের দরজা খুললে।

'আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র এখানে থাকেন?'

'কী চাই?'

'প্রধান ইঞ্জিনিয়র এক্ষুণি যেতে বলেছেন।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পলোজভা যন্ত্রের মতো গেল প্রধান নির্মাণ এলাকার দিকে। তখনো বেশ সকাল। কমসোমল কমিটির অফিসে তখনো সম্ভবত কেউ এসে পেঁছয় নি। দ্বিতীয় প্লটে যে লরি যায় তা যাবে আরো অনেক পরে। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল পলোজভা। অভিমানের জ্বালায় শুকনো ঠোঁট দুটো থরথর করছে, করকর করছে শুকনো চোখ দুটো। 'বোকা! এমন লোকের সঙ্গে এতদিন রইলাম কী করে?'

গন্তব্যে পেঁছবার আগেই সবুজ চাঁদিটুপি-পরা একটি ছেলেকে দেখলে সে, বসে আছে পাড়ের একটা পাথরের ওপর।

'করিম!'

'মরিয়ম নাকি?'

'কী করছ এখানে?'

'তৃতীয় প্লট থেকে এসেছি। সকাল থেকেই অনেক কাজ আছে। ঘুমিয়ে লাভ নেই, তাই নদীর ধারে বসে আছি। বেশ ঠাণ্ডা, ধুলোবালি নেই। কিন্তু তুমি এত সকালে যাচ্ছ কোথায়?'

'আমি? আমিও একটু হাঁটছি। সকালটা বেশ চুপচাপ, সুন্দর। গাড়ির অপেক্ষা করছি। দুই নম্বর সেকশনে যাব।'

'আজ থেকেই কাজে নামছ?'

'দেরি করে কী লাভ? চক্রটাকে দেখবার কেউ নেই ওখানে। যত তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে আনা যায় ততই তো ভালো।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক।'

আলাপটা ঠিক জমছিল না। পলোজভার মনে হচ্ছিল না দাঁড়ালেই ভালো হত, কোথাও যাবার তাড়া আছে বলে চলে গেলেই হত। কিন্তু নিজেই তো বলে বসেছে কোথাও যাবার তাড়া নেই, এখন আর চলে যাওয়া যায় না। নাসিরুদ্দিনভের দিকে চোখ তুললে সে:

'করিম।'

'কী মরিয়ম?'

'শোনো করিম, আমি অনেক দিন থেকেই তোমার সঙ্গে কথা কইব ভাবছিলাম...' মিছে কথাটা বলেই থেমে গেল পলোজভা।

'কী নিয়ে মরিয়ম?'

'মানে, কেমন যেন বিচ্ছিরি হয়ে গেল ব্যাপারটা... তখন, তুমি যখন এসেছিলে... ভেবেছিলাম, সব বুঝিয়ে বলব, কিন্তু সময় হচ্ছিল না... না, না, ওটা ঠিক কথা নয়, সময় হয়ত ছিল, তবে কথাটা পাড়া আমার পক্ষে কঠিন হচ্ছিল। ঠিক করলাম, এখন বলি, কিন্তু শুরু করে... দেখছি ঠিক জোগাচ্ছে না।'

'বলবার কী দরকার মরিয়ম?'

'না, না, বলা দরকার। অবশ্য দরকার। মানে, তখন সেই রেলপথ পাতার সময় এমন উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম আমরা, মিলেমিশে, কেমন একটা চড়া পর্দায় সবটা বাঁধা যে... মানে ঠিক তা বলছি না, বুঝতেই পারছ করিম, অমন যৌথ কীর্তির মুহূর্ত তো সব সময় আসে না। ও সপ্তাহের কথাটা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। তোমায় কথা দিচ্ছি করিম, কখনো না।'

'আমিও কখনো ভুলব না মরিয়ম।'

'মানে তোমায়, তোমাদের সকলকে ভারি ভালো লেগেছিল তখন। না, মানে কথাটা ফের ঠিক হল না। এখনো তো আমি তোমাদের সকলকে খুবই ভালোবাসি। তোমাকেও খুব ভালোবাসি করিম... কমরেড হিসাবে, খুবই ভালোবাসি। কিন্তু তখন ওই দিনগুলোয় তোমাদের যা ভালো লেগেছিল তা আর কখনো হয় নি। তোমায় বিশেষ করে। তুমিই যে ছিলে এই সবকিছুর... এই অপরূপের প্রাণ। মানে, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তোমারও তো ঠিক তাই মনে হয়েছিল। আর আমাদের এই অসাধারণ বন্ধুত্বটা আমার তখন মনে হয়েছিল... মানে আমি সেটাকে ধরেছিলাম প্রেম বলে, নারী যেভাবে পুরুষকে ভালোবাসে। কিন্তু

পরে আমার মনে হল জিনিসটা ঠিক সে রকম নয়। তোমায় ভালোবাসি বইকি, খুবই ভালোবাসি, কিন্তু অন্য ভাবে। আমার মনে হয়, একসঙ্গে ঘর বাঁধার আগেই যে এটা বুঝতে পেরেছি সেটা ভালোই হল।'

'আমারও তাই ধারণা মরিয়ম।'

'আমার ওপর রাগ করো নি তুমি?'

'রাগ করব কেন? যাকে ভালোবাসি না, নিজের মনের ওপর জবরদস্তি করে কি তাকে ভালোবাসা যায়?'

'জানো করিম, তুমি যখন এলে, তখন এসব কথা তোমায় বুঝিয়ে বলতে যাওয়াটা আমার কাছে ভারি কঠিন লেগেছিল। আরো বেশি কঠিন লেগেছিল কারণ ব্যাপারটা আমি মাত্র তখনই বুঝলাম যখন ভালোবাসলাম অন্য আরেকজনকে। অথচ তুমি ভাবতে পারতে আমি একটা বাজে মেয়ে, চরিত্র নেই।'

'আমি মোটেই তা ভাবি নি মরিয়ম।'

'আমি জানি তুমি ভারি ভালো কমরেড করিম... তাছাড়া, লোকটা আবার আমাদের কমরেড নয়, বিদেশী ইঞ্জিনিয়র। তুমি ভাবতে পারতে আমি কমসোমল সভ্যা, কোন এক বিদেশী বুর্জোয়ার জন্যে নিজেদের পরীক্ষিত ভালো কমরেডকে ছেড়ে যাচ্ছি।'

'জানো মরিয়ম, আমাদের ছেলেরা ওরকম একটা প্রশ্ন তুলেছিল, আমায় জিজ্ঞেস করে কমসোমল সভ্য কি বিজাতীয় শ্রেণীর লোকের সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু আমি ওদের বলেছি: মরিয়ম যখন থাকছে তখন লোকটা বিজাতীয় নয়, আপনজন। ও যদি এখনো পুরোপুরি আমাদের আপনজন হয়ে না উঠে থাকে, তাহলে মরিয়ম ওকে পুরোপুরি আমাদের আপনার করে তুলতে পারবে।'

'তাই বলেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, তারপর ওরা আর এ প্রশ্ন তোলে নি।'

'ঠিকই বলেছিলে করিম।'

নিচে আলস্যে কল্লোল তুলছে জল। ধোপানী মেয়েদের কাপড় কাচার মতো সমতালে শব্দ করে চলেছে কংক্রীট মিকসার।

'কিন্তু তুমি মরিয়ম, ভালো আছ তো তুমি, সুখী হয়েছ?'

'ও হ্যাঁ... কিন্তু জানো, খুব সত্যি কথাই বলেছ তুমি, ও অবিশ্যি পুরোপুরি আমাদের লোক নয়, কিন্তু পুরোপুরি ওকে আমাদের লোক করে তোলাটা আমার কর্তব্য, মনে হয় তা পারব।'

'সে বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ তো মরিয়ম?'

'ভুল অবশ্যি সকলেরই হতে পারে... তবে মনে হচ্ছে, ভুল আমি করি নি।'

'যদি তোমার কখনো সাহায্যের দরকার হয় মরিয়ম, তাহলে ভুলো না যে পরীক্ষিত ভালো কমরেড তোমার আছে।'

'সে কথা সব সময় মনে পড়ে করিম।'

'আমি কমিটিতে চললাম। আসি মরিয়ম। ২ নং সেকশনে কাজটা গুছিয়ে তোলো। দিন দশেক পরে গিয়ে দেখব কেমন চলছে।'

'এসো করিম। মনে হয় সামলাতে পারব।'

ইঞ্জিনিয়র উর্তাবায়েভের নতুন পরীক্ষা

এ সন্ধ্যায় মরোজভের ফ্ল্যাটে একটা জরুরী অধিবেশন হল। মরোজভ ছাড়া তাতে ছিল ক্লার্ক, কির্শ, উর্তাবায়েভ এবং বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ একজন জর্জীয় যার নাম মনে রাখা ক্লার্কের পক্ষে সহজ ছিল না।

মরোজভ সংক্ষেপে জানাল ব্যাপারটা, যা সবাই জানে: যা ভাবা হয়েছিল সেই ৭০ হাজার কিউবিক মিটারের বদলে সরাতে হবে দু'লাখ চল্লিশ হাজার কিউবিক মিটার কঙ্গলোমারেট। সমস্যাটার কী সমাধান করা যায় তা এক্ষুণি আলোচনা করতে হবে। মরোজভ ভদ্রভাবে ক্লার্কের মত জানতে চাইল।

'ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এখানে কারা যে করেছিল আমি বুঝতে পারছি না,' ক্লার্ক কাঁধ ঝাঁকালে, 'এটা গাফিলতির ব্যাপার নয়, অন্তর্ঘাত।'

'খুবই ঠিক কথাই আপনি বলেছেন। অগপু সম্প্রতি ভূমি জনকমিশারিয়েতের মধ্য-এশীয় পরিকল্পনা বিভাগে একটি অন্তর্ঘাত সংগঠনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে, সেচ ব্যবস্থার সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে। আমাদের নির্মাণকাজের পরিকল্পনা যখন তৈরি হচ্ছিল, প্রাথমিক সমীক্ষা হচ্ছিল, তখন যে একগুচ্ছ ইচ্ছাকৃত অন্তর্ঘাত ঘটেছে সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই। তার সোজা উদ্দেশ্য আমাদের নির্মাণকাজকে যথা সম্ভব ঝামেলায় ফেলা, তার বিকাশ আটকানো। তা আর কী করা যাবে, শ্রেণী-সংগ্রামটা হল শ্রেণী-সংগ্রামই, এখানে তুলোর ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাবলম্বনের প্রশ্নটাই বিপন্ন। আপনাদের হুঁশিয়ার করে রাখা ভালো, নির্মাণ শেষ হবার আগে এমন চমক আরো কিছু আমাদের কপালে আছে। আজ সতের নম্বর পিকেটে টেস্ট বোরিঙে অন্তঃসলিলা জল পাওয়া গেছে বারো মিটার নিচে। ভূতাত্ত্বিক জরীপ কাররা এটাও 'নজর করে নি', কঙ্গলোমারেট খোঁড়ার ব্যাপারে এটাও আমাদের কাজ কম আটকে রাখবে না।'

'তার মানে আমাদের একই সময়ে বিস্ফোরণ করতেও হবে, জলও ছেঁচে ফেলতে হবে?'

'তাই দাঁড়াচ্ছে। ক্যানেলের খাত বদলাবার সময় আর নেই। কাজের পরিকল্পনা এখন এমন ভাবে ঢেলে সাজতে হবে যাতে এই সব সমস্যা সত্ত্বেও ঠিক সময়ে কাজ শেষ হয়।'

পকেট থেকে ভাঁজ-করা কাগজটা বের করল ক্লার্ক।

'আমাদের যে সব যন্ত্র আছে তা দিয়েই কী করা সম্ভব তার একটা হিসেব করেছি আমি। দুই নম্বর সেকশন থেকে আরো দুটো এক্সকেভেটর আনতে হবে। এতটা গভীর থেকে পাথর তুলে ফেলতে হলে একটা এক্সকেভেটরকে লাগাতে হবে নিচে, আরেকটাকে ওপরে। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট এক মাসের বদলে আমরা কঙ্গলোমারেট সরাতে পারব দুই মাসে, জল ছেঁচে ফেলার জন্যে যে দেরিটা হবে তা বাদে।'

পেনসিল রেখে সংখ্যারাশি টোকা কাগজটা ক্লার্ক এগিয়ে দিলে মরোজভের দিকে।

'তা কার্যকরী পরিকল্পনা বৈকি,' তারিফ করলে মরোজভ, 'এবার এটাকে এমন ভাবে ঢেলে সাজতে হবে যাতে এক মাসেই কাজ শেষ হয়।'

'সেটা অসম্ভব। আমাদের যা যন্ত্র থাকে তা এ পাথরের পক্ষে অচল। এর বেশি কাজ তোলা না যাবে।'

'ভেবে দেখা যাক। আপনি কী ভাবছেন কমরেড কির্শ?'

'কমরেড উর্তাবায়েভ যে পরিকল্পনা করে আমায় আগেই দেখিয়েছেন, আমি তাতে সায় দিচ্ছি।'

'বলুন কমরেড উর্তাবায়েভ।'

উর্তাবায়েভও একটা কাগজ বার করল:

'দুই নম্বর সেকশনে যে এক্সকেভেটর কাজ করছে তাদের গায়ে হাত না দিয়েই সমস্ত কঙ্গলোমারেট যাতে এক মাসের মধ্যে সরানো যায়, আমার পরিকল্পনা করেছি সেই দিকে নজর রেখে। নইলে এক দিকের কাজ চালু করতে গিয়ে আমরা অন্য আরেক দিকে কাজ আটকে রাখব।'

'সেটা অসম্ভব। আমাদের এক্সকেভেটরগুলো একমাত্র মেঙ্ক-৬ ছাড়া, মাটি তুলতে পেরে যায় সাত থেকে এগার মিটার গভীর বড়ো জোর। কিন্তু এই জায়গাখানে ক্যানেল গভীর আঠারো মিটার।'

'সেটা আমি জানি কমরেড ক্লার্ক। ও হিসেবটা ফার্মের হিসেব, মানে ক্যাটালগের জন্যে। আমাদের এক্সকেভেটরগুলোর কেব্‌ল্‌ বাড়িয়ে দিলে অনেক গভীরে তারা কাজ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সাধারণ মেঙ্ক-৫ বা বুসিরাস-৫০ সাত মিটার গভীরের বদলে কাজ করতে পারবে ১২ মিটার গভীরে, আর মেঙ্ক-৬ পারবে আঠারো মিটার গভীরে। এতে দু'ধাপ এক্সকেভেটর বসানোর সমস্যা অনেক কমবে, এবং অন্য সেকশনের কাজ থামিয়ে এক্সকেভেটর আমদানি করতে হবে না। এক্সকেভেটর বিশেষে কেবল লম্বা করে তোলা যায় সাড়ে তের মিটার থেকে তেইশ মিটার পর্যন্ত। এটা একটা উপায়। দ্বিতীয়ত আপনারা জানেন, মেঙ্ক এক্সকেভেটরের শভেলগুলো আমাদের জমির পক্ষে উপযোগী নয়, কার্যকারিতা তাদের কম। তাই আমার প্রস্তাব, ওদের শভেল বদলে অংশত ভাঙা বুসিরাস এক্সকেভেটরের শভেল লাগানো হোক, এদের ধারকতা বেশি, ০·৭—০·৯ কিউবিক মিটারের বদলে ১·৫ কিউবিক মিটার, আর অংশত লাগানো হোক আমাদের কারখানায় তৈরি শভেল। এতে এক্সকেভেটরের উৎপাদনশীলতা অনেক বেড়ে যাবে, এক একটা এক্সকেভেটর বিশ কি প'চিশ হাজার কিউবিক মিটার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিরিশ হাজার কিউবিক মিটার পর্যন্ত তুলবে। সংখ্যাগুলো তাত্ত্বিক সংখ্যা নয়, কিছু এক্সকেভেটর নিয়ে কাজ করার সময় বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা আমি যাচাই করে দেখেছি।'

'আমি কিছু বলতে চাই।'

'বলুন।'

'কমরেড উর্তাবায়েভ, আপনি দক্ষ ইঞ্জিনিয়র। আপনি ভালোই জানেন যে প্রতিটি যন্ত্রেরই একটা পরিকল্পিত ক্ষমতা থাকল, তা বাড়ানো না যায়।

মানে বাড়ানো যায়, তবে তাতে যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি হবে অনেক বেশি, তার আয়ুষ্কাল কমে যাবে পঞ্চাশ ভাগ শতকরা। এ ভাবে যন্ত্র খাটানো বর্বরোচিত, অযৌক্তিক। সে ক্ষেত্রে যন্ত্রের যা দশা হবে তার জন্যে আমি দায়ী থাকব না।'

'শুনুন কমরেড ক্লার্ক,' হাসল উর্তাবায়েভ, 'আমরা আমাদের আমদানি করা যন্ত্র দিয়ে এমন অনেক কাণ্ডই করছি যা আপনাদের বিদেশী ফার্মরা স্বপ্নেও ভাবে নি। ক্যানেলের মুখে এবং ৪৬ নং পিকেটে আমাদের কংক্রিট মিকসার যা কাজ করছে, তা ক্যাটালগের হিসাবের চেয়ে দু'গুণ বেশি। যদি ক্যাটালগের হিসাবে আটকে থাকি, তাহলে আমাদের পাথর সরানোর জন্যে ড্র্যাগলাইন মোটেই বসানো চলত না। সমস্ত ড্র্যাগলাইন ফেরত পাঠিয়ে এক্সকেভেটরের কোদাল জন্যে বসে থাকতে হত।'

'ড্র্যাগলাইন ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু যন্ত্রের ওপর অত্যধিক চাপ দিয়ে পরিকল্পনাতীত গভীরতায় তাকে কাজ করানো অপরিহার্য মনে না করি।'

'সেটাও অপরিহার্য, নইলে সময়মতো শেষ করতে পারব না।'

'দামী যন্ত্রের অযৌক্তিক ব্যবহার চালানোর বদলে বরং এক মাস দেরি করা ভালো। এর জন্যে সোনায় দাম দিচ্ছে আপনাদের সরকার, আরো নির্মাণকাজ আপনাদের পড়ে আছে যেখানে তা কাজ দেবে।'

'কী জানেন কমরেড ক্লার্ক,' বাধা দিল কির্শ, 'এটা একটা পুরনো বিতর্ক, এখন সেটা নতুন করে সূত্রপাতের সময় নেই। একটা সোজা কথা বুঝুন: আমাদের দেশে যে কোনো মুহূর্তে, প্রতি মুহূর্তে বহিরাক্রমণ হতে পারে, তাই এ দেশের পক্ষে দামী যন্ত্রপাতির সুযৌক্তিক মিতব্যয়ী ব্যবহারের চেয়ে তাড়াতাড়ি তার শিল্প বনিয়াদ গড়ে তোলা অনেক বেশি জরুরী। এ বনিয়াদ যখন তৈরি হয়ে যাবে, তখন ও যন্ত্র তো আমরা নিজেরাই বানাব। তাছাড়া প্রথম দৃষ্টিতে এই যেটাকে বর্বরোচিত যন্ত্র-খাটানো বলে মনে হচ্ছে, আমাদের নির্মাণের অভিজ্ঞতায় যাচাই করে দেখলে বোঝা যাবে সেটা মোটেই তেমন অযৌক্তিক নয়। জটিল বিদেশী যন্ত্র আমরা কব্জা করছি শুধু সেই রকম যন্ত্র উৎপাদন করব বলে নয়, করব তার চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত এবং আমাদের প্রয়োজনোপযোগী। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা ঐ ধরনের যন্ত্রের পূর্বসর্তও গড়ে তুলছি, যার পরিকল্পিত সামর্থ্যে থাকবে এই

ধরনের নতুন অভূতপূর্ব সব সূচকমাত্রা। অর্থাৎ যতই বিপরীতই শোনাক, আমাদের এই বর্বরোচিত যন্ত্র-ব্যবহারই হল নতুন যান্ত্রিক অগ্রগতির জননী...'

'আসুন কমরেড, এ বিতর্ক মুলতুবী থাক,' বাধা দিল মরোজভ, 'এখন বরং মুশকিল আসানের উপায় ঠিক করা যাক। আপনার পরিকল্পনা আমি যতটা বুঝছি কমরেড উর্তাবায়েভ, তাতেও কিন্তু এক মাসের মধ্যে কঙ্গলোমারেটের কাজ শেষ হবার নিশ্চিত থাকছে না?'

'বাকিটা নির্ভর করছে বিস্ফোরণ কর্মী ও গতরখাটাদের ওপর। মজুরেরা যদি একটি 'ঝটিতি অভিযান' ঘোষণা করে এবং শতকরা ৫০ ভাগ বেশি কাজ তুলতে পারে, যেটা খুবই সম্ভব, তাহলে এক মাসের মধ্যে কঙ্গলোমারেট সরানো যাবে।'

'আর কেউ বলবেন না?' মরোজভ তাকিয়ে দেখল সবার দিকে, 'তাহলে কমরেড কির্শ, কালকের মধ্যে কমরেড উর্তাবায়েভ আর ক্লার্কের সঙ্গে কঙ্গলোমারেটের কাজটা বিশদে ছকে ফেলুন, পরশুই যাতে প্রতিটি ব্রিগেড লেগে পড়তে পারে...'

দুর্ভাগা যৌথখামার

বেশ রাত হয়েছে, ঘর বন্ধ করে কমারেঙ্কো তার রেডিও নিয়ে পড়ল। যে দিন থেকে সে এই বহুকণ্ঠী বাক্সটা পেয়েছে মস্কো থেকে, তদবধি পিঙপঙ খেলাও সে ছেড়ে দিয়েছে, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুঁকে থাকে রিসিভারের ওপর। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর কান-ফাটানো শিস আর গর্জনে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কমারেঙ্কোর স্ত্রী প্রচণ্ড আপত্তি তোলায় কমারেঙ্কো শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজায় একটা কম্বল ঝুলিয়েছে বটে, কিন্তু নেশা ছাড়ে নি। সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত সে কখনোই ছিল না, কোনো একটা ব্রডকাস্ট পুরো না শুনে সে স্টেশন থেকে স্টেশনে ঘুরে বেড়াত। শূন্যে ভেসে বেড়ানো এই সুললিত বা গর্জিত ধ্বনিগুলো ধরে বেড়ানোর প্রক্রিয়াটাই ছিল তার কাছে আকর্ষণীয়। রেগুলেটরের ওপর তার আঙুলের চাপে রেডিও কখনো কাশত, কখনো গুম গুম করত, কখনো আঁচড়াত,

তুতু-তু-তু-তুতু করে উঠত কোথাও, রহস্যময় গোপন সব সঙ্কেত যাওয়া আসা করত কোথায়, আঙুলের নির্দেশে শিস দিয়ে পাক খেয়ে যেত পৃথিবী, আর প্রতিটি সমাক্ষ বৃত্ত বীণার তারের মতো টান টান হয়ে গান গেয়ে যেত কী এক দুর্বোধ্য ভাষায়।

বোতাম টিপল কমারেঙ্কো। ফের কোন এক গ্রহতাড়িত বায়ুর দীর্ঘায়ত শিস উঠল ঘরে, ভেসে এল ছেঁড়া ছেঁড়া ধ্বনির টুকরো। ঘন হয়ে উঠল সে সব ধ্বনি, বেড়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত পরিণত হল এক অস্পষ্ট ইংরেজি ভাষার ভাঙা ভাঙা পর্যায়ে। 'ক্যালকাটা' কথাটা ধরতে পারল কমারেঙ্কো। ঝনঝনিয়ে উঠল জ্যাজ্ সঙ্গীত। ভাঙা ভাঙা ঢপঢপে ড্রামের ধ্বনির প্রেক্ষাপটে ট্রামপেটে খনখনিয়ে উঠল যেন ছাতের ওপর বেড়ালের ফ্যাঁচফ্যাঁচানি। ইনিয়ে-বিনিয়ে রোদন তুলল এক হাওয়াই গিটার, আর তার মধ্যে দিয়ে ছুটে গেল কাঠের মেঝের ওপর খড়মের শব্দের মতো একটা এলোমেলো ঝড়।

দরজার কম্বলটা নড়ে উঠল। ঘরে ঢুকল মুখতারভ। হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল চৌকাঠে।

'আরে এসো, এসো,' রেডিওর আর্তনাদ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কমারেঙ্কো, 'কলকাতা ধরেছি, শুনছ কী রকম ম্যাও ম্যাও শব্দ? ইংরেজরা বিলাপ করছে আর কি, অবস্থা ওদের ভালো নয়। দাঁড়াও এইবার পেশোয়ার ধরব।'

'সে সব ধরো পরে। কাজ আছে তোমার সঙ্গে।'

রেডিও বন্ধ করে দিলে কমারেঙ্কো।

'নতুন আবার কী হল?'

'ভাবছিলাম, 'লাল অক্টোবর' নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি।'

'সদাই তৈয়ার! আমাদের পাইওনিয়র দলের ছেলেরা যা বলে।'

'ব্যাপারটা হল এই। শীগগিরই বোনা শুরু হবে ওখানে। দিন কয়েকের মধ্যেই লাঙলের কাজ শেষ। এখন দেখা যাচ্ছে তিরিশ হেক্টর সরেস জমি, মিশরী কাপাসের পক্ষে যা খুব যুতসই, পরিচালকেরা তা বরাদ্দ করেছে গমের জন্যে। কাপাস বোনা হবে যে জমিতে তা একেবারেই অনুপযোগী...'

'এই প্রমাণটিই দরকার ছিল।'

'কী বললে?'

'বলছি এই প্রমাণটিরই দরকার ছিল। মনে আছে, এ যৌথখামার সম্পর্কে তোমায় মাস খানেক আগেই হ্রুশিয়ার করে দিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই সত্যি।'

'ভাবনা নেই, নেতিয়ে পড়তে হবে না, ভালোই হবে। তা সমস্ত খামারীরা ব্যাপারটা জানে এবং জেনেও চুপ করে আছে?'

'অনেকেই জানে না। পরিচালকমণ্ডলী যে পরিকল্পনা করে সেটা সাধারণ সভায় মঞ্জুর হয়। কিন্তু সাধারণ সভা সেবারের মতোই ইচ্ছে করে ডাকা হয় ঠিক এমন সময় যখন অধিকাংশ খামারীর পক্ষে হাজির হওয়া সম্ভব নয়। সে যাই হোক, আনুষ্ঠানিকভাবে পরিকল্পনাটা মঞ্জুরি পেয়েছে। খামারীদের সমর্থন পাবার আশায় পরিচালকেরা গুজব ছড়িয়েছে যে আগস্ট না পেরতেই নতুন লড়াই বাধবে। বলছে, সরেস জমিতে তুলো বুনলে না খেয়ে মরতে হবে। লড়াই বাধলে শস্য আমদানি হবে না। সামনের বসন্ত পর্যন্ত কিশলাকে যাতে গম থাকে, সেটা নিজেদেরই দেখতে হবে। অধিকাংশ দেহকানই তো অজ্ঞ লোক, তার ওপর টলমলে — মাঝারি চাষী ছিল তো। ভুল বোঝানো কঠিন নয়। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা, বলো তো দেখি কে এসব ফাঁস করল?'

'রহিমশাহ আলিমভ?'

'তুমি জানলে কোত্থেকে?'

'আমি? আমি অন্য সূত্রে জেনেছি...'

'আলিমভ তোমায় বলেছে?'

'না আলিমভ নয়। একজন দেহকান। তাতে তোমার কী এল গেল?'

'তাহলে আমায় আগে বলো নি কেন?'

'আমি নিজেই যে জানলাম মাত্র আজকে।'

'তা তুমি কি ভাবছ ব্যাপারটা নিয়ে? মনে আছে রহিমশাহ আলিমভকে? যৌথখামারের প্রথম সভাপতি, সেই যে লোকটা কলের লাঙল সাজিয়ে রাখত লোক দেখানির জন্যে, জমি চষত সাবেকী হাল দিয়ে।'

'এতে আর অবাক হবার কী আছে? দু'বছর তো কাটল তারপর। এর মধ্যে আমাদের দেহকানদের যদি কিছুটা চৈতন্যই না বাড়বে, তাহলে সোভিয়েত রাজ রয়েছে কী করতে? কিন্তু তুমি আমায় বলো তো দেখি: আলিমভকে তুমি কী নির্দেশ দিয়েছ?'

'আপাতত কিছুই নয়। বলেছি, খামারীদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বোঝানোর কাজ চালিয়ে যাক, জেলা থেকে কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই যেন পরিকল্পনাটা বদলাতে পারে।'

'ঠিক করেছ। আপাতত আর কোনো ব্যবস্থা নিও না কিছু। নইলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আর পরিকল্পনা বদলানো যদি কিছুতেই সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত ওই তিরিশ হেক্টর সরেস জমিতে বোনার কাজ যেন শুরু করে সবার শেষে। বলুক আগে বাপু তুলো বোনা দরকার, নইলে জেলা কমিটি কী মনে করবে, গম বোনার সময় তো আর চলে যাচ্ছে না।'

'আমিও অনেকটা এই রকমই বলেছি।'

'ঠিক করেছ। এবার শোনো বলি: যৌথখামারে সোভিয়েত ভাবাপন্ন একটা সুস্থ চক্র গড়ে উঠছে — রহিমশাহ আলিমভ, পোড়া-কপালে হাকিম, বিধবা জুমরাৎ, মনসুর নাসিরভ, এবং একটু কম সচেতন আরো পাঁচ ছয় জন। এটা খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেই দিকে মন দাও। খামারের ভেতরে ব্যাখ্যামূলক সমস্ত কাজ স্বভাবতই চালাতে হবে এদের মারফত। বিশেষ করে বিধবা জুমরাৎকে খেয়াল রেখো। ভারি বুদ্ধিমান মেয়ে।'

'এই যৌথখামারের জন্যে নিজের গালেই নিজে থাপ্পড় দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কিছু না, এরকম হয়। ভাবনা নেই, ক্রমে ক্রমে সাফসুফ করা যাবে। সক্রিয় কর্মীরা বেড়ে উঠছে, এইটেই প্রধান কথা। তোমার ওই তিরিশ হেক্টরে পুরো একটা কমিউনিস্ট চক্র গড়ে উঠবে ভায়া, আর তুমি ওদিকে মন খারাপ করছ। নাও বসো, পেশোয়ার ধরা যাক ...'

ধ্বস

প্রধান ক্যানেলের হাঁ-করা খাদের ওপরকার সরু বাঁধটা দিয়ে লাইন করে আসছে কয়েকজন লোক। পাথরে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে সবার আগে আসছে মরোজভ, ঘামে ভেজা সার্টের বোতাম খোলা। তার পেছন পেছন মরোজভের লাফগুলোর ভাঙা তালে তাল দেবার বৃথা চেষ্টায় ছুটতে ছুটতে আসছে নীল গ্যাসকন টুপি-পরা একটা লোক। সব শেষে ক্লার্ক এবং আন্দ্রেই

সাভেলেভিচ। বেরে টুপি-পরা লোকটা একজন বিদেশী লেখক, অন্য এক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ সদস্য, এখানে এসেছে এক মস্তো বামপন্থী বুর্জোয়া কাগজের সাংবাদিক হিসাবে। ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে ছয় মাস কাটিয়েছে সে, অন্যান্য নির্মাণ এলাকাও দেখেছে, রুশ ভাষা বলতে পারে ভালোই। এই গোটা সময়টা তার কেটেছে কেমন একটা অক্ষয় উল্লাসের উত্তেজনায়। যা কিছুই সে দেখছে, তা সবই এমন মহিমাময় যে অতি উদাত্ত ভাবাকুল ভাষা ছাড়া তার বর্ণনা করা যায় না।

তাজিকিস্তানে আসার আগে সে তার কাগজের সম্পাদকের কাছ থেকে একটা চিঠি পায়। তাতে অতি অমায়িক ভাষায় জানানো হয় যে তার চমকপ্রদ স্বকীয় লিখনভঙ্গিতে সে সোভিয়েত রাশিয়ার জীবন বর্ণনা করছে বড়ো বেশি পক্ষপাতী রঙে। সম্পাদক প্রস্তাব দিয়েছে, লেখক যেন 'রুশীয় মহাপরীক্ষার' ওপর দৃষ্টিপাত করে আরেকটু অবজেকটিভ চোখে। নইলে তার প্রোজ্জ্বল ও অতি মৌলিক প্রতিভার প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সম্পাদকমণ্ডলী অতি দুঃখের সঙ্গে তার লেখা নামঞ্জুর করতে বাধ্য হবে, কেননা পাঠকেরা নয়া রাশিয়া সম্বন্ধে একেবারে অবজেকটিভ ও নিরপেক্ষ খবর জানতে ইচ্ছুক।

লেখক বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে। এত বড়ো একটা দায়িত্বশীল জনমঞ্চ খোয়াবার ইচ্ছে ছিল না তার। এ লোকগুলোকে সে বোঝাতেও পারে না যে এখানকার আবেগমণ্ডিত দিনগুলোয় নিরাবেগ থাকা অসম্ভব। সে ঠিক করেছিল ত্রুটিগুলোর দিকে বেশি নজর দেবে, কিন্তু নতুন নির্মাণ ক্ষেত্রে এসে সে সিদ্ধান্তের কথা আর মনে রইল না। হিন্দুস্তানের বদ্ধদ্বার তোরণের এ পাশের এই দেশটায় সে মুগ্ধ হয়ে গেল — তুলো-ফলা সমভূমির মাঝে মাঝে সে এখানে দেখেছে খোঁড়া তৈমুরের হাতে তোলা প্রাচীন সমাধিস্তূপ, সমভূমির বুক চেরা সমান্তরাল খালগুলোয় সে দেখেছে হাজার বছর আগেকার সেচ-ব্যবস্থার আভাস। কল্পনায় তার চোখে ভেসে উঠেছে অর্ধ-উলঙ্গ গোলামের দল, কোন এক অনামা খাঁয়ের হুকুমে তারা মরুভূমির ওপর ঝুঁকে পড়েছে ঘরোয়া খন্তা কোদাল নিয়ে, পাথুরে মাটিতে তারা খাল খুঁড়ে গেছে বহু মাইল লম্বা, পাড় বেয়ে উঠেছে বিরাট বিরাট চাঙড়া পিঠে করে।

আজ এই জায়গাতেই সে দেখছে মাথা-ঘুরে-ওঠা গভীর এক নতুন ক্যানেল, যা খুঁড়ে তুলছে আধুনিকতম সব যন্ত্র দিয়ে পৃথিবীর একমাত্র

স্বাধীন এক জাতির লোকেরা। লেখকের মাথায় জমে উঠল গণ্ডা গণ্ডা উপমা ও ঐতিহাসিক প্রতিতুলনা। মাথার ওপর পাখির মতো চিৎকার তুলে পাক দিচ্ছে এক্সকেভেটরের পাথর-বোঝাই শভেল। সামনে কনভেয়রের মসৃণ ঢালু বেয়ে মানুষ ছাড়াই চাঙড়া চাঙড়া পাথর উঠে যাচ্ছে ওপরে। কনভেয়রের কাছে থেকে লেখক তাকিয়ে দেখল নিচে। মনে পড়ে গেল গালেরি লাফায়েত-এর চলমান সিঁড়ির কথা। পেছনে কোথা থেকে আসছে চলন্ত স্কিপ হোয়েস্টের ঘড়ঘড় শব্দ।

মরোজভ পেশাদারী যাথার্থ্যে যন্ত্রব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিকল্পিত কিউবিক ক্ষমতা এবং সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলে কী কী সব নতুন রেকর্ড তোলা গেছে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল। লেখক খস খস করে সব টুকে নিচ্ছিল। মরোজভ তার নোটের দিকে তাকায় নি, তাকালে নিশ্চয় হতভম্ব হয়ে যেত। ছড়ানো সংখ্যাগুলোর মধ্যেই সে দেখতে পেত টেকনিক্যাল পরিভাষার একটা লম্বা এলোমেলো সারি: ফ্লাডবেড, ড্র্যাগলাইন, বাঙ্কার, ডাম্পকার ইত্যাদি। দুর্বোধ্য সব ধাতব শব্দগুলো আয়ত্ত করে টেকনিক আয়ত্ত করছে লেখকটি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তিন মাস থাকার পরেই সে বুঝেছিল সমাজতন্ত্র নির্মাণের কথা বলতে হলে টেকনিকের জ্ঞান চাই, কংক্রিট ফিটিং মানে ছাতার বাঁটের মতো কিছু একটা জিনিস অথবা স্টিম হ্যামার মানে পতাকায় যে ধরনের হাতুড়ি আঁকা থাকে তার সঙ্গেই সম্ভবত বাষ্পচালিত একটা রড জোড়া, এরকম ধারণা নিয়ে চলবে না। তখন থেকেই তাই সে টেকনিক্যাল জ্ঞান আয়ত্ত করতে শুরু করে সাগ্রহে, মাথা বোঝাই করতে থাকে এমন সব দুরূহ পরিভাষায় যা এ দেশের লোকের পক্ষে দৈনন্দিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার মস্তিষ্কের মধ্যে তা পরিণত হয়েছে লোহা লক্করের এক প্রচণ্ড ঝনঝনে...

মরোজভ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ক্যানেলের গভীরতা ষোলো মিটার, তার ওপর পাড়টা উঁচু আরো বারো মিটার। নিচে মজুরেরা বিস্ফারিত প্রস্তরস্তরকে শাবল দিয়ে ভেঙে ঠেলা গাড়ি বোঝাই করে তা খালি করে দিচ্ছে বাঙ্কারের ফানেলে।

'এই জায়গাটা দেখুন,' মরোজভ বললে লেখককে, 'এরা আমাদের অন্যতম সেরা একটি ব্রিগেড, জাতিতে সবাই এরা পার্সী, নিজেদের রাজ্যের মাধুর্য থেকে পালিয়ে এসেছে। বাস পেতেছে তাজিকিস্তানে, সেখানকার সমস্ত

দেহকানই ওদের ভাষা বোঝে। আপনি নিশ্চয় জানেন, তাজিক এবং পার্সীরা একই ভাষায় কথা বলে — ফারসি ভাষা। তফাৎ খুবই কম, যা আছে তা প্রধানত উচ্চারণে। এরা নিজেরাই ব্রিগেড গড়ে নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যাবার চুক্তি করেছে।'

'পার্সী দেশত্যাগী!' উল্লসিত হয়ে উঠল লেখক, 'কী আশ্চর্য! আপনাদের এখানে দেখছি খাঁটি এক আন্তর্জাতিক দাঁড়িয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, প্রায় এক বাবিলনের মিনার। আন্দ্রেই সাভেলেভিচ, আমাদের এখানে কত জাতের লোক আছে?'

'ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির হিসেব মতে ষোল।'

'দাঁড়ান খতিয়ে দেখি: তাজিক — এক, উজবেক — দুই, কাজাখ — তিন, কিরগিজ — চার, রুশী — পাঁচ, ইউক্রেনী — ছয়, লেজগিন — সাত, অসেট — আট, পার্সী — নয়, তাছাড়া আছে হিন্দুস্তানের লোক, আফগানী — আফগানীদের বেশ কয়েকটা ব্রিগেড আছে, কাজ করছে এখানে আর ৩ নং সেকশনে, ড্রাইভারদের শতকরা কুড়ি ভাগই তাতার — এই হল বারো। যন্ত্র-বিভাগে আছে জার্মান আর পোল — চোদ্দ। ইঞ্জিনিয়র টেকনিশিয়ানদের মধ্যে আছে জর্জীয়, আর্মেনি, ইহুদি — দাঁড়াচ্ছে সতের। দুজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রও আছেন — একজন ওই যে এ সেকশনের কর্তা। তাহলে হচ্ছে আঠারো। আর কে বাদ গেল?'

'তুর্কীও আছে।'

'হ্যাঁ, তুর্কী আছে, তুর্কমেনীও আছে। কুড়িটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক। আপনার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির হিসেব অচল। কমরেড লেখক, আমাদের এখানে যে কোনো প্রজাতন্ত্রেই যে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ চলছে সত্যি সত্যিই সমস্ত জাতির মেহনতীদের একত্র প্রচেষ্টায়, এটা তার একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত।'

নিচে পার্সী মজুরেরা সমতালে চাঙড়া ভেঙে টুকরো করছিল। এই জায়গাটায় হঠাৎ নিঃশব্দে একটা চাঙড় ধ্বসে নিচে নামতে লাগল। তার আড়ালে নিচের মজুরদের দেখা গেল না, চিৎকারও শোনা গেল না কিছু। জনকয়েক মজুর সময়মতো লাফিয়ে সরে গিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধ্বসে পড়া চাঙড়াটার নিচে দেখা গেল চাপা পড়া দুজন লোক মাছের মতো ছটফট করছে, বেরুতে পারছে না।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল লেখক, ঠাহর হচ্ছিল না ঠিক কী ঘটল। দুর্ঘটনাটা প্রথম নজরে পড়ল মরোজভের:

'ধুঃ শালা! লোক চাপা পড়ল যে! শুধু একজন নয়...'

কনভেয়রের পাথর ছড়ানো খাত দিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল সে, হড়বড় করে পাথর খসতে লাগল তার পায়ের তল থেকে। ক্লার্ক এবং আন্দ্রেই সাভেলেভিচও দৌড়ল পেছন পেছন।

পাড়ের ওপর শুধু একা দাঁড়িয়ে রইল বিদেশী লেখকটি। এই মাথা ভাঙা খাল বেয়ে নামবে কিনা মন স্থির করে উঠতে পারল না সে। তিরিশ মিটার উ'চু থেকে পাছা ছে'চড়ে নামাটা বিশেষ প্রীতিকর ঠেকল না তার কাছে। দাঁড়িয়েই রইল সে, ফ্যাকাশে হয়ে ঘাড় বাড়িয়ে দেখতে লাগল নিচে। নিচে এইমাত্র মৃত্যু হল একটি। লেখক যুদ্ধে ছিল, মৃত্যু সে কম দেখে নি। মৃত্যুতে তার মনে কোনো প্রবল ছাপ পড়ে না। যে জিনিসটা সে এখন দেখল, টেকনিক্যাল পরিভাষায় তাকে বলে দুর্ঘটনা। লেখক ভাবতে লাগল, নির্মাণের বর্ণনা দেবার সময় এ দুর্ঘটনার কথাটাও সে লিখবে। তাহলে অন্তত এ নালিশ করা যাবে না যে সে অবজেকটিভ নয়। এমন কি ঠিক কী ভাষায় তা প্রকাশ করবে সেটাও ভেবে নিল সে: 'বিশাল এ কর্মযজ্ঞ বলি ছাড়া হবার নয়। অচলায়তন প্রকৃতি তার রাজ্যে সমাজতন্ত্রের অভিযানে ঠিক তেমনি করেই বাধা দিচ্ছে যেভাবে সে বাধা দিতে চেয়েছিল পুঁজিবাদের অভিযানে...' পকেটে হাত দিয়ে সে কেবল এতক্ষণে আবিষ্কার করলে পাথরে পাথরে লাফিয়ে আসার সময় পেনসিলটি সে খুইয়েছে।

নিচে ইতিমধ্যে ভিড় করে ছুটে এসেছে মজুরেরা। তলে ডাণ্ডা দিয়ে পাথরের চাঙড়াটা তোলা জন কুড়ি মজুরের পক্ষেও সাধ্যে কুলাল না। আগে তা কয়েক খণ্ডে ফাটিয়ে খণ্ডগুলো সরানো দরকার। শাবলের ঘা যাতে চাপা পড়া লোকগুলোর গায়ে না লাগে, তার জন্য চাঙড়াটা ভাঙা দরকার অন্য পাশ থেকে, খাদের গা ঘে'সে। কিন্তু চাঙড়াটা খসে গিয়ে খাদের দেয়ালে একটা বিরাট গর্ত হয়েছে, ওপরে যে চাঙড়াটা ঝুলে আছে, তা যে কোনো সময় খসে পড়ে মজুরদের চাপা দিতে পারে। তাই দ্বিধা করতে লাগল মজুরেরা।

'মরণের মুখে ওদের তো ছেড়ে রাখা চলে না!' চ্যাঁচাল মরোজভ, 'চাঙড়াটা শক্ত নয়, দু-তিন ঘায়েই ভেঙে পড়বে। আমাদের সোভিয়েত

মজুরদের চোখের সামনেই কমরেডরা মারা পড়বে, এ তো হতে পারে না!'

মরোজভ গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের গা ঘেঁসে, কাছের একটা লোকের হাত থেকে শাবল ছিনিয়ে নিয়ে সে সজোরে ঘা মারলে। তৃতীয় ঘায়ে ফেটে গেল চাঙড়াটা। ক্লার্ক, আন্দ্রেই সাভেলোভিচ এবং তারেলকিন ব্রিগেডের জন ছয়েক লোক ছুটে গেল তার সাহায্যে।

সকলে হাত লাগিয়ে কয়েক খণ্ডে ফেটে যাওয়া চাঙড়াটা সরালে, তল থেকে টেনে বার করলে চার জন লোককে। এক জনের পা এবং আরেক জনের বাঁ কাঁধ থেঁতলে গেছে চাঙড়ে, তৃতীয়ের ভেঙেছে কণ্ঠার হাড় আর পা। চতুর্থ জন পরিণত হয়েছে এক রক্তাক্ত পিণ্ডে।

পা থ্যাঁতলানো পার্সীটাকে পিঠে নিয়ে আন্দ্রেই সাভেলোভিচ হোঁচট খেতে খেতে ওপরে উঠতে লাগল। আরেকজনকে তুলে নিল ক্লার্ক এবং রুশ এক মজুর। তারেলকিন ব্রিগেডের দুজন মজুর তৃতীয় জনের ভার নিলে। আর পার্সীরা তুলে নিল তাদের মরা কমরেডকে। পাশের ব্রিগেডের একজন তাজিক তার গায়ের নতুন আলখাল্লাটা খুলে মাটিতে বিছিয়ে দিলে। নীরব ধন্যবাদে পার্সীরা তার ওপর শুইয়ে দিলে মৃতকে, তারপর আলখাল্লার আস্তিন দিয়ে তার থ্যাঁতলানো মুখটা ঢেকে, মৃত দেহ নিয়ে চলল কনভেয়রের দিকে। অন্য মজুরেরা ভিড় করে চলল পিছু পিছু। মিছিল তিরিশ পা এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে একটা শুকনো ঝপাং শব্দ এল — খোঁদলের ওপর ঝুলে থাকা প্রস্তরস্তূপ সশব্দে খসে পড়েছে নিচে। সবাই ফিরে তাকাল সেদিকে।

ধীরে ধীরে মিছিল চলল এগিয়ে।

মরোজভ কনভেয়রের কাছে গিয়ে চিৎকার করে হাঁকল:

'কাজ থা-মা-ও!'

ঠেলা গাড়িগুলোর ঘড়ঘড় থেমে গেল। শেষ পশলা মাটি আর পাথরের পর চলতে লাগল শুধু শূন্য বেল্ট।

'থামাও!'

কনভেয়রের বেল্ট থেমে গেল। শবযাত্রার মিছিল এসে থামল তার কাছে।

'বেল্টের ওপর শুইয়ে দাও!'

চওড়া বেল্টের ওপর নতুন আলখাল্লায় সযত্নে শুইয়ে দেওয়া হল মৃতকে,

আস্তিন দুটোয় আড়াআড়িভাবে ঢেকে দেওয়া হল মুখ। মনে হল যেন মৃত তার হাতদুটোয় মুখ ঢেকে আছে।

'চালাও!'

ধীরে ধীরে চলতে লাগল কনভেয়রের বেল্ট। রঙচঙে আলখাল্লায় জড়ানো শবদেহ সগাম্ভীর্যে ভেসে গেল ওপরে। আঠারোটা এক্সকেভেটর থেকে একসঙ্গে টানা টানা শব্দ উঠল হুইসিলের। তারপর যেন কী এক নির্দেশ মেনে ফাঁকা শভেল সমেত আঠারোটা এক্সকেভেটরের বুম ওপরে উঠে গিয়ে নিশ্চল হয়ে রইল এক সামরিক সেলামের ভঙ্গিতে। জ্বলজ্বলে আলখাল্লায় ধীরে ধীরে চুড়োয় উঠতে লাগল শবদেহ ...

ক্যানেল থেকে ওপরে উঠতেই বিদেশী লেখকটির সঙ্গে ধাক্কা খেল মরোজভ। তারই দিকে ছুটে আসছিল সে।

'অপূর্ব! অপূর্ব!' বার বার বলছিল সে, চোখ তার জ্বলজ্বল করছে।

'কী অপূর্ব?' না বুঝে নীল বেরে টুপি-পরা লোকটার দিকে চাইলে মরোজভ।

'অপূর্ব! এই সৎকারটার কথা বলছি! মহীয়ান! এমন কি ফরাসী মহাবিপ্লবের সেনাপতিদেরও এমন সৎকার হয় নি।'

'ও...' বিড়বিড় করলে মরোজভ। বিরক্তিকর এই অতিথির অস্তিত্ব সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। 'মাপ করবেন' বলে ক্লার্কের দিকে ফিরল সে, 'কমরেড ক্লার্ক, আট নম্বর পিকেট পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটায় কাজ বন্ধ করতে বলুন, মজুরেরা উঠে আসুক ক্যানেল বেড থেকে।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ক্লার্ক।

'আপনি কী বলছেন, কিছু বুঝতে পারছি না। কাজ বন্ধ করব? কতক্ষণের জন্যে?'

'যতক্ষণ না খাড়া পাড়টাকে ৬০ ডিগ্রি ঢালু করা যাচ্ছে।'

'কমরেড মরোজভ, তার মানে কী আপনি বুঝছেন না। এর অর্থ অন্তত তিরিশ হাজার কিউবিক মিটার বাড়তি পাথর খোঁড়া। নির্মাণকাজ তাতে এক মাস পেছিয়ে যাবে।'

'তার চেয়ে বরং মজুরেরা মারা পড়ুক, এই আপনার মত?'

'দুর্ঘটনা ঘটল তো এই প্রথম।'

'আপনি নিজেই জানেন এই হতচ্ছাড়া পাথর থেকে চাঙড় খসে আসে

মাটির মতো। খোঁড়া বাকি আছে এখনো তিন মিটার। এখন যদি এই প্রথম দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে আরো গভীরে হবে আরো অনেক দুর্ঘটনা।'

'কিন্তু আমাদের পাড় আমরা যতটা ঢালু করেছি, তা পরিকল্পনার চেয়েও অনেক বেশি। তাছাড়া কোনো বড়ো কাজেই দুর্ঘটনা এড়ানো যায় না...'

'আমাদের এখানে এড়াতে হবে। দয়া করে হুকুম দিন গে। সন্ধ্যায় সাতটা নাগাদ বৈঠকে আসবেন আমার কাছে।'

ক্লার্ক মাথা নামিয়ে চলে গেল।

'তার মানে, আপনাকে যদি সঠিক বুঝে থাকি, আপনি তিরিশ হাজার কিউবিক মিটার কাজ বাড়াতে চাইছেন?' মরোজভকে জিজ্ঞেস করল লেখক।

'মোটামুটি হিসেবে।'

'এবং সেটা শুধু মজুরদের দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে?'

'তাতে আশ্চর্যের কী আছে?'

'আমাদের দেশে মালিক তিরিশ হাজার বাড়তি খরচা করার চেয়ে বরং বছরে তিনশ মজুরকে মারতে রাজী।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আপনাদের দেশে। হাসছেন যে?'

'মোটেই হাসছি না। এখানে আসার আগে আমার পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পাই। তাতে তিনি বলেছেন আমার লেখাগুলোয় বড়ো বেশি পক্ষপাতিত্ব থাকছে বলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হবেন। আজকের দুর্ঘটনাটা দেখে ঠিক করেছিলাম পরের লেখায় তার উল্লেখ করব, যাতে দেখানো যায় যে শুধু সদর্থক দিকগুলোর কথাই বলছি না। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা যা ঘটল তা যদি সব লিখি তাহলে কী ভাবেন, অবজেকটিভ বলে ওরা বিশ্বাস করবে?'

'আপনি লিখে দিন যে আমাদের কাজে দেরি হচ্ছে, ওরা খুশি হয়ে যাবে,' তিক্তভাবে হাসল মরোজভ, 'আর সম্পাদককে লিখে দিন, পক্ষপাতিত্ব শুধু আপনার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে না: ওরা আমাদের কমরেডদের জেরা করে পক্ষপাতীর মতো, আমরা কাজ চালাই পক্ষপাতীর মতো, ফল দাঁড়ায় এক অবজেকটিভ ঘটনা — বিপ্লব। চলি! আমায় এখনো আরো কয়েকটা জিনিস দেখতে হবে।'

জীবনে মরণ সাতবার নয়

তিন ঘণ্টা পরে একদল মজুর এসে হাজির হল ক্লার্কের দপ্তরে।

'কী চাই?' দরজায় ওদের দেখেই খাপ্পা হয়ে উঠল আন্দ্রেই সাভেলেভিচ, 'তারেলকিন আর কুজনেৎসভকে যখন দেখছি, তখন হাঙ্গামা না বাধিয়ে যাবে না। কী মতলব?'

'আমরা কমরেড ইঞ্জিনিয়রের কাছে এসেছি,' সামনে এগিয়ে গিয়ে তারেলকিন ক্লার্কের দিকে ইঙ্গিত করল, 'প্রতিনিধিদল।'

'প্রতিনিধিদল আবার কী? তোমাদের নিজেদেরই তো ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি আছে। প্রতিনিধি টতিনিধি রাখো। আজকের দিনটায় হাঙ্গামা বাধাতে এসেছ, লজ্জা করে না?'

'দাঁড়ান আন্দ্রেই সাভেলেভিচ,' বিদেশী লেখকটির কাছে প্রধান যন্ত্র ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্লার্ক, 'ওরা কোনো প্রস্তাব নিয়ে এসেছে হয়ত। শ্রমিকদের উদ্যোগ চাপা দেওয়া ঠিক নয়।'

'উদ্যোগ!' বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করলে অসন্তুষ্ট ফোরম্যান, 'ওদের প্রস্তাব শুধু একটি, কী করে কম খেটে বেশি রোজগার করবে।'

'আপনারা কী বলতে চান বলুন কমরেডরা।'

'মানে, এই শুনলাম আর কি, পাথর খোঁড়ার কাজ নাকি থামিয়ে দেওয়া হবে, দু'পাড় নাকি ঢালু করতে হবে, আজকের মতো ধ্বস যাতে না নামে। শুনছি, তার জন্যে গোটা নির্মাণের কাজ নাকি মাসখানেক পেছিয়ে যাবে। সত্যি?'

'সত্যি,' সমর্থন করলে ক্লার্ক।

'তাই আমরা বলতে এলাম যে আমরা স্বেচ্ছায় যেমন আছে এই অবস্থাতেই কাজ করতে রাজী, মানে পাড় চওড়া করার দরকার নেই, এর ফলে কর্তৃপক্ষকে কোনো বিপদে পড়তে হবে না। কারণ খাটবে স্বেচ্ছাসেবকেরা, নিজেদের দায়িত্বে।'

'আপনাদের প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ মানবে না,' কঠোরভাবে বললে ক্লার্ক, মজুরদের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে ভারি বিচলিত হয়ে পড়েছিল সে, ভয় ছিল তার গলা কেঁপে উঠবে, উত্তেজনা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

'কেন মানবে না?' অবাক হল তারেলকিন, 'যার ইচ্ছে হবে না খাটবে না।

শুধু যারা স্বেচ্ছায় আসবে তাদের নিয়ে পাঁচ ছয়টা ব্রিগেড গড়ে নেব। তার বেশি দরকার হবে না। চাইলে তাঁরা জবানবন্দি সই করে দেবে, বলবে নিজের দায়িত্বে খাটছে।'

'বেশ আমি আপনাদের প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করব। কিন্তু ফের বলছি, আপনাদের জীবন বিপন্ন করতে কর্তৃপক্ষ রাজী হবে বলে মনে হয় না।'

'আমাদের নিয়ে কর্তৃপক্ষের অত দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে,' এগিয়ে এল কুজনেৎসভ, 'জীবনে মরণ সাতবার নয়, একটি মরণ এড়াবার নয়! নিজেরাই বলছে, সভাতে বলছে, পত্রিকাতে লিখছে — নির্মাণকাজ, এ হল ফ্রন্ট। ফ্রন্ট যখন, তখন ফ্রন্টের মতোই চলুক। ফ্রন্টে যখন শত্রুর খবরাখবর জোগাড় করা বা হামলা করার মতো কোনো বিপদের কাজ সামনে আসে, তখন যারা আগ্রহ করে আসে, তারাই যায়। আর ইচ্ছে না থাকে, বসে থাকো, জোরজারি কেউ করবে না। এখানেও তাই। মজুরেরা যখন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে খাটতে রাজী, তখন সেটা তাদের ব্যাপার, কর্তৃপক্ষের কী বলবার আছে।'

'বেশ, আজ আমি আপনাদের প্রস্তাব কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

মজুরেরা এগুল দরজার দিকে।

'কমরেডরা,' উঠে দাঁড়াল বিদেশী লেখক, 'আসুন আপনাদের সঙ্গে করমর্দন করি।'

'কী বলছেন?' বেরে টুপি-পরা লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকাল তারেলকিন আর কুজনেৎসভ।

'বলছিলাম, আসুন আপনাদের সঙ্গে করমর্দন করি। আপনাদের বীরত্ব দেখে আমি মুগ্ধ — সমাজতন্ত্রের যে দেশ, এটা তারই যোগ্য।'

তারেলকিন এবং কুজনেৎসভ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে।

'আপনি কে, খবরের কাগজ থেকে এসেছেন?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলে তারেলকিন।

'আমি লেখক।'

'তা খবরের কাগজে লিখতে আপনারা ওস্তাদ!' বোদ্ধার মতো সায় দিলে তারেলকিন, 'কিন্তু আসল কাজটির বেলায় টিকিও দেখা যায় না। বরং গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বলুন গে যেন ন্যাকামি থামায়। এমনিতে জানে তো কেবল

চ্যাঁচাতে: কম মাল দিচ্ছ, ভালো খাটছ না, আর লোকে যখন খাটতে চাইছে, দিচ্ছে না।'

সন্তর্পণে তারা করমর্দন করলে লেখকের সঙ্গে, টুপি ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

...বিদেশী লেখকটিকে এক ইঞ্জিনিয়রের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ক্লার্ক চলে গেল মরোজভের সন্ধানে। তার দেখা সে পেলে ড্যামের ওপর, কংক্রিটের মজবুতি পরীক্ষা করে দেখছিল। কংক্রিট কর্মীদের সামনে কথাটা পাড়ার ইচ্ছে হল না ক্লার্কের, মরোজভকে একটু আড়ালে ডাকলে সে। বাঁধে নেমে তারা একটা ল্যাম্প পোস্টের কাছে পাথরের ওপর বসল। ক্লার্ক সংক্ষেপে মজুর প্রতিনিধিদের প্রস্তাবটা জানাল। মরোজভ বাধা না দিয়ে শুনলে।

'আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'শুনুন বলি, এই সব বাগাড়ম্বর একেবারেই অবান্তর। জীবন হানির ভয় আছে এমন পরিস্থিতিতে আমরা কোনো স্বেচ্ছাসেবক মজুরকেই কাজ করতে দেব না। এ নিয়ে আন্দোলন বরং ওরা ছেড়ে দিক। ইতিমধ্যেই আপনার পার্সীরা এসেছিল আমার কাছে। বলে, রুশরা যখন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে খাটতে নামছে, তখন আমরাও খাটব। প্রতিনিধিদের বলে দিন, ওরা যদি নিজেদের বীরত্ব দেখাতে চায়, তবে সেটা দেখাক বাগাড়ম্বর করে নয়, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, কাজের হার বাড়িয়ে।'

ক্লার্ক লাল হয়ে উঠল।

'কমরেড মরোজভ, আপনি কর্তা, সিদ্ধান্তের অধিকার আপনার। কিন্তু আমার একটা নিজস্ব মত আছে। আমি মনে করি আপনি ঠিক করছেন না। মজুরেরা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাইছে, আপনি তা করতে দিচ্ছেন না। একে বলে মজুরদের উদ্যোগ চাপা দেওয়া। এটা সুবিধাবাদ।'

মরোজভ চোখ কোঁচকাল।

'আর মজুরেরা কেমন ভাবে মারা পড়ছে সেটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাটাকে কী বলেন?'

'আমি দূরে দাঁড়িয়ে থাকছি না,' আরো লাল হয়ে উঠল ক্লার্ক, 'আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে ইঞ্জিনিয়রিং কর্মীদেরও কাজ চালিয়ে

যাওয়া উচিত হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি কাজের সারাটা সময় মজুরদের সঙ্গে ক্যানেলের খাদে থাকব।'

মরোজভ উঠে দাঁড়াল।

'মাপ করবেন কমরেড ক্লার্ক, অযথা রূঢ় কথা বলেছি। আপনার সততা, আপনার সাহস, নির্মাণকর্মে আপনার গভীর আনুগত্যে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। আপনি যা প্রস্তাব করছেন সেটা অতি মর্মস্পর্শী ও অতি উচ্চাশয়ের লক্ষণ। বিশেষ করে বিদেশী ইঞ্জিনিয়রের মুখ থেকে কথাটা শোনা খুবই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আপনার প্রতি এবং আপনার কাজের প্রতি আমার সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমি নির্মাণ ক্ষেত্রে অধিকর্তা এবং আপনার সরাসরি ঊর্ধতন হিসাবে এ প্রস্তাব কার্যকরী করতে আপনাকে দেব না। আপনি এই মাত্র আমায় বললেন সুবিধাবাদী। তাতে আমি ক্ষুব্ধ বোধ করি নি। আশা করি, আপনিও ক্ষুব্ধ হবেন না আমার কথায়। আমাদের রাজনৈতিক পরিভাষাগুলোকে আপনি এত দ্রুত আয়ত্ত করেছেন দেখে আমার আনন্দই হচ্ছে, তবে আমার ধারণা তার মর্মকথাগুলো আপনি এখনো পুরো আত্মস্থ করতে পারেন নি। শ্রমিক উদ্যোগ খুবই চমৎকার জিনিস, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী পার্টি তো রয়েছে এবং পার্টি যে আমাদের দেশ ও নির্মাণের পরিচালক হিসাবে বসিয়েছে, সে তো ঠিক এই উদ্যোগটাকেই সঠিক খাতে পরিচালনার জন্যে। সুবিধাবাদ, ভায়া ক্লার্ক, এটা হল সবচেয়ে কম প্রতিরোধের পথ। শ্রমিক উদ্যোগের একটা ভ্রান্ত ধারার নেতৃত্ব করতে অস্বীকার করে যে তাকে সঠিক ধারায় ফেরাবার চেষ্টা করছে সে নয়, প্রায়ই সুবিধাবাদী হয়ে দাঁড়ায় সেই, যে সে উদ্যোগের লেজুড় হয়ে পড়ে, কেননা সে উদ্যোগ পরিচালনার চেয়ে তাতে আত্মসমর্পণ করা সে মুহূর্তে অনেক সহজ এবং লাভজনক।'

'নিঃসন্দেহ হতে না পারি। আপনাদের পার্টি ঠিক কথাই বলে যে নির্মাণকাজ একটা ফ্রন্ট হয়। বিজয় কাছিয়ে আনার জন্য জনকয়েক লোক লোকসান যাবার ভয়ে ফ্রন্টের কম্যান্ডার কখনো থেমে না যায়। আপনি মানবিক কোমলতাকে বিদ্রূপ করেন, অথচ নিজেই মানববাদীর মতো কাজ করছেন।'

'আপনার তুলনাটা ঠিক হল না। লোকসান এড়াবার সম্ভাবনা থাকলেও যে কম্যান্ডার তার লাল ফৌজীদের বিপদে ঠেলে সে খারাপ কম্যান্ডার।

মজুর চাষীর রক্ত, কমরেড ক্লার্ক, এটা মূল্যবান জিনিস। প্রয়োজন যখন আসবে, সেটা বিশেষ দূরেও নয়, তখন আমরা প্রত্যেকেই বিনা বাগাড়ম্বরে মরতে পিছব না। কিন্তু নির্মম আবশ্যিকতা যখন নেই, তখন মজুরের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অপরাধ। আসুন এ প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি হয়ে গেল বলে ধরে নিই।'

'সেটা আপনার ইচ্ছে। আমি নিজের মত না ছাড়ছি...'

কবরের ছাই

ফোরম্যানের দপ্তরে ঢুকে মরোজভ সভয়ে টের পেল যে চারটে বেজে গেছে। গতকাল সে স্থির করে যে ঠিক চারটের সময় একটা কমিশন যাবে কাতা-তাগ পাহাড়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেকশনের সীমায়। বিদেশী লেখকটিকে খুঁজে আনার হুকুম দিল সে, নিজের ফ্ল্যাটে তার থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ড্রাইভারকে বললে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে কাতা-তাগে গাড়ি হাঁকাতে।

'খুব খিদে পায় নি তো?' লেখককে জিজ্ঞেস করলে সে, 'তাহলে পথে আপনাকে ভোজনালয়ে পোঁছে দিতে পারি।'

'না, না, খাওয়া যাবে পরে, আপনাদের সঙ্গে।'

'আমাদের সঙ্গে খাওয়াটা সব সময় সুখের হয় না। মাঝে মাঝে খেতে বেশ রাত হয়ে যায়। কিন্তু আপনার যদি সত্যিই তেমন খিদে না পেয়ে থাকে, তাহলে কাতা-তাগ সমস্যার ফয়সালায় আমাদের কমিশনের বৈঠকে আপনি হাজির থাকতে পারেন। তাশখন্দ থেকে একজন বিখ্যাত ইতালিয়ান বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছে পরামর্শের জন্যে, আমাদের মধ্য এশীয় একটি সেচ নির্মাণকাজে ইনি আগেও পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের স্পিল ওয়ে'র ফোরম্যান, আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র মুরি এবং তাজিক ইঞ্জিনিয়র উর্তাবায়েভকে সেখানে দেখতে পাবেন। দাঁড়াচ্ছে প্রায় এক আন্তর্জাতিক কমিশন।'

'কিন্তু কাতা-তাগ সমস্যাটা কী নিয়ে? নাকি তাতে এতই বিশেষজ্ঞতা দরকার যে আমার মতো অব্যাপারী বুঝতে পারবে না?'

'না, না, এতে না বোঝার কিছু নেই! প্রধান ক্যানেলটা ১৯৫ পিকেটের কাছে গিয়ে একটা পাহাড়ের মুখে পড়ছে — পাহাড়টা ৫০০ মিটার উঁচু। ক্যানেলের খাতটা যাবে ঠিক পাহাড়ের ধার ঘেঁসে। এই অংশটায় জমি খুবই নিচে নেমে গেছে, তাই ক্যানেল যাবে জায়গায় জায়গায় উপত্যকা থেকে ছয় থেকে বারো মিটার উঁচু ডাইকের ওপর দিয়ে। ঠিক কাতা-তাগ পাহাড়ের কাছে উপত্যকা নেমে গেছে আরো গভীরে, ক্যানেলের মাত্রা থেকে তার তফাৎ পঁচিশ মিটার। অর্থাৎ বাঁ দিকে ক্যানেলের থাকছে একটা স্বাভাবিক পাড়, কাতা-তাগ পাহাড়ের কাটা গা-টা, ডান দিকে তলের উপত্যকা থেকে ডাইক তোলা হবে তিরিশ মিটার। গিয়ে চোখে দেখলে ব্যাপারটা আপনার পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'না না, বুঝতে পারছি।'

'তা কাতা-তাগ সমস্যাটা হল মাটির সমস্যা। জল যাতে চুইয়ে গিয়ে ডাইক ভাসিয়ে না দেয়, তার জন্যে দরকার শক্ত মাটি। কিন্তু ঠিক এই জায়গাটির মাটি হল ছেয়ে মাটি। স্থানীয় লোকেরা বলে 'কবরের ছাই'। দেখতেও সত্যি ছাইয়ের মতোই ফুঁয়ো ফুঁয়ো, ধূসর। এই প্রসঙ্গে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে কাতা-তাগ পাহাড়টাকেও স্থানীয় লোকেরা ভাবে পুণ্যময়।'

'বটে!'

'তার চুড়োয় আছে বহু প্রাচীন একটা ছোট্ট কবরখানা, মুসলমান কী সব পীরের মাজার। অবিশ্যি বোঝা যায় না কী করে অতদিন আগে ধর্মভীরুরা তাদের মৃতদের ওখানে তুলতে পেরেছিল। পাহাড়টা এত খাড়াই যে মানুষের পক্ষে ওঠা কঠিন... যাই হোক মুসলমান অধিবাসীরা বলে, স্বয়ং খোদা, অন্তত তার পয়গম্বর পীরদের দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে ওখানে কবর দিয়েছে। লোকের বিশ্বাস খোদার বিশেষ দোয়া যে পেয়েছে কেবল সেই চুড়োয় উঠতে পারবে। আর চড়াইটা যেহেতু খুবই কঠিন এবং অহঙ্কারীরা যেহেতু খোদার কাছে শাস্তি পাবেই, তাই ওঠার সাহস প্রায় কেউই করে না। আমাদের একজন ইঞ্জিনিয়র এবং দুজন টেকনিশিয়ান কিন্তু উঠতে গিয়েছিল। জানেনই তো, আমাদের লোকেরা খুবই কৌতূহলী, দুজন অক্ষত দেহেই নেমে আসে, তৃতীয় জন হড়কে গিয়ে পা ভাঙে। মোল্লারা অবশ্য তাই নিয়ে চারিদিকে বেশ আন্দোলন চালাচ্ছে। আমাদের

পক্ষে অবশ্য এই পাহাড়ে কিংবদন্তীটার তাৎপর্য লোককথা হিসাবে ততটা নয়, যতটা রাজনৈতিক। ক্যানেল নিয়ে যাবার জন্যে এই পবিত্র পাহাড়কে ক্ষতবিক্ষত করে তার নাকটি কাটতে হয়েছে। পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠনটা খুবই অনির্ভরযোগ্য। ছেয়ে মাটি সহজেই জলে ধুয়ে যায়। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। জল ছাড়লাম আমরা, জলে পাহাড় ক্ষয়ে যেতে থাকল, তারপর একদিন সুন্দর প্রভাতে কি রাত্রে পাহাড় ধ্বসে পড়ল, ডাইক উপচে দু'দণ্ডের মধ্যে সমস্ত এলাকা প্লাবিত করে দিলে, ছোটো ছোটো সেচ পথগুলো সমস্ত ভেঙে পড়ল। এ জায়গাটায় নতুন লোক এসে বসতি পেতে যৌথখামার গড়েছে। যে প্রকাণ্ড লোকসান এবং ফসলের ক্ষতি হবে সে কথা ছেড়েই দিলাম — বাই আন্দোলনের যে কী খোরাক জুটবে বুঝতেই পারছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যিই সমস্যা!'

'এই সমস্যার সমাধানেই এখন লাগছি। যখন এখানে ভূতাত্ত্বিক জরীপ করা হয় এবং ক্যানেলের খাত ঠিক করা হয়, তখন হয় নির্বুদ্ধিতাবশত, নয়ত কুমতলবে জায়গাটার বিপজ্জনকতার উল্লেখ করা হয় নি। তবে সত্যি বলতে কি, অন্য কোনো জায়গা দিয়েও ক্যানেলের খাত পাতা অসম্ভব। সমস্যাটায় আমরা ঠেকেছি কেবল খুঁড়তে এসে, জল ছাড়ার দু'মাস আগে। এখন আর কিছু বদলানো অসম্ভব। গোটা ক্যানেলটা খোঁড়া হয়ে গেছে। এমন কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে অপ্রীতিকর কোনো চমক না খেতে হয়। সাবধান! লাগল নাকি?'

'না, না, শুধু মাথায় সামান্য একটু।'

'আমাদের রাস্তাগুলো এখনো আপনার ধাতস্থ হয় নি। গাড়িতে বসে আলাপ করা বারণ। জিভে কামড় পড়তে পারে। কিন্তু এ ঝাঁকুনি আমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে ঘুমতেও কষ্ট হয় না।'

'কিন্তু এমন অবিরাম ধাক্কায় ঘুম?'

'সত্যিই ঘুমোই। অভ্যাস আর কি। এই তো এসে গেছি মনে হচ্ছে।'

একটা উঁচু ডাইকের নিচে চারটে মোটর দাঁড়িয়ে আছে সারি বেঁধে। ডাইকের ওপর উঠতেই নিচে এক্সকেভেটরের কাছে ছবির মতো একদল লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল: কির্শ, মুরি, পলোজভা, উর্তাবায়েভ, ইতালিয়ানটি, ফ্যাশানদার মোজা-পরা কে এক সুসজ্জিত ছোকরা, রিউমিন

এবং একটি কুকুর। রঙচঙা এক চাঁদিটুপি-পরা রোদে-পোড়া ইতালিয়ানটিকে লেখক অনভিজ্ঞতাবশত ভাবলে তাজিক বলে, এবং ইউরোপীয় পোষাক-পরা উর্তাবায়েভকে ভাবলে ইতালিয়ান। দাড়ি-কামানো ফিটফাট কির্শকে সে সঙ্গে সঙ্গেই ধরেছিল আমেরিকান বলে, কিন্তু মুরির মুখে পাইপ দেখে তার সন্দেহ হল। একমাত্র রিউমিনের অব্যর্থ রিয়াজান-মার্কা মুখ দেখে তার কোনো সন্দেহ হয় নি যে লোকটা রুশী।

'এই হল সেই কাতা-তাগ। এই হল আপনার সেই লক্ষ্মীছাড়া কবরের ছাই!' এক মুঠো ছেয়ে মাটি তুলে দেখাল মরোজভ।

এক্সকেভেটরের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। পরস্পর পরিচয় প্রদানের পর প্রথম দৃষ্টিতেই লোক চেনার ক্ষমতায় লেখককে সন্দিহান করে তারা এগুল ক্যানেল বরাবর।

জায়গাটার পর্যবেক্ষণে বেশিক্ষণ লাগল না। ইতালিয়ান ও বিদেশী লেখকটি ছাড়া সবার কাছেই জায়গাটা ভালো চেনা। ইতালিয়ানটি অভিজ্ঞের মতো আঙুলে গুঁড়ো করলে কিছু মাটি, জিভে ঠেকিয়ে দেখল, তারপর পকেট থেকে একটা শিশি বার করে (সম্ভবত অডিকোলন) হাতে ঢেলে এক চিমটি মাটি মাখল তাতে। দাঁড়াল সাধারণ একটু কাদার মতো। রেশমী রুমালে হাত মুছে উঁচুতে পাহাড়ের দিকে তাকাল সে, তারপর নিচে, খোঁড়া ক্যানেলের দিকে, এবং দোভাষী মারফত জানাল যে ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ফের সবাই বাঁধে উঠে নিচে নেমে এল।

পঞ্চাশ পা দূরে একটা ক্যানভাসের তাবু টাঙানো হয়েছিল, সেখানে গোমড়ামুখো দুই উৎখাত অসেট কুলাক আইসক্রীম এগিয়ে দিলে সত্যিকারের মিষ্টি খাবার ডিশে, তাতে স্লোগান লেখা আছে: 'সামাজিক ভোজনই নয়া জীবনের পথ'। ছন্দঃপতন হল কেবল চামচেগুলোয় — মস্তো বড়ো বড়ো, এবং বেহায়ার মতো টিনের তৈরি।

বিদেশী লেখকের দিকে একটা ডিশ এগিয়ে দিল মরোজভ, আত্মতৃপ্ত ভাবটা তার এমন যেন বিদেশীদের সবাইকেই সে তাক লাগাতে চাইছে।

ইতালিয়ান তার পকেট থেকে রুপোলী ছুরি কাঁটা চামচের একটি মোড়ক বার করে নিবিষ্ট চিত্তে চুপচাপ দুটি প্লেট শেষ করলে — নিজেরটা এবং উর্তাবায়েভের। গোমড়ামুখে অসেট দুটো বাসন সরিয়ে নিয়ে গেল।

আরো কিছুটা অপেক্ষা করার পর মরোজভ বৈঠক শুরু করলে। সৌজন্যের খাতিরে প্রথম বলতে বলা হল ইতালিয়ানকে।

'সিনর কাভালকান্তি বলছেন,' সুরেলা গলায় তর্জমা করলে দোভাষী, 'যা মাটি, তাতে ক্যানেলে জল ছাড়া চলবে না। একমাত্র উপায় উনি যা সুপারিশ করতে পারেন, এটা হল বিপজ্জনক এলাকাটায় ক্যানেলের সমস্ত খাতটা কংক্রিট করা। কংক্রিটের মোটা পাড় থাকায় মাটিও ভেসে যাবে না, অন্যদিকে পাহাড়ের গা'টা রক্ষা পাবে, ধ্বসের সম্ভাবনা থাকবে না।'

মরোজভ চট করে মনে মনে হিসাব করে নিল, দুই কিলোমিটার, দু'হাজার টন কংক্রিট, ছয় লক্ষ রুবল, আরো ছয় মাসের কাজ...'

'সিনর কাভালকান্তি মনে করেন যে এইটেই একমাত্র বাস্তব উপায়।'

একটা চূড়ান্ত ভাব করে বসে রইল সিনর, মুখখানা তার সার্জেনের মতো নির্বিকার, যেন চূড়ান্ত রোগ বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন; রোগী অপারেশন করতে রাজী কিনা তার জন্য ঠিক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবেন।

তাঁবুর সবাই চুপচাপ। বিদেশী লেখকটি চোখ পিটপিট করে একবার তাকায় মরোজভের দিকে, একবার কির্শের দিকে। তাদের মুখের ভাব দেখে সে আন্দাজ করতে চাইল প্রস্তাবটা ভালো নাকি খারাপ। কিন্তু মরোজভ বা কির্শের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

'আপনার কী মত মিঃ মুরি?' আমেরিকানের দিকে ফিরল মরোজভ।

'মিঃ মুরি বলছেন,' অনুবাদ করে দিলে পলোজভা, 'ইতালিয়ান সহযোগীর মতে তিনি সায় দিতে পারছেন না। কংক্রিটের পাড় থাকলেই পাহাড় ধ্বসবে না, এ ভরসা তাঁর মতে ভ্রান্ত। এখানে মাটি যেভাবে অনবরত বসে যেতে দেখছি, তাতে কংক্রিটের খাতে অনিবার্যই ফাটল ধরবে, তার মধ্যে দিয়ে জল চুইয়ে পাহাড়ের তলা খেয়ে যাবে। পাহাড় ধ্বসতে শুরু করবে, তখন তা ঠেকানো হবে অনেক কঠিন, কেননা কংক্রিট খাত থাকায়, সাফ করার জন্যে এক্সকেভেটর লাগানো চলবে না। এখানকার মাটি যেরকম বসে যায় তাতে কংক্রিটের খাতও টিকবে বড়োজোর শীতের বর্ষা পর্যন্ত।'

'মিস্টার মুরি কী প্রস্তাব করছেন?'

'মিস্টার মুরি মনে করেন যে একমাত্র কার্যকরী উপায় হল পাহাড়টা

ছেড়ে দিয়ে ফেরো-কংক্রিট অ্যাকুইডাক্টের ওপর দিয়ে গোটা ক্যানেলটা নিয়ে যাওয়া। এতে অনির্ভরযোগ্য পাহাড়টার ওপরেও ভরসা করতে হবে না, বাঁধ চুইয়ে উপত্যকায় জল ঝরার বিপদ থেকেও রক্ষা পাব, কেননা সাধারণ ক্যানেলে ওরকম চোয়ানি কমবেশি অনিবার্য।'

'এগারো মাসের কাজ, কুড়ি লাখ খরচা,' সংক্ষেপে হিসাব করল মরোজভ।

চোখ বড়ো বড়ো করলে লেখক। টেকনিক্যাল জ্ঞান তার যতই অল্প থাক, এটুকু সে বুঝল যে এমন কি অলৌকিক এ দেশটাতেও এক মাসের মধ্যে ফেরো-কংক্রিট অ্যাকুইডাক্ট তৈরি করা অসম্ভব। বাতাসে বিপর্যয়ের আভাস ঘনাল।

'তাহলে... আর কোন কমরেড বলতে চান?' নির্বিকার চিত্তে জিজ্ঞেস করলে মরোজভ।

'আমি একটু বলব,' নিজের জায়গা থেকে সাড়া দিলে উর্তাবায়েভ।

'বলুন।'

'কংক্রিট খাতের যে সমালোচনা কমরেড মুরি করেছেন, আমি তার সঙ্গে একমত। আমাদের এখানকার জমিটা যার কিছু জানা আছে, সেই বলবে পরের বসন্ত নাগাদ এ কংক্রিট খাতের বাকি থাকবে কেবল স্মৃতিটুকু। এখানে যে আমরা অনেক জিনিস নেহাৎ সাময়িক গোছের করে বানাচ্ছি কাঠ দিয়ে, সেটা তো অকারণে নয়, জল পেয়ে পেয়ে মাটি যখন থিতিয়ে আসবে, বড়ো রকমে বসে যাবার ভয় থাকবে না, তখন এই সাময়িক জিনিসগুলোর জায়গায় কংক্রিট দিয়ে পাকাপাকি নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু আমার এই দেখে অবাক লাগছে যে, কমরেড মুরি আমাদের জমির এই বৈশিষ্ট্যটা জেনেও তাঁর অ্যাকুইডাক্ট পরিকল্পনায় সে দিকে নজর দেন নি। যাই করুন, জমি তো বসবেই। শীতের সময় যে বর্ষা নামবে তার প্রভাবটা মনে রাখা দরকার। অ্যাকুইডাক্ট তো শূন্যে ঝুলবে না, তাকেও মাটিতে ভর দিতে হবে। যে লোহার থামের মাথায় তা থাকবে, মাটি বসায় সে থামেরও ক্ষতি হবে। তার ফল কী হবে? ফল হবে এই যে বড়ো রকমে কোথাও মাটি বসে গেলে গোটা অ্যাকুইডাক্টই ভেঙে পড়বে, গোটা উপত্যকা তখন জলে ডুবে যাবে, তখন আর কোনো উপায়ই থাকবে না। তাই আমার মনে হচ্ছে কমরেড মুরির যে পরিকল্পনা সেটায় প্রচুর টাকা খরচ

এবং প্রচুর সময় নষ্ট হবে তাই নয়, নিরাপত্তার কোনো গ্যারাণ্টিও মিলছে না। বরং আমি বলব, আমাদের মাটির পক্ষে এইটেই হল সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিকল্পনা।'

'আপনি তাহলে কী প্রস্তাব দিচ্ছেন কমরেড উর্তাবায়েভ?'

'আমার ধারণা, আমাদের ছেয়ে মাটির বিপদটা আমরা সবাই খুব বাড়িয়ে দেখছি। জল অবশ্য তার মধ্য দিয়ে চোয়াবেই, কিন্তু তার ক্ষতিটা যে রকম বিপর্যয়কর বলে কেউ কেউ ভাবছেন, তা হবে না। এই ছেয়ে মাটির উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি। ব্যাপারটা নিয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল হয়, কিছুটা খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখেছি। আমি এই সিদ্ধান্তে পোঁছিয়েছি যে, ছেয়ে জমিটা বুঝি একমাত্র কাতা-তাগের বৈশিষ্ট্য এ অনুমান ঠিক নয়। ছেয়ে জমির একটা ফালি গোটা সমভূমির মধ্যে দিয়েই চলে গেছে। ফালিটা অবিশ্য খুবই সরু, তাই অন্যান্য জায়গায় তা চট করে চোখে পড়ে না। চোখে পড়ল কেবল এইখানে, কেননা ঠিক এইখানেই আমাদের ক্যানেলের খাত এসে মিশেছে প্রাচীন সেচ ক্যানেলের খাতের সঙ্গে — সে খাতের চিহ্ন জায়গায় জায়গায় এখনো বেশ স্পষ্টই আছে। এবং প্রাচীন ক্যানেলের খাত যদি লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, একটু আধটু বিচ্যুতি থাকলেও সে খাল ঠিক আমাদের বর্তমান খালের পথ ধরেই গিয়েছিল। নিখুঁত যন্ত্রের দিক থেকে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে এগিয় আছি। এই কাতা-তাগ পাহাড়ে দুটো খাতই এক জায়গায় মিলেছে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা এইটেই এখানকার একমাত্র সম্ভবপর খাত। ডান দিকে নিচু উপত্যকা, বাঁ দিকে পাহাড়। এখন এই সাবেকী খাতটা যেখানেই খুঁড়ুন না কেন, এই ছেয়ে মাটি পাওয়া যাবে। যদি চান কয়েকটা জায়গায় গিয়ে দেখাতে পারি, কৌতূহলবশত কমরেড রিউমিনের সঙ্গে আমরা কিছু দিন থেকে সে সব জায়গায় খুঁড়ে দেখেছি। নানা গভীরতায়, মোটামুটিভাবে আগেকার ক্যানেলের তলদেশে, ছেয়ে মাটির মোটা স্তর মিলবে। তাতে কী প্রমাণ হয়? আমার ধারণা এতে শুধু একটা জিনিস প্রমাণ হয়: ছেয়ে মাটি আর কিছুই নয়, সাবেকী খালের পলি, তার তল ঢেকে তীরগুলোয় জমেছিল। এই সিদ্ধান্তে এসে আমি স্বভাবতই অনুমান করি অন্য সমস্ত জায়গার মতো এখানেও নিশ্চয় ছেয়ে মাটি গেছে একটা সরু ফালি বেয়ে। প্রাচীন ক্যানেলের খাতে এসে পড়েছি বলে ওই

ছেয়ে মাটির ফালিটাকেই দেখছি। এই ফালিটা ছেড়ে দিয়ে আমরা কাতা-তাগ পাহাড়ের অন্য কয়েকটা জায়গায় খুঁড়ে দেখেছি, ছেয়ে মাটি পাই নি। তার অর্থ, আমার ধারণা, সকলের কাছেই পরিষ্কার। যদি দেখা যায় জল চোয়ানোয় ছেয়ে মাটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাহলেও ভাঙনের জায়গাটা হবে খুবই সংকীর্ণ। ধরতে পারি, ধ্বস দু-তিন মিটারের বেশি পুরু হবে না। তাতে অবশ্য ক্যানেল বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু হাতে অন্তত একটি এক্সকেভেটর থাকলেই তা সহজে সারানো যায়। এইটুকুই আমি বলতে চেয়েছিলাম।'

'আর কেউ বলবেন?'

'আমি বলতে পারি?'

'বলুন কমরেড রিউমিন।'

'কমরেড উর্তাবায়েভ যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি ডাইকের ব্যাপারে আরো দু-একটি কথা যোগ করতে চাই। অবিশ্যিই কেবল ছেয়ে মাটির ওপর ভরসা করে ডাইক তোলা যায় না। কিন্তু কাদামাটি দিয়ে ডাইক বেঁধে তারপর আরো শক্ত মাটি দিয়ে তা জোরদার করতে বাধা কী, — সে রকম মাটি কাছেই এই নির্মাণ ক্ষেত্রেই অনেক রয়েছে। অন্যান্য যে সব প্রস্তাব এখানে এসেছে তার তুলনায় ও মাল এখানে আনতে খরচ খুবই কম হবে। আর ছেয়ে মাটি আর কাতা-তাগ পাহাড় সম্বন্ধে কমরেড উর্তাবায়েভ যা বলেছেন তা সবই আমি মানি।'

'কমরেড কির্শ?'

'পূর্বতন বক্তাদের মতামত থেকে সারার্থ টানাটাই আমার বাকি আছে। কমরেড উর্তাবায়েভের বক্তব্য আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য লাগছে। ইঞ্জিনিয়র কাভালকান্তি এবং কমরেড মুরির প্রস্তাবে মূল ত্রুটি তিনটি। এগুলো খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং কার্যত তাতে প্রধান ক্যানেল দিয়ে এ বছর চাষের জল দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থ সাপেক্ষও বটে। শ্রম সাপেক্ষ এবং অর্থ সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও উপত্যকায় প্লাবনের বিপদ তাতে আটকাচ্ছে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলতে কি সে বিপদ বরং বাড়ছে। কমরেড উর্তাবায়েভ ও রিউমিনের প্রস্তাবের এই একটা মস্তো বড়ো গুণ যে তাতে নির্মাণ সমাপ্তির মেয়াদ আমাদের বাড়াতে হচ্ছে না, যদিও কাজের পরিমাণ কিছুটা বাড়ার ফলে আমাদের তা পুরিয়ে নিতে হবে কাজের তীব্রতা

বাড়িয়ে। অন্যদিকে বাড়তি খরচা এতে অনেক কম। ব্যক্তিগতভাবে আমি পুরোপুরি এই প্রস্তাবের পক্ষে। সম্ভবপর সব বিপর্যয় থেকে পুরো নিশ্চিতি পাবার জন্যে প্রথম দিকে জল ছাড়ার পর এই অংশটায় একটার বদলে বরং দুটো এক্সকেভেটর লাগানো ভালো। আর ডাইকের ব্যাপারে, তা ভেসে যাবার সম্ভাবনা থাকায় আমার পরামর্শ হল প্রয়োজনীয় মালপত্র, সর-কাশ খুঁটি ইত্যাদি আগে থেকেই জোগাড় করা হোক, ক্যানেল বরাবর তা জমা করা হোক, ধরা যাক প্রতি একশ মিটার অন্তর অন্তর।'

'তাহলে বৈঠক শেষ হল বলে ধরব কি?'

'আমি একটা কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করলে মুরি।

'ইঞ্জিনিয়র মুরি বলছেন,' তরজমা করে দিলে পলোজভা, 'কমরেড উর্তাবায়েভ ও রিউমিনের প্রস্তাব হল কার্যত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইঞ্জিনিয়র মুরি কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দিচ্ছেন। চারিপাশের জমি অন্তত অংশত প্লাবিত হলেও যে কী বিপর্যয় ঘটবে তা ভাবতে বলছেন। নতুন জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এনে বসাবার দিক থেকে যে দুরূহতা এমনিতেই দেখা যাচ্ছে, তাতে এ প্লাবনে দেহকানরা একেবারেই ভড়কে যাবে, আদৌ আর লোক বসানো যাবে না। ফলে নির্মাণ তাড়াতাড়ি শেষ করার যে একমাত্র যুক্তিতে উর্তাবায়েভ ও রিউমিনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে তা নিষ্ফল হয়ে দাঁড়াবে। জমিতে এ বছর সেচের জল এসে পেঁছবে বটে, কিন্তু জমি পড়ে থাকবে পতিত, লোক না থাকায় চাষ হবে না। ইঞ্জিনিয়র মুরি এদিকে কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছেন এবং আজকের বৈঠকের অনুবিবরণীতে তা বিশেষ করে লিপিবদ্ধ রাখার জন্যে অনুরোধ করছেন।'

'শুনুন,' মোটরে বসার পর মরোজভকে বললে লেখক, 'মন দিয়ে আমি সমস্ত কমরেডের কথা শুনছিলাম। বুঝতে পারছি না কে ঠিক, কে ভুল। সবারই যেন নিজের নিজের একটা যুক্তি আছে। তবে একটা জিনিস আমি খুব ভালো বুঝেছি।'

'কী বলুন তো?'

'আমি হলে কখনো আপনার ও চাকরি নিতাম না।'

'কেন বলুন তা?'

'এই রকম একটা বৈঠকে হয়-নয় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া...ওরে বাপ! কী দায়িত্ব!'

মরোজভের জবাবটা লেখকের কানে গেল না। গাড়ি লাফিয়ে উঠল এবং ফের মাথায় ধাক্কা খেল সে।

মিঃ ক্লার্কের উন্নতি

...দ্বিতীয় সেকশনের বসতিতে ফিরে পলোজভা ছুটল কমসোমল চক্রের আপিসে এবং চলতি কাজগুলোর ব্যবস্থা করে খেতে এল। ভোজনালয় প্রায় ফাঁকা, বসে আছে শুধু মরোজভ এবং বিদেশী লেখকটি। কথাবার্তায় যোগ দেবার বিশেষ মেজাজ না থাকায় পলোজভা কোণের দিকে জায়গা নিয়ে সুপে মনোনিবেশ করল।

'মারিয়া পাভ্‌লভনা,' ভোজনালয়ের অন্য প্রান্ত থেকে হাঁক দিল মরোজভ, 'আজ আপনার ক্লার্কের সঙ্গে তুমুল বিতন্ডা হয়ে গেল। বলে দিলে আমি নাকি সুবিধাবাদী! সত্যি বলছি! আমাদের বুলিগুলোর সঙ্গে খুব চট করেই ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন দেখছি। আসুন না, আমাদের কাছে এসে বসুন, বলি শুনুন। বলশেভিক হয়ে উঠছে একেবারে দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। তবে একটু বেতালে।'

'আপনার ক্লার্ক' কথাটায় একটু অস্বস্তি লাগল পলোজভার। লাল হয়ে সে ভাবলে মরোজভকে বলবে যে ক্লার্কের সঙ্গে সে আর থাকে না। কিন্তু কেন জানি তা বলা সহজ হল নয়। বাধ্যের মতো নিজের প্লেটটি নিয়ে সে এসে বসল মরোজভদের টেবিলে।

'ইনি হলেন কমরেড ক্লার্কের স্ত্রী, আমাদের কমসোমল চক্রের সেক্রেটারি,' বিদেশী লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মরোজভ।

তাতেও কিন্তু মরোজভের ভুল ধারণাটা পরিষ্কার করে দেবার মতো সঠিক ভাষা জোগাল না তার। মরোজভ এবং লেখক শীগগিরই উঠে গেল, পলোজভা কিন্তু বসে বসে তখনো কথা খুঁজছিল, এবং শেষ পর্যন্ত আনাড়ী বাক্যটা যখন সে গেঁথে তুলতে পারল তখন এই দেখে তার আনন্দ হল যে সেটা শোনাবার মতো কেউ নেই।

'মারিয়া পাভ্‌লভনা,' রাস্তা থেকে ফিরে এল মরোজভ, 'পাথর স্তরের ব্যাপারটা নিয়ে আমার এখন একটা বৈঠক আছে। মুরিকে বলতে ভুলে গিয়েছি। ওরও থাকা দরকার। আপনি যদি ওকে খবর দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ভালো হয়।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল মরোজভ।

পলোজভের মনে হল, বৈঠকে ক্লার্কও নিশ্চয় থাকবে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ানো যাবে না। সেই কথা কাটাকাটির পর থেকে ক্লার্কের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। তারপর প্রায় চার সপ্তাহ কেটেছে। এ বিচ্ছেদে তার মনঃকষ্ট কম হয় নি। ভেবেছিল পরের দিনই, অন্তত তৃতীয় দিনে অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে ক্লার্ক এসে দাঁড়াবে দোষীর মতো। দরজায় প্রতিটি টোকায় সে দুরু দুরু বুকে লাফিয়ে উঠেছে, ছুটে গেছে দরজা খুলতে, ফিরেছে হতাশ হয়ে: ফের চক্রেরই কোনো একটা ছেলে। রাতে তার একলা ঘরে পোষাক না ছেড়ে খাটিয়ায় অপেক্ষা করেছে সে ('অহঙ্কারী তো, লোকের সামনে দেখা করতে চায় না, রাতে আসবে')। ভোরে উঠেছে ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, চোখে জল নিয়ে। কুয়োর ঠাণ্ডা জলে বহুক্ষণ মুখ ধুয়েছে সে, পাউডার বুলিয়েছে কালিপড়া চোখে, তারপর কাজে গেছে। ক্লার্কের নীরবতায় ভারি ক্ষুণ্ণ হয় সে। চতুর্থ রাতে সে পোষাক ছেড়ে যথারীতি শুতে যায় এবং মড়ার মতো ঘুময়। সকালে অনেকটা মনস্থির হয়ে আসে। ঠিক করে ক্লার্কের কথা আর ভাববে না, — কাজের চাপ এত ছিল যে সে সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করতে অসুবিধা হত না।

দিন দশেক পর দেরাজ হাতড়াতে গিয়ে ক্লার্কের হাতে লেখা 'যে-কোনো বিষয়ে রচনা'টি তার চোখে পড়ে। ক্লার্কের প্রথম প্রণয় নিবেদন। কাগজটা সে না পড়েই কুটিকুটি করে ছেঁড়ে। জোর আফগানী লু বইছিল সেদিন। ঘরের বাইরে গিয়ে সে মুঠোভরা কুটিগুলো বাতাসে উড়িয়ে দেয় — প্রেমের রচনা ছড়িয়ে পড়ে স্তেপে। ঘরে ফিরে খাটিয়ায় আছড়ে পড়ে সেদিন কেঁদেছিল পলোজভা।

সন্ধ্যায় এল ক্লার্কের চিঠি। লিখেছে, যথেষ্ট মনঃকষ্টের পর সে বুঝেছে যে পলোজভার পক্ষে দাম্পত্য জীবনের চেয়ে কমসোমল কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নারী যতটা পারে তার বেশি হৃদয়াবেগ তার কাছে দাবি করা হাস্যকর। মিটমাট করে নিতে সে রাজী, দ্বিতীয়

সেকশনে পলোজভার কাজে আপত্তি করবে না, যদি সে মুরির দোভাষী না হয়।

চিঠিটা পড়ে পলোজভা তা মুচড়িয়ে কোণে ছুঁড়ে ফেলে। দশ দিনের অপমানকর নীরবতার পর ক্লার্কের যে-কোনো সর্তই তার কাছে ঠেকল হীন দরাদরির মতো। লোকটার অকিঞ্চিৎকরতা ও ক্ষুদ্রতা যেন তাতে আরো প্রকট হয়ে উঠল।

অপেক্ষা করে করেও ক্লার্ক তার চিঠির আর উত্তর পেল না।

তারপর আজ সবাই — প্রথমে মুরি, পরে মরোজভ যেন চক্রান্ত করেই তাকে প্রতি মুহূর্ত ক্লার্কের কথা মনে পাড়িয়ে দিতে শুরু করেছে, ভাবেও নি যে স্মৃতিটা তার কাছে কত অপ্রীতিকর।

সন্ধ্যায় এই সাক্ষাৎকারটার কথা ভেবে পলোজভার থতমত লাগল। তার এবং ক্লার্কের ব্যবহার দেখে মরোজভ সবার আগেই তাদের ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারবে। সেটা আরো খারাপ হবে কেননা পলোজভা নিজেই কথাটা না জানিয়ে বরং অপরের কাছে ক্লার্কের স্ত্রী হিসাবে পরিচয়টা মেনে নিয়েছে। এখন রইল শুধু একটা সুযোগ, সকালবেলাকার বৈঠকের পর মেজাজ না থাকায় মুরি যদি সন্ধ্যায় বৈঠকে হাজির হতে না চায়।

খিদে চলে গিয়েছিল পলোজভার। দ্বিতীয় কোর্সের অপেক্ষা না করেই সে উঠে চলে গেল মুরির ফ্ল্যাটে।

বৈঠকে হাজির হতে কিন্তু মুরি আপত্তি করল না।

মরোজভ বৈঠকটার আয়োজন করেছিল পরিচালক ত্রিভুজের সকলকার একটা বর্ধিত অধিবেশন হিসাবে। শুরু হল তা দেরিতে। কণ্ট্রোল কমিশনের কর্তার সঙ্গে সিনির্ৎসিন গিয়েছিল তিন নম্বর সেকশনে। সেখান থেকে সে ফিরল ৯টা নাগাদ। গালৎসেভ আদৌ এল না। অধিবেশন চলল গোমড়া মুখে, প্রায় কোনো তর্কই হল না। ভবিষ্যৎ ধ্বস ঠেকাবার জন্য ক্যানেলের দুই পাড় আরো ঢালু করতে রাজী হয়ে গেল সবাই। প্রাথমিক হিসাবে এতে আরো তিরিশ হাজার কিউবিক মিটার কাজ বাড়বে, সময় লাগবে আরো একমাস। মরোজভের ওপর ভার দেওয়া হল তাজিকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সরকারকে খবরটা জানাবে।

বৈঠকের গোটা সময়টা ক্লার্ক মুখ ভার করে রইল। যখন তাকে বলতে

বলা হল, সে সংক্ষেপে জানাল যে, তার মত সে আগে অধিকর্তাকে জানিয়েছিল, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, এরপর তার আর কিছু বলবার নেই।

ক্লার্কের এ বিবৃতি নিয়ে কোনো আলোচনা উঠল না।

যখন কাজের আরো বিশদ ছক ও যন্ত্র ব্যবস্থার কথা উঠল, তখন মুরি উঠে জানাল যে সে ক্লান্ত হয়েছে, ক্যানেল মুখের জ্ঞান তার কম। এই বলে সে চলে গেল। এরপর পলোজভার এখানে করবার কিছু না থাকলেও কেন জানি সে মুরির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে না। বরং এই বলে নিজেকে বোঝাল যে চলে গেলে প্রস্তর স্তর নিয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনাটা তার জানা হবে না, ফলে নির্মাণকাজের সামূহিক ধারণাটায় তার খুঁত থাকবে।

অধিবেশন যখন প্রায় শেষ হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল গালৎসেভ।

'আর একটু দেরি করে এলেই পারতে,' গোমড়া মুখে মন্তব্য করলে মরোজভ।

টেবলের ওপর জীর্ণ চাঁদিটুপিটা ছুঁড়ে ফেলল গালৎসেভ।

'আসছি সোজা মিটিং থেকে।'

'কিসের মিটিং?'

'ক্যানেল মুখের মজুরদের। মিটিং লাগিয়েছে স্বেচ্ছাসেবকেরা। নির্মাণের সুবিধাবাদী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এসব এই এঁর কীর্তি,' গালৎসেভ ক্লার্কের দিকে দেখাল।

সবাই ফিরল ক্লার্কের দিকে।

'আমি আপনার কথা বুঝলাম না,' শান্তভাবে বললে ক্লার্ক।

'কী ব্যাপার বুঝিয়ে বল,' কড়া ধমক দিলে মরোজভ।

'উনি বুঝলেন না, আর আমায় ধকল সইতে হচ্ছে,' গোঁয়ারের মতো বললে গালৎসেভ, 'কমরেড ক্লার্ক আজ ওই হল্লাবাজদের বলেছেন যে যেমন আছে এই অবস্থাতেই তিনি খুঁড়তে রাজী, কিন্তু সুবিধাবাদী কর্তৃপক্ষ নাকি তার বিরুদ্ধে। বাস অমনি লেগে গেল। স্বেচ্ছাসেবীরা আমার কাছে এসে হাজির হয় ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরে, বলে, — মিটিং ডাকো। আমি ওদের তুড়ে যা দেবার দিয়ে ভাগাই। বাস, ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে বাদ দিয়ে মিটিং লাগাল। বলে, — সুবিধাবাদী কর্তৃপক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন

কমিটির সঙ্গে এক হয়ে নির্মাণকাজ এক মাস পিছিয়ে দিতে চাইছে, পার্টি আর সরকার যে মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছে তা ভাঙছে, মজুরদের উদ্যোগ চাপা দিচ্ছে, এই সব হেন-তেন। বলে, — এই সব পচ-ধরা কর্তাদের বাদ দিয়ে মজুরদেরই এগিয়ে গিয়ে সব কাজটা হাতে নিতে হবে।'

'কে ওদের তাতাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলে মরোজভ।

'তাতাচ্ছে তারেলকিন, তার সঙ্গে, বোঝাই যায়, যোগ দিয়েছে প্রধান সেকশনের যত আজেবাজে রন্দীরা। সবচেয়ে বেশি চ্যাঁচাচ্ছে তারাই, যারা স্বেচ্ছাসেবার ধারে কাছেও যাবে না। আর এই এ'কে,' ক্লার্ককে দেখাল সে, 'করতে চায় অধিকর্তা।'

'তা হুজুগটার শেষ হল কিসে?'

'কিছুতেই নয়। কোনো রকমে ঠেকিয়েছি। দরকার যাতে ইনি,' গালৎসেভ ফের ইঙ্গিত করল ক্লার্কের দিকে, 'কাল সকালেই গিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। নইলে ধারণা হবে পরিচালক ত্রিভুজের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের গরমিল চলছে, নিজেদের ঝগড়া তারা মজুরদের মধ্যে টেনে আনছে। এ কি চলতে পারে নাকি?'

ফ্যাকাশে হয়ে বসে ছিল ক্লার্ক, আঙুল দিয়ে অস্থির টোকা দিচ্ছিল টেবলে।

'কমরেড মরোজভ,' ঘরের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর স্তব্ধতা নামার পর বললে সে, 'বিশ্বাস করুন আমাকে, আপনার সঙ্গে আমার যে আলাপ হয় সেটা আমি কোনো মজুরকেই জানাই নি, এবং এই কমরেড যা বলছেন তেমন কোনো কথাই আমি বলি নি।'

'বলেন নি মানে? ট্রেড ইউনিয়ন আপিসে এসে মজুরেরা নিজে আমায় বলেছে।'

'বলতে পারে না! মিথ্যে কথা।'

'বেড়ে মজা তো! নিজের কানকেও বিশ্বাস করা চলবে না? বলছে, গোটা কর্তৃপক্ষ সুবিধাবাদী, সবার বাড়া অধিকর্তা। নিজেরই অধিকর্তা হবার মতলব আর কি।'

'কমরেড মরোজভ, এই কমরেডকে এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে বলুন, নইলে আমিই চলে যাব।'

'কমরেড গালৎসেভ, বারণ করে দিচ্ছি, কথা বলা থামান। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ কিছু বলতে পারবে না। শান্ত হন কমরেডরা!'

ক্লার্ক উঠে টুপি নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'নাও, আবার এক ফ্যাচাং,' বিরক্তিতে বিড়বিড় করলে মরোজভ, 'কমরেড পলোজভা, যান গিয়ে ঠাণ্ডা করুন।'

বাধ্যের মতো পলোজভা উঠে ক্লার্কের পেছু ধরল।

'গালৎসেভ, মার্কিন ইঞ্জিনিয়রকে অপমান করার জন্যে তোমায় শাস্তি পেতে হবে, এবং তাছাড়াও গিয়ে ক্ষমা চাইবে ওঁর কাছে।'

'কমরেড মরোজভ, মাইরি বলছি, একেবারে চোখের সামনে মিথ্যে কথা! বলি নি! গোটা হল্লাটাই তো ওঁর জন্যে। মজুরদের সামনে বাকতাল্লা ঝাড়ছে, আর আমায় কিনা যেতে হবে ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে।'

'হ্যাঁ, যেতে হবে। কমরেড ক্লার্ক যখন জোর দিয়ে বলছেন বলেন নি, তখন নিশ্চয় বলেন নি।'

'মজুরেরা তাহলে জানল কোথা থেকে?'

'এখানে কান কারো খাটো নয়, জিভও কারো ছোটো নয়। কিন্তু মার্কিন ইঞ্জিনিয়রকে অপমান করতে তোমায় কেউ বলে নি, বলবে না। বুঝেছ?'

'তোমার মুখ বড়ো আলগা গালৎসেভ,' কড়া করে বললে সিনিৎসিন, 'এর মধ্যে কত শাস্তি পেতে হয়েছে তোমায়? যদি ভেবে থাকো তিরস্কারগুলো ডাক টিকিটের মতো জোগাড় করে রাখার জিনিস, তাহলে ভুলো না, সংগ্রহ পূর্ণ হতে আর বিশেষ বাকি নেই।'

দোষীর মতো মাথা চুলকালে গালৎসেভ, জবাব দিলে না।

পলোজভা এসে ক্লার্কের সঙ্গ ধরল বারান্দার নিচে।

'ক্লার্ক!'

'কে?'

'আমি। আপনার সঙ্গে একমিনিট কথা বলা যাবে?' পলোজভা জিজ্ঞেস করলে ইংরেজিতে।

'নিশ্চয়।'

'চলুন এই পথটা দিয়ে যাই।'

'আমি আপনার কথা শোনার অপেক্ষা করছি মেরি...' কটাক্ষে চেয়ে

দেখলে ক্লার্ক। ভারি বদলে গেছে পলোজভা, রোগা হয়ে গেছে। এ যেন সেই একটু কাটখোট্টা, একটু অহঙ্কারী, আগের সেই বালিকাটি নয়। এ এখন নারী, অনেক মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ, বিচলিত, আগের সেই আত্মবিশ্বাসের রেশটুকুও নেই।

নিজের নামটা শ‌ুনে একটু থতমত খেল পলোজভা, তারপর ক্লার্কের দিকে না চেয়ে দ্র‌ুত বলে গেল:

'আমি প্রথমে এই কথাটা বলতে চাইছিলাম যে আপনি ঠিক করেন নি...'

'তা আমি জানি। কদাচ তো এমন ঘটনা ঘটে নি যে আমি ঠিক করেছি।'

'তাও ঠিক নয়। যাক, প‌ুরনো কথা ছেড়ে দিন। আমি বলছিলাম যে, আমি বা মরোজভ এবং উপস্থিত যারা ছিল তাদের মধ্যে সম্ভবত গালৎসেভ বাদে আর কেউ ম‌ুহ‌ূর্তের জন্যেও ভাবে নি যে আপনি মজ‌ুরদের কাছে ওসব কথা বলেছেন।'

'তাহলে আমায় একজন অপমান করছে, কমরেড মরোজভ সেটা সহ্য করছেন কেন?'

'মোটেই সহ্য করেন নি। গালৎসেভের বক্তৃতা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।'

'উচিত ছিল তাকে বার করে দেওয়া।'

'কিন্তু মাপ করবেন, নির্মাণের অধিকর্তা ঠিক কী ভাবে সভা চালাবেন সে নির্দেশ তো আপনার দেবার নয়। অপমানের জবাবে অপমান — এই কি আত্মসমর্থনের পদ্ধতি? অপমানের প্রতিকার যদি চেয়ে থাকেন তা করা হয়েছে, হয়ত আপনাদের রীতি অন‌ুযায়ী নয়, কিন্তু আমাদের রীতি অন‌ুযায়ী। আশা করি এ দাবি করবেন না যে আপনার তুষ্টি লাভের জন্যে এখানে ব‌ুর্জোয়া সৌজন্য-নীতি চাল‌ু করতে হবে।'

'যে পেটি ব‌ুর্জোয়া তার ক্ষেত্রে ব‌ুর্জোয়া সৌজন্যই মানতে হয়।'

'শ্লেষ করবেন না। কেউ এখানে আপনাকে পেটি ব‌ুর্জোয়া ভাবে না।'

'কেউ না?'

পলোজভা ভান করল যেন প্রশ্নটা তার কানে যায় নি।

'আজই মরোজভ আমায় আপনাদের সকালকার বিতর্কের গল্প করে বলেছিলেন যে, আপনি বলশেভিক হয়ে উঠছেন দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। তবে উনি ঠিকই বলেছেন যে একটু বেতালে। নির্মাণকাজ তাড়াতাড়ি

শেষ করার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করা খুবই বাহাদুরির জিনিস, কিন্তু ঠিক বলশেভিকোচিত নয়। কেননা তার একান্ত আবশ্যিকতা কিছু নেই। বলশেভিকবাদ আর মধ্যযুগীয় নাইটের মতো শৌর্য প্রদর্শন এক জিনিস নয়। বলশেভিকবাদ হল...'

'শুনুন মেরি, আপনার কি মনে হয় না, প্রতিপদে জ্ঞানদানের এই রুশী বাতিকের ফলে যে সত্যিই অনেক কিছু এখানে শিখতে ইচ্ছুক সেও শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে উঠতে পারে? বিশ্বাস করুন, হাফপ্যাণ্ট পরে যখন ছুটতাম আমার সেই গোটা বাল্যকালেও এত উপদেশ আমি শুনি নি যা এই এখানে এক বছরের মধ্যেই শুনতে হল।'

হেসে উঠল পলোজভা।

'কী করব, আপনাকে যে কেবলি শেখাতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আপনার ভেতরকার গোঁয়াতুর্মি আর মিথ্যে অহংকারটা যে কিছুতেই যাচ্ছে না। আপনি বেশ টের পাচ্ছেন যে ঠিক করেন নি, কিন্তু অন্যের কাছে সেটা স্বীকার করতে আপনার আত্মাভিমানে বাধছে। আমাদের এখানে... না বাবা, আবার বলবেন হিতোপদেশ দিচ্ছি।'

'কথাটা ঠিক নয়। নিজের মনে নিঃসন্দেহ হলে আমি সাগ্রহেই ভুল স্বীকার করি।'

'কেন বাজে কথা বলছেন? নিজেই বলুন, আপনার ভুল হয়েছিল, এ কথা কি এক বারও কখনো স্বীকার করেছেন?'

'করেছি।'

'যেমন?'

'যেমন, আপনার ক্ষেত্রে আমি ঠিক করি নি।'

'জিম!'

'যদি স্রেফ এমনি, হিতোপদেশ না দিয়ে, সেটা ক্ষমা করতে পারেন, তাহলে ও নিয়ে আর কথা নয়। এখানেই আমার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। যাবেন আমার সঙ্গে? কাল সকালে আপনাকে ফের আপনার কাজের জায়গায় পোঁছে দেব।'

'ও নিয়ে আর কথা কিন্তু তুলবেন না?'

'না, তুলব না।'

'বেশ। আর আজকের কাণ্ডটার জন্যে মরোজভের কাছে মাপ চাইবেন?'

'চাইব। কিন্তু কাল। এর মধ্যে আর কিছু তো ঘটে যাবে না।'

পলোজভার কাঁধে হাত দিয়ে সে তাকে মোটরে নিয়ে গেল।

...ক্লার্কের ফাঁকা ঘরটায় বিস্মৃত রেডিওটা অনাথের মতো প্যানপ্যান করছিল। রেডিও বন্ধ করে ক্লার্ক টেবিল গোছাতে লাগল। পলোজভার চোখে পড়ল কী একটা জিনিস সে চট করে দেরাজে ঢুকিয়ে কাগজ দিয়ে চাপা দিল।

'ধড়াচূড়াগুলো ছাড়ুন, আমি চা করে আনছি।'

বারান্দার ওদিকে গেল ক্লার্ক। শোনা গেল তার অপটু হাতে প্রাইমাস স্টোভের ক্লিষ্ট আর্তনাদ। মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলে পলোজভা। তারপর লাল হয়ে নিঃশব্দে দেরাজ খুলে কাগজটা সরাল। কাগজের নিচে দেখা গেল দুটি বই: ইংরেজি অনুবাদে 'লেনিনবাদের সমস্যা' এবং শ্রমিক বিদ্যার্থীদের জন্য রুশ ভাষায় এক পাঠ্যপুস্তক — 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'। আস্তে দেরাজ বন্ধ করে দিলে সে। তারপর আয়নায় নিজের লাল মুখটা দেখে হেসে উঠল।

বজ্রের আভাস

সে বছর লম্বা শীতের জন্য আবাদের মরশুমটা এল দেরি করে এবং অনেক দিন ধরেই তার তোড়জোড় চললেও এসে পড়ল বরাবরের মতোই হঠাৎ হুড়মুড় করে।

বর্ষা শেষ হবার বেশ আগে থেকেই তুষার-ঢাকা মাঠের ওপর সরু রেলপথ দিয়ে স্তালিনগ্রাদ থেকে স্তালিনাবাদে আসছিল টারপুলিন-ঢাকা লম্বা লম্বা মালগাড়ি। স্টেশনে স্টেশনে অনেকখন ধরে দাঁড়াচ্ছিল গাড়িগুলো, ঝনঝন করে শান্টিং করে ফের পাড়ি দিচ্ছিল রাত্রে, স্তেপের তুষার-ঢাকা ফাঁকায়। রাস্তায় এ মালগাড়ির ঝনঝন শব্দ শুনে বিদেশী সাংবাদিকেরা কান খাড়া করে উদ্গ্রীব হয়ে মুখ বাড়াত তাদের রেল কামরার জানলা দিয়ে, মনে হত যেন ফৌজবাহী ট্রেনের শান্টিং শব্দটাই বুঝি শুনছে, আর চাকার শব্দ ঠাহর করে আন্দাজ করতে চাইত ঠিক কোথায় সে সীমান্ত। বিদেশী সাংবাদিকদের ভুল হয় নি: মালগাড়িগুলো যাচ্ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রণ্টে, ঝনঝনে মালগুলো তারা এনে দিচ্ছিল ভারত ও আফগানিস্তানের সীমান্তে। আনছিল তারা ট্র্যাক্টর, ট্র্যাক্টর আর ট্র্যাক্টর ডিবিসন, আনছিল তুষার-ঢাকা

কালা-জমি এলাকার স্তালিনগ্রাদ থেকে বালুময় উপগ্রীষ্মমণ্ডলের স্তালিনাবাদে (তাজিক ভাষায় 'আবাদ' আর রুশ ভাষায় 'গ্রাদ' বা শহর সমার্থক)।

প্রজাতন্ত্রের ওপর আবাদ-মরশুম ভেঙে পড়ল ঠিক বাসন্তী বজ্র-ঝঞ্ঝার মতো, দড়াম করে খুলে গেল সব শীতের ঝুলজমা আপিস কাছারির বন্ধ দরজা জানলা, উড়িয়ে দিলে গাদা গাদা কাগজ আর দপ্তরের চেয়ার থেকে খেদিয়ে লোকেদের পাঠাল মাঠে খেতে, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দপ্তরের কাচঘরে জন্ম নেওয়া সংখ্যাগুলোকে জ্যান্ত মাটিতে ফলিয়ে তোলার জন্য।

মাঠে মাঠে কান-ফাটানো ঘর্ঘর তুলে মাটিতে পেট ছেঁচড়ে এগিয়ে এল ট্র্যাক্টর পালের পায়ে পায়ে ওঠা বাদামী ধুলোর মেঘ। তারে তারে জড়িয়ে গুলিয়ে অবিরাম ঝনঝন করতে লাগল টেলিগ্রামের ঝড় ('আবাদ-সংক্রান্ত, অতি জরুরী'), এবং ছাপাখানার সীসের হরফগুলো (২০ পয়েণ্ট, মোটা) সংবাদপত্রের স্তম্ভশীর্ষ থেকে চিৎকার তুলল জলদমন্দ্র স্বরে। এ স্বর অন্য দেশে শোনা যায় কেবল সার্বজনীন সৈন্যভুক্তির সময়।

একদিনের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল স্তালিনাবাদ, হঠাৎ পরিণত হল এক চুপচাপ মফস্বলে, একটি মোটর গাড়িও আর দেখা গেল না, আবাদের ঘূর্ণিঝড়ে পাক খেয়ে সবই ছিটকে গেল গ্রামাঞ্চলে। প্রজাতন্ত্রের সমস্ত ফুলে ওঠা দেহের ওপর ডাক্তারের টোকার মতো খটখটিয়ে উঠল টেলিগ্রাফ। লোকে কথা বলতে লাগল কেবল সংখ্যা দিয়ে, যেন আলাপ করছে কোডে। শেয়ার বাজারের দালালদের মতো বিভিন্ন এলাকার সেক্রেটারিরা রাতে টেলিফোন ধরে চিৎকার করে গলা ভেঙে ফেললে: শার্থরিনাউ — ৪২, জিলিকুল — ৩৮, কুরগান-তিউবে — ৫১, খজেন্ত — ৬৪। আর স্তালিনাবাদের ফাঁকা রাস্তায় ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ল্যাম্প পোস্টের ওপর বসে ক্যাঁককেঁকে গলায় কাকাতুয়ার মতো সে সব সংখ্যার পুনরাবৃত্তি করে চলল এম্প্লিফায়াররা।

এ বছর পরিকল্পনা অনুসারে তাজিক প্রজাতন্ত্রে মিশরী তুলো বোনার কথা অতিরিক্ত আরো এক লাখ হেক্টর। তার শতকরা ৮০ ভাগই পড়েছে ভাখ্শ এবং পিয়াঁজ নদীর মাঝখানের যে সমভূমিটায় এই প্রথম সেচ শুরু হচ্ছে সেখানে। যখন খবর ছড়াল যে এই অনাদি কাল থেকে জলহীন জায়গাটায় লাঙল পড়ছে, তখন দূর দূর গাঁ থেকে বাহারে পাগড়ি বেঁধে সুঠাম সওয়ারীরা ঘোড়া হাঁকিয়ে আসে ব্যাপারটা দেখতে। চাষের এমন

চাপের সময় এতগুলো লোক কাজ ফেলে রেখে এল কেমন করে বোঝা মুশকিল। যারা জানে, তারা বলে, দূরের কিশলাকগুলো তাদের মধ্যেকার এক একজন সেরা সওয়ারী বেছে পাঠিয়েছে প্রতিনিধি করে। ঠিক হয়েছে তার ভাগের কাজটা অন্যরা মিলে করে দেবে শুধু এইজন্যে যে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে এই অভাবিত ঘটনার বিবরণ শোনা যাবে। গোটা সমভূমিটা জুড়ে হালকা ঘোড়ার পিঠে সওয়ারীরা দাঁড়িয়ে রইল পাহারাদারের মতো, ঘাড় বাড়িয়ে কখনো তাকিয়ে দেখছিল উৎসুক হয়ে, কখনো বা কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে ট্র্যাক্টরগুলোকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল শুধু সামনে থেকে এই আগুয়ান হিমবাহটাকে দেখবে বলে।

সুপ্রসর এক গর্জমান বন্যা তুলে কেবলি এগুতে লাগল ট্র্যাক্টরগুলো, পঙ্গপালের মতো তা অপ্রতিরোধ্য। মনে হল সংখ্যায় তারা হাজার হাজার, সারা দিগন্ত ঢেকে গেল তাদের ধুলোর মেঘে। লৌহ গর্জনের তরঙ্গ ছুটে গেল পিয়াঁজ নদী পেরিয়ে, আর ঘরোয়া হালে আঁচড়-কাটা নিজের ক্ষুদে জমিটুকু নিয়ে সীমাহীন প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া আফগানী দেহকান নদী পেরিয়ে আসা সোভিয়েতী ধুলোর খাবি খেয়ে সচকিত হয়ে কান পেতে শুনলে সেই দুর্বোধ্য সঙ্গীত।

চড়াই উৎরাই তছনছ করে এগুল ট্র্যাক্টরগুলো, গুরগুরিয়ে উঠে গেল টিলার গা বেয়ে, হুড়মুড়িয়ে নামল ঢালুতে। ঘর্ঘর শব্দে ভয় পেয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে গেল জাইরানের পাল। প্রথম দিনের পরই তারা আগুয়ান ট্র্যাক্টরগুলোর সামনে থেকে পালে পালে পালাতে থাকে। উল্টো দিক থেকে কেউ এলে সর্বাগ্রে তার চোখে পড়ত আতঙ্কে পলায়মান জাইরানগুলোর একটা লম্বা সারি, তারপর বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে দেখা যেত পাক-খাওয়া ধুলোর মেঘ, শোনা যেত ঘর্ঘর শব্দ। কিছুদিন আগেই বাচ্চা দিয়েছে জাইরানগুলো, বাচ্চারা তাদের কাঠি-কাঠি পা নিয়ে ধাড়ীগুলোর মতো দৌড়তে পারছিল না, খালি হাতেই তাদের ধরে ফেলছিল লোকে। দ্বিতীয় শিফ্‌ট শেষ হওয়া নাগাদ দেখা গেল প্রায় প্রতিটি ট্র্যাক্টর ড্রাইভারের কোলেই একটি করে রঙচঙে লম্বা ঠেঙে ছাগলছানা, মরণাধিক আতঙ্কে তাকিয়ে আছে তাদের মখমলের মতো চোখ মেলে।

ধাতব গর্জন শুনে পাহাড় থেকে উড়ে এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে রোঁয়া-ওঠা শকুন, ভেবেছিল যুদ্ধের শব্দ। ট্র্যাক্টর ড্রাইভারদের গালাগালিতে কান না

দিয়ে বহুক্ষণ তারা পাক খেতে থাকে আকাশে, তারপর শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভুল বুঝে শিথিল ডানা মেলে উড়ে যায়।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হঠাৎ একগুচ্ছ বসতি মাথা তুলেছিল মরুভূমিতে। লোকে ছুটে এল সেখান থেকে, হাত দিয়ে রোদের ঝাঁঝ থেকে চোখ ঢেকে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল চলমান ট্র্যাক্টর বাহিনীগুলোকে, মনে হল যেন সামরিক কুচকাওয়াজে তারা সেলাম দিচ্ছে। এরা সবাই সদ্য গঠিত যৌথখামারগুলোর সভ্য, সেচ শুরু হওয়ায় অনাবাদী জমি চষতে এসেছে এরা, কেউ সুদূর পর্বতের দার্ভাজ-এর তাজিক, কেউ ফেরঘানার কুসুমিত উপত্যকার উজবেক, কেউবা আবার আলতাই পর্বতের ও-পাশ থেকে আসা কিরগিজ যাযাবর, ছাউনি গুটিয়ে জিনিসপত্তর নিয়ে তারা চলে এসেছে তাদের ভেসে বেড়ানো এই গতকালের মরুভূমিতে চিরকালের মতো সাঙ্গ করতে; উটগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে তারা, চারিপাশের আরিকের শক্ত বাঁধনে নড়তে পারছে না উটগুলো।

লালচে ধুলোর মেঘ তুলে এগুল ট্র্যাক্টরগুলো, তাদের সামনে ছুটতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ ফ্যালাঙ্গ আর আশ্রয়-হারা নানা ধরনের সব সরীসৃপ। চলল তারা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে — যেন এক পাল বনশুয়োর। সন্ধ্যা নাগাদ ধুলোটা থিতিয়ে গেল, ঝঞ্ঝাভিযানের সাক্ষ্য রইল কেবল ছিন্নভিন্ন আবর্তিত মাটিতে।

দিন আর রাত, দিন আর রাত চলতেই থাকল ট্র্যাক্টরগুলো, ঝনঝন শব্দ তুলে পেছন পেছন চলল চলমান রসুইখানা, তাদের পেছনেই পেট্রলের টিন বোঝাই উটের এক ক্যারাভান। এরা আসছে, অন্যদিকে খালি টিন নিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে আরেকদল উট। এই আসা-যাওয়া চলছে এক মসৃণ ছন্দে — যেন কনভেয়রের বেল্ট।

নির্মাণ ক্ষেত্রে গৌণ সেচ প্রণালীগুলো শেষ করা হচ্ছে প্রচণ্ড তাড়ায়, রিউমিনের সেকশনে এতদিন যা ছিল তার অনপহরণীয় গর্বের বস্তু, সেই সুদান ডিচার ও গ্রেডার থেকে শুরু করে ট্র্যাক্টর এবং ফ্রেস্নো স্ক্র্যাপার পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি পাচার করা হচ্ছে তিন নম্বর সেকশনে। গৌণ সেচ প্রণালীগুলো যে সময়মতোই সমাপ্ত হবে তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। জল সেচের কথা উঠলেই সবাই সশঙ্কে তাকাত প্রধান ক্যানেলের দিকে,

যেখান থেকে দিন রাত ধ্বনিত হচ্ছে কামান-গর্জন: অতিরিক্ত হাজার হাজার কিউবিক মিটার কংগ্লোমারেট ফাটানো হচ্ছে সেখানে।

আবাদ অভিযানে নির্মাণ ক্ষেত্রের অনেক ট্র্যাক্টরকেই ছেড়ে দিতে হল, অভিযানী ট্র্যাক্টরগুলোর অবিরাম ঘর্ঘর যেন তাড়া দিতে লাগল মজুরদের, উত্তেজিত, উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। সবাই জানত, যখন জলসেচের দরকার তখন প্রধান ক্যানেল দিয়ে জল যদি না ছাড়া যায়, তাহলে ৮০ হাজার হেক্টরের হালচাষ ও কার্পাস বপন বৃথা যাবে।

নির্মাণ এলাকায় এ দিনগুলোয় লোকে ঘুরত দাড়ি না কামিয়ে, শুকনো মুখে, অনিদ্রায় চোখ তাদের ফোলা ফোলা; কথা বলত কম, নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারেই চটে উঠত, গলা চড়াত। সবাই জানত, খেতে জল দেওয়া পর্যন্ত যে সময়টা বাকি আছে তার শেষ মিনিটটাও মাপা, মূল যন্ত্র-ব্যবস্থার কোনো একটা যদি একদিনের জন্যও অচল হয় তাহলে সময়মতো জল যাবে না।

লোক বসতির সমস্যা নিয়েও দুশ্চিন্তা কম ছিল না। জমিতে লাঙল দেওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু সম্ভাব্য সেচ জমির শতকরা পঞ্চাশ ভাগের জন্যই তখনো পর্যন্ত চাষী বসানোর ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি। স্তালিনাবাদে ফোন করতে লাগল মরোজভ, জেলা ও প্রজাতান্ত্রিক দপ্তরগুলোয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভাঙল, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হল না। পুনর্বাসন কেন্দ্র কেবল একই বিবৃতি দিয়ে জানাতে থাকল যে, নির্মাণ ক্ষেত্রের কাজ আটকে থাকায় এ বছর নাকি নতুন জমিতে জল পাবার নিশ্চিতি নেই, এরকম একটা জোর গুজব ছড়াতে থাকায় পুনর্বাসনেচ্ছু সংগ্রহে অপ্রত্যাশিত সংকট দেখা দিচ্ছে। স্তালিনাবাদ জানাল সময়মতো জল দেওয়া হবেই হবে এই গ্যারাণ্টি চাই। মরোজভ রিসিভারে থুৎকার নিক্ষেপ করে কাজ দেখতে বেরুল।

জেলা পার্টি সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখতারভ কেন্দ্রের ভরসায় না থেকে নিজেই অন্তত নতুন হাসিল জমির একাংশে চাষী বসাবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ নিয়োগ করলে। যে সব কিরগিজ উট-চালকেরা নির্মাণ ক্ষেত্রে তাদের উট দিয়ে পরিবহন চালাচ্ছিল, তাদের নতুন জমিতে বসাতে রাজী করানো গেল মুখতারভের ব্যক্তিগত আন্দোলনের ফলে, দুটি যৌথখামার গড়া গেল এদের নিয়ে। আরো দুটো যৌথখামার গড়া সম্ভব হল আফগানী দেহকানদের

দিয়ে, নির্মাণ ক্ষেত্রে যারা গতর-খাটুনির কাজ করত। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হল না।

মুখতারভের রোদ-পোড়া চেহারা বদলাতে লাগল, বাদামী রং তার হয়ে উঠল সবজেটে। এলাকায় বপন অভিযানে বিশেষ জোর ধরে নি। 'তাজিকিস্তানের কমিউনিস্ট' পত্রিকা সে খবর ঢক্কা নিনাদে সারা প্রজাতন্ত্রে ছড়াচ্ছে। কোন দিন না আবার ধিক্কার তালিকায় নাম ওঠে। তার নয়নের মণি ওই হতভাগা রাষ্ট্রীয় খামারটা তার গাড্ডা থেকে বেরতে পারে নি, সমস্ত সূচকগুলো বানচাল করে দিচ্ছ। তার ওপর আবার এই নতুন হাসিল জমি। ট্র্যাক্টরে জমি চষে দিচ্ছে বটে, বীজ বুনছে, কিন্তু তারপর? মই দেবে কে?

নতুন বসা যৌথখামারগুলো ঘুরে মুখতারভ বিষণ্ণ মনে পায়ে হেঁটে ফিরছিল। কাতা-তাগ সেকশনের বসতিতে ঢুকে সে আপিসে এল জল খাবার জন্য। ঘরটা ঠাণ্ডা এবং ফাঁকা।

এমন সময় ভেতরে ঢুকল সিনিৎসিন।

'রিউমিন নেই এখানে?'

'না। রিউমিন আছে একশ তিরিশ নম্বর পিকেটে।'

'আরে, মুখতারভ যে! ভালোই হল তোমায় পেয়ে। কেবলি ভাবছিলাম তোমার কাছে যাব, হয়ে আর উঠছিল না। আজ দশ দিন হল পুনর্বাসনের ব্যাপারটা নিয়ে অভিশংসকের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো উচ্চ বাচ্য নেই। আজ নতুন বসতিতে দারভাজীদের প্রায় অর্ধেক ঘরই ভেঙে পড়েছে। লোকের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই।'

'ভেঙে পড়েছে মানে?' লাফিয়ে উঠল উর্তাবায়েভ।

'খুবই সোজা। হুট করে ভেঙে পড়ল। যা মাল দিয়ে বানিয়েছে কুত্তীর বাচ্চারা। কেবল পচা সর-কাশ। পরিষ্কার অন্তর্ঘাত। ওইভাবে যৌথখামারগুলোকে বানচাল করার ফন্দি আর কি। এই গরমে পাহাড়ী লোকগুলোর মাথায় একটা চালাও থাকবে না। কী কাণ্ড! এই নিয়ে কমারেঙ্কোর সঙ্গে কথা বলেছি। তার কাছে প্রমাণ আছে — পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে আছে ছয়জন লোক, তার চার জনই হল প্রাক্তন শ্বেতরক্ষী, একজন অসেট ওমরাহ। একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যথেষ্ট বইকি। বোঝাই যাচ্ছে, সমস্ত যৌথখামারী ঘরগুলো শালারা এমন ভাবে বানিয়েছে

যাতে মাস দুয়েক পরেই ভেঙে পড়ে। বরগাগুলো দেখো না। ইচ্ছে করেই কাঠগুলো জলে ফেলে রেখে পচানো হয়েছে। মোট কথা, এই গোটা দঙ্গলটাকে গ্রেপ্তার করে একটা দৃষ্টান্তস্থানীয় বিচার হওয়া দরকার।'

'করব,' বিষণ্ণ মুখে সায় দিলে মুখতারভ, 'ছুঁচোগুলোকে গুলি করে মারা দরকার, অন্যেরা হুঁশিয়ার হবে।'

'সেটা আদালতের ব্যাপার।'

'এত ওঁছা সব আমাদের এখানে জুটেছে কোথা থেকে?' মুখ কোঁচকাল উর্তাবায়েভ, 'মনে হবে যেন গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ঝেঁটিয়ে জড়ো করা।'

'তুলোর ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা, তাতে আবার পাশেই সীমান্ত — জুটবে না কেন? সবারই এক ভরসা — অন্তর্ঘাত করে পিয়াঁজ পেরিয়ে উধাও, বাস, ধরবে কে! তবে এটা অতীতে চলেছিল, এখন আর সেটি চলছে না। এই হল একটা ব্যাপার।' গেলাসে জল ঢেলে এক ঢোকে খেয়ে নিল সিনিৎসিন।

'আরো কিছু আছে নাকি?' সচকিত হয়ে উঠল মুখতারভ।

'আরো একটা ব্যাপারও আছে। পুনর্বাসীদের মধ্যে জোর প্রচার চলছে, বিশেষ করে এখানে কাতা-তাগে। বলছে পাহাড় ধ্বসে গিয়ে গোটা উপত্যকা জলে ডুবে যাবে। কিরগিজরা চলে যাবার উপক্রম করছে।'

'জানো তো, তত্ত্বটা চালু করে মস্কোর একজন প্রফেসর,' মন্তব্য করলে মুখতারভ।

'গত বছর এখানে যত রাজ্যের আহাম্মক এসে তাদের তত্ত্ব বপন করে গেছেন, এখন আমরা তার ফল ভুগছি। বিশেষ করে যুদ্ধ নিয়ে চলছে যত রাজ্যের প্রলাপ। বলে, — ইংরেজরা আজকালের মধ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এ প্রচারটা তেমন নতুন কিছু নয়। নতুন ঘটনা হল এই যে প্রচারটা আসছে কোথা থেকে সেটা আমরা টিপে দেখেছি। আসছে স্থানীয় যৌথখামারগুলো থেকে রিক্রুট করা কিছু মজুরদের কাছ থেকে — সঠিকভাবে বললে, 'লাল অক্টোবর' আর 'লাল হলধর' থেকে। আমাদের এখানে একজন কমসোমলী কাজ করত — উরুনভ। তার বাপ এই 'লাল হলধরের' সভ্য। বাপজানটি দিন কয়েক আগে এক দূত পাঠায় তার কাছে। অবিলম্বে নির্মাণ এলাকা এবং কমসোমল ছেড়ে ঘরে ফিরতে হুকুম করে সে। বলে, —

খেতে জল আসার আগেই সমস্ত কমসোমলীই নাকি কচুকাটা হবে। বাসমাচ ইত্যাদির গুজবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় বাইদের উসকানি। আমরা ঠিক করি উরুনভকে ছেড়ে দেব, যৌথখামারে যাক, অনুতাপদগ্ধ বিভ্রান্ত ছেলের মতো ফিরবে সে বাপের কোলে, সেখানে থেকে আঁচ করবে কে এইসব ছড়ায়। কিশলাকের ভেতর থেকে সে আমাদের ব্যাখ্যামূলক প্রচার চালাবে... এটা মুখতারভ, তোমায় জানিয়ে রাখছি। যদি যৌথখামারকে কখনো ঝাঁকুনি দিতে যাও তাহলে মনে রেখো, উরুনভ কোনো ফেরারী কমসোমলী নয়, আমাদের লোক। কমারেঙ্কো ব্যাপারটা জানে।'

'বটে! আর 'লাল অক্টোবরের' কারা?'

''লাল অক্টোবর' থেকে আমাদের এখানে কাজ করে চারজন। দুজন বেশ ভালো কর্মী। অন্য দুজন — আজিজ রহমানভ আর মাহমুদ কামারভ স্পষ্টতই বাইদের হাতের লোক, প্রচার চালানোই ওদের কাজ। বোঝা যাচ্ছে, এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এখানে ঢুকেছে। আপাতত আমরা ওদের ছোঁব না, পালের গোদাটি যাতে ফসকে না যায়। 'লাল অক্টোবর' আমাদের গত বছরই পাঠিয়েছিল খোজিয়ারভকে। অনুমান করা উচিত, এখানে একটি পাকা বাই-সংগঠন আছে, খেলার সমস্ত নিয়ম মেনেই সে খেলছে, খোজিয়ারভ মারফত আফগানিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে এবং স্বভাবতই এ বছর বাসমাচ হানার ওপর ভরসা করছে।'

'এ খবর আমি সবই জানি,' মাথা নাড়লে মুখতারভ, 'তবে তোমার উরুনভের ব্যাপারটা জানতাম না। খবরের মতো খবর।'

'জানো সে তো ভালো কথা। মোটের ওপর নজর রেখো! তোমার যৌথখামার নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই, নিজেদের ঝামেলায় অস্থির। উরুনভকে আমি পাঠিয়েছি শুধু ব্যতিক্রম হিসাবে। কমারেঙ্কোর সঙ্গে কথা কয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো পাপ বিদেয় করো। নইলে নির্মাণ ক্ষেত্রে খারাপ প্রভাব পড়ছে। যাক, আমি চলি, তোমায় পৌঁছে দেব?'

'না, আমি এখানে থাকছি। দারভাজীদের ওখানে একটু যেতে হবে। দেখতে হচ্ছে পুনর্বাসন কেন্দ্রের গড়া বসত ভেঙে পড়ছে কেমন করে। কাল এখানে তদন্তের ব্যবস্থা করতে হয়।'

বিষণ্ণ চিত্তে শিস দিয়ে আঙিনায় বেরুল মুখতারভ।

কুলাকী ধাঁধা

পাহাড়ের গায়ে বপন মরশুম চলছিল ট্র্যাক্টরের ঘর্ঘর ছাড়াই, ক্যাঁচক্যাঁচ করছিল শুধু টান-টান জোয়াল, দ্বিপ্রাহরিক তাপের স্তব্ধতা ভাঙছিল শুধু বলদ-হাঁকিয়ের একঘেয়ে গানে। খাড়া ঢালুর জায়গাগুলোতে রুপোলী ফাল থেকে ঝরঝর শব্দে ঝরে পড়ছিল গুঁড়ো গুঁড়ো কালো মাটি এবং মাটিতে গোড়ালি পর্যন্ত পা গেঁথে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে এগুচ্ছিল বলদেরা।

'লাল অক্টোবর' যৌথখামারে হাল দেবার কাজ শেষ হয়ে আসছে। এখন হাল পড়ছে শেষ পাহাড়ে ফালিগুলোয়। ক্লান্ত বলদ আর মানুষেরা সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে নামে পাহাড় থেকে, খটখট শব্দ ওঠে তাদের উল্টে দেওয়া লাঙল থেকে। কিশলাকের মেটে ছাদ থেকে সোজা রেখায় ধোঁয়া উঠে যেন হুল ফুটাচ্ছে আকাশে। ঘরে ঘরে সেদ্ধ হচ্ছে শুরপা*।

এই সময় কারি আবদুল সাত্তরভের ঘরে এল রহিমশাহ আলিমভ।

'সেলাম আলেইকুম!'

'আলেইকুম সেলাম!' হাত দিয়ে মুখ মুছলে কারি।

সচকিত মেয়েরা বোরখায় মুখ ঢেকে নিঃশব্দে আড়াল নিলে অন্তঃপুরে। আলিমভ আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে জাজিমে বসে এক টুকরো চাপাটি ছিঁড়ে শুরপার বাটিতে ডোবাল।

'কাল বোনা শুরু হবে,' শুরপায় ভেজানো চাপাটির টুকরো মুখে পুরে সে বললে এমন সুরে যা তথ্যজ্ঞাপনও হতে পারে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও হতে পারে।

কারি নীরবে মাথা নাড়লে।

'জেলাকেন্দ্র থেকে বকুনি দিচ্ছে।- বলছে, বোনার কাজে দেরি হয়ে গেছে,' কয়েক ঢোক শুরপা খেয়ে মন্তব্য করলে সে, 'তাড়াতাড়ি করতে হয়।'

বিজ্ঞের মতো দ্বিতীয় টুকরো গলাধঃকরণ করল আলিমভ।

'বকুনি তো দেবেই,' বিজ্ঞের মতো সায় দিলে সে, 'কাগজ পড়েছিস?'

নেতিবাচক মাথা নাড়লে কারি। নিরক্ষর সে, রহিমশাহ সেটা ভালোই জানত।

---

* শুরুয়া। — সম্পাঃ

'কী লিখছে কাগজে?' শঙ্কিত প্রশ্ন করলে কারি, খবরের কাগজের নাম শুনলেই কেমন একটা ঘোলাটে আশঙ্কা জাগে তার।

চাপাটির বাকি অংশটা শুরপায় ভেজাল আলিমভ।

'লিখছে, কোনো কোনো যৌথখামার সরেস জমিতে গম বুনছে, নীরেস জমিতে তুলো।'

'তারপর?' সচকিত হয়ে উঠল কারি।

'খুব সমালোচনা করছে। বলছে, সোভিয়েত রাজের শত্রুরাই কেবল ঐ কাজ করতে পারে। বলছে, সমস্ত যৌথখামারের আবাদ যাচাই করে দেখবে, যেখানে দেখবে সেরা জমিতে গম বোনা হয়েছে, সে খামারের নাম উঠবে কালা তালিকায়। আর সোভিয়েত রাজের নির্দেশ অমান্য করে কারা বাইদের সঙ্গে যাচ্ছে সেটা সমস্ত দেহকানদের জানাবার জন্যে পরিচালকমণ্ডলীর সমস্ত সভ্যের নাম কাগজে ছাপিয়ে দেবে।'

'তাই লিখেছে, সত্যি?'

'কাগজটা ঘরে ফেলে এসেছি। ভেবেছিলাম তুই পড়েছিস। নিয়ে আসব নাকি?'

'লিখছে, পরিচালকমণ্ডলীর সবাইকার নাম ধাম ছাপিয়ে দেবে?' অনেকক্ষণ চুপচাপের পর ফের জিজ্ঞাসা করল কারি।

'সব কালা তালিকায়। ওপরে যৌথখামারের নাম — নিচে পরিচালকমণ্ডলীর সবাইকার নাম — নিজের নাম, সেই সঙ্গে বাপের নামও। যাতে বাজারে মুখ দেখাতও লজ্জা হয়... ভাগ্যি ভালো যে এ বছর আমাদের খামারের নামে কিছু লেখে নি, গত বছর ওই খোজিয়ারভকে নিয়ে সারা তল্লাটে কী ঢিঢি না পড়ে গিয়েছিল।'

'হুঁ...' অস্পষ্ট সায় দিয়ে কারি একমনে দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল।

'তা, দৌলৎ ফিরছে কবে?' প্রসঙ্গ পালটালে রহিমশাহ, 'ওকে বাদ দিয়েই বোনার কাজ শুরু হবে নাকি?'

'কুর্গান থেকে লোক মারফত বলে পাঠিয়েছে, পরশু ফিরবে। বাড়তি বীজ চাইছে জেলা কেন্দ্রের কাছে, দিচ্ছে না।'

'ও! কাসেম সইদভের দ্বিতীয় ব্রিগেডটা আবার এদিকে এক প্রস্তাব এনেছে। বলছে, জেলা কেন্দ্রের কাছে আরো কুড়ি হেক্টর নতুন জমি চেয়ে নেবে। পরিকল্পনা ছাপিয়ে বেশি বুনবে। বলছে, জমিতে বসাবার মতো

নতুন লোক বেশি নেই, জমি চাষ করব বলে কথা দিলে জেলা কেন্দ্র রাজী হয়ে যাবে। জমিটাও বেশি দূরে নয়, পাহাড়ের ঢালে। তুলো বোনা চলবে না, তবে গম চলবে। বলছে, জমায়েৎ ডাকা হোক। জমায়েৎ যদি হ্যাঁ বলে, তাহলে সেইসঙ্গে বোনার পুরনো পরিকল্পনাটাও ঢেলে সাজা ভালো। যে সব জমিতে গম বোনার কথা ছিল, সেখানে তুলো বোনা যাবে আর এই নতুন জমিতে গম বুনব। তুই কী বলিস?'

'তা ভালো কথা বলছে বাপু!' একটু ভেবে চাঙ্গা হয়ে উঠল কারি, 'তবে দৌলৎ ফেরা পর্যন্ত সবুর করতে হয়।'

'আমার মনে হয়, ও ফেরার আগেই ঠিক করে ফেলা ভালো, তাহলে ওই একসঙ্গেই এ কথাটাও জেলা কেন্দ্রের কাছে পাড়তে পারবে। তখন হয়ত বীজও দিয়ে দেবে। নইলে আবার সেই ফের যেতে হবে। আর দিন কয়েক পরে গেলে হয়ত তারা বলবে, — এতদিন কী করছিলে? আর সময় নেই, বুনে উঠতে পারবে না।'

'কিন্তু দৌলৎ ছাড়া আমি একা তো আর জমায়েৎ ডাকতে পারি না,' ভেবে চিন্তে বললে কারি।

'কেন না? খুবই পারিস। দৌলৎ নেই কিন্তু তুই তো সহসভাপতি। তাছাড়া পরিচালকমণ্ডলীর বেশির ভাগ লোকই তো পক্ষে। তুই পক্ষে, বিধবা জুমরাৎ পক্ষে, হাকিম পক্ষে। নিয়াজ আর বুড়ো এক্‌রাম যদি বিপক্ষেও যায় তাহলেও তো বেশির ভাগ লোককে পক্ষে পাচ্ছিস। তাছাড়া আছে কমারেঙ্কো। সর্বদাই সে আবাদের পরিমাণ বাড়াবার পক্ষে; বলতেও হবে না। তাছাড়া তাকে বাদ দিলেও আমরা সংখ্যায় বেশি।'

'কিন্তু দৌলতের জন্যে সবুর করলে ক্ষতি কী?' জেদ ধরলে কারি।

'তাহলে যে দেরি হয়ে যাবে। তোকে তো বললাম। এখন তোর যা খুশি,' গা তুলল রহিমশাহ, 'আমার কথাটা মনে রাখিস।'

'দেরি হয়ে যাবে?' ভাবল কারি, 'দাঁড়া না রহিমশাহ, এত তাড়া কিসের? শুরেপা তো খেলি, বস না। জানিস, আমার কী ভাবনা হচ্ছে?'

'কী ভাবছিস?'

'ভাবছি, আগে রহিমশাহ ছিল যৌথখামারের সভাপতি। সোভিয়েত রাজ তাকে সরিয়ে দিয়েছে। তার মানে, সে ছিল খারাপ সভাপতি। এখন হয়ত সে আমায় কুপরামর্শই দিচ্ছে।'

'তোকে একটা কথা বলি শোন কারি।'

'বল।'

'আমি যখন যৌথখামারের সভাপতি ছিলাম, তখন আমি ছিলাম একটা আহাম্মুক। সোভিয়েত রাজ যখন কিছু বলছে, তখন সেটা ভালো কথাই বলছে, দেহকানদের উপকারের জন্যে, এই বিশ্বাস তখন আমার ছিল না। সোভিয়েত রাজকে বিশ্বাস না করে বিশ্বাস করতাম বুড়োদের। নিজের বুদ্ধিতে চলতাম না। কিন্তু পরের বুদ্ধিতে যারা চলে, তেমন আহাম্মুকদের সোভিয়েত রাজ পছন্দ করে না। তাই সোভিয়েত রাজ আমায় সরিয়ে দেয়। এখন তুই, কারি হলি পরিচালকমন্ডলীর সভ্য, সহসভাপতি, আর আমি হলাম সাধারণ যৌথখামারী। এখন আমি চলছি নিজের বুদ্ধিতে, তুই চলছিস পরের কথায়। পরের কথায় যারা চলে, সোভিয়েত রাজ তাদের পছন্দ করে না। আমি তোকে আর কিছু বলব না কারি, এখন গিয়ে খামারীদের সঙ্গে কথা কইব। তুই জমায়েৎ ডাকবি কিনা সেটা আমায় বলিস কাল সকালে।'

'দাঁড়া না রহিমশাহ, এত বড়ো একটা কান্ড, অমন চট করে স্থির করা যায় নাকি? নে, খা না, এই নে আরো একটা চাপাটি...' পেটরার ভেতর সযত্নে রুমালে জড়ানো চাপাটির বান্ডিল থেকে একটি চাপাটি বার করেই বাকিগুলো সে চট করে লুকিয়ে রাখল।

ঘরে ঢুকল জনকয়েক দেহকান, বুকে হাত দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে তারা বসতে লাগল সতরঞ্চির ওপর। এরা সবাই ব্রিগেড সর্দার, নির্দেশ নিতে এসেছে কাল সকালে কোন ধার থেকে বোনার কাজ শুরু হবে। ব্রিগেড সর্দারদের পরে এল বিধবা জুমরাৎ। তার এক মিনিট পরেই দুয়ারে দেখা দিল নিয়াজ খাসানভ। হঠাৎ ভরাট হয়ে উঠল ঘরখানা।

নিয়াজ দৌলতের ডান হাত, তার আগমনে ভয়ানক বিব্রত বোধ করল কারি। আলিমভকে ধরে রেখেছে বলে এখন তার আফসোস হচ্ছিল, কিন্তু এখন আর উপায় নেই, কথাবার্তার মোড় ফেরাতেও লজ্জা হচ্ছিল তার, কারণ তাতে আলিমভের কাছে ধরা পড়ে যাবে যে সে সহসভাপতি হয়েও নিয়াজকে দেখে ভয় পাচ্ছে। কারি নিজের বুদ্ধিতে চলছে না, রহিমশাহের এই মন্তব্যই তাতে সত্য প্রমাণ হবে।

ভারিক্কী চালে দাড়িতে হাত বুলাল সে, তারপর ছিন্ন আলাপটা চালিয়ে যাবার জন্য কানে-খাটো নিয়াজকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল:

'ধরো বেশির ভাগ লোকের কথা শুনে দৌলতের জন্যে অপেক্ষা না করেই জমায়েৎ ডাকলাম। কিন্তু তারপর? সময়টা তো ভালো নয়। কত কথা রটছে... দুর্দিনের সময় সবাই চাইবে, কিশলাকে যেন গম থাকে বেশি করে... তুলো খেয়ে তো লোকে বাঁচে না। সোভিয়েত রাজের দরকার তুলো, আর দেহকানদের দরকার রুটি। দেহকানরা যদি তুলো কিছু কম বোনে, সোভিয়েত রাজ যদি তুলো কিছু কম পায় তাতে কি সে কাঙাল হয়ে পড়বে?'

আলিমভ সকলের দিকে চাইলে একবার। তারপর কারিকে জবাব দেবার ছলে বলতে লাগল সকলের উদ্দেশে:

'বলছে কি দেহকানদের দরকার গম, আর সোভিয়েত রাজের দরকার তুলো। কিন্তু দোকানে যখন ও যায়, তখন কী ও চায় সবচেয়ে আগে? বলে, — মিলের কাপড় আছে? না থাকলে ভারি রাগারাগি করে। সেটা ঠিকই করে, কেননা ওর একটা জোব্বা দরকার, ওর ব্যাটার একটা জোব্বা দরকার, ওর আরেক ব্যাটার জোব্বা দরকার, বৌয়ের জামা দরকার। তুই কারি যদি তুলো একটু কম বুনিস তাহলে সোভিয়েত রাজ কাঙাল হয়ে যাবে না তা ঠিক। কিন্তু সব দেহকানই যদি একটু করে কম তুলো বোনে, তাহলে সবারই জামা কাপড়ে একটু করে টান পড়বে। সোভিয়েত রাজ যদি মিলের কাপড় দিয়ে তোকে বলে, — এই নে কারি তোর জোব্বার ছিট, তবে মাপ করিস কারি, একটুখানি কম হয়ে যাচ্ছে, একটা হাতার মতো কাপড় কম পড়বে; এ বছর ওই এক হাতার জোব্বাই পড়, তাহলে কী বলবি তুই?'

ব্রিগেড সর্দাররা একসঙ্গে হেসে উঠল।

'এক হাতার জোব্বা কেউ পরে না,' বললে কারি, 'কথা তুই বলছিস তো খুব সেয়ানার মতো, রহিমশাহ। এতই যদি তোর বুদ্ধি, তবে বল তো দেখি এ কেমন ধাঁধা? আগে আমরা তুলো বুনতাম না, কিন্তু বাজার থেকে মিলের ছিট কেনা যেত যত খুশি, এখন তুলো বুনছি, কিন্তু বাজারে মিলের ছিটে টানাটানি। কেন বল তো, সবই যখন তুই জানিস?'

'আমি তোকে বরং আরেকটা ধাঁধা দিই কারি,' বললে আলিমভ, 'কেন বল তো, আগে বাজারে যত ইচ্ছে ছিট কেনা যেত, অথচ তোকে যতদূর জানি বরাবর শুধু একটিমাত্র ছেঁড়া আলখাল্লায় ঘুরতিস, বৌয়ের তোর ছিল কেবল একটিমাত্র ছেঁড়া জামা, ছেলেরাও ঘুরত ছেঁড়া ন্যাতাকানি পরে?'

'এ আর ধাঁধা কোথায়। আমি বরাবরই ছিলাম কাঙাল, এখনো তাই আছি।'

'তাহলেও এখন যদি তুই নিজের সিন্দুকে উঁকি দিস, তাহলে দেখবি তোর নিজের আছে তিনটি জোব্বা, ছেলেদের দুটো করে, বৌয়েরও জামা নিশ্চয় দুই একটা নয়।'

'পরের সিন্দুকে উঁকি না দিয়ে তুই বরং নিজের সিন্দুকের হিসেব নে,' চটে উঠল কারি।

হো হো করে হেসে উঠল ব্রিগেড সর্দাররা। কারি যে কৃপণ সেটা সবাই জানত, ঠিক আঁতেই ঘা দিয়েছে রহিমশাহ।

'তোর কথা শুনে কারি, অবাক লাগছে,' যোগ দিলে বিধবা জুমরাৎ, 'তুই পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য, তাতে আবার সহসভাপতি, অথচ যে সব খামারী কিছু বোঝে না তাদের সব বোঝাবার বদলে তুই নিজেই যতসব আহাম্মকী ধাঁধা দিতে শুরু করেছিস। অতই যদি তোর শখ, তাহলে আমিই তোর ধাঁধার জবাব দিচ্ছি। যখন তুই জোয়ান ছিলি, তখন ঘুরতিস ছেঁড়া জোব্বায়, পুরো পেট খাওয়া জুটত না, বলদের মতো দশ বছর ধরে শুধু খেটে গেছিস যাতে কালিমের* টাকা শোধ দিয়ে বৌ আনবি, ছেলেপুলে হবে, মরণের সময় তোকে সুরা** শোনাবার মতো কেউ থাকবে। কালিমের টাকা শোধ দিয়ে বৌ আনলি, ছেলেদের মরদ করে তুললি, তারপরও তোকে গরিবের মতোই থাকতে হয়েছিল, কিন্তু যে দশ বছর তোকে অমন খাটতে হয়েছিল তার জন্যে নিশ্চয় তুই আফসোস করিস নি, কারণ যে লোকের বৌও নেই, ছেলেপুলেও নেই, তাকে কি আর মানুষ বলে? এখন সোভিয়েত রাজ কালিম প্রথা তুলে দিয়েছে, বৌ পাবার জন্যে তোর ছেলেদের আর তোর মতো পেটে না খেয়ে খাটতে হবে না। কিন্তু সোভিয়েত রাজ বলছে: আমাদের দেহকানরা আগে যেভাবে জীবন কাটিয়েছে, তাকে কি আর সত্যি জীবন বলে? সোভিয়েত রাজ দেহকানদের বলছে: বছর কয়েক তোমাদের কিছু টানাটানি যাবে, আগে তোমাদের যত টানাটানি গেছে তার চেয়ে অবিশ্যি অনেক কম। কিন্তু আজ যেটা পেলাম

---

* কন্যাপণ। — সম্পাঃ

** কোরানের শ্লোক। — সম্পাঃ

না, সেটা বরবাদ গেল তা নয়। তার বদলে একটা নতুন ভালোমতো জীবন জুটবে পরে। তুই কারি বল তো, বৌয়ের কালিম শোধ দেবার জন্যে দশ বছর তুই পেটে পাথর বেঁধে খাটতে পারলি, আর এখন ভালো রকম একটা নতুন জীবনের কালিম শোধ দেবার জন্যে কি বাড়তি একটা জামা কি বাড়তি এক টুকরো চিনি ছাড়তেও নারাজ হবি? আর যে দেহকান তোর মতো ভাবে তাকে কি বুদ্ধিমান বলব? এবার বল কারি, আমরা জানতে এসেছি, জমায়েৎ ডাকবি নাকি ডাকবি না। কারণ যদি না ডাকিস, তাহলে আমরা নিজেরাই ডাকব।'

'দ্যাখো দিকি, কী সব ব্যস্তবাগীশ লোক,' মাথা দোলালে কারি, 'কে বললে যে আমি জমায়েৎ ডাকতে চাইছি না। আলিমভের সঙ্গে তো ঠিক এই নিয়েই কথা হচ্ছিল, ঠিক করে জমায়েৎ ডাকলে লোকের কাজ কামাই দিতে হবে না। আমি ছিলাম কাল জমায়েৎ ডাকার বিরুদ্ধে। আমি বলি কি, বরং আজই ডাকা হোক...'

শেষ বাজি

পাথুরে খালটার মধ্যে একহাঁটু জলে শভেলে হলদে হলদে চাঙড়া বোঝাই করছে মজুরেরা, ঝটকা দিয়ে বুম ঘুরছে, কষ্টে তাল রাখতে হচ্ছে তার সঙ্গে। কোমর পর্যন্ত খালি গা বেয়ে ঘাম ঝরছে দরদরিয়ে। মাসখানেক আগেও কাজের এমন প্রচণ্ড গতিবেগের কথা কেউ কল্পনা করতে পারে নি। তখন কাজ চলত ঢিমে তালে, সেটা এখন টের পাচ্ছে সকলেই, এ মাসের তুলনায় গত মাসের কাজের হারকে এখন মনে হচ্ছে একটা ইতর রসিকতা। যেসব ঝটিতি কর্মী তখন বোনাস পেয়েছে, তারা এখন সে কথা স্বীকার করতেই লজ্জা পাচ্ছে। বাঁধ বরাবর সারি দিয়ে আছে তিরিশটা ট্র্যাক্টর, জল ছেঁচে ফেলছে তারা। ট্র্যাক্টরগুলোর ঝক ঝক শব্দে যেন তাল মাপা হচ্ছে, কাজ চলছে সেই তালে!

চার মিনিট পরপরই প্রচণ্ড গর্জনে নিচে নেমে আসছে স্কিপ হোয়েস্ট, ধেয়ে উঠছে ওপরে। তাড়াহুড়োয় বানানো ধনুকের মতো বাঁকা লাইন বেয়ে নিচে নামছে খালি ডাব্বাগুলো, সেখানে বোঝাই হয়ে গলা-ভাঙা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে হুড়মুড়িয়ে উঠছে ওপরে।

চোখ বন্ধ করে মরোজভ কান খাড়া করে কাজের তাল-বাঁধা কল্লোল শ্নছিল। মনে হচ্ছে, সবই ঠিক আছে। অপ্রত্যাশিত কোনো দ্র্ঘটনা না ঘটলে সেরে আনব। হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল সে। বাঁধ দিয়ে আন্দ্রেই সাভেলেভিচ ছ্টে আসছে তার দিকে। পেটের মধ্যে কেমন যেন টন টন করে উঠল মরোজভের।

'কী হল?'

আন্দ্রেই সাভেলেভিচ একেবারে মরার মতো ফ্যাকাশে, স্নায়বিক দমকে নাকটা তার কুঁচকে উঠল।

'এ্যাঁ?'

'কাতা-তাগ থেকে ফোন করেছে। আপনাকে ডাকছে। মেঙ্ক-৬ থেমে আছে।'

'থেমে আছে মানে? কেন?'

'অয়েল পাম্পের ফিলটার ফুটো হয়ে গেছে, প্রধান ক্র্যাঙ্ক বেয়ারিং প্রড়ে গেছে, আর বেয়ারিংগ্রলোর শালার নিকুচি করে ছেড়েছে।'

মরোজভ টের পেল ম্খে তার রক্ত ছ্টে আসছে।

'তার মানে কী সেটা ভেবে দেখেছেন?'

আবার নাক কুঁচকে উঠল আন্দ্রেই সাভেলেভিচের। তার ফ্যাকাশে ঠোঁটের দিকে চাইল মরোজভ। মনে হল:

'ওকে ধমকাচ্ছি কেন? ওর কী সম্পর্ক। দ্র্ঘটনাটা তো আর ওর এলাকায় হয় নি।'

'এক্ষ্রণি কির্শকে ডাকুন,' নিজেকে সংযত করে নির্দেশ দিলে সে, 'ড্র্যাগারদের গ্রেপ্তার কর্ন। ফোরম্যানকে ফোন করে দিন।'

'কমরেড কির্শ আগেই সেখানে চলে গেছেন। ডিজেল ইঞ্জিনটা দেখছেন। ড্র্যাগাররা বলছে, — তেলের নলের মধ্যে পেরেক পাওয়া গেছে। ভাবছে, কেউ ইচ্ছে করেই...'

'কিন্তু মেসিনের কাছে তারা আসতে দিয়েছিল কাকে? এ সব কী আষাঢ়ে গল্প ছাড়ছেন?'

'নিচের ব্রিগেডের কেউ হয়ত?'

'ডিজেলের দায়িত্ব কার: ড্র্যাগারদের, নাকি নিচের ব্রিগেডের? দ্রইজন ড্র্যাগারকেই গ্রেপ্তার কর্ন।'

'বেশ।'

গাড়িতে গিয়ে উঠল মরোজভ। পাহাড়ের পাদদেশে দেখা গেল তেলকালি-মাখা কির্শকে।

'কী ব্যাপার?'

'গোটা ডিজেলটাই গেছে,' শান্তভাবে রুমালে হাত মুছল কির্শ, কিন্তু হাত তার কাঁপছিল। 'মোটর একেবারে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে গেছে। মেরামতে অন্তত এক সপ্তাহ লাগবে।'

'খুন করব শালাদের! অন্তর্ঘাতক কোথাকার!' কে যেন গর্জন উঠল মরোজভের পেছনে। কির্শ এবং মরোজভ ফিরে তাকাল। ড্র্যাগার দুজনের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে ঢ্যাঙা গালৎসেভ। ওরা প্রতিরোধ করছে না। 'হারামজাদা, কী করলি এক্সকেভেটরটার?'

লোক দুটোকে ছেড়ে দিয়ে ও ফিরল মরোজভের দিকে, কী যেন বলতে গিয়েছিল, কিন্তু গাল তার কেঁপে উঠল। ফিরে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল সে, হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললে।

'উপায় কিছু করা যায়?' কির্শের দিকে না চেয়ে হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করলে মরোজভ।

'উপায়...' চিন্তিতের মতো পুনরাবৃত্তি করল কির্শ, 'অন্তত যদি দুটো হাইড্রোমনিটরও থাকত, তাহলে এই জায়গাটার বাঁধটা ধুয়ে জমিটা সাফ করে নিয়ে একশ নম্বর পিকেট থেকে বুসিরাস-১৪ এনে লাগানো যেত। এতটা উঁচু ওর নাগালে আসবে না, বুমটা ছোটো। শুধু বলতে পারছি না, আমাদের নিজেদের কারখানায় নিজেরাই হাইড্রোমনিটর তৈরি করে নিতে পারব কিনা, তাও আবার এত অল্প সময়ে...'

কথাটা শেষ হল না ওর। মরোজভ এবং কির্শের মাঝখানে মাথা তুললে গালৎসেভ:

'নিশ্চয় করা যাবে কমরেড কির্শ। না করলে মুখ থেঁতো করে দেব কুত্তার বাচ্চাদের! আপনি শুধু বলে দিন কী করে আপনার সেই হাইড্রোমনিটর না কি তা করতে হবে। নিশ্চয় করে দেবে! এক্ষুণি যাচ্ছি কারখানায়।'

'দাঁড়ান কমরেড গালৎসেভ!' কির্শ ফিরল মরোজভের দিকে, 'বলাই বাহুল্য চেষ্টা করে দেখতে হবে। অন্য কোনো উপায় নেই। হাইড্রোমনিটর

জিনিসটা তেমন কিছু জটিল নয়। তিন সিলিণ্ডারী পাম্প না করতে পারলে অন্তত সাদামাটা পাম্পই করে দিক। চার অ্যাটমসফিয়ারের চাপেই চলবে। আসুন ক্রুশোনির কাছেই যাওয়া যাক। চেষ্টায় ক্ষতি কী!'

নিচে নেমে গাড়িতে উঠে বসল সবাই।

'হাইড্রোমনিটরে আরো একটা সুবিধে এই যে জলে ভিজে যাওয়ায় ডাইকটা আরো মজবুত হবে,' বললে কির্শ, 'জিনিসটার মূলকথাটা খুবই সোজা: কেন্দ্রাতিগ পাম্প, দশ ইঞ্চি সাকশন, সাত ইঞ্চি ডিসচার্জ... তাতে চার অ্যাটমসফিয়ার চাপওয়ালা এক স্রোত পাওয়া যাবে, বাঁধটা ভাসিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তিন সিলিণ্ডারী পাম্প হলে দশ অ্যাটমসফিয়ার কি বেশি চাপ হয়, তাতে আমাদের ও পাথর ছুরির মতো কেটে যেত। কিন্তু ওটা আরো জটিল...'

এত বেগে গাড়ি ছুটছিল যে ড্রাইভারের পাশে বসা গালৎসেভ শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া কথাগুলো মাত্র শুনতে পেল বহু কষ্টে।

যন্ত্র-কারখানার কর্তা ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনি দেখা গেল হাইড্রোমনিটর ব্যাপারটা ভালোই বোঝে। মরোজভের বুক খানিকটা হালকা হল। জিজ্ঞেস করল প্রথম দুটি হাইড্রোমনিটর কবে তৈরি হওয়া সম্ভব, এখন প্রতিটি ঘণ্টা নষ্ট হওয়া মানেই এক একটা বিপর্যয়। ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনি কিন্তু হতাশভাবে হাত নেড়ে জানাল যে, ফাউণ্ড্রি থেকে যে ধরনের লোহা ঢালাই হয়, তাতে নিজেদের কারখানায় হাইড্রোমনিটর বানানো অসম্ভব। 'কাজ-চলা গোছের কোকও নেই, ভালো একটা কুপোলাও নেই — ইস্পাতের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি।'

ইঞ্জিনিয়রের বিষণ্ণ অমায়িক মুখের দিকে এক মিনিট চেয়ে রইল মরোজভ।

'আপনি কমরেড হয়ত বুঝছেন না,' বললে সে ভাঙা গলায়, 'আমাদের সমস্ত নির্মাণকাজ অচল হয়ে পড়ছে। সময়মতো জল দিতে পারব না।'

'আমি সেটা খুব ভালোই বুঝছি,' বিষণ্ণ হাসলে ক্রুশোনি, 'কিন্তু আপনাদের ঠকাতে তো পারি না। আমাদের মাল দিয়ে হাইড্রোমনিটর গড়লে তা প্রথম টেস্টেই ভেঙে পড়বে।'

'ইভান মিখাইলভিচ,' আলাপে বাধা দিল গালৎসেভ, 'কী হবে ওই ছুঁচোটাকে বুঝিয়ে। অমন প্রতিবিপ্লবী কি কখনো বুঝবে। অগপু ছাড়া

এদের দিয়ে কী করাবেন? চলুন কলঘরে যাই। আমি মিস্ত্রির সঙ্গে কথা কইব। নিশ্চয় করে দেবে! আমার মাথার দিব্যি।'

'সত্যিই দেখছি আপনার সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা কইতে হবে,' দাঁত চেপে বললে মরোজভ। ক্রুশোনি তখনো বিষণ্ণ ভঙ্গিতে হাসছিল। তাকে ঠেলে সরিয়ে মরোজভ ঢুকল কারখানায়।

ঝটিতি মিটিং হল কলঘরে। মরোজভ তাতে সংক্ষেপে অবস্থাটা বললে। কির্শ বোঝাল হাইড্রোমনিটর বানাবার পদ্ধতি। দেখা গেল কারখানায় উঁচু জাতের ইস্পাৎ আছে, তাতে অন্তত পাঁচটা হাইড্রোমনিটরের কাজ চলে যাবে। মজুরদের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হল 'গান' তৈরি করা হবে লোহা দিয়ে। কাল সকালের মধ্যেই অন্তত একটি করে হাইড্রোমনিটর বানানোর প্রতিযোগিতায় নামল তিনটে সেরা ব্রিগেড। তত্ত্বাবধানের জন্য কির্শ নিজে এখানে থেকে যাবে।

সব স্থির করে মরোজভ কির্শকে এক পাশে ডাকলে:

'ক্রুশোনিকে বরখাস্ত করতে হবে! শালা ছুঁচো!'

'কাজ শেষ হতে আর তিন হপ্তা বাকি, এখন একজন নতুন ম্যানেজার বসিয়ে লাভ হবে কি? কাজ বুঝতে বুঝতেই তার সময় কেটে যাবে... কারখানার কাজেরই কেবল ক্ষতি হবে।'

'বেশ, আপনার যা ইচ্ছা। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে যন্ত্র-কারখানার ওপর নজর রাখতে হবে।'

'সে তো বলাই বাহুল্য...'

কারখানা থেকে বেরুবার সময় আবার দেখা হল ক্রুশোনির সঙ্গে। ইঞ্জিনিয়রের সুন্দর চিন্তামগ্ন মুখের ওপর এখনো সেই বিষণ্ণ হাসি। সে হাসি যেন বলছিল, 'মজুরদের উত্তেজিত করে অনেক কিছুই করা যায় বৈকি, কিন্তু ফল তার শোচনীয়ই হবে।' মরোজভ তাকে দেখেও দেখল না।

যন্ত্র-কারখানার ঝটিতি কর্মীরা কথার খেলাপ করে নি। রাতের মধ্যেই তিনটে হাইড্রোমনিটর তৈরি হয়ে যায়। টেস্ট করার সময় ধার্য হয় ঠিক সকাল ৯টায়। রাতের শিফটের লোকেরা কেউ ব্যারাকে না ফিরে সামনের বাঁধের ঢালুতে এসে জমে। কেননা দুঃসংবাদটা সবার কানে গিয়েছিল: কারখানার

ম্যানেজার নাকি বলেছে যে হাইড্রোমনিটর টেস্ট করতে গেলেই বিস্ফোরণে ফেটে যাবে।

ধীরস্থির কির্শ একটু যেন হলদে হয়ে উঠেছে, মরোজভ ফ্যাকাশে। মন দিয়ে তারা ব্যবস্থাটার শেষ খুঁটিনাটিগুলো পরখ করে দেখল। রাতের মধ্যে আরো যেন ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে গালৎসেভ, হোসপাইপগুলোয় হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে মজুরদের মধ্যে পাক খেতে লাগল। ব্যাঘাত না করে চলে যাওয়ার জন্য মরোজভ বারকয়েক তাকে হুকুম করে। প্রতিবারই অস্পষ্ট কী একটা বিড়বিড় করে গালৎসেভ চলে যায় বটে, কিন্তু ঠিক পরের হোসপাইপের কাছেই ফের থেমে যায়। তার ধারণা হয়েছিল, কিছু মজুরের জীবন যেখানে বিপন্ন হতে পারে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সেক্রেটারির হাজির থাকতেই হবে, বিদেশী উপন্যাসে জাহাজের ক্যাপটেন যেমন গিয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বিপদের জায়গাটিতে।

শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে ইশারা করলে কির্শ, ট্র্যাক্টর চালু হল, তিনটে বিরাট দানবের মুখ দিয়ে মেসিনগানের মতো শব্দ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগল জল। সবাই চমকে উঠল। মোটা মোটা তিনটে ধাতব স্রোতে বাঁধের বাঁকা পিঠের ওপর আছড়ে পড়ল জল। ছিটকে যেতে লাগল মাটি, দেখা গেল একটা গভীর ক্ষত জেগে উঠেছে বাঁধের গায়ে। গর্জন করে জল ঘা মেরে চলল সেই ক্ষতে। হঠাৎ বাঁধের মস্ত একটা অংশ কেঁপে উঠে, ধ্বসে গিয়ে ঝরতে লাগল এক মৃত্তিকাপ্রপাতের মতো। নিকেলের এক ডাণ্ডার মতো আরো নিচে ঘা দিতে থাকল জল। আস্তে আস্তে ধ্বসতে লাগল বাঁধ, সরতে লাগল, তারপর বাঁধের ওপাশের সমভূমিতে বিছিয়ে গেল এক চ্যাটচেটে পিণ্ডে।

রুমালে কপাল মুছে মরোজভ ধীরে ধীরে নেমে গেল খালে।

কোনো এক যৌথখামারী

গোটা আরালে কাসেম-তক্সাবার* নাম লোকে জানত কেবল তার ভেড়ার পালের জন্যই নয় (কিশলাকে তার চেয়েও বড়ো ভেড়ামালিক ছিল), তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর শারীরিক শক্তির জন্যও তার খ্যাতি রটে: ছয় পুদ ওজনের

---

* বোখারা আমিরাতের একটি খেতাব। — সম্পাঃ

একটা ভেড়াকে সে এক হাতে তুলে দিতে পারত জিনের ওপর, আঙুলে টিপে ভাঙতে পারত রুপোর তনখা, যেন একটুকরো শুকনো রুটি ভাঙছে। এর জন্য কাসেম-পালোয়ান বলেও লোকে তাকে ডাকত। হিসারের বেগের সঙ্গে তার কী একটা আত্মীয়তাও ছিল। আত্মীয়তা অবিশ্যি খুবই দূরের, কিন্তু তক্সাবা যখন বলত, 'হিসারের বেগ আমার চাচা,' তখন তাতে সন্দেহ করার সাহস হত না কারো। সবাই জানত যে আট বছর আগে তখনকার মিরাহুর* কাসেম একশ ভেড়া ছাড়াও বেগের কাছে ভেট দেয় তার এগারো বছরের মেয়েকে। ভেট পেয়ে বেগ খুশি হয়, এবং তখন থেকে কাসেম-তক্সাবাকে নেকনজরে রাখে। এবং তক্সাবার বুদ্ধিবৃত্তির চাকচিক্য কখনো দেখা না গেলেও এবং সারা জীবনে কাগজে নিজের নাম সই করার বিদ্যা সে কখনো অর্জন না করলেও বুদ্ধিমন্ত লোক বলে তখন থেকেই তার নাম ছড়ায়: বেগের নেকনজরে পড়া তো আর কম বুদ্ধির পরিচয় নয়, কজন বুদ্ধিমান লোকই বা তা পেরেছে?

কাসেম-তক্সাবা ছিল খানাপিনার বড়ো ভক্ত। লোকে বলে কাসেমরা দুই ভাই মিলে নাকি একবারেই এক জোয়ান ভেড়াকে খেয়ে শেষ করত, বাজি রেখে একবারে নাকি আঙুর গেলার মতো করে গিলত এক একটা আড়াই সেরী টুকরো। কাসেমের আরেকটা শখ ছিল বখরী-মার খেলা, বলতে কি এইটেই ছিল তার একমাত্র শখ, যা শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে করাল হয়ে ওঠে। বখরী-মার খেলায় গোটা তল্লাটে কেউ তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। কুর্গান-তেপা, জিলিকুল, এমন কি দোশাম্বে'তেও বখরী-মার খেলায় কাসেমকে নামতে দেখলেই অনেক খেলুড়ে সময় থাকতেই ঘোড়া ফেরাত। একবার কিন্তু লাউরের মোল্লার ছেলের বিয়ে উপলক্ষে মাত্র জন চল্লিশ জিগিৎ যখন এক মামুলী বখরী-মার খেলায় নামে, তখন কাসেমের ঘোড়ার সামনের ঠ্যাঙ ভেঙে কাসেম পড়ে যায় অন্যান্য সওয়ারীর ঘোড়ার খুরের নিচে। কাসেমকে যখন মাটি থেকে তোলা হল, দেখা গেল ঘোড়ার খুরে মাথাটা তার চুরমার হয়ে গেছে ঠিক ভাঙা কলসীর মতো।

লোকে বলে, কাসেম-তক্সাবার অন্ত্যেষ্টিতে খাওয়া হয়েছিল পঞ্চাশটা

---

* কিশলাকের আমলা। — সম্পাঃ

ভেড়া, পঞ্চাশ বস্তা চাল, তবে লোকে তো সব সময় বীরের মৃত্যুকে বাড়িয়েই বলে।

কাসেম-তক্সাবার ছিল তিন বৌ, কিন্তু কোন পাপের জন্য কে জানে, খোদা তাকে পুত্র-সন্তান দেয় নি। কেবল পঞ্চাশ বছর বয়সে চতুর্থ বৌ মহতাবকে বিয়ে করার পর তার একটি ছেলে হয়। নিজের কর্তব্য সমাধা করে প্রসবের সময়ই মারা যায় মহতাব, কিন্তু ছেলেটি বেঁচে থাকে। যে মোল্লা কাসেমের বৌকে এক পুণ্যতোয়া ঝরণার কাছে যেতে বলেছিল, তার সম্মানে ছেলের নাম দেওয়া হয় শাহাবুদ্দিন। কুলোকে অবিশ্যি বলেছিল, পুণ্যতোয়া ঝরণার জলে ততটা নয়, গর্ভধারণে মহতাবের বেশি উপকার হয়েছিল কাসেমের ভাই পুলাতের জন্য, কিন্তু কুলোকে তো কত কথাই বলে।

কাসেমের যখন গোর দেওয়া হয়, তখন তার ছেলে শাহাবুদ্দিনের এগারো বছর বয়স। মৃত সৎকারের ব্যবস্থা করে পুলাৎ, শরিয়তের সমস্ত নির্দেশ মেনে সে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়, ভোজে কাসেমের ভেড়া কাটতে কোনো কার্পণ্যই করে না। তারপর মাথায় ছাই মেখে পুলাৎ এক পাল ভেড়া এবং নিজের ছোটো মেয়ে আয়শাকে নিয়ে যায় হিসারে। ফেরে ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরেকার দ্বিতীয় অন্ত্যেষ্টির সময়। সঙ্গে তখন তার ভেড়াও ছিল না, মেয়েটিও ছিল না, কিন্তু ছিল বেগের পাট্টা, তাতে লেখা আছে এখন থেকে কিশলাকে তক্সাবা হল পুলাৎ। এরপর পুলাৎ সপরিবারে এসে ওঠে কাসেমের বাড়িতে। ঠিক হয় এগারো বছরের শাহাবুদ্দিন থাকবে গাঁয়ের অন্যপ্রান্তে এক নিঃসন্তান আত্মীয়র সংসারে। কিন্তু এতে একটা ফ্যাসাদ দেখা দেয়। ছেলেটা কোন এক কোণে লুকিয়ে থাকে, বলে দেয় বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও যাবে না, চাচা তাকে বোঝাতে এলে হাতে প্রচন্ড কামড় খায়। অযথা ঝামেলা না বাড়িয়ে চাচা তখন আর কিছু করে না।

খিদে পেলে উটকেও তার উঁচু মাথা নামাতে হয়। এক সপ্তাহ পরে অবাধ্য ছেলেটি কাঠির মতো রোগা চেহারায় (সম্ভবত বাপের শোকে) স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে তার আত্মীয়ের কাছে চলে যায়।

সুখে স্বচ্ছন্দে ইমানে ইজ্জতে পুলাৎ-তক্সাবা বেঁচে থাকে আরো উনিশ বছর, ভেড়া পুরুষ্টু করে কাটত, বখরী-মার খেলায় নামত মাত্রা রেখে, দেহকানদের লুট করত মাত্রা ছাড়া, সন্তানবতী করত বৌদের, এবং পুরানকথার পিতৃপুরুষদের মতো বংশবৃদ্ধি করতে থাকল। মৃত্যু পর্যন্ত

হয়ত সে পিতৃপুরুষদের মতোই কাটিয়ে যেত, যদি এক অশুভ শারদ সন্ধ্যায় শাহাবুদ্দিন না আসত তার কাছে। শাহাবুদ্দিনের তখন তিরিশ বছর বয়স, কড়া মেজাজের মরদ।

নিঃসন্তান আত্মীয়ের মৃত্যুর পর তাদের সামান্য জোতটা উত্তরাধিকার পায় সে। থাকত সে কিশলাকের প্রান্তে, চাচার সঙ্গে বনিবনা ছিল না: পুলাতের ঘরে কেউ তাকে কখনো আসতে দেখে নি। তাই সেই অশুভ শারদ সন্ধ্যায় যখন শাহাবুদ্দিন পুলাতের বাড়ির চৌকাট মাড়াল, তখন সেখানে উপবিষ্ট মান্যগণ্যরা সবাই আলাপ থামিয়ে কাজের লোকের মতো চায়ের পেয়ালায় মন দেয়: কেই বা চায় পরের ব্যাপারে নাক গলাতে? পুলাতের সঙ্গে শাহাবুদ্দিন বেরিয়ে যায় বাগানে, অনেকক্ষণ তাদের কথাবার্তা হয়, কিন্তু কী কথা সেটা শুধু তারাই জানে। বাগান থেকে পুলাৎ ফেরে উদ্‌ভ্রান্ত মেজাজে। উপবিষ্টরা নীরবে ভেড়ার মাংস শেষ ক'রে — ভালো জিনিস নষ্ট করে লাভ কী? — আস্তে আস্তে বাড়ি পালায়।

কিশলাকে কানাকানি চলে সে সন্ধ্যায় শাহাবুদ্দিন নাকি পুলাতকে বলতে এসেছিল সে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, বিষয় সম্পত্তি গোছাবে। চাচাকে নাকি সে বলে দিয়েছে, তার বাপের সম্পত্তি নিয়ে চাচা এতদিন ফেঁপে উঠেছে, কিছু সে বলে নি, এখন কিন্তু ভাগাভাগির কথা পাড়ার সময় হয়েছে। বলেছে, সম্পত্তি আধাআধি ভাগ হোক। পুলাৎ ভয়ানক চটে ওঠে, শাহাবুদ্দিনকে বলে উন্মাদ গুণ্ডা, তার বাড়িতে যেন আর কখনো পা না বাড়ায়, ওই সব আজেবাজে কথা বলতে না আসে। শাহাবুদ্দিন খেপে চলে যায়, সেলামও জানায় নি।

এই কথাবার্তার গুজবটা রটেছিল দুই মাস পরে যখন কিছু রাখাল আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে ছুটে এসে কর্তাকে জানায় যে গ্রীষ্ম-চারণ থেকে ফেরার সময় হিসার পাহাড়ের পাদদেশে নামজাদা ডাকু ও ঘোড়াচোর ইসমাইল-কুনগ্রাদীর নেতৃত্বে বাসমাচরা হামলা করে তার ভেড়ার পালে। বেশির ভাগ ভেড়াই তারা পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায়; যেগুলোকে পারে না সেগুলোকে ওখানেই জবাই করে শকুনের জন্য রেখে গেছে।

লোকে বলে, এ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলাৎ-তক্সাবার মাথার চুল তক্ষুণি শাদা হয়ে যায়। এমন সাক্ষীও আছে, যারা হলপ করে বলতে পারে যে ব্যাপারটা তারা স্বচক্ষে দেখেছে। তবে পুলাতের তখন সাতান্ন বছর

বয়স, সমস্ত প্রাকৃতিক তথ্য থেকেই মনে হয়, এ ঘটনার অনেক আগেই চুল পাকাবার ফুরসুত ঘটেছিল তার। তবে একটা ব্যাপার তর্কাতীত: বাক্যস্ফূর্তির শক্তি পাবার পর তার মুখ দিয়ে প্রথম যে শব্দটি বেরয় সেটি হল শাহাবুদ্দিনের নাম। কিন্তু সমস্ত জেরাজারির পরও নিঃশংসয়ে প্রমাণ হল যে শাহাবুদ্দিন এই গোটা সময়টা কিশলাক থেকে বাইরে কোথাও যায় নি, একান্তই বিয়ের তোড়জোড়ে ব্যস্ত ছিল। পুলাতের পাল ধ্বংসের ব্যাপারে তার যে কোনো রকম যোগসাজশ থাকতে পারে এমন একটা ঝাপসা আভাস পাওয়া গেল কেবল এই গুজবে যে, শাহাবুদ্দিন নাকি কুর্গান-তেপার ইশানকে মোটা কালিম দিয়েছে। কুর্গান-তেপায় যেতে পুলাৎ এতটুকু আলসেমি করে নি, কিন্তু ইশান হলপ করে বললে যে শাহাবুদ্দিনের পরলোকগত বাপজানের সঙ্গে দোস্তির খাতিরে সে কালিম নিয়েছে খুবই সামান্য। পুলাৎ বুঝল, শাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পর তা ফেরত দেবার কোনো ইচ্ছেই ইশানের নেই। এখানে এসে সময় নষ্ট করা আহাম্মুকিই হয়েছে। ঘোড়ায় চেপে সে তখন চলে যায় খোদ হিসারের বেগের কাছেই নালিশ করতে।

কুর্গান-তেপার ইশানের মেয়ের সঙ্গে শাহাবুদ্দিনের বিয়ে যখন হয় তখন পুলাৎ গাঁয়ে ছিল না। বুড়োদের হলপ করা সাক্ষ্য অনুসারে, কাসেমের অকালমৃত্যুর পর যে অন্ত্যেষ্টিভোজ হয়েছিল, তারপর থেকে এমন ভোজ আর কেউ দেখে নি। শাহাবুদ্দিন সেদিন কত ভেড়া জবাই করেছিল তা সঠিক কেউ জানে না, কিন্তু ভোজের পর তিন দিন ধরে লোকে মাংসের ঢেকুর তুলেছে। শাহাবুদ্দিনের মাংস সৎকারের পর গণ্যমান্য বুড়ো মাতব্বরেরা হাত চাটতে চাটতে বলেছিল, 'যার খেতেরই হোক তোমার কি, খরবুজা যখন পেয়েছ তখন খেয়ে নাও।' সবারই সেদিন হঠাৎ বুড়ো কাসেমের কথা মনে পড়ে যায়, পোলাও এবং ভাবাবেগের আতিশয্যে চুমকুড়ি কেটে সবাই তার শক্তির তারিফ করতে থাকে, একবাক্যে জানায় যে কিশলাকের তেমন তক্সাবা আর হবে না। নিজের হাতে শাহাবুদ্দিন সবচেয়ে চর্ব্যচূষ্য খাবার পরিবেশন করে বুড়োদের, কোরানের বয়েৎ দিয়ে বোঝায়, 'শাদা সুতোর সঙ্গে কালো সুতোর তফাৎ না মোছা পর্যন্ত চালিয়ে যাও পানভোজন।' সবাই তার অসাধারণ বুদ্ধির বাহবা দিলে, এবং তার বাপ ও শ্বশুর ইশানের বুদ্ধির কথা ভেবে গদগদ হয়ে চোখ মুদলে।

অনেকদিন বাইরে রইল পুলাৎ। খবর শোনা গেল, বেগ নাকি তার অনুরোধে আপ্যায়নে ইসমাইল-কুনগ্রাদীকে ধরবার জন্য এক বিশেষ বাহিনী পাঠিয়েছে। তারপর শোনা গেল ইসমাইল জ্যান্ত ধরা পড়েছে, বেগ তাকে তুলে দিয়েছে পুলাতের হাতে। তখন শীত এসে গিয়েছিল, আরালের মাঠে মাঠে চিনির মতো শাদা তুষার। বহুকাল তেমন কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে নি। এই সময় এক সকালে ঘোড়ার লাগাম ধরে গাঁয়ে ফিরল পুলাৎ। সঙ্গে সঙ্গেই-গোটা কিশলাকে জানা হয়ে গেল যে, দুপুরে সব লোকের সামনে তক্সাবা তার শত্রুকে শাস্তি দেবে নদীর তীরে। ঝাঁক বেঁধে পুরুষেরা সব ছুটল ইসমাইলের মৃত্যুদণ্ড দেখতে। হাত-পা বাঁধা, খালি-গা বাসমাচকে তক্সাবা তাড়িয়ে নিয়ে গেল নদীর পাড়ে। পুলাতের দুই ক্ষেতমজুর তুহিন জল ঢালতে লাগল তার গায়ে। এক এক বালতি জল ঢালা হয় আর তক্সাবা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, 'কে তোকে উসকিয়েছে আমার ভেড়া কাটতে? নাম বল তার!'

কুনগ্রাদীর শাস্তি দেখতে যায় নি কেবল অল্প কিছু লোক। কাসেমের ব্যাটা শাহাবুদ্দিন তাদের একজন — নিজের জোত-জিরাত দেখছিল সে।

কাজির কাছে পুলাৎ হলপ করে বলে যে জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে ইসমাইল নাকি শাহাবুদ্দিনের নাম করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় নি। মিরাখুর, কারাউল-বেগ'রা*, আর্বব** — সবাই নাকি ঠিক সেই মুহূর্তেই একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, মুমূর্ষুর শেষ কথাগুলো তাদের কানে যায় নি। যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল তারা সাক্ষ্য দিলে যে প্রথম কয়েক বালতি ঢালার পরই কুনগ্রাদীর মুখ আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কাজিকে বোঝাতে পারল না পুলাৎ। ভালোই তার জানা ছিল যে ভেড়া দিয়ে জোরদার করতে না পারলে শুধু কথার ওজন নেই, কিন্তু তার শেষ ভেড়াগুলোও গেছে হিসারের বেগের পেটে।

পরের বছরগুলোয় তক্সাবা তার হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে এমন ক্ষেপে লাগল যে অসহ্য পেষণে গোটা কিশলাক গোঙাতে লাগল। চার বছর পরে ফের অবস্থা তার সচ্ছল হল যদিও ভেড়ার পাল তার আগের অর্ধেকেও পেঁছয় নি। কিন্তু অসাধারণ লালসায় তার প্রতিপত্তি খোয়া গেল।

---

* আমিরের ক্ষুদে কর্মচারী। — সম্পাঃ

** কিশলাকের মোড়ল। — সম্পাঃ

গণ্যমান্য মেহমানরা তক্সাবার দৌলতখানা এড়িয়ে প্রায়ই পায়ের ধুলো দিত শাহাবুদ্দিনের নতুন বাড়িতে, পোলাও খেতে খেতে তারা ঘনঘনই স্মরণ করত মৃত কাসেমের শক্তিমত্তা, সেকালের উল্লেখ করত যখন তক্সাবার খেতাব ছেলে পেত বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার।

একবার রাতে বাজার থেকে ফেরার সময় পুলাৎ-তক্সাবা দেখল ভাখ্শ নদীর কাছে মশকওয়ালারা কেউ নেই। তীরেই রাত কাটাবে ভাবছে, এমন সময় দেখল একটু দূরে ফুঁ দিয়ে মশক ফোলাচ্ছে দেহকানরা। দরাদরি করে আধ-তনখায় এক একটা মশক কিনে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে চেপে বসল নদী পাড়ি দেবার জন্য। নদীর মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছতেই সন্দেহজনক এক শিসের শব্দ কানে এল তার। আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে দেখল যে মশকগুলো থেকে শোঁ-শোঁ করে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। সবকটা মশকই ফুটো। বার দুয়েক বেদম চুবুনি খেয়ে ঘোড়ার লেজ চেপে ধরতে গেল সে, কিন্তু হাতড়ে কিছুই মিলল না, সাঁতরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্রোতে ভেসে গিয়ে ধাক্কা খেলে খোঁচা খোঁচা পাথরে। আরো একবার জল ভেদ করে সে উঠল কিন্তু স্রোতের ধাক্কায় উল্টে-পাল্টে ভেসে যেতে লাগল ভাটির দিকে।

পুলাতের ঘোড়া বাড়ি ফিরল সওয়ারী ছাড়াই। ঘরে হুলস্থুল পড়ে গেল। কিছু কিছু লোক বললে, তক্সাবাকে তারা খেয়াঘাটের কাছে দেখেছে। মাঝিরা ডিঙ্গি নিয়ে নদী তল্লাস করে দেখল, কিন্তু লাস পাওয়া গেল না। সন্ধ্যায় অন্ত্যেষ্টি ভোজের জন্য পুলাতের ঘরে চাল ঝাড়া হতে লাগল।

তখন শাহাবুদ্দিন তার ঘোড়ায় জিন পরিয়ে নিজের নয় বছরের মেয়েটিকে বসাল জিনে, রাখালকে বললে বাছাই করা দেড়শ ভেড়া হাঁকিয়ে আসতে, এবং রাতেই রওনা দিলে হিসারে।

সমাদরে ভেট নিলে বেগ। তখন সে সত্তর বছরের থুথুড়ে বুড়ো, বখরী-মার খেলার খুব ভক্ত, কাসেম-পালোয়ানের কথা এখনো মনে আছে তার, অবশ্যই কাসেমের ছেলে এবং অমন সোনার কন্যের বাপ যে তার গাঁয়ে তক্সাবা হবে, তাতে তার কোনোই আপত্তি নেই।

রুমালে পাট্টা জড়িয়ে বাড়ি রওনা দিলে শাহাবুদ্দিন। টগবগে ঘোড়ায় চেপে কিশলাকে ঢুকল ভোর নাগাদ। গাঁয়ের রাস্তা তখনো জনহীন। প্রথম যে লোকটি তার চোখে পড়ল সে আর কেউ নয় পুলাৎ-তক্সাবা। প্রথমটা

শাহাবুদ্দিন চিনতে পারে নি তাকে, যখন চিনতে পারল তখনো নিজের চোখকে তার বিশ্বাস হল না। পুলাতের থেঁতলানো মুখটা শাদা ন্যাতায় বাঁধা। লাঠি ভর দিয়ে খোঁড়াচ্ছে সে। চেনা সম্ভব ছিল কেবল তার দশাসই পালোয়ানী কাঠামোটা দেখে। শাহাবুদ্দিনকে দেখে পুলাৎও থমকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। গাঁয়ের সরু রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়া এ দুটি লোকের চোখের চাউনিতে এমনই চরম বিদ্বেষ ফুটে উঠেছিল যে শাহাবুদ্দিনের ঘোড়া পর্যন্ত অমঙ্গল টের পেয়ে বেগে ছুটে পালায়।

বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে শাহাবুদ্দিন জানতে পেল যে পুলাৎ ঘরে ফেরে ঠিক অন্ত্যেষ্টি ভোজের সময়। পাথরে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পাল্টে বধির হয়ে জলে সে ভেসে গিয়েছিল পনেরো ভার্স্ট, কিন্তু তারপর কোনোক্রমে তীরে ওঠে। দু'দিন দু'রাত অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে থাকে ওখানেই, কিন্তু তৃতীয় দিনে থেঁতলানো দেহে মোচড়ানো পায়ে সে হামাগুড়ি দিয়ে এসে পৌঁছয় কিশলাকে।

এ ঘটনার পরেও পুলাৎ তক্সাবা হয়ে থাকে আরো চার বছর, যদিও এ দিনগুলোকে তার জীবনের সুখের দিন বলা চলে না। বুড়োরা বলে, করাল নিয়তি ঘনিয়ে এসেছিল তার মাথার ওপর। তবে তক্সাবার শেষ দিনগুলোর দুর্যোগ শুধু তার একারই ছিল না। শেষ হেমন্তে গুজব শোনা গেল পুণ্য নগর বোখারা ধ্বংস হয়েছে কাফেরদের হাতে, আমির সইদ আলিম খাঁ পালিয়েছে বাইসুনে। বুড়োরা অবশ্য কিছুতেই এই বিদঘুটে খবর বিশ্বাস করতে চায় নি। তবে প্রথম গুজবের পর আরো যে সব গুজব ছড়াতে লাগল তা আরো গোলমেলে, আরো ভয়াবহ। শোনা গেল শাহারিজিয়াবসে যাবার জন্য আমিরের সৈন্যরা বেরতে গিয়ে কাফেরদের হাতে ধ্বংস হয়েছে বাইসুনের কাছে, আমির পিছু হটছে দোশাম্বে'র দিকে। আমিরের সোনা বোঝাই উটের ক্যারাভানও দেখা গেল দোশাম্বে যাবার সড়কে। ঘটনা তাই নাকচ করার আর উপায় রইল না। তারপর বসন্তের গোড়ায় আমিরের ক্যারাভান যখন বিশৃঙ্খল হয়ে কুর্গান-তেপা পেরিয়ে ছুটতে লাগল চুবেকের দিকে এবং আমিরের পেছু পেছু হিসারের বেগও ছুটতে লাগল কুর্গানের পথে, তখন কারো আর জানতে বাকি রইল না, দোশাম্বে আর হিসার দুইই লাল ফৌজের দখলে গেছে এবং কালই আমিরের পাল্লা ধরে তারা সম্ভবত আরালে ঢুকবে।

আরাল জায়গাটা বড়ো সড়ক থেকে একটু দূরে, সেখানে লাল ফৌজ ঢুকেছিল বটে, তবে হিসারের বেগের সঙ্গে আমির পিয়াঁজ নদী পেরিয়ে শরিয়তের রাজ্য আফগানিস্তানে পৌঁছবার পর।

তারপর শুরু হল সত্যিকারের এক গোলযোগের দিন। ঘোড়াচোর দস্যু ইব্রাহিম-লোকায়ীর আবির্ভাব হল কোক্‌তাশে, অকালে নিহত ইসমাইল-কুনগ্রাদীর সহচর সে, নিজেকে বেগ বলে ঘোষণা করে সে কাফেরদের সঙ্গে জেহাদের পুকার দিলে। অনেকেই তার সেনাপত্যে জড়ো হল। চারণ মাঠগুলোয় শিস দিয়ে উঠল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, ঝরে পড়ল বাগানের হলুদ রঙা খুবানি। প্রতিটি কিশলাক এ সময় ভাগ হয়ে গেল দুই কিশলাকে। এক ভাগ ঘোড়ায় চেপে চলে গেল ইব্রাহিমের কাছে, অন্য ভাগ পশুপাল জড়ো করে চলে গেল পাহাড়ে, দুর্দিন যতদিন না কাটে সেখানেই থাকবে। ইব্রাহিমের প্রথম কয়েকটা সাফল্যের পর শাহাবুদ্দিন ঘোড়ায় চেপে বসল এবং বুড়োদের সমর্থনে গাঁয়ের অনেক সওয়ারীদেরই নিয়ে গেল ইব্রাহিমের কাছে। শাহাবুদ্দিন নিজে কিন্তু তার জন্মভূমি আরাল ছেড়ে বেশি দূরে যেত না, প্রায়ই কিশলাকে আসত জোত-জিরাত দেখতে। প্রতি কিশলাকে তৃতীয় একটি কিশলাকও ছিল, যদি অবশ্য জাতিকুলহীন কাঙাল আর চাইরিকারদের কিশলাক বলা যায়। জমি ও পশুপাল বণ্টনের কথা শুনে অনেকেই তারা পিছু হটে যাওয়া লাল ফৌজীদের সঙ্গ ধরে। একবার তাদের তিনজনের কাটা মুণ্ডু আনে শাহাবুদ্দিন, বস্তা থেকে বার করে দাড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে ফেরারীদের বাড়ির সামনে। ইব্রাহিম নিজে ওদিকে ইশান সুলতানের সঙ্গে অবরোধ করে দোশাম্বে, লালদের শেষ রক্ষীবাহিনী যেখানে তাদের শেষ দিনগুলো গুণছিল।

তারপর এল শীত। দোশাম্বের রক্ষীবাহিনীর দিনগুলো তখন মাসের মাপেও কুলুচ্ছে না। আবার শোনা গেল কামানগর্জন। ইব্রাহিমের কথা তখন আর বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। সবাই বলছে কেবল আনোয়ারের কথা, অগুনতি সৈন্য নিয়ে কোথা থেকে যেন হাজির হয়েছে সে। কসম খেয়েছে ইসলামের জন্য জান দেবে। তারপর এল বসন্ত, গ্রীষ্ম। বসন্তে চারণভূমিতে চরতে না পেয়ে গরু ভেড়া মারা পড়ছিল, বাকিটা তলিয়ে যাচ্ছিল উগ্র ইসলামরক্ষীদের অতল ডেকচিতে।

এই গ্রীষ্মে জুলাই মাসের এক দগ্ধ দ্বিপ্রহরে চুপচাপ পরলোকযাত্রা করল সত্তর বছরের পুলাৎ-তক্সাবা। সন্ধ্যায় ঘোড়া হাঁকিয়ে এল শাহাবুদ্দিন, সঙ্গে জন কয়েক সওয়ারী, তার সঙ্গেই এরা যোগ দিয়েছিল ইব্রাহিমের দলে। পুলাতের মৃত্যুর খবর পেয়ে শাহাবুদ্দিন শুধু থুৎকার নিক্ষেপ করলে, তারপর ঘরের লোকদের হুকুম করলে পাততাড়ি গুটাতে। সন্ধ্যায় ঘোড়া আর গাধার পিঠে মোট-ঘাট চাপিয়ে লম্বা সারি বেঁধে ফাঁকা কিশলাক ছেড়ে গেল তারা।

তক্সাবা হওয়া কাসেমের ব্যাটা শাহাবুদ্দিনের কপালে ছিল না। সেই রাতেই ভাখ্শ নদী পেরিয়ে লালেরা এসে কুর্গান-তেপা দখল করে।

এক মাস পরে পিয়াঁজ নদীর ওপারে, এক পরিত্যক্ত আফগান কিশলাকে আরালের বাস্তুত্যাগীরা খবর পায় যে আনোয়ার তার কথা রেখেছে, ১৯২২ সালের ৪ঠা আগস্ট বালজুয়ানের কাছে লাল ফৌজীর গুলিতে সে জান দিয়েছে ইসলামের জন্য।

ভেড়া যা বাকি ছিল তার একাংশ গেল আফগানী রাজকর্মচারীদের পেটে। বিদেশে এসে নতুন ভেড়া জোগাড় করা সহজ ছিল না, বিশেষ করে স্থানীয় রাজকর্মচারীদের লোভের সম্মুখে — উপোসী জোঁকের মতো দেশান্তরীদের ছেঁকে ধরত তারা। ইব্রাহিমের দলে যারা যোগ দেয় নি, তাদের অনেকেই আফসোস করতে লাগল যে জোত-জিরাত ফেলে মুরুব্বিদের কথায় নেচে এই অতিথিকুণ্ঠ দেশটায় এসে পড়েছে। কেউ এ কথা খোলাখুলিই বলত, কেউ বলত না, কিন্তু তলে তলে তারা সকলেই উদ্গ্রীব হয়ে থাকত ফেরার সুযোগের অপেক্ষায়। ওখানে দেশে এখনো রয়ে গেছে ইব্রাহিম, নতুন রাজের বিরুদ্ধে নতুন এক জীবনপণ লড়াই ঘোষণা করেছে সে। শাহাবুদ্দিন এবং মুরুব্বিরা বলত, সমস্ত মুসলমানই নাকি বিদ্রোহ করেছে, ইব্রাহিমের নেতৃত্বে লড়ছে। সৈন্য তার নাকি লাখ লাখ। শুধু বোঝা যেত না কেন এখনো পর্যন্ত ইব্রাহিম দোশাম্বে দখল করছে না।

এইভাবেই প্রথম বছরটা গেল, দ্বিতীয় বছর, তারপর তৃতীয়। তৃতীয় বছরের শেষে ইব্রাহিমের সৈন্যসামন্তের কথা কমে এল এবং চতুর্থ বছরে ইব্রাহিম নিজেই কিছু পর্যুদস্ত সওয়ারী নিয়ে হাজির হল এপারে,

আফগানিস্তানে। জিগিৎরা বোঝালে, কাফেরদের সৈন্যরা তাদের চূর্ণ করে পিয়াঁজ নদীর এপারে তাড়িয়ে দিয়েছে, এ গুজব একেবারেই বাজে। মোটেই তারা তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে নি, স্বেচ্ছায় এসেছে। বোখারার মুসলমানরা লড়াই আর রক্তারক্তিতে ক্লান্ত হয়েছে এই ওজরে আর ইসলাম রক্ষা করতে চাইছে না। ইব্রাহিম তাই ঠিক করেছে, কাফের রাজত্ব যে কী সর্বনাশা সেটা অল্পবিশ্বাসীরা নিজেরাই টের পেয়ে দেখুক, তারপর যখন সাহায্যের জন্য ডাকবে, তখন এগুবে তারা। ইব্রাহিমের নিখুঁত হিসাব অনুসারে সে দিন আসবে পরের বসন্তের আগেই।

সৈন্যরা যখন লড়ছে না, তখন সারা বছর ধরে রাইফেলে গুলি না ভরলেও চলে, কিন্তু হর রোজ পেট না ভরালে চলে না। কাতাগান-বাদাখশান এলাকায় আদিবাসী এবং নবাগত সমস্ত দেহকানই কটাক্ষে ইব্রাহিমী পল্টনের শ্রীবৃদ্ধি দেখে গোমড়া মুখে মাথা চুলকাত। বংশানুক্রমিক পশুপালক তারা, পুরনো প্রবাদটা ভালোই জানত — লড়াইয়ের শুরু মানে ভেড়ার শেষ।

পরের বছর গ্রীষ্মে যখন ইব্রাহিমের জিগিৎরা তরোয়াল হাঁকিয়ে শেষ ছন্নছাড়া কিশলাকটিকেও নিঃশেষ করলে, অথচ পিয়াঁজের ওপার থেকে তখনো পর্যন্ত সাহায্যের ডাক এল না, তখন দেশত্যাগীরা রাতের পর রাত সলাপরামর্শের পর স্থির সিদ্ধান্ত নিলে ফিরে যাবে। ওপার থেকে যারা আসত তারা বলত, বাসমাচ দলে যারা যোগ দিয়েছিল, বা যারা পালিয়ে গেছে সমস্ত দেহকানকেই সোভিয়েত রাজ কথা দিচ্ছে পুরনো ব্যাপার ভুলে যাবে, কাউকেও শাস্তি দেওয়া হবে না, পরিত্যক্ত জমি জিরাত ফের চাষ করার জন্য সবাইকে টাকা পয়সা যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হবে। শোনা গেল, পিয়াঁজের ওপারের লোকেরা সুখে শান্তিতে আছে, বিশেষ করে গরিবেরা। নতুন আমল গরিবদের পক্ষ নিয়েছে, গরিব চাষীর সার্টিফিকেট যার আছে, তার খুবই মান সম্মান।

প্রতি রাতেই সীমান্তের কিশলাকগুলো থেকে কিছু কিছু করে লোক পাড়ি দিতে লাগল নদীতে। প্রথম দিকে পালাত একা একা, তারপর সংসার পরিজন নিয়ে, তারপর খোলাখুলি গোটা কিশলাকের লোক একসঙ্গে। ইব্রাহিম তার টহলদার বসাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলার মতো করে গলে যেতে লাগল লোকে, ঠেকাবার কোনো ক্ষমতাই তার ছিল না।

আরালের লোকেদের মধ্যে যখন বাকি রইল কেবল কুড়িঘর লোক, তখন কিশলাকের মরদেরা বৈঠকে বসল শাহাবুদ্দিনের ঘরে। সবারই ভয়, আগে যারা গেছে তারা কিশলাকের সেরা জমিগুলো নিজেদের মধ্যে বেঁটে নেবে, বাকি থাকবে কেবল পতিত জমি, ডাঙ্গা। বেশ বোঝা গেল, সবাই ওরা চলে যাবে, এবং তারাই যাবে সবচেয়ে আগে যারা অন্যে যাবে বলে সন্ত্রস্ত। শাহাবুদ্দিন এতদিন পর্যন্ত ছিল ফিরে যাবার ঘোর বিরোধী, হঠাৎ সে এখন ফ্রণ্ট বদলিয়ে মুরুব্বিদের তোয়াজ করে সায় দিলে: ফেরাই দরকার। তবে তাড়াহুড়ো করে বা একা একা পালিয়ে লাভ নেই। যাবে দল বেঁধে, গিয়ে নিজেরাই ঝগড়া ঝাঁটি না করে সোভিয়েত রাজের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আগে যার যা জমি বাড়ি ছিল বেঁটে নেওয়া যাবে। সবাই বলছে, যারা ফিরছে সোভিয়েত রাজ তাদের চাষের যন্ত্রপাতি দিচ্ছে, গরুভেড়া কেনার ঋণ দিচ্ছে। তাহলে ভেড়া সঙ্গে নিয়ে লাভ কী। যার যা কিছু আছে এখানে বিক্রি করে টাকা করে নেওয়াই ভালো। যেসব দেহকান বিনা সম্পত্তিতে ফিরবে, তাদের ধরা হবে গরিব চাষী বলে, গরিব চাষীর সার্টিফিকেট পাবে।

শাহাবুদ্দিনের সুপরামর্শের তারিফ করলে মুরুব্বিরা। ঠিক হয়ে গেল ধীরে সুস্থে সমস্ত ভেড়া বেচে সামনের হপ্তার শেষের দিকে যাত্রা করা যাবে।

সে রাত বহুক্ষণ দু'চোখ বুজতে পারে নি শাহাবুদ্দিন। আশঙ্কায় ছটফট করছিল। জন তিন চার থুথুড়ে বুড়ো ছাড়া আর কাউকেই সে এখন ঠেকাতে পারবে না। যারা চলে যাবার কথা বলত, ওকে দেখলেই তারা চুপ করে যেত। ভয় হচ্ছিল সকালে ঘুম ভেঙে দেখবে সে একা পড়ে আছে, সারা কিশলাক ফাঁকা। যাওয়ায় বাধা দেওয়া অসম্ভব, বরং নিজের হাতেই যাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

সকালে কোনো রকম সিদ্ধান্তে পেঁছতে না পেরে সে ঠিক করল মজর-ই-শরিফে বড়ো ইশানের কাছে পরামর্শ নেবে।

ইশান খালেক অয়ালিয়াদ-ই-উমর শাহাবুদ্দিনের সমস্ত কথা শুনে তাকে উপদেশ দিলে:

'আগের কালে বুদ্ধিমানেরা বলত: 'ডাঁশের কামড়ে চটে গিয়ে নিজের পাজামা পোড়াতে নেই।' বোখারায় এখন কুঁয়ের রাজত্ব, তাই বলে ধার্মিক

মুসলমানদের কি সব বোখারা ছেড়ে চলে আসতে হবে, কাফেরদের হাতে তুলে দিতে হবে? বরং ধার্মিক মুসলমানরাই বোখারায় ফিরুক, চলে যাক কাফেররা — এই কি উচিত নয়? লোকে ফিরে যেতে চাইছে, ঠিকই চাইছে। যদি ঠিক নাও ভেবে থাকে, জবরদস্তি করে তো আর তাদের ঠেকানো যাবে না। কোথায় সরেস ঘাস, খিদে পেলে ভেড়ার পাল নিজেরাই তার পথ খুঁজে নেয়। পাল যাচ্ছে পুরনো চারণক্ষেত্রে — সে তো আর সর্বনাশের কিছু নয়। সর্বনাশ হত যদি পাল যেত একা, রাখাল ছাড়া।'

শাহাবুদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে ইশানের আলখাল্লার খুঁটে ঠোঁট ঠেকাল। 'যাই, যাত্রার আয়োজন করি তাহলে।'

'দাঁড়া,' তাকে থামাল ইশান, 'তুই হুঁশিয়ার লোক! আরাল, কুর্গান-তেপা, জিলিকুল — সব এলাকার লোককেই তুই চিনিস। তোর ওপর ভরসা করা যায়। মস্ত কাজ হবে তোকে দিয়ে। কিন্তু বিনা কড়িতে তেল ওঠে না। তিন দিন পরে আসিস, তোর সম্পর্কে কথা বলব ইব্রাহিমের সঙ্গে।'

তিন দিন পরে শাহাবুদ্দিন এসে দাঁড়াল ইশানের কাছে।

'ইব্রাহিমের এখন মুশকিল যাচ্ছে,' বললে ইশান, 'খাজাঞ্চিখানায় ওর টাকা নেই। কিন্তু ভেড়া আছে। দু'শ' ভেড়া তোকে দিচ্ছে। বাজারে বিচে টাকাটা নিয়ে যা সঙ্গে।'

সেদিন শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে ইশান কথা বলল পুরো দু'ঘণ্টা, এবং ইশানের দোয়া নিয়ে যাবার সময় বুকের ভার শাহাবুদ্দিনের নেমে গেল, মনে হল জীবনটা তার নষ্ট হয় নি, হিসারের বেগকে যে ভেড়াগুলো সে ভেট দিয়েছিল তা ফিরেছে, তার ফসকে যাওয়া তক্সাবা খেতাবও জলে যায় নি: ইব্রাহিম কথা দিয়েছে, বোখারায় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তাকে সে আমলা করে দেবে।

ভালো দরে ভেড়া বেচে শাহাবুদ্দিন ঘরে ফিরেই যাত্রার তোড়জোড় শুরু করল। নিজের মাহিন্দার হায়দরকে পাশে বসিয়ে যা বললে তা অনেকটা এই রকম:

'আমার কাছে তুই হায়দর কাজ করেছিস একবছর নয়, দুবছর নয়, সৎপথেই খেটেছিস, অন্যের মতো চুরি চামারি করিস নি, আলসেমি করিস নি। তোর বাপ রাজেবকে আমি চিনতাম, বরাবর দোস্তি ছিল তার সঙ্গে।

তোকে আমি আমার ঘরে আনি ছোটো বেলায়, বহুদিন তুই আমার অন্ন খেয়েছিস, কোনো খারাপ করি নি তোর। বেতন যদি আমি অন্য দু-একজনের চেয়ে কম দিয়ে থাকি, তো সেটা দিয়েছি এই ভেবে যে নাবালকের হাতে টাকা মানেই বদখেয়াল। ঠিক করেছিলাম, যখন বয়স হবে, সব তোকে একসঙ্গে পুষিয়ে দেব। এখন তোর বয়স হয়েছে, ঘরে বিবি আনা দরকার। তা কী ভাবছিস তুই?'

'হুজুর মালিক,' জবাব দিলে হায়দর, 'বিবি আনতে হলে কালিম দিতে হয়। আমি গরিব, অত টাকা আমি কোথায় পাব?'

'বললাম যে তোকে পুরস্কার দেব ঠিক করেছি, নিজের ছেলের মতো সাহায্য করব তোকে যাতে সংসারে বসতে পারিস। আমাদের কিশলাকের আর্বব মালিক আমার কাছে অনেক টাকা আর ভেড়া ধারে। আমি যদি তোর কালিম শোধের ভার নিই, তাহলে তোকে মেয়ে দিতে মালিক আপত্তি করবে না। বলবি না খোদার দান? সারা কিশলাকে অমন আর একটি কনেও তুই পাবি না। খাটতে পারে, খাটতে ওকে তুই-ও কম দেখিস নি। তুই হয়ত বলবি, তেমন সুন্দরী নয়? তা আমি তর্ক করব না। কেবল আমাদের বাপদাদারা যা বলে গেছে তাই বলি, — ঘোড়া বাছিস না বাদলে, কনে বাছিস না পরবে। বাদলায় সব ঘোড়াই চকচক করে, আর পরবের সাজ পোষাকে সব কনেকেই মনে হয় সুন্দরী। তোকে আমি চিরকাল যা ভেবেছি, তুই যদি তেমন বুদ্ধিমান হোস, তাহলে আমায় ধন্য ধন্য করবি।'

'তা কৃতার্থ হব বইকি গো মালিক। আপনার দয়া ছাড়া বউ কেনা কি কখনো আমার সাধ্যে কুলাত?'

'বেশ, আমার উপকারের কদর করছিস দেখে খুশি হলাম। কিন্তু আরো বলি শোন। তোর বয়সে লোকের বিবি থাকাটা ভালো, কিন্তু আরো ভালো হয় যদি বিবি ছাড়াও থাকে একটি জোত। আমি জিনিসটা ভেবে দেখেছি। আমি মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা বলেছি, তোর জিম্মা নিয়েছি। আমার জিম্মায় মুরুব্বিরা আর্ববের জামাইকে কিশলাকের স্বাধীন গেরস্ত বলে মেনে নিতে আপত্তি করবে না। আরালে যখন ফিরে যাব তখন কাউকে বলিস না যে তুই আমার খেতমজুর ছিলি। সোভিয়েত রাজকে মুরুব্বিরা বলবে তুই আমাদের সবার মতোই এক দেহকান, দাবি করবে তোকেও একটুকরো জমি

দিয়ে জোত বসাতে সাহায্য করা হোক। আমার উপকারের যদি শোধ দিতে চাস, তাহলে কী ভাবে দিতে হবে সে তুই নিজেই বুঝবি। নিজেই তো দেখছিস, নিজের ছেলের জন্যেও আমি এতটা করতাম না। যা এবার বিয়ের দেওয়া-থোওয়ার ব্যবস্থা দেখ গে। ভোজের বন্দোবস্ত আমিই করব...'

ছয় বছর আগের মতো আবার গর্জন তুলছিল তুহিন নদী, ফোলানো মশক আর কাঠকুটে বানানো ক্যাঁচকেঁচে ভেলাটাকে দোলাতে লাগল আগের মতোই, মাথার ওপর দিয়ে আগের মতোই ছুটে যেতে লাগল দপদপে তারা এবং বাঞ্ছিত তীরভূমি — না তো, না তো, আগের মতো নয় — ঝলক দিতে লাগল ছুটন্ত হরিণের মতো।

সবুজ টুপি-পরা ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা সৈন্যরা তাদের জল থেকে উঠে আসতে সাহায্য করল। সীমান্ত ঘাঁটিতে কড়া সবুজ চা খাওয়ানো হল তাদের, নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে রাত কাটাতে বলা হল। নদীর ঠাণ্ডায় তখনো দাঁত ঠকঠক করছিল তাদের, তাই দিয়ে ভেড়ার মাংস ছিঁড়তে লাগল তারা, ভীত দৃষ্টিতে কটাক্ষে চেয়ে সলোভে টানতে লাগল পোলাও! কে জানে এ পোলাও হয়ত তাদের জন্য রাঁধা হয় নি, নিশ্চয় তাদের জন্য নয়, ওরা যে ঠিক আজই নদী পার হয়ে আসবে সে তো কেউ জানত না। ঘাঁটির কর্তা হয়ত তার ভুল টের পেয়ে ধূমায়মান ডেকচিটাকে নিয়ে যাবার হুকুম দেবে।

পরের দিন সকালে মস্ত একদল ঘর-ফেরা লোকের সঙ্গে ট্রাকে করে তাদের পাঠানো হল কুর্গান-তেপায়।

জন্মভূমি তাদের বরণ করলে টেলিগ্রাফ পোস্টের ম্যারাথন দৌড়ে, চলতি গাড়ির গর্জিত ধুলোয়, মাটিতে নখর বেঁধানো প্রথম ট্র্যাক্টরের ঘর্ঘরে।

কুর্গান-তেপায় দেখা গেল বহুচক্ষু শাদা শাদা বাড়ি যেন তুষারে গড়া, বরফের মতোই তাদের স্বচ্ছ চোখ। এমনি একটা বাড়িতে সাহেবী কোট-পরা এক তাজিকের কাছ থেকে জানা গেল যে আরালে তাদের জমিতে ইতিমধ্যেই গার্ম থেকে আসা লোকেরা বাস পেতেছে। আগেই ফিরতে হত। এখন সোভিয়েত রাজ তাদের জমি দিতে পারে কেবল কুর্গান-তেপা এলাকায়। জমি ভালো, আড়াই হেক্টর করে সকলের ভাগেই কুলিয়ে যাবে। নিজেদের সুবিধা মতো জায়গা বেছে নিতে পারবে। এরা বললে যে খোদ

সোভিয়েত রাজের সঙ্গেই কথা বলতে চায় (এটা শিখিয়ে দিয়েছিল শাহাবুদ্দিন, রুশীদের কাছ থেকে জমি আদায় করা যাবে বেশি!)। কিন্তু সায়েবী কোট-পরা তাজিক বললে সেই নাকি সোভিয়েত রাজ, অন্য কোনো রুশী শাসক এখানে ছিল না, এখনো নেই।

ফের লরিতে চাপিয়ে ওদের জমি দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে জমি পছন্দ করলে তারা, এক একবার জমি পছন্দ করে ফের মত পালটাল, শেষ পর্যন্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে বহুক্ষণ দুশ্চিন্তায় ঘুমতে পারল না: ঠকে নি তো? আরো ভালো কিছু মিলত না কি?

পরের গোটা বছরটা তারা যব-দানা খাওয়া মোরগের মতো রোঁয়ায় পালকে ঝলমলে হয়ে উঠল। প্রথম ফসলের পর যখন মনে হল ধনধান্যে জীবন এবার ভরে উঠবে, এমন সময় যৌথীকরণের প্রথম খবর এল। পার্টির জেলাকেন্দ্র থেকে সেক্রেটারি এল যৌথীকরণের উপকার বোঝানোর বক্তৃতা দিতে। বললে সে অনেকখন ধরে, যৌথীকরণের তর্কাতীত সুবিধা তুলে ধরলে একটার পর একটা। শেষ করে মত জানতে চাইল লোকেদের। বিরূপ নীরবতায় জবাব দিলে কিশলাক। তখন উঠে দাঁড়াল শাহাবুদ্দিন কাসেমভ, সেই প্রথম জানায় যে যৌথখামারে যোগ দিতে সে রাজী। শাহাবুদ্দিনের বুদ্ধিমন্ত বক্তৃতার পর গোটা কিশলাকই যৌথখামারে নাম লেখায়।

বিদায় নেবার সময় সেক্রেটারি অনেক করমর্দন করে শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে। কিছুতেই সে বুঝতে পারছিল না এমন সচেতন দেহকান নতুন যৌথখামারের সভাপতি হতে চাইছে না কেন, কেবল পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য থেকেই সে খুশি। তবে শাহাবুদ্দিনের নিজস্ব একটা খুবই ওজনদার যুক্তি ছিল। মাত্র এক হপ্তা আগে অগপুর কৌতূহল হয়েছিল মাজার-ই-শেরিফে দেহকান কাসেমভের ভেড়া বিক্রির ব্যাপারটা নিয়ে। অগপুর প্রশ্নাদি থেকে শাহাবুদ্দিন আন্দাজ করেছিল যে ঠিক কত ভেড়া সে বিক্রি করেছিল এবং কোথা থেকে তা পেয়েছিল এ বিষয়ে অগপু সঠিক কিছু জানে না। তাহলেও ভয় পাবার কারণ আছে বইকি। একটা সুতো পেলে গোটা কুণ্ডলীটাকে খুলে ফেলতে আর কতক্ষণ? পরের দিনই তারা হায়দর রাজেবভের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে শাহাবুদ্দিনের খেতমজুর হয়ে নাকি সে খেটেছিল, খবরটা সত্যি কি না। তবে হায়দর ভয় পেয়ে

ভাবে তার বেআইনী পাওয়া জমিটা বোধ হয় কেড়ে নিতে চাইছে, তাই সোজাসুজি অস্বীকার করে কথাটা।

তবে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল: সরকারের কাছে কেউ শাহাবুদ্দিনের নামে রিপোর্ট দিয়েছে। গোটা কিশলাক খুঁজে খুঁজে তার সন্দেহ হল আবদুল্লার ব্যাটা ভিখিরি ইউসুফের ওপর। শাহাবুদ্দিনের ওপর তার পুরনো রাগ ছিল।

সেক্রেটারি চলে যাবার পর শাহাবুদ্দিন মাতব্বর দেহকানদের গোপনে ডেকে বলে যে যৌথখামারে বাধা দেওয়া নিষ্ফল, জোর করেই সবাইকে ঢোকাবে, এখন যে বলছে ঢোকা না, ঢোকা স্বেচ্ছাধীন, সেটা শুধু দেখবার জন্য কে বিরুদ্ধে। তখন তাকে চালান করে দেবে ঠান্ডা এলাকায়। তাই ভান করা দরকার যে যৌথখামারে যোগ দিতে পেরে সবাই খুবই খুশি। যৌথখামারের জোয়াল থেকে দেহকানদের মুক্তি মিলবে কেবল তখন যখন সোভিয়েত রাজ নিজেই বুঝবে যে তা থেকে কোনো সুবিধাই হচ্ছে না। এবং সোভিয়েত রাজ যাতে সেটা তাড়াতাড়ি বোঝে তার জন্য কী করা দরকার সেটা তখন সে খুব সবিস্তারে বোঝায়।

নতুন যৌথখামারের সভাপতি রহিমশাহ আলিমভকে শাহাবুদ্দিন বৈঠকে ডাকে নি। গরিব চাষীর ছেলে রহিমশাহ কখনোই কিশলাকের 'ইমানদার' মুরুব্বিদের আসরে ঠাঁই পেত না। সভাপতির জন্য শাহাবুদ্দিন নিজেই তার নাম প্রস্তাব করেছিল কেবল তার গরিব কুলের জন্য, নয়া রাজের কাছে যেটা অত পেয়ারের। গরিব হওয়া সত্ত্বেও রহিমশাহ ছিল সৎ লোক, অমায়িক, মনে হিংসা-দ্বেষ ছিল না, শরিয়ৎ মেনে চলত, এবং সবচেয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা করত বুড়োদের। বুড়োদের বিরুদ্ধে যে সে যাবে না, তাতে নিঃসন্দেহ থাকা যেত।

রহিমশাহ সভাপতি থাকে ঠিক এক বছর, বেশ সুখে শান্তিতেই সময়টা কাটে। শুধু ফসল তোলার সময় শুরু হল ঝঞ্ঝাট। দেখা গেল যৌথখামার রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা পূরণ করেছে মাত্র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। অমনি তুলকালাম লাগল। জেলাকেন্দ্র থেকে এল নতুন সেক্রেটারি। সব জায়গায় নাক সেঁধিয়ে সেঁধিয়ে সে আঁচড়ে তুললে আরো শতকরা কুড়ি ভাগ। প্রকাশ পেল কলের লাঙল আদৌ ব্যবহার করা হয় নি। তখন ভয়ানক কেলেঙ্কারির মধ্যে সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে হয় রহিমশাহকে। তার

জায়গায় জেলাকেন্দ্র থেকে পাঠানো হল নতুন সভাপতিকে, লোকটা সৈন্যদল থেকে খালাস পাওয়া লালফৌজী, পার্টির প্রার্থী সভ্য, নাম দৌলৎ রুস্তামভ।

দৌলৎ তার কাজ শুরু করল এক উত্তাল সাধারণ সভা দিয়ে, মান্যগণ্য দুই বৃদ্ধ দেহকানকে বহিষ্কার করা হল যৌথখামার থেকে, জেলায় সাক্ষী পাওয়া গিয়েছিল যে ওরা আগে তাদের জোতে দুজন করে খেতমজুর খাটাত।

সন্ধ্যায় দৌলৎ লম্বা লম্বা আলাপ চালাতে লাগল বিশেষ করে আগের গরিবদের সঙ্গে। আবদুল্লার ব্যাটা ইউসুফের সঙ্গে আলাপের পর সে আবার যায় হায়দরের কাছে, আগে সে খেতমজুরি করত কিনা সেই নিয়ে জেরা করতে। এবারেও হায়দর একেবারে অস্বীকার করে। এবং এরপর এক মাসের মধ্যে দৌলৎ আর কাউকে জ্বালাতন না করলেও মাতব্বররা বুঝল যে এ সভাপতির আমলে জীবন নিশ্চিন্তে কাটবে না।

জোতের সুবন্দোবস্তে লাগল দৌলৎ। জেলাকেন্দ্র থেকে এক হিসেবনবিশ নিয়ে এল সে, ব্রিগেডে ব্রিগেডে ভাগ করে দিলে খামারীদের। কাজের হিসেব নিতে লাগল এবং খামারীদের অবাক করে নিজেই খাটতে লাগল বলদের মতো। এখানকার লোক নয় সে, বিয়ে-থা করে নি, নিজের কোনো জোত ছিল না, তাই পুরো সময়টা দিত যৌথখামারের পেছনে।

শুধু একটা নেশা ছিল দৌলতের: ভোর ভোর বেরিয়ে গিয়ে সে পাখি কি খরগোস শিকার করত, মাঝে মধ্যে জাইরানও বাদ যেত না। পুরনো একটা গাদাবন্দুক ছিল তার, নিশানাও ছিল তার ভালোই, বলতে কি লাল ফৌজে নিশানার কৃতিত্বে সে একটা ঘড়িও প্রাইজ পায়। বড়ো বড়ো জানোয়ার মারতেই তার ছিল বেশি আগ্রহ, অব্যর্থ লক্ষ্যে মারতে পারত বনশুয়োর, যদিও শুয়োরের মাংস তার কাছে হারাম। তাই একবার মাঠ থেকে ফিরে দৌলৎ যখন দেখল তার বন্দুকটি নেই, অমনি তার সমস্ত স্ফূর্তি এমন কি খিদে পর্যন্ত মাটি হয়ে গেল। কোনো চিহ্নই মিলল না বন্দুকটার। খামোকাই সে দেহকানদের জিজ্ঞেসাবাদ করে বেড়াল, থানায় খবরও দিলে, কিন্তু চোরাই মাল ফিরল না।

এই দুর্ঘটনাটার ঠিক পরেই দৌলতের কাছে আসে এক অচেনা দেহকান, কুর্গান-তেপার তুলো কারখানার দরোয়ান, সঙ্গে তার ন্যাকড়া

জড়ানো দু'নলা বন্দুক। কারখানার একজন মিস্ত্রি রাশিয়ায় চলে যাবার সময় বন্দুকটা বিক্রি করে যায়। এখন তার টাকার দরকার, তাই বন্দুকটা একেবারে নতুন হলেও সে সাতশ' রুবলে ছেড়ে দিতে রাজী। তার চেনা এক মিলিশিয়ার লোকের কাছ থেকে দরোয়ান শুনেছে যে 'লাল অক্টোবরের' সভাপতির একটি বন্দুক দরকার, তাই এসেছে, এমন সুযোগ মেলে দশ বছরে একবার, হয়ত তাও নয়।

নতুন বন্দুকটা দৌলৎ দেখলে অনেকক্ষণ, নাড়াচাড়া করলে, ছাড়তে আর পারছিল না। সখেদে মনে পড়ল সাতশ' রুবল তার কিছু আগেও ছিল। কোন শয়তানের দুর্মতিতে তার পাঁচশ' রুবলই সে ধার দিয়ে বসেছে তিনজন যৌথখামারীদের: হায়দর রাজেবভ, মালিক আবদুল কাদেরভ, আর বুড়ো আজিমভকে। হায়দরের দুটো ভেড়া মারা গিয়েছিল, মালিক তার ছোট মেয়েটির বিয়ে দিলে, আর বুড়ো আজিমভের ছেলের টাইফাস হয়েছে স্তালিনাবাদে, বুড়োর যাবার টাকা পয়সা ছিল না। সবাই ধার চাইল, উপলক্ষগুলোও এমন যে আপত্তি করা যায় না। হতাশ হয়ে দৌলৎ ভাবতে লাগল, হাতে তার আছে মাত্র দুশ' রুবল, দরকার আরো পাঁচশ'। গাঁ থেকে এত টাকা জোগাড় করার কোনো আশাই নেই। তাহলেও দেহকানকে বসিয়ে রেখে সে ছুটল তার দেনদারদের কাছে।

বুড়ো আজিমভকে ঘরে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না হায়দরকেও। মালিকের কাছে টাকা নেই। মেয়ের বিয়েতে সে সর্বস্বান্ত। এক মাস পরে সে টাকা ফেরত দেবে বলে কথা দিলে। আরো দু-চার জন সম্পন্ন দেহকানের কাছে গেল দৌলৎ, ধার চাইলে, কিন্তু সবাই একবাক্যে দুঃসময়ের ওজর দিলে, খোদা জানে, কানাকড়িও হাতে নেই তাদের। বাড়ির কাছে আসার সময় দৌলতের মনে হল যৌথখামারের খাজাঞ্চিখানায় একশ' কুড়িটা দশ রুবলী নোট আছে (তার থেকে পঞ্চাশটা নিয়ে মাসখানেক পরে ফেরত দেওয়া যায়...), — কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কুচিন্তাটা সে ঝেড়ে ফেললে। ঘরের দরজার কাছে দেহকান তখনো অপেক্ষা করছিল, নাড়াচাড়া করছিল নতুন বন্দুকটা। দৌলৎ ঠিক করে ফেলেছিল বলবে, না, কেনার ক্ষমতা নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, সামনের মাসটায় যৌথখামারের তো কোনো খরচপাতি নেই... দেনদারদের একটু তাড়া দিতে পারলে আরো আগেই

টাকাটা পুরিয়ে দেওয়া যাবে... দেহকানকে একটু অপেক্ষা করতে বলে সে ভেতরে ঢুকল, লুকিয়ে রাখা ক্যাশ বাক্স থেকে পাঁচশ' রুবল নিয়ে নিজের দুশ' যোগ করে দাম মিটিয়ে দুরুদুরু বুকে বন্দুকটা নিলে।

দু'দিন পর দৌলৎ ঘরে বসে মুগ্ধ নেত্রে তার দু'নলাটিকে দেখছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকল শাহাবুদ্দিন কাসেমভ আর নিয়াজ খাসানভ। দৌলৎ অবাক হয়ে বন্দুকটা রেখে জিজ্ঞেস করলে মেহমানদের আগমনের কারণ কী। মেহমানরা বললে, এসেছে এমনি, একটু গল্প করতে। নিয়াজ ফলাও করে যৌথখামারের গুণকীর্তন করতে লাগল। বললে, সমস্ত দেহকান এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে যৌথখামার ছাড়া তাদের আর অন্য জীবন হতে পারে না, আগের সভাপতি রহিমশাহের আমলে সবকিছু কী খারাপই না ছিল, নতুন সভাপতি আসার পর থেকে কী ভালোই না সব চলছে, কেউ খাটছে কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে — এ আর এখন নেই, সবারই যোগ্যমতো কাজ, যোগ্যমতো হিসেব। জোয়ান বুড়ো সমস্ত সচেতন দেহকানই নতুন সভাপতিকে পেয়ে ভারি খুশি।

দৌলৎ শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল আসল কথাটা কী।

তারপর শুরু করলে শাহাবুদ্দিন: তবে কুলোকও তো কম নেই, যৌথখামারের শ্রীবৃদ্ধি দেখে তাদের চোখ টাটাচ্ছে, কী করলে আগের ব্যবস্থা ফিরবে তার মতলব ভাঁজছে। সরকারের কাছে সভাপতির নামে লাগিয়ে তাকে তাড়াতে চাইছে। এইসব লোকেরা চোখের মাথা খেয়ে জেলার কণ্ট্রোল কমিশনে নালিশ করেছে যৌথখামারের তহবিল নাকি ঠিক নেই। তহবিল পরীক্ষার জন্য কণ্ট্রোল কমিশন কালকে লোক পাঠাবে ঠিক করেছে, জেলাকেন্দ্র থেকে পরিদর্শক আসবে।

এই সময় দৌলতের ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে দেখে একটু থামল শাহাবুদ্দিন। কোমরের থলি থেকে খইনির কৌটোটা বার করলে অনেকক্ষণ ধরে হাতে কিছুটা খইনি ঢেলে নিয়াজকে দিলে। তারপর আবার কৌটোটা কোমরে গুঁজে শুরু করলে।

মাতব্বররা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করেছে, এমন ভালো সভাপতি আর পাওয়া যাবে না, তার কোনো ক্ষতি হতে দেওয়া চলবে না। বিপদ-আপদ সবারই হতে পারে। তাই দৌলৎ বলুক,

যৌথখামারের তহবিলে কতটা ঘাটতি পড়েছে, মাতব্বররা চেষ্টা করবে যাতে জেলা পরিদর্শক আসার আগেই সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

অনেকখন চুপচাপের পর দৌলৎ যখন ফাঁস করল যে পাঁচশ' রুবল কম আছে, তখন মুষড়ে পড়ল শাহাবুদ্দিন। এতখানি টাকা জোগাড় করা খুবই মুশকিল হবে। তবে আরেকটা উপায় আছে। মাহমুদ খোজিয়ারভের কাছে এসেছে তার এক আত্মীয় ইসা। তার সম্ভবত টাকা আছে। মাতব্বররা জিম্মা নিলে ইসা আপত্তি করবে না। তবে তাড়াতাড়ি করতে হয়। খোজিয়ারভের কাছে না পাওয়া গেলে অন্য কিছু উপায় তো দেখতে হবে।

শাহাবুদ্দিন আর নিয়াজ চলে গেল। ফ্যাকাশে মুখে দাড়ি খামচে অনেকক্ষণ বসে রইল দৌলৎ, অক্ষম জ্বালায় তাকিয়ে রইল তার বন্দুকটার দিকে।

বেশ রাত করে ফিরল শাহাবুদ্দিন। তার আর নিয়াজের জামিনদারিতে ইসা টাকা দিয়েছে। কবে দৌলৎ ফেরত দেবে জানতে চেয়েছে, আর একটা কবুলতি দিতে বলেছে, সভাপতির ওপর বা শাহাবুদ্দিনের জামিনদারিতে বিশ্বাস নেই বলে নয়, এমনি রেওয়াজ হিসেবে আর কি, শরিয়তে যা বলেছে। দৌলৎ এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেবে বলে কবুলতি লিখে দিলে। শাহাবুদ্দিন নিজেও সই দিলে কাগজটাতে, সভাপতির সুখ শান্তি কামনা করে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

পরের দিন জেলাকেন্দ্রের পরিদর্শক কণ্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে একত্রে যৌথখামারের কাগজপত্র ও তহবিল পরীক্ষা করে দেখল সবই ঠিক আছে।

কবুলতিপত্রে লেখা মেয়াদ ফুরোবার কয়েকদিন আগে দৌলৎ তার দেনদারদের তাগাদা দিলে। সবাই ওজর দিলে টানাটানি চলছে, তাড়াতাড়ি টাকা শোধ দিতে কেউ পারবে না। কিছুই উপায় নেই দেখে দৌলৎ গেল শাহাবুদ্দিনের খোঁজে। শাহাবুদ্দিনের চোখের দিকে না তাকিয়ে দৌলৎ বললে যে খোজিয়ারভের টাকা সে সময়মতো শোধ দিতে পারবে না, তাই তার নতুন দোনলা বন্দুকটা বিক্রি করতে চায়, শাহাবুদ্দিন সাহায্য করুক। খরিদ্দার থাকলে চোখ বুঁজে সে পাঁচশ' রুবল দেবে। শাহাবুদ্দিন আশ্বাস দিলে, খোজিয়ারভ সবুর করবে: ইসা অমন লোক নয়, টাকার জন্য লোককে সে বিপদে ফেলবে না, তাছাড়া জলের দামে ভালো জিনিস কি

ছাড়তে আছে। শাহাবুদ্দিনের কথায় কিছুটা শান্ত হল দৌলৎ। সত্যিই বন্দুকটা হাতছাড়া করতে তার মন চাইছিল না।

দিন কয়েক পরে শাহাবুদ্দিন এল দৌলতের কাছে, এবার তার সঙ্গে মাহমুদ খোজিয়ারভ এবং অচেনা একজন একচোখ কাণা দেহকান। এই লোকটিই খোজিয়ারভের আত্মীয় ইসা, এ কথা জানার পর দৌলৎ বিব্রতভাবে তার টাকার কথা পাড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু কাণা ইসা তাকে শেষ করতে দিলে না। টাকাই কি আর বড়ো জিনিস? দরকারের সময় পরস্পরকে সাহায্য করাই তো দেহকানদের উচিত। সব ব্যাপারেই দেহকানরা যাতে পরস্পরকে সাহায্য করতে শেখে সেইজন্যেই তো সোভিয়েত রাজ যৌথখামার গড়ছে।

এরপর কথা পাড়লে শাহাবুদ্দিন। বললে, ইসার খুব ইচ্ছে যৌথখামারে ঢোকে। মাহমুদের সঙ্গে এক বাড়িতেই সে থাকবে, যৌথখামারে খাটার লোকও তো বেশি নেই। তবে সমস্যা হল সেটা আইনমাফিক করা যায় কী করে। দলিল দস্তাবেজ ওর কিছু নেই। এতদিন আফগানিস্তানে খাটছিল, সেখানে তার শেষ কামিজটাও যখন লুটে নিলে, তখন পালিয়ে আসে সোভিয়েত এলাকায়। ব্যাপারটা যদি সব জেলাকেন্দ্র মারফত ঠিকঠাক করতে হয়, তাহলে অনেক সময় যাবে, কে, কী ব্যাপার, সব যাচাই করতে শুরু করবে, সীমান্ত ঘাঁটিতে নাম লেখায় নি কেন, সব জেরাজারি করবে। কিন্তু সীমান্ত ঘাঁটি ও কোথায় খুঁজে বেড়াবে, নদী যে পেরয় রাত্রে, কোনো সীমান্ত প্রহরীকেই দেখে নি। সব যাচাইপত্তর করে দেখতে দেখতে অন্তত ছ' মাস কেটে যাবে। মাঝে থেকে শুধু হয়রান হবে লোকটা, বলা যায় না সবকিছু ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেও রাখতে পারে। তাই সভাপতির কাছে খোজিয়ারভের একটি আর্জি আছে, ইসাকে সে ছেলেবেলা থেকেই জানে। মাচ-এ খোজিয়ারভের এক ভাই ছিল, তারও নাম ইসা। ভাই মারা গেছে, তবে তার দলিলপত্তর আছে। এই দলিলপত্রগুলো কাজে লাগালেই হল। কর্তৃপক্ষকে এ কথা বলে কী দরকার যে ও আফগানিস্তান থেকে এসেছে? সোরগোল শুরু হয়ে যাবে। শুধু বললেই হল যে খোজিয়ারভের ভাই এসেছে মাচ থেকে, যৌথখামারে ভর্তি হতে চায়। কোনো বুজরুকি তাতে হচ্ছে না: নাম ওর সত্যিই ইসা, আর সহোদর ভাই না মাসতুতো ভাই তাতে সোভিয়েত রাজের কী এসে গেল?

চিন্তিতের মতো দৌলৎ দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল। বলতে চাইলে

এক লোকের নামের দলিল দিয়ে অন্য লোককে যৌথখামারে নেওয়া খুবই অসঙ্গত কাজ। তার চেয়ে সোজা জেলাকেন্দ্রকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলাই কি সহজ নয়? দৌলৎ নিজেই তদ্বির করবে যাতে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মেটে এবং ইসাকে এই যৌথখামারে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শাহাবুদ্দিন নিশ্চয় করে জানাল, গড়িমসি চলবে নির্ঘাৎ ছয় মাস, হয়ত পুরো এক বছর। মাহমুদ যদি অসৎ লোক হত, তাহলে তো সোজা এসে বললেই পারত, — এই আমার ভাই, এই তার দলিল দস্তাবেজ। দৌলৎ কি কল্পনাও করতে পারত যে ব্যাপারটা তা নয়? কিন্তু ইসা ভারি সৎ লোক, ওভাবে ঢুকতে সে চায় নি। ও বললে, — চলো সভাপতির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা সব খুলে বলি। দেহকানের কাছে দেহকান কেন মিছে বলবে? সভাপতিকে যদি সত্যি কথা বলি, নিশ্চয় সে আমাদের সাহায্য করবে, বুঝবে যে লোকটা সৎ। বিপদে আপদে সব সময়ই তো দেহকান দেহকানকে সাহায্য করবে, এই তো উচিত। সভাপতি নিজেও কি কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে তার কখনো কোনো বিপদ হবে না?

কী জবাব দেবে দৌলৎ ভেবে পেল না। বললে, ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখতে হবে, ইসা খোজিয়ারভের কাগজপত্রগুলো যেন তারা রেখে যায়।

মাসের শেষে যৌথখামারের আম-জমায়েতে মাহমুদের ভাই ইসা খোজিয়ারভকে 'লাল অক্টোবর' যৌথখামারের সভ্য করে নেওয়া হল।

...ইসার টাকাটা ফেরত দিতে দৌলৎ আর পারে নি।

পরের বছর দৌলতের জীবনে এল এক মস্ত বদল। ঘরে বিবি আনল সে। ব্যাপারটা তার কাছে ঘটল কিছুটা আচমকা। শাহাবুদ্দিন প্রায়ই আসত দৌলতের কাছে। কথায় কথায় একদিন সে সভাপতির সাংসারিক অব্যবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। সত্যি, কেন বিয়ে করছে না সভাপতি? দৌলৎ বলে, বিয়ে করতে সে গররাজী নয়, তবে কনে খুঁজে বেড়াবার সময় নেই। শাহাবুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব দেয়, সভাপতি তার মেয়ে শিরিনকে বিয়ে করুক না কেন।

যৌথখামারের জীবন বয়ে চলল তার নিজের ছন্দে। ফসল সে বছর খারাপ হয় নি, সুপরিচালনার দৌলতে 'লাল অক্টোবর' জেলার মধ্যে প্রথম গিয়ে হাজির হবে তুর্গান-তেপার শস্য প্রদানকেন্দ্রে। দৌলতের খুব ইচ্ছা

ছিল তার যৌথখামার যেন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়, খাটতে লাগল সে অবিশ্রান্ত। চতুর্থ দিনেই জেলাকেন্দ্রে শস্য পাঠাবে বলে সে স্থির করল।

সে দিন আরাল থেকে শাহাবুদ্দিনের এক কুটুম আসে। নানা খবরের মধ্যে সে জানাল যে আরালের জঙ্গলে একটা মস্তো চিতাবাঘ দেখা দিয়েছে। কাল একটা গরু খেয়েছে। জঙ্গলের কাছাকাছি খেত থেকে ফসল তুলতে যেতে ভয় পাচ্ছে লোকে, আরালে কারো তেমন ভালো মতো হাতিয়ার নেই যা দিয়ে সাহস করে অমন জানোয়ার মারা সম্ভব।

কান লাল হয়ে উঠল দৌলতের, ভয়ানক উত্তেজনার সময় এটা তার হয়। দেহকানরা বললে যে শেষ তারা বাঘটাকে দেখেছে এখান থেকে বেশি দূরে নয়, ঘোড়ার পিঠে ঘণ্টা তিনেকের পথ। রাতে রওনা দিলে ভোরের দিকে জলার কাছে ওঁৎ পেতে থাকা যায় বাঘটার জন্য, তখন জল খেতে আসে সে, পরের দিন দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসা যায় শিকার করে। ঘোড়া জুততে ছুটল দৌলৎ। যাবার পথে সহসভাপতি নিয়াজকে বলে গেল যেন ফসল তোলার কাজটা সে দেখে, খুব দেরি হলে কাল সন্ধের মধ্যেই সে ফিরবে।

দৌলৎ কিন্তু ফিরল পর দিন নয়, তার পর দিনও নয়, তৃতীয় দিনের রাত্রে। হাত পা ছড়ে গেছে, মেজাজ তিরিক্ষি। কোনো বাঘেরই দেখা পায় নি সে, খামোকাই ঝোপঝাড়ে ঘুরে মরেছে। ফিরে এসেই সে ঘুমতে যায় এবং সম্ভবত দুপুর পর্যন্তই ঘুমত যদি না সাতসকালে শাহাবুদ্দিন এসে তাকে জাগাত। তার কাছ থেকে জানা গেল, রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ সমস্ত ফসল কারা যেন আগের দিন রাতে গোলা থেকে মেরে দিয়েছে।

চোখ লাল করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল দৌলৎ, শ্বশুরের জোব্বা চেপে ধরল।

'এসব তামাসা ছাড়ো বলছি বুড়ো! কোথায় ফসল সরিয়েছ, বলো শীগগির!'

বাপের পক্ষ নিতে গিয়ে কোণে ছিটকে পড়ল শিরিন।

'চেঁচামেচি করছ কেন। যৌথখামারের সভাপতি, অথচ বুড়ের গায়ে হাত তুলছ? ছি-ছি, সোভিয়েত আইনে কি দেহকানের ওপর মারপিট করতে পারে কেউ?' ক্ষুব্ধের মতো নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে শাহাবুদ্দিন, 'আমায় এর মধ্যে জড়ানো কেন? আমি কি গোলাদার নাকি দরোয়ান?'

'ইসাকে যৌথখামারে ঢুকিয়েছ কে, কে তাকে বলেছিল গোলাদার করতে? তোমার লোক!'

'গোলমাল করো না বাপু, বাইরে থেকে শোনা যাবে। যৌথখামারের সভাপতিটা কে? আমি? ইসাকে যৌথখামারে ঢুকিয়েছ তুমি, আমি নই। আর গুদামের কাজে তাকে লাগানো হয় আম-জমায়েতের প্রস্তাবে।'

'বেশ,' পোষাক পরতে পরতে বললে দৌলৎ, 'আমি ওকে ঢুকিয়েছি, আমিই ওকে আদালতে সোপর্দ করব!'

'অত ব্যস্ত হয়ো না দৌলৎ, ব্যস্ত হয়ো না। আগে ভেবে পরে কাজ। এখানে ইসার নাম আসছে কোথা থেকে? এমন কাণ্ড আমাদের এখানে হয়েছে কখনো? নিজেই জানো, পাহারা আমরা কখনো বসাই না। কে কার ঘরে চুরি করবে? এমন ঘটবে ইসা আন্দাজ করবে কোত্থেকে?'

'আন্দাজ করুক না করুক, আদালৎ দেখবে।'

'কেন এসব বলছ বোকার মতো? যদি তদন্ত শুরু করে ধরা পড়ে যে ইসার কাগজপত্রে কারচুপি আছে, তাহলে কে দায়ী হবে? তুমি। আর ইসার কাছ থেকে যদি সেই কবুলতিটা পায় যে তুমি তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলে, হিসেব করে যদি দেখা যায় যে সেটা ঠিক কন্ট্রোল কমিশন আসার আগে, তাহলে কী মনে হয়, ফলটা কি ভালো হবে?'

'আমার কাছে এখন সবই সমান, ইসার জন্যেই জেলে যাই কি ফসল চুরির জন্যেই জেলে যাই, কিছুই এসে যায় না।'

'হুঁশিয়ার লোক এমন বাজে কথা বলে কী করে! যত খারাপই অবস্থা হোক, ভেবে দেখলে কি আর উপায় মেলে না? তুমি শুধু এইটে সমঝে রাখো যে ইসার কোনো দোষ নেই, তাকে এর মধ্যে জড়ানো চলবে না।'

'ইসাকে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? কে হয় সে তোমার, ভাই নাকি জামাই?'

'ইসার জন্যে নয়, আমি ভাবছি তোমার জন্যে। তোমার আবার একটা খারাপ কিছু না ঘটে যায়।'

'ইসার যদি দোষ না থাকে, তবে কার দোষ?'

'এটা অবিশ্যি ন্যায্য প্রশ্ন। আমার ধারণা ফসল যে জেলাকেন্দ্রে দিয়ে দিতে হবে এতে দেহকানরা খুশি নয়। কিছু লোক নিশ্চয় ষড়যন্ত্র করেছে: ফসল নিয়ে যাবার আগেই রাতে তা পাচার করে লুকিয়ে রাখা যাক।'

'এক্ষুণি আমি আম-জমায়েত ডাকছি।'

'জমায়েত কেন? সারা জেলায় ঢ্যাঁটরা পেটাবার জন্যে? কিশলাকের কোনো লোক এখনো জানে না। পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে জানি কেবল আমি, ইসা আর নিয়াজ। যখন আমরা দেখলাম ফসল নেই, তখন ঠিক করি, কাউকে কিছু না জানিয়ে আগে বার করা যাক কে মারতে পারে।'

'তারপর?'

'আমার ধারণা, ইউসুফ এর মধ্যে না থেকে যায় না।'

'ছাড়ো ও কথা। ইউসুফ ফসল চুরি করতে যাবে না।'

'মোট কথা, কারো কারো ওপর আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ফিরিয়ে দেবে।'

'বেশ চলো যাই।'

'আরে দাঁড়াও, তোমার গিয়ে কাজ নেই। তুমি কিশলাকে এসেছ নতুন। তোমার কথা শুনবে না। যাব আমি আর নিয়াজ। তুমি ততক্ষণ বসে থাকো. গোলমাল বাধিয়ো না। গোলমাল বাধালে আরো খারাপ হবে — দেবে না। ভাব করো যেন কিছুই জানো না। তোমার দেখবার ব্যাপার গোলায় ফসল ফিরে এসেছে, কী করে এল তাতে তোমার কী।'

'বেশ, তাই যাও,' নরম হয়ে বললে দৌলৎ, 'উদ্ধার করো কোনরকমে। আমায় জেলে যেতে হলে তোমাদেরও বিপদে পড়তে হবে। তোমার ওপর খানিকটা যে ইয়ে... তার জন্যে রাগ করো না... নিজেই বুঝতে পারছ...'

সন্ধ্যায় শাহাবুদ্দিন ফিরে ক্লান্তিতে বসলে গালিচায়।

'কী হল? ফেরত দিলে?' উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে দৌলৎ।

'দিয়েছে। চল্লিশ বস্তা।'

'চল্লিশ মানে? এ যে অর্ধেকও নয়!'

'উঁহু ঠিক অর্ধেক।'

'তাতে লাভটা কী হল?'

'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো।'

'ওসব বুজরুকি ছাড়ো বুড়ো! কোথায় বাকি ফসল?'

'যত বস্তা জোগাড় তার জন্যেই বরং ধন্যি দে। সারা দিন কেবল পায়ের ওপর, হেদিয়ে পড়েছি। কথা বলে বলে জিভ পর্যন্ত ফুলে উঠেছে।'

'জিজ্ঞেস করছি বাকি ফসল কোথায়?'

'তা আমি জানব কোত্থেকে? বলছে, আর নেয় নি।'

'আমার সর্বনাশ করতে চাও বুড়ো?'

'আমি আর নিয়াজ না থাকলে তোমার এই চল্লিশ বস্তাও ফেরত দিত না। তার জন্যে কোথায় আমায় ধন্যি দিবি, তা না মেজাজ দেখাচ্ছিস।'

'আমার পক্ষে অর্ধেক দেওয়াও যা, কিছু না দেওয়াও তাই। কালকেই জেলাকেন্দ্রে গিয়ে সব খুলে বলব। ভয় নেই, মিলিশিয়া নিয়ে আসবে, শেষ দানাটি পর্যন্ত খুঁজে বার করবে।

'কিছুই বার করতে পারবে না। আমি আর নিয়াজ যখন পারি নি, তখন আর কেউ পারবে না। আমরা এখানকার প্রতিটি ফুটো চিনি। ফিরে যাবে খালি হাতে। ধরে নিয়ে যাবে তোমায়। জিজ্ঞেস করবে, যৌথখামারের ফসল যখন চুরি যায়, তখন কোথায় ছিল সভাপতি? কী বলবে তখন?'

'অর্ধেক যদি দিই তাহলেও ধরে নিয়ে যাবে — আমাকে, ইসাকে, আরো কাউকে কাউকে। কী আমি কৈফিয়ৎ দেব? কোথায় বাকি ফসল? ফসল যে ভালো হয়েছিল সে তো সবাই জানে।'

'কত বিপদ আপদ তো হয়। দুনিয়ায় কুলোক কি কম? এই তো গত বছর 'গুলিস্তান' যৌথখামারে দুষ্ট লোকে পেট্রল ঢেলে ফসলে আগুন লাগিয়ে দেয়। সব পুড়ে যায়।'

'সবাই জানে আমাদের এখানে আগুন লাগে নি।'

'লাগে নি, কিন্তু লাগতে পারে।'

'মানে?'

'বলছি, সব সময় তাই হয়, আগুন লাগে নি, লাগে নি, হঠাৎ দপ করে লেগে গেল। সবই খোদার মর্জি।'

'তুমি কী ভেবেছ, আমায় আগুন লাগাতে বলছ?'

'তোবা, তোবা। কে বললে সে কথা? আমি শুধু বলছি, ফসল যখন গেছেই, তোমাকেও চুরির দায়ে ধরা পড়তে হবে, তখন ফসল পুড়ে গেলেই কি ভালো হত না? সে ক্ষেত্রে সভাপতিরও দোষ নেই, গোলাদারেরও দোষ নেই। দুর্ঘটনা তো সব যৌথখামারেই হতে পারে।'

'আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে এসেছ আমার কাছে?'

'ধরো, নিয়াজের সঙ্গে আজ আমরা চল্লিশ বস্তা গোলায় তুলেছি, ধরো রাতে তাতে আগুন লাগল। সময়মতো আগুন নেভালে বস্তা ত্রিশেক সর্বদাই

বাঁচানো যায়। তখন কে জানবে কত বস্তা পুড়েছে। গোলায় সমস্ত ফসল ছিল নাকি ছিল না? কারো জানার উপায় নেই। জেলাকেন্দ্র খুশি হবে যে অন্তত ত্রিশ বস্তাও বেঁচেছে। আগুন লাগবে না এ নিশ্চিতি কি কেউ দিতে পারে? হেমন্তে নর্মমতো যদি তুলো দিই, তাহলে আমাদের যৌথখামারের ওপর কোনো কলঙ্কই পড়বে না।'

'আমায় বোঝাতে এসো না বুড়ো, আগুন আমি লাগাব না!'

'আরে আমি কি তোমায় যেতে বলছি আগুন লাগাতে? এমনি বলছিলাম — দুশ্চিন্তাও থাকত না, জেলাকেন্দ্রও খুশি হত। সত্যি কিনা বলো?'

'সত্যি হতে পারে, তবে ফসল তো আর নিজে নিজে পুড়ে যায় না।'

'নিজে নিজে কেন? কুলোকের অভাব আছে নাকি... যাক, আমি হয়রান হয়ে গেছি, ঘুমতে চললাম। তুমি বরং ঘুমিয়ো না: সময় তো ভালো নয়, কাল জেলাকেন্দ্রে ফসল জমা দিতে হবে। কিছু একটা যদি হয়, পরে কে দায়ী হবে? সভাপতি।'

..সকালে জরুরী তলব পেয়ে মিলিশিয়া 'লাল অক্টোবর' যৌথখামারে এসে দেখে খামারের গোলা পুড়ে গেছে। সভাপতির বেপরোয়া দুঃসাহসে বাঁচাতে পারা গেছে কেবল বত্রিশ বস্তা। কয়েক বারই সে আগুনের মধ্যে ছুটে যায়। দেহকানদের জেরার সময় প্রকাশ পেল দুজন দেহকান, মালিক আবদুল কাদেরভ আর নিয়াজ খাসানভ রাত্রে গোলার কাছে ইউসুফকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল। ইউসুফের ঘর তল্লাসি করে মিলিশিয়া দেয়ালের কাছে গর্তের মধ্যে পেট্রলের খালি টিন পায়, তা থেকে তখনো পেট্রলের গন্ধ ছাড়ছিল। তদন্তকারীর প্রশ্নের উত্তরে দৌলৎ জোর করে বলে যে ইউসুফ আগুন দিতে পারে না, কিন্তু সমস্ত সূত্রই তার বিরুদ্ধে গেল।

তদন্ত শেষ করে মিলিশিয়ার লোকেরা যখন ইউসুফকে নিয়ে যায়, তখন মূর্ছা যায় দৌলৎ। ফসল বাঁচাতে গিয়ে কয়েক জায়গায় বেদম ছ্যাঁকা খেয়েছিল সে, তখন থেকে এক দন্ড বিশ্রামও নেয় নি। তদন্তকারী কথা দিলে আত্মোৎসর্গী সভাপতির জন্য ডাক্তার পাঠাবে, তাকে পুরস্কারদানেরও চেষ্টা করবে।

মাসের শেষে কুর্গান-তেপে ইউসুফের বিচার হল। তার গরিব বংশপরিচয় বিবেচনা করে অগ্নিদাতার কারাদন্ড হয় মাত্র চার বছর।

...সে বছর শীত পড়ল জবর, বরফে ঢাকা। ধার্মিক লোকেরা বললে, এবার থেকে বরাবর এই রকমই হয়ে চলবে যতদিন না বলশেভিকরা ধ্বংস হচ্ছে। সমস্ত খেতে তুলো বুনতে হবে, বলশেভিকদের এ মতলব হাসিল করে দিতে খোদা চাইছে না, ঠাণ্ডা বর্ষা আর শিলাবৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বীজ সংহার করছে। পরিকল্পনা অনুসারে সে বছর তুলো বোনার কথা দুগুণ বেশি জমিতে।

এ ব্যবস্থা যে কী রকম সর্বনাশা হবে দেহকানদের কাছে তা বোঝানোয় শাহাবুদ্দিনের ক্লান্তি ছিল না। তার কাজ এগুচ্ছিল বেশ কষ্টে। তুলো বোনার অসুবিধা এবং শিল্প দ্রব্যের ঘাটতির কথায় দেহকানরা সাগ্রহে সায় দিলেও, ইব্রাহিমের নাম উঠতেই কেটে পড়ত। ওদিকে তাড়া দিচ্ছিল ইব্রাহিম, একের পর এক দূত পাঠাচ্ছিল। তারা বলছিল, হামলা আর পেছিয়ে রাখা চলে না। আরো এক বছর যদি বসে থাকতে হয়, তাহলে সমস্ত বাসমাচ ফৌজ বাতাসে মিলিয়ে যাবে। অনেক কুর্বাশাই পাহাড়ে আড্ডা গেড়ে ছোটোখাটো লুঠতরাজ চালাচ্ছে। ইব্রাহিম যে বৃহৎ শক্তিটির কাছ থেকে টাকা পাচ্ছিল, তারা জানিয়ে দিয়েছে ইব্রাহিম যদি বসন্তে সোভিয়েত এলাকায় হামলা না করে তাহলে আর এক কড়িও দেবে না। 'এখনো তৈরি নয়' শতেক বার এই একই জবাব পেয়ে ইব্রাহিম খেপে উঠেছে। ইশান খালেক প্রভৃতিকে এই কথা সে জানাতে বলেছে যে এখনো পর্যন্ত যদি কিছুই তৈরি হয়ে না থাকে, তবে তারাই ভুগবে। সময় তো প্রচুর ছিল। এ বছর বসন্তেই সে পিয়াঁজ নদী পেরুবে।

হেমন্ত থেকেই জানা থাকলেও খবরটা খুবই আচমকা ঠেকল। শাহাবুদ্দিন যে বাহিনী জুটিয়েছিল তাদের জমায়েতের নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল অধিকাংশই আসে নি। ইতিমধ্যেই খবর এসেছিল ইব্রাহিমের প্রধান দলগুলো চূর্ণ হয়েছে, তার প্রধান প্রধান কুর্বাশারা আত্মসমর্পণ করেছে। পাঁচজন জিগিৎ নিয়ে আক্রমণে নামার কোনো মানে হয় না। গর্ত খুঁড়ে বার করা বন্দুক আবার গর্তে পুঁতে শাহাবুদ্দিন ঠিক করলে অপেক্ষা করাই ভালো।

খবর শোনা গেল নতুন লাল বল্লম-বাহিনী গড়া হচ্ছে। আশেপাশের কিশলাকের দেহকানরা দল বেঁধে পাহাড়ে গেল বাসমাচদের ধরতে। দৌলৎ তার শ্বশুরের সামরিক অভিসন্ধি কিছু জানত না, যৌথখামারে

একটা লাল বল্লম-বাহিনী সংগঠন করলে সে। ইব্রাহিমের অসাফল্য দেখে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে শাহাবুদ্দিনও তাতে যোগ দিলে। তবে লড়তে তাকে হল না। অচিরেই খবর এল ইব্রাহিম নিজেই ধরা পড়েছে, কাফিরনিগান পেরবার সময় কাসা-বুলাত এলাকার লাল-বল্লমীরা তাকে পাকড়ায়।

ইশান খালেক ওরফে ইসা খোজিয়ারভ ইব্রাহিম আসার প্রথম খবর পেয়েই কিশলাক থেকে উধাও হয়। বহুদিন তার কাছ থেকে কোন খবর পায় নি শাহাবুদ্দিন, ভেবেছিল ইশান মারা পড়েছে নয়ত ফের আফগানিস্তানে পালিয়েছে। ইসা ফিরল ইব্রাহিম ধরা পড়ার পর। বলল যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পথ দেখাবার কাজে ছিল সে, বাসমাচদের হাতে জখম হয়েছে পায়ে। জখমটা সে কাউকে দেখাতে চাইত না, লোকের সামনেও বিশেষ বেরুত না। তারপর দৌলৎ মারফত শাহাবুদ্দিন তার জন্য লাল-বল্লমীদের মানপত্র জোগাড় করলে জেলাকেন্দ্র থেকে। পা সারার পর ইসা যায় ক্যানেলের কাজে। যাবার কী দরকার পড়ল সেটা শাহাবুদ্দিন কিছুতেই ভেবে পেল না, কিন্তু তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ সে করে নি।

আশেপাশের কিশলাক থেকে ভয়াবহ খবর আসতে লাগল। ধরা পড়া কুর্বাশারা নিশ্চয় তাদের স্থানীয় যোগাযোগগুলোর কথা ফাঁস করে দেয়। কোনো না কোনো ইমানদার বাইয়ের গ্রেপ্তারের খবর আসতে লাগল রোজই। কখনো এ কিশলাকে কখনো অন্য কিশলাকে হঠাৎ এসে হাজির হতে লাগল অগপুর সৈন্যরা, ধরে নিয়ে যেতে লাগল ইব্রাহিমপন্থীদের। এ সময়টা বেশ রোগা হয়ে যায় শাহাবুদ্দিন, বুড়িয়ে যায় অনেক। কথার মধ্যে হঠাৎ থেমে চেয়ে দেখত আঙিনায়: বাড়ির সামনে বাড়ন্ত বাদাম গাছের পাতা দেখে ধন্দ লাগত, সৈন্যদের সবুজ টুপি নয় তো? শুধু হেমন্তে বাদাম গাছের পাতা হলদে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহাবুদ্দিনের আগের সুস্থিরতা ফিরে আসে।

ভারি দুর্বৎসর যায় সেবার। যৌথখামারগুলো যত বর্ধিষ্ণু হতে লাগল, সেইসঙ্গে ততই ধ্বংস পেতে লাগল এলাকার ইমানদার মুসলমানেরা। শাহাবুদ্দিনের বহু আত্মীয় এতদিন পর্যন্ত মাঝারি চাষী হিসাবে নিজেদের চালালেও এবার কিন্তু যৌথখামার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সপরিবারে নির্বাসিত হল কোন অজানা এলাকায়। এ কাজটা এখন আর অগপুকে করতে হচ্ছিল

না, নিজের গাঁয়ের লোকেরাই ভোট দিচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে। যৌথখামারের সভায় শাহাবুদ্দিন তার আধ-বোজা চোখের তল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখত পরিচিত মুখগুলোকে। ইউসুফকে সরাবার পর এখন আর কার পক্ষ থেকে আঘাত আসতে পারে ভেবে পেত না।

ক্যানেলের কাজে গেলেও ইশান খালেক কেমন করে যেন যুগপৎ সর্বত্র বিরাজ করে বেড়াত। জ্ঞানবাণী দিয়ে সে চাঙ্গা করে তুলত দুর্বলদের, নিশ্চিত করত দ্বিধাগ্রস্তদের, শ্লথবুদ্ধিদের হদিশ দিত, লড়াইয়ের জন্য যারা অস্থির হয়ে উঠেছে তাদের থামিয়ে রাখত কাজ দিয়ে। আর সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়টিতে ইশান যেন ইচ্ছে করেই কোন এক আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রকে নিয়ে কী এক গোলমাল বাধিয়ে বসল। নির্মাণ এলাকা এবং যৌথখামার দুজায়গা থেকেই একেবারে উধাও হতে হল ইসা খোজিয়ারভকে। পরে দেখা গেল গোলমালটা খুবই জবর। জেলা কর্তৃপক্ষ এবং অগপু হঠাৎ ইসা খোজিয়ারভ লোকটা কে জানবার জন্যে ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠল এবং কী সব অজ্ঞাত সূত্রে তার আসল নামটাও বার করে ফেললে। দৌলতের ডাক পড়ল জেলাকেন্দ্রে, সেখান থেকে সে ফিরল মনমরা হয়ে। শাহাবুদ্দিনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে ও শুধু একটি কথাই বললে: সভাপতিপদ থেকে তাকে নিশ্চয় সরাবে, ইসা ধরা পড়া পর্যন্ত সবুর না করে এখনই সব কবুল করা ভালো। শাহাবুদ্দিন টের পেল, আজ হোক কাল হোক ভীতুটা তাকে না ডুবিয়ে ছাড়বে না। বহুক্ষণ ধরে সে দৌলৎকে বোঝাল যে ইসা আফগানিস্তানে চলে গেছে, তাকে আর কেউ ধরতে পারবে না।

জেলাকেন্দ্র থেকে এল সেক্রেটারি এবং অগপুর কর্তা। আম-জমায়েত ডেকে নতুন পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন হল। তারা চলে যাবার পর শাহাবুদ্দিন ঘুরপথে এসে হাজির হয় মালিকের বাড়িতে। ইশান সেখানে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। আজই মালিকের বাড়িতে সমস্ত বিশ্বস্ত দেহকানদের জড়ো করতে বলেছিল সে।

সবাই জড়ো হলে মালিক জেনানামহলে ঢোকে ইসাকে ডাকতে।

সকলের হাতে হাত দিয়ে কুশল জানিয়ে ইশান জিজ্ঞেস করল:

'চলে গেছে?'

'চলে গেছে,' মাথা নাড়লে শাহাবুদ্দিন, 'ঘোড়ার ঠ্যাঙ ভেঙে মরুক শালারা!'

'তারপর?'

সংক্ষেপে জমায়েতের খবর দিলে শাহাবুদ্দিন। ইশান চুপ করে শুনল।

'হায়দর — তা ভালোই হয়েছে। বিধবা জুমরাৎ — এটাও মন্দ হয় নি। পুরুষেরা কেউ ওর কথা শুনবে না। কিন্তু শাহাবুদ্দিন বাদ গেল কেন?'

'উপায় ছিল না,' বললে শাহাবুদ্দিন, 'অগপু কর্তার জিদ — গোটা পরিচালকমণ্ডলীকেই বদলাতে চাইছিল। যত কটাকে পারা গেছে ঢুকিয়েছি। আমার জায়গায় গেছে হায়দর। নতুন মণ্ডলী — তবে পুরনোর চেয়ে খারাপ নয়। আর আমি থাকা যা, হায়দর থাকাও তাই। একই কথা।'

খোজিয়ারভ সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে।

'ভবিষ্যতের কথা বলা যাক। কী করতে হবে, কোন কাজে লাগতে হবে। আমার আর এখানে থাকা চলবে না। কুত্তারা চারিদিকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। তোমাদের ওপর সন্দেহ পড়তে পারে। তাতে লাভ নেই। আজ কালের মধ্যেই পিয়াঁজের ওপারে মুসলমানদের তৈরি করতে যাব। প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গেই আসব তোমাদের সাহায্যে। চারিদিকেই খুব অসন্তোষ রয়েছে। প্রতিটি নালিশকে কাজে লাগাও। কত মুসলমান পরিবারকে এ বছর ঘর ছাড়া করে অজানা এলাকায় পাঠিয়েছে! প্রত্যেক কিশলাকেই আছে ঘা-খাওয়া লোক। ধর্মভীরুদের বলো: শীগগিরই মস্ত লড়াই বাধবে, সমস্ত জাতি জোট বেধেছে রুশদের বিরুদ্ধে, ইংরেজরা তার নেতা। আসবে তারা বসন্তে, ক্ষেতে প্রথম জলসেচের সময়, যারা সোভিয়েত রাজের পক্ষে দাঁড়াবে, তাদের কপাল মন্দ। বীজ ফেলে যাও, তবে হুঁশিয়ার, আগেই যেন ফল না বেরয়।'

সবাই চুপ করে রইল। এক ঢোক চা খেয়ে তখন শাহাবুদ্দিন বললে:

'তুলোর ব্যাপারে লোকে খুবই অসন্তুষ্ট। জিলিকুলে কারো ঘরে আর ভেড়া নেই, সব সরকারে নিয়েছে। মিলের কাপড় মিলছে না। চা নেই। রুটির টানাটানি। চালের স্বাদ তো ভুলেই গেছে লোকে। সবাই আসবে।'

'কে আসবে?'

অবাক হয়ে চোখ ফেরাল সবাই: হায়দর?

'কেউ আসবে না। মিলের কাপড় নেই? তার জন্যে বাসমাচদের সঙ্গে যোগ দেবে কেউ? কেন বাজে কথা বলছ শাহাবুদ্দিন? গত বছরের হামলার কথাটা মনে নেই? কে এসেছিল? কিশলাক পিছু একটি করে লোকও আসে নি। দেহকানরা নিজেরাই তাদের পাকড়াও করে! তুমি শাহাবুদ্দিন আর তুমি ইসা সবই ভুলে গেছ দেখছি। কুকাজে নামাতে চাইছ। নিজের মুণ্ডু খোয়াবে, অন্যদেরও খামোকা সর্বনাশ করবে। তুমি ইসা — তুমি তো পালাবে আফগানিস্তানে, আর আমরা যাব কোথায়? আফগানিস্তানেও তো ছিলাম আমরা, না খেয়ে মরতে বসেছিলাম। এখানে এসে লোকে চুমু খেয়েছে মাটিতে। এখন মানুষের মতো বাঁচতে শুরু করেছে — ফের সব চুলোয় দিয়ে পালাও! কেন? কে যাবে তোমার সঙ্গে? বাসমাচ হাঙ্গামায় লোকে হয়রান হয়ে পড়েছে। শাহাবুদ্দিন যাবে, নিয়াজ যাবে, বাস আর কেউ না। আমি তো যাবই না।'

'যাবি না?' পাখির মতো মাথা ঘোরালে শাহাবুদ্দিন।

'হুমকি দিয়ো না বাপু, হুমকি দিও না, ভয় পাই না। তুমি তো দেখো নি, আমি দেখেছি: বকের মতো আকাশে ওড়ে, মেঘ তাড়ায় ডানায়। পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, উঁচু থেকে পাহাড় দেখা যায়, পথঘাট সবই কম্বলের ভাঁজের মতো।'

'চুপচাপ থেকে এতদিনে মুখ ফুটল যা হোক। ভাগ্যি ভালো বাইরের লোক কেউ নেই,' নিরানন্দ হাসিতে দাঁত কেলাল মালিক।

'এরোপ্লেন দেখে ভড়কে গেলি!' কঠোর স্বরে বললে ইশান, 'তরোয়ালের জবাব তরোয়ালে, এরোপ্লেনের পাল্টা এরোপ্লেনও আছে। ইংরেজদের এরোপ্লেন সোভিয়েতের চেয়ে অনেক ভালো।'

'আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি — সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সমস্ত ইংরেজ, সমস্ত আফগানী, আরো যত জাত জোটাও না কেন, সবাই যদি হামলা করে তাতেও কিছু হবে না।'

'মুখ সামলে হায়দর, বুড়োদের সামনে বেয়াদবি রাখ!' সক্রোধে বললে শাহাবুদ্দিন, 'ভয় দেখাচ্ছিস কাকে? গায়ের ছাল তুলে নিচ্ছে, শেষ ভেড়াটা পর্যন্ত লুটে নিয়েছে, যৌথখামারের ক্ষেতমজুর বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের; আর উনি একেবারে ভক্তিতে গদগদ।'

'পনের বছর তোমার কাছে ক্ষেতমজুরি করেছি, এখন নয় যৌথখামারেই ক্ষেতমজুরি করব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর যাচ্ছি না।'

শাহাবুদ্দিন তার দাড়ি কচলাতে লাগল।

'লজ্জা হয় না তোর হায়দর, আমার মতো বুড়ো মানুষকে অপমান করছিস। লোকের কাছে মুখ দেখাবি কী করে! নিজের ছেলের মতো তোকে দেখেছি। আমার জমিনদারিতে মালিক তোকে মেয়ে দিয়েছে কালিম না নিয়ে। এতদিন আমার বুদ্ধিতে চলেছিস, জোত-জিরাত হল, কিশলাকে মান হল তোর। এবার তার শোধ দিচ্ছিস আমার বিরুদ্ধে গিয়ে? ভেবেছিস নিজের বুদ্ধিতে চলবি, কিন্তু বুদ্ধি যে তোর আহাম্মুকের। ঘেয়ো ভেড়াকে পাল থেকে আলাদা রাখতে হয়, নইলে অন্যের রোগ ধরে। তোকেও তাই করতে হবে দেখছি। বউও তোকে ছেড়ে যাবে।'

'তুমি তো আর আমার বউয়ের কর্তা নও!'

'ছেড়ে যাবে। বাপের কাছে চলে আসবে। গোলমাল করতে গেলে খারাপই হবে আরো। চুপ করে ছিলি, চুপ করেই থাকিস। গত বছর আনোয়ার মাহমুদজাদা গোলমাল করতে গিয়েছিল, স্তালিনাবাদে যেতে চায়, বাস চাঁদনি রাতে ডুবে মল আরিকের জলে। লোকে বলে, নাকি মাতাল ছিল। হেমন্তে মাটি তো বড়ো পিছল... দুর্ঘটনা সকলেরই হতে পারে...'

শাহাবুদ্দিন উঠে গৃহকর্তার কাছে বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগুল। বাকিরাও আস্তে আস্তে একের পর এক অন্তর্ধান করলে।

মালিক বেরিয়ে এল আঙিনায়। এক ঝলক বাতাস ঢুকল ভেতরে। আগুনে ফড়িং উড়িয়ে দপদপিয়ে উঠল প্রদীপের শিখা, দেয়াল জুড়ে ছটফটিয়ে উঠল বিকৃত সব ছায়া। নিশ্চল হয়ে মেজের ওপর একলা শুধু বসে রইল ইশান খালেক, চোখ তার বোজা, মালা জপতে লাগল সে, যেন এক কৃপণ টাকা গুনছে, আঙুলে টিপে যাচাই করছে সাচ্চা না মেকি। মালা জপা শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল। মেয়েলী পোষাক ঠিক করে নিলে, তারপর দুয়োরের কাছে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে লাগল: আঙিনায় লাগাম পরানো হচ্ছিল ঘোড়াকে।

ইশান চলে যাওয়ায় শাহাবুদ্দিনের কাজকর্ম কঠিন হয়ে উঠল। হায়দরের ব্যাপারটায় আরো ঘোরালো হয়ে উঠল পরিস্থিতি। গাধার মতো

গোঁ ধরে বসল হায়দর, কোনো যুক্তিই সে কানে তুলল না। এমনিতে কিছু হবে না দেখে শাহাবুদ্দিন ঠিক করল তার বৌ শরাফৎ মারফত চাপ দেবে। একদিন হায়দর বাড়ি নেই, মালিক তার মেয়ের কাছে গিয়ে লম্বা এক পিতৃ-উপদেশ দিলে। বাপের আশা নস্যাৎ করে দিয়ে শরাফৎ কিন্তু জানিয়ে দিলে হায়দরকে যেন বাসমাচী কাজে টানা না হয়। বাপের ইচ্ছে হলে বাপ যেতে পারে, কিন্তু হায়দর অমন আহাম্মুক নয়। হায়দর ওকে সব বলেছে, মালিক আর শাহাবুদ্দিন যদি ওদের শান্তিতে থাকতে না দেয়, তাহলে শরাফৎ নিজেই গিয়ে অগপুকে সব বলে দেবে। মেয়েকে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে বাপ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসে: অকৃতজ্ঞা হাঁদাটা কিনা তার নিজের বাপকে হুমকি দিচ্ছে!

মালিকের কাছ থেকে ব্যাপারটা শুনে শাহাবুদ্দিন ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠল। দুই বোকা যদি একসঙ্গে জুটে মাথা ঘামাতে থাকে, তাহলে এমন মতলব বেরুতে পারে যাতে কারো কোনো মঙ্গল নেই। তাছাড়া দুজন লোককে সরানো মুশকিল, আচমকা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে একজনের, কিন্তু একসঙ্গে দুজনেরই যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সন্দেহ এড়ানো যাবে না। ছোটো ছেলে মোমিনের ওপর ভার দিলে শাহাবুদ্দিন, হায়দর আর তার বৌকে যেন কখনো চোখের আড়াল না করে, কী করছে তা যেন প্রতিপদে জানায়।

তিন মাস কাটল, তার মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটল না। হায়দর বা তার বৌ এ তিন মাসে কিশলাক ছেড়ে কোথাও গেল না। শাহাবুদ্দিন তার গোপন কাজের ঝামেলায় ওদের কথা প্রায় ভুলতে বসেছিল। এমন সময় এক শীতের দিনে মোমিন ছুটে এসে খবর দিলে যে হায়দর আজ কুর্গানে গিয়ে অগপু দপ্তরের কাছে ঘোরাঘুরি করছে...

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই:

অগপুর কাছে ফাঁস করে দেবে বলে বৌ মালিককে হুমকি দিয়েছে, এ কথা শোনার পর হায়দর বুঝল: এবার আর তার মঙ্গল নেই। বসে বসে অপেক্ষা করবে কখন সুযোগ বুঝে শাহাবুদ্দিন তার হুমকিটাকে বাস্তব করবে, নাকি এখনই গিয়ে অগপু কর্তাকে সব বলবে? বললে কিশলাক থেকে একেবারে বিদায় নিতে হবে, কখনো আর এখানে নাক দেখানো চলবে না। হায়দর আর শরাফৎ এটা মেনে নিতেও রাজী ছিল, কিন্তু জোত-

জিরাত ছেড়ে দিতে মায়া হল। প্রতি রাতে তারা দরজায় ব্যারিকেড করে কুড়ুল নিয়ে পালা করে পাহারা দিত। হায়দরের কেমন যেন মনে হয়েছিল তার গলা কাটতে ওরা আসবে ঠিক রাত্রেই। প্রতি সন্ধ্যায় ও ঠিক করত পরের সকালেই গিয়ে রিপোর্ট দেবে, আর সকাল হলেই ফের ইতস্তত করত। এইভাবেই কাটল প্রায় গোটা শীতটা। অনিদ্রায় আর আতঙ্কে তারা প্রতিটি ঝোপের কাছেই ওঁৎ পাতা কুড়ুল আর ছোরা দেখতে লাগল। এভাবে দিন কাটানো অসম্ভব দাঁড়াল। হয় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে হয়, নয় অবিলম্বে ছুটে যেতে হয় অগপু দপ্তরে। শেষ পর্যন্ত একদিন এক বিনিদ্র রাতের পর হায়দর ঠিক করল, যা হবার হোক, অগপু কর্তার কাছে গিয়ে সব বলবে, তার আশ্রয় চাইবে।

কুর্গানের উদ্দেশে রওনা দিলে সে। ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছিল, এঁটেল কাদায় পা তোলা ভার, মন খানেক কাদা লেগে রইল তার পায়ে। অগপু আপিসের কাছে এসে হায়দর গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল শাহাবুদ্দিনের ছেলে আসছে ঘোড়ায় চেপে। হাঁটু অবশ হয়ে এল হায়দরের! পাশ দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে যাবার সময় টিপ্পনি কাটল মোমিন, 'আরে হায়দর যে! বেড়াতে বেরিয়েছিস? বেড়া, বেড়া, খাসা আবহাওয়া!' বুক হিম হয়ে এল হায়দরের। বুঝতে তার বাকি রইল না যে শাহাবুদ্দিনের ব্যাটা তার ওপর নজর রাখছে, এখুনি গিয়ে বাপকে বলবে।

অগপু দপ্তরে আর যেতে পারল না হায়দর। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কাদার মধ্যে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে, ভাবতে লাগল কী করবে। কিশলাকে ফিরতে তার ভয় হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে সোজা শাহাবুদ্দিনের কাছে গিয়ে বলবে যে অগপু দপ্তরে সে আদৌ যায় নি, কোরান ছুঁয়ে কসম খাবে যে কখনো সে কিছু ফাঁস করবে না। দুশ্চিন্তার তাড়ায় কাদা ভেঙে দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। শহরের কিছু দূরে ঘোড়ায় চেপে ওকে পেরিয়ে যায় মোমিন। আরো দুই কিলোমিটার এগিয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটতে থাকে হায়দর...

ছেলের কাছে খবর পেয়েই শাহাবুদ্দিন খাওয়া ফেলে খিড়কি দরজা দিয়ে ছুটল মালিকের কাছে। সব শুনে হতভম্ব হয়ে বসে রইল মালিক, একটি কথাও সে বলতে পারল না, ভয়ে দাঁত ঠকঠক করতে লাগল।

শাহাবুদ্দিন জানত, দুর্যোগের মুহূর্তে ভরসা করার মতো তার কেউ নেই, মালিকের কাছে পরামর্শ চাইতেও সে আসে নি। ক্ষিপ্তের মতো বুড়োর কম্পমান চোয়ালের দিকে চেয়ে শাহাবুদ্দিন বললে:

'বিরুদ্ধে যদি একটা সাক্ষী থাকে, তাহলে সেটা অন্তত দুটো সাক্ষীর চেয়ে কম। ঠিক কিনা মালিক?'

দাঁত ঠকঠক করল মালিকের। শাহাবুদ্দিন টের পেল বুড়ো হাড়ের এই বস্তার কাছে গৌরচন্দ্রিকার আবশ্যক নেই। কড়া করে সে জানাল:

'হায়দর যদি ধরা যাক তার বৌকে আগে খুন করে, তারপর ধরা পড়ে অন্যান্য দেহকানদের নামে নানা কথা বলতে থাকে, তাহলে ওকে কি কেউ বিশ্বাস করবে? আমার ধারণা বিশ্বাস করবে না। অগপুর বুদ্ধিমান কর্তা ভাববে: প্রাণের ভয়ে এখন নানা রকম প্রলাপ বকছে। কেননা বৌ খুন করলে আজকাল গুলি করে মারা হয় তো। তুই তো সেটা জানিস মালিক, তাই না?'

'এ্যা... হায়দর তার বৌ খু-উন করেছে?' হতভম্বের মতো চোখ বিস্ফারিত করে বিড়বিড় করলে মালিক।

শাহাবুদ্দিন তার কাঁধ চেপে ধরল।

'শোন মালিক, শুনে মনে করে রাখ। হায়দর চিরকাল তার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। বৌ তাকে ছেড়ে যাবে ঠিক করেছিল। হায়দর ভয় দেখায়, গলা কাটবে। তোর কাছে, বাপের কাছে নালিশ করতে আসে বৌ। দাঁত ঠকঠক থামা! মুখ থেঁতলে দেব। বুঝেছিস? আজ ওদের বাড়িতে ছুটে গিয়ে তুই দেখেছিস হায়দরের হাতে ছুরি। তুই তাকে ধরতে গিয়েছিলি, কিন্তু ও তোকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। বুঝেছিস? সব পরিষ্কার? এখন ডাক না পড়া পর্যন্ত বসে থাক। ঠাণ্ডা জল খা। শুনছিস? ঠাণ্ডা জল খেয়ে নে। যখন ডাক পড়বে, কিছু জিজ্ঞেস না করে ছুটে যাবি।'

দ্রুত বেরিয়ে যায় শাহাবুদ্দিন।

...হায়দরের বাড়ির পাশেই থাকত দৌলৎ। পড়শীর বাড়িতে চিৎকার শুনে দৌলৎ প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। বৌকে তো কখনো মারত না হায়দর, অমন মিলমিশ খুব কম দেখা যায়। দৌলৎ ভাবল, পরের পারিবারিক ঝগড়ায় নাক গলানো ঠিক নয়। ঠিক করল, পরে সুযোগ মতো হায়দরকে একলা পেয়ে আজকের ঘটনার জন্য লজ্জা দেবে। কিন্তু চিৎকারটা

শীগগিরই এমন বুক-ফাটা হয়ে উঠল যে দৌলৎ আর থাকতে পারল না, ছুটল হায়দরের বাড়ির দিকে। দোরগোড়ায় সে ধাক্কা খায় শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল সে।

'ছুটে যাও গ্রাম সোভিয়েতে, সাক্ষীসাবুদ ডাকো!' তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে শাহাবুদ্দিন, 'হায়দর তার বৌকে খুন করেছে।'

দৌলৎ হতভম্ব হয়ে গেল।

'বৌ খুন করেছে? কোথায় সে? ভেতরে?'

'পালিয়েছে, মাঠে...' হাত নাড়লে শাহাবুদ্দিন।

'কিন্তু তোমার জামায় অত রক্ত কেন?'

'ভেতরে সবই যে রক্তারক্তি। ভেবেছিলাম মেয়েটিকে ধরে কম্বলে শুইয়ে দেব, কিন্তু কাটা ভেড়ার মতো রক্ত কী! ছুটে যাও, থানায় টেলিফোন করো গে। আমি চললাম মালিককে খবর দিতে!' দ্রুত মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

হায়দর বৌ খুন করেছে এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল কিশলাকে। একদল লোক জুটে গেল হায়দরের বাড়ির সামনে। দৌলৎ গ্রাম সোভিয়েত থেকে ফিরতেই শাহাবুদ্দিনের ছেলে মোমিন তাকে জানাল এক্ষুণি তাকে আসতে বলেছে শাহাবুদ্দিন। দৌলৎ গিয়ে দেখল ঘরে শাহাবুদ্দিন একলা। ইতিমধ্যেই পোষাক বদলে নিয়েছে সে, সদ্য ধোয়া দাড়িতে হাত বুলিয়ে পায়চারি করছে। দৌলৎকে দেখে সে ইশারা করে ডাকলে:

'ছুরি হাতে হায়দরকে তো তুমি দেখেছিলে?'

'না তো, আমি দেখলাম কোথায়? তুমিই তো বললে যে ও পালিয়েছে।'

'তাতে কিছু এসে যায় না... আমি দেখেছি, মালিক দেখেছে।'

'মালিক দেখল কেমন করে? তুমি তো ওকে খবর দিতে গেলে আমি আসার পর।'

'বেশি বুদ্ধি খেলিও না দৌলৎ। মালিক যখন বলছে দেখেছে, তখন নিশ্চয় দেখেছে। তুমিও বলবে যে দেখেছ।'

'যা ঘটেছে তাই বলব।'

'হায়দরের পক্ষ নিতে চাইছ?'

'পক্ষ নেওয়া এখানে আসছে কোত্থেকে?'

'কেউ যদি না দেখে থাকে, তাহলে কী করে প্রমাণ হবে যে অন্য কেউ নয় হায়দরই খুন করেছে?'

'কিন্তু তুমি তো দেখেছ।'

'একজন লোক দেখলে যথেষ্ট হয় না। হায়দর নিশ্চয় একটা কৈফিয়ৎ দেবে। তখন খোঁজতল্লাস শুরু হবে। একমাত্র সাক্ষী হিসেবে আমাকে টানাটানি করবে। জানোই তো আদালতের কী ঝামেলা। কিন্তু তিনজন দেখে থাকলে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাকে টানাটানি করবে না। হাঁ বলতে তোমার এত আপত্তি কী? আমার মতো এক বুড়োকে নিয়ে টানাটানি করতে চাও?'

'তাই বলে মিথ্যে বলব?'

'তিন মিনিট আগে ছুটে এলে তুমিও দেখতে পেতে। মাত্র তিন মিনিটের ফারাক — কী আর এমন মিছে কথা হল! আমি যে সবাইকে বলে দিয়েছি যে তুমি দেখেছ। এখন আপত্তি করলে আমায় জড়াবে। দাঁড়াবে যে আমি মিছে কথা বলেছি। জেরা শুরু করবে, কেন, কী জন্যে — তার আর শেষ হবে না। তোমাকে অযথা বিপদে না ফেলার জন্যে আমিও কি মিছে কথা কম বলি নি? এতই যদি তুমি সত্যবাদী, তাহলে তখন সায় দিয়েছিলে কেন...'

হায়দরকে মিলিশিয়ার লোকেরা ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে তার সম্পর্কে আর কোনো গুজব শোনা গেল না। লোকে বলাবলি করেছিল জনসমক্ষে দৃষ্টান্ত রাখার জন্য কিশলাকেই তার বিচার হবে। কিন্তু তিন সপ্তাহ কেটে গেলেও বিশেষ দায়রা আদালতের খবর আর কিছু শোনা গেল না। তারপর কে যেন খবর আনলে, কুর্গান-তেপায় মামুলি এক আদালতে আরো কিছু বাইয়ের সঙ্গে তার বিচার হয়ে গেছে, শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন কমিশনের এক কর্তাকে খুন করার অভিযোগ ছিল বাইদের বিরুদ্ধে। গুলি করে মারার রায় হয় সবার। এক সপ্তাহ আগে রায় কার্যকরী হয়ে গেছে।

অনিবার্য একটা বিপৎপাতের আশঙ্কা করছিল শাহাবুদ্দিন, কিন্তু কোনো রকম ফ্যাচাং-ই যেন কিছু দেখা গেল না। মাঝে মাঝে এটা তার কাছে বিষম এক দুর্লক্ষণ বলেই মনে হচ্ছিল। হায়দরের ব্যাপারটার পর দৌলৎ ভয়ানক গোঁয়ার হয়ে উঠেছে, তাকে বাগে আনা শক্ত হয়ে উঠছে

দিন দিন। ভাগ্যি ভালো যে নাটকের পঞ্চমাঙ্ক ঘনিয়ে আসছে, আর কিছু দিন টেনে চলতে পারলেই মিটে যাবে।

ইশান খালেকের চরেরা খবর দিল যে সশস্ত্র আক্রমণের দিন ধার্য হয়েছে খেতে প্রথম জলসেচের সময় — ঠিক যেদিন নতুন বড়ো ক্যানেলে জল ছাড়া হবে। ইশান বলেছে, এই সময় সে পিয়াঁজ পেরবে দু' হাজার সৈন্য নিয়ে, সীমান্ত ঘাঁটি দখল করে ক্যানেলের খাত বরাবর এগুতে থাকবে, যাবার সময় সমস্ত সেচ-ব্যবস্থাটা চুরমার করে যাবে। এতে নতুন বসা যৌথখামারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে, আক্রমণের পক্ষে চলে আসবে তারা। শাহাবুদ্দিন এবং আশেপাশের সর্দারদের ওপর ভার পড়েছে ক্যানেলের ওপর দিকে কাঠের হ্যাবেটগুলো ধ্বংস করে প্রথম সেকশনের বসতিটা দখল করতে হবে, প্রহরীদের নিরস্ত্র করে পূব দিক থেকে কুর্গান-তেপায় এগুতে হবে। ইশান তার জিগিৎদের নিয়ে হামলা করবে পশ্চিম থেকে। জেলাকেন্দ্র দখলটাই সঙ্কেতের কাজ করবে, গোটা অঞ্চল বিদ্রোহে নামবে। ইশান হুঁশিয়ার করে দিয়েছে ইব্রাহিমের ভুল যেন আর না করা হয়, বাহিনী নিয়ে পাহাড়ে চলে যাওয়া বারণ, দখলে রাখতে হবে প্রধান প্রধান সড়ক আর বড়ো বড়ো কিশলাক। কেবল নির্ভীক অভিযান ও প্রকাশ্য আক্রমণেই লোকের মনে আস্থা জাগবে, দ্বিধাগ্রস্তরা নতুন বাসমাচ আন্দোলনের পক্ষে চলে আসবে।

পেছন থেকে আচমকা আক্রমণের আশঙ্কায় শাহাবুদ্দিন এ দিনগুলোয় ঘুমত কম, রাতে পাহারা বসাল সে এবং ইশান খালেকের নির্ধারিত তারিখের আগেই মাটি খুঁড়ে হাতিয়ার বিলির হুকুম দিল।

শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত তারিখটা এল। পরের দিনই বড়ো ক্যানেলে জল ছাড়ার কথা। রাতে ফেনায়িত ঘোড়া হাঁকিয়ে কিশলাকে এসে হাজির হল চর। সাধারণ সতর্কতার পরোয়া না রেখে সে সোজা গেল শাহাবুদ্দিনের বাড়িতে। সারা গায়ে তার ধুলো আর ঘোড়ার ঘামের গন্ধ। আলখাল্লার তল থেকে স্পর্ধিত মাথা তুলেছে অর্ধলুক্কায়িত পিস্তল। চৌকাটের বাইরে থেকেই সে বিমূঢ় শাহাবুদ্দিনকে হাঁক দিয়ে জানাল যে ইশান খালেক তার জিগিৎদের নিয়ে পিয়াঁজ পেরিয়েছে, হুকুম পাঠিয়েছে সকালের আগেই সবাইকে বেরিয়ে পড়তে হবে। হুকুম জানিয়ে সে ঘোড়া ফিরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাতের নামাজ পড়ে নিলে শাহাবুদ্দিন, দুটি ছেলেকেই পাঠাল সাঙ্গোপাঙ্গদের জোটাতে। এক ঘণ্টার মধ্যেই দু' মাথার মোড়ে জমায়েত হতে হবে সবাইকে। তারপর পোষাক পরতে লাগল শাহাবুদ্দিন, পায়ে দিলে নতুন হাই বুট, গায়ে চাপাল বালাপোষের নতুন চাপকান। এ'টে বাঁধলে কোমরবন্ধ। রেশমের শাদা পাগড়ি ঢাকা দুটো রিভলবার ছিল সিন্দুকে, সিন্দুক খুলে বহু বছর পরে এই প্রথম সযত্নে পাগড়ি জড়াতে লাগল মাথায়।

দরজায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। চট করে সিন্দুক বন্ধ করে দরজার দিকে এগুল শাহাবুদ্দিন। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হায়দর।

বাপজান

'কমরেড উর্তাবায়েভ, একজন লোক এখানে আপনাকে চাইছে। বলছে, দূর থেকে এসেছে।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি।'

লোহার মইয়ে পা তুললে উর্তাবায়েভ, ওঠার আগে ক্যানেল মুখের গোটা ব্যাপারটা শেষ বারের মতো চেয়ে দেখল। শেষ শিটিংগুলোও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মুখবর্মের মতো দেখতে স্লাইস গেটগুলো কণ্ট্রোল হুইলের নির্দেশে ওঠা নামা করছে এতটুকু শব্দ না তুলে। কংক্রিট কলোনেডগুলোর মধ্যে যখন জল এসে পড়বে, তখন গিলোটিনের বাঁকা ফালের মতো নিচে নেমে এসে নদী থেকে ক্যানেলের গলাটাকে দু' খণ্ড করে দেবে তারা।

মই দিয়ে ওপরে উঠে এল উর্তাবায়েভ, বাঁধে চাপল। ছয়তলা বাড়ির মতো উ'চু কংক্রিট কনস্ট্রাকশনটা এখান থেকে মনে হয় যেন ছোট্ট একটা নিখুঁত মডেল। দুই পাড় জুড়ে এক পিচ-ঢালা সেতু চলে গেছে, তার ওপর দিয়ে ক্যানেলের ওপার থেকে আবর্জনা-ভরা এক সার গাড়ি আসছে। সুসজ্জিত হয়ে উঠছে নির্মাণ এলাকা, নিষ্প্রয়োজন যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলছে, আবর্জনা সাফ করে প্রস্তুত হচ্ছে অতিথি সমাগমের জন্য। কাল কফার ড্যাম উড়িয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ক্যানেলের।

ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল উর্তাবায়েভ। ভেবে কেমন যেন তার দুঃখ হল — এত মেহনত, কষ্ট এবং নিদ্রাহীন রাত দিতে হয়েছে যে ব্যাপারটায়

তা এবার শেষ হয়ে আসছে। এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হল তার।

'কে আমায় খুঁজছিল?'

'ওই যে শাদা পাগড়ি-পরা বুড়ো। বলছে, বিশেষ কাজে এসেছে।'

রঙচটা নীল আলখাল্লা-পরা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে, নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'বাপজান!'

গালে গাল ঠেকিয়ে কোলাকুলি করলে তারা। সস্নেহে উর্তাবায়েভ বাপের পিঠ চাপড়াতে লাগল।

'যাক, ভালো আছ তাহলে? আমায় খুঁজে বার করলে কী করে? বুড়ো বয়সে খবরাখবর করতে এলে? যাক, ঠিক সময়েই এসেছ, উৎসবের মুখে। চলো যাই, চা খাবে।'

বুড়ো মাথায় ঠিক উর্তাবায়েভের বগল পর্যন্ত লম্বা। ছেলের মতো বাপকে জড়িয়ে ধরে উর্তাবায়েভ তাকে নিয়ে এল কলোনিতে।

উর্তাবায়েভের ঘরে একটি টেবিল, দুটি চেয়ার, খাট। চৌকাট থেকে অসন্তুষ্টের মতো আসবাবগুলো নজর করে বুড়ো বসল দেয়াল ঘেঁসে মেজের ওপর।

'চেয়ারে বসতে আপত্তি আছে বুঝি?' হাসল উর্তাবায়েভ, 'যেমন ছিলে তেমনি রয়ে গেলে। ইউরোপীয় সভ্যতা তোমার কাছে ব্যর্থ। বেশ, তাই হোক, দেশী মতেই আপ্যায়ন করা যাক।'

দেয়ালে ঝোলানো গালিচাটা পেড়ে সে মেজেয় বিছিয়ে দিলে। তারপর কেটলি, দুটি চাপাটি এবং কিছু শুকনো খুবানি এগিয়ে দিলে বুড়োর দিকে, নিজে বসল গালিচার অন্য প্রান্তে।

'নাও, চা খাও। সবুজ চা। আমিও তোমার সঙ্গে খাব। খাবার দাবার আমার এখানে আর কিছুই নেই। খানিকটা সসেজ আছে বোধ হয়। কিন্তু শুয়োরের মাংস তো, মুখে তুলবে না। পরে ভোজনালয় থেকে তোমার খাবার এনে দেব। নাও বলো, কেমন আছ, এখানে এসে পড়লে কী করে?'

বুড়ো দাড়িতে হাত বুলিয়ে এক ঢোক চা খেলে, তারপর একটু চাপাটি ছিঁড়ে বহুক্ষণ তার আলগা দাঁতে চিবুতে থাকল।

'শীগগিরই মরব,' চেবানো রুটিটা গিলে শেষ পর্যন্ত বললে সে, 'মরার

আগে তীর্থ করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ছেলেকে দেখতে এলাম। শুনলাম, তুই নাকি এক মস্ত লোক, কেউকেটা। ভাবলাম বুড়ো বাপকে তো আর তাড়িয়ে দেবে না।'

'এখনো ওই সব করে চলেছ? কোথায় এসব তীর্থ পেলে? এখনো বাকি আছে নাকি? নতুন রাস্তা পাততে তোমার পীরের কবর সব সাফ হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'পাহাড়ে গিয়েছিলাম তীর্থ করতে,' ছেলের কথা কানে না তুলে বলে গেল বুড়ো, 'সুজনে পথ দেখালে, তাই, নইলে চিনে যায় কার সাধ্যি। নিচে চার পায়ে সব যন্তর চলছে, পাহাড় খাচ্ছে। ধোঁয়া ওড়াচ্ছে, কুকুরের মতো ডাকছে। হাপুস নয়নে কেঁদে আলখাল্লায় মাথা ঢেকে পালিয়ে আসি...

'দেখছি তুমি আমাদের কাতা-তাগও ঘুরে এসেছ। এমনি তো দেখে মনে হয় এক কিলোমিটার হাঁটলেই মুখ থুবড়ে পড়বে — একেবারে থুথুড়ে হয়ে পড়েছ, অথচ কাতা-তাগে গিয়ে উঠেছিলে!'

'ধর্মভীরুদের জিজ্ঞেস করি, — পাহাড়ের ওপর এই পীরের মাজারে কার এমন ক্ষতি হচ্ছিল? বলে, — এক মুসলমান, চুবেকের লোক, উর্তাবায়েভ সইদ নাকি সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে পাহাড় কাটছে। দিনরাত্তির যন্ত্রে মাটি খাচ্ছে আর ও কোমরে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, সিগারেট ফোঁকে আর হুকুম করে, আরো বেশি করে খোঁড়ো! আমায় জিজ্ঞেস করে, — তুই বুড়ো চুবেকী? তাহলে তো ওকে চিনবি! আমি মুখ ফিরিয়ে মিছে কথা বললাম, খোদা মাপ করে দিয়ো, বললাম, — না তো, ধর্মস্থান নোংরা করতে লজ্জা হবে না এমন মুসলমান চুবেকে নেই।'

'সে কি, আমায় তুমি মুসলমান ধর্মে ফেরাবার জন্যে এলে নাকি? ওসব ছাড়ো, বরং চাটা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ... জীবনে এই লজ্জাও সইতে হবে ভাবি নি। গোটা সংসারে কত কষ্ট করে তোকে বোখারার মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিলাম। তোর চাচা যাবার ভাড়া হিসাবে কানাকড়িও দেয় নি। বলে,—পায়ে হেঁটে চলে যাক, সজ্জনেরা খাওয়াবে। ঘরে যা ছিল সব তোর হাতে তুলে দিই। ভেবেছিলাম, বেঁচে থাকলে দেখে যাব, বোখারা থেকে ফিরবি বিদ্বান মুসলমান হয়ে, ইশান হবি, বংশের মুখোজ্জ্বল করবি... শয়তান তোকে বিগড়ে দিলে। পালালি মাদ্রাসা থেকে, বাপ চাচার নাম ডোবালি। সংসারের কলঙ্ক, গাঁয়ের কলঙ্ক, ফিরলি

আধা-মোল্লা হয়ে। লোকে তো খামোকা বলে না, খোদা যত আপদ পাঠায় তার মধ্যে চারটে সবচেয়ে বড়ো: উকুন, ডাঁশ, কসাক ক্যাপটেন আর আধা-মোল্লা।

'তোমার ও প্রবাদ পুরনো হয়ে গেছে বাপজান। কসাক ক্যাপটেনদের সবাইকে আমরা খতম করে দিয়েছি, মোল্লাও আর কাউকে বানাই না, তবে উকুন আর এঁটুলি কিছু আছে। প্রবাদ যদি শুনতে চাও তাহলে অন্য একটা বলি। মনে আছে, মোল্লাদের সম্বন্ধে দাদু কী বলত? যত মোল্লা আছে সবাই মিলে তারা আসলে এক। তাও একটি পুরুষ নয় মাগী। দ্যাখো দিকি, তুমি হলে ধর্মভীরু মুসলমান, নিজের ছেলেকে তুমি মাগী বানাতে চাও? ছি-ছি-ছি!.. আরো একটা প্রবাদ আছে, নিশ্চয় জানো: মাদ্রাসার ছায়ায় যে বলদ একবার ঘুময়, তাকে দিয়ে আর কাজ চলে না। ভাগ্যি ভালো যে সময় থাকতে পালিয়ে ছিলাম, তাই এখনো কিছু কাজে লাগছি।'

'মুখ তোর চিরকালই বদ। ছেলেবেলায় যখন ন্যাংটা হয়ে ঘুরতিস, তখন থেকেই মাকে মুখঝামটা দিতিস তুই... মনে আছে চুবেকে তুই এলি নয়া আমলের পক্ষ থেকে। সব আমলই খোদা পাঠায়, কোনোটা আবার পাঠায় আমাদের গুণাহের শাস্তি হিসেবে। গোটা কিশলাক তখন ভাবল, বুড়ো উর্তাবাইয়ের ছেলে যখন নতুন আমলে আছে, তখন আমাদের আর ভয় নেই, দেখবার লোক ওপরে আমাদের আছে, কোনো অন্যায় হতে দেবে না আমাদের। আর কিশলাকে এসে তুই পরের দিনই ধার্মিক মুসলমানদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পাঠালি কোন দূরে কে জানে। আমাদের কিশলাকের মুখে চুনকালি দিলি।'

'ছি বাপজান! সারা জীবন তুমি খাটলে গরিব চাষী হয়ে, আর কথা বলছ কুলাকের মতো।'

'দেখতে এলাম, ব্যাটা আমার কেমন হোমরাচোমরা হয়েছে। চারিদিকে কেবল ধার্মিক মুসলমানদের নালিশ আর কান্না শুনছি। তোর এখানে কাজ করত যেসব দেহকান, মুসলমানদের ধর্ম বাঁচাবার চেষ্টা করত, তাদের সবাইকে তুই তুলে দিয়েছিস অগপুর কাছে। তোর নামে শাপান্ত করছে না এমন জায়গা দেখলাম না।'

'ছি বাপজান, আমার এখানে আসবার আগে দেখছি এখানকার সমস্ত পাজিগুলোর সঙ্গেই তোমার মোলাকাত হয়ে গেছে। খুব চটপট যে। সাবধান, আমাদের এখানে আইন খুব কড়া, তোমার ঘাড় চেপে ধরলে আমি কিন্তু

বাঁচাতে পারব না। তা এত সবের পর আমার কাছে এলে কেন বলো তো? সোজাসুজি বলো।'

'কেউ জানে না কখন বিপদ ঘনায়। আর তোর বিপদ সামনেই।'

'কেউ যদি না জানে, তাহলে তুমি জানলে কোথা থেকে?'

'ভক্তিমানদের খোদা অনেক কিছুই জানিয়ে দেয় আগে, ভক্তিহীনেরা তা জানে কেবল অন্তিম মুহূর্তে।'

'আমায় এত মরণ কথা শোনাচ্ছ যে? তাতে আবার তুমি, বাপজান! আমাদের দুজনের মধ্যে বরং তোমারই সে কথা ভাবা দরকার আগে।'

'এ এলাকার ওপর এক মহা দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। পাহাড় থেকে যখন পাথর খসে পড়ে, তখন খোদা যার মাথা খারাপ করে দেয় নি, সে পালিয়ে বাঁচে। তাই তোকে বলতে এলাম: কাফের রাজত্বে লোকে আর তুষ্ট থাকছে না। গত বছর তুই নিজেই তো মহা বিপদে পড়েছিলি! কিন্তু ধর্মভীরুরা তোকে জলে ভাসিয়ে দেবে না।'

'বটে, তা আমাদের নির্মাণ এলাকাটার ওপর ঠিক কী বিপদ ঘনিয়েছে, বলো তো দেখি স্পষ্ট করে?'

'কোরানে বলেছে: জমিনে শুষে যাবে পানি, তা খুঁড়ে তোলার সাধ্যি হবে না তোর।'

'এ সব অনেক শুনেছি। জলের ব্যাপারটা আমরা দেখব, তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। মনে হচ্ছে এ জন্যে তো আর আসো নি। আমায় যখন জ্ঞান দেবে বলেই ঠিক করেছ, তখন সোজাসুজি বলো। আমার ভয়টা কিসের?'

'যারা জানে তারা বলে: বহু সওয়ারী পিয়াঁজ পার হয়েছে। তাদের ঘোড়ার খুরে যৌথখামারের নয়া সীমানা তছনছ। কিশলাকে কিশলাকে এক সওয়ারী হাজির হয়, বেরয় দুই সওয়ারী। দশ জন ঢোকে তো বিশ জন বেরয়। কাল তারা জুটবে হাজার হাজার। যত যন্ত্রপাতি তোদের সব ছুঁড়ে ফেলবে ভাখ্শে। ধ্বংস হবে ধর্মহীনেরা, তাদের সব তোড়জোড় পণ্ড হবে।'

'বটে, মনে আছে বাপজান, একুশ সালে সেই যে আমরা বাসমাচদের সঙ্গে লড়ছিলাম, বাসমাচরা আমাদের ঘেরাও করেছিল কুলিয়াবে? আমরা ছিলাম তখন জন ত্রিশেক আর বাসমাচরা আটশ'। তুমি তখন দূত হয়ে আমার কাছে এসেছিলে দুর্গে, বোঝাতে চেয়েছিলে যেন আত্মসমর্পণ করি। কী

আমি জবাব দিয়েছিলাম বাপজান? মনে আছে? আমি বলেছিলাম,—বসো বাপজান, এই নাও চা। খাবার আমাদের কিছু নেই, কিন্তু চা খানিকটা এখনো আছে। খামোকাই তুমি বাসমাচদের দূত হয়ে এলে। আমার বাপজানের পক্ষে তা শোভা পায় না। তবে বাসমাচদের কাছে তোমায় ফিরে যেতে দিচ্ছি না। দুজনেই একসঙ্গে মরব এখানে। আমার বয়স কম, কিন্তু সোভিয়েত রাজের জন্যে জান দিতে আমার পরোয়া নেই, তুমিও মায়া করো না। আমি তোমায় তালাবন্ধ করে রাখি, দু'সপ্তাহ তুমি বসে রইলে আমাদের দুর্গে, যতদিন না লাল ফৌজী বাহিনী এসে বাসমাচদের তাড়াল।'

বুড়ো গালিচা থেকে উঠে আস্তে আস্তে দুয়োরের দিকে এগুল।

'না বাপজান, দাঁড়াও। তুমি যে আমার কাছে মেহমান এসেছ। এত তাড়াতাড়ি তো যাওয়া চলবে না।'

উর্তাবায়েভ দরজার কাছে এসে দুয়োরে তালা লাগিয়ে চাবি পুরল পকেটে।

'একটু কৃপা করো বাপজান, উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার এখানেই থাকো। উঠে দাঁড়ালে কেন? বসো। চা খাওয়া যাক। নাও বলো, কে তোমায় এখানে পাঠিয়েছে?'

'কেউ পাঠায় নি, নিজেই এসেছি, ভেবেছিলাম তোর একটু হুঁশ করাব। তা তুই যা ছিলি সেই শয়তানই রয়ে গেলি।'

'বাজে কথা ছাড়ো। অনেক কিছুই তুমি জানো দেখছি। তোমার মতো বয়সে এত বেশি জানা তো ভালো কথা নয়। গত বছর আমি এখানে ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলাম, সে খবরও জানো, বাসমাচদের খবরও জানো... তুমি বাপজান চালাকি করো না তো, খুলে বলো। নিজের ছেলের কাছে সত্যি কথা বলবে না তো কার কাছে বলবে?'

'কিছুই আমি জানি না। বেরিয়েছিলাম তীর্থ দর্শন করতে, ফেরার পথে তোর কাছে এলাম। বাসমাচদের কথা লোকে বলাবলি করছে। নিজের চোখে কিছু দেখি নি, জানিও না। ঘরে তোর মা পথ চেয়ে আছে, জামাইরা পথ চেয়ে আছে। মরার আগে বিষয় আশয় ঠিক করে যাওয়া দরকার। বড়ো পাপের বোঝা তুই নিজের ঘাড়ে নিচ্ছিস।'

'পাপ আমার এমনিতেই অনেক, একটা কম বেশিতে কী এসে যায়।'

'নিজের বাপকে তুই অগপুর হাতে তুলে দিবি?'

'অগপদুকে ভয় পেয়ো না বাপজান। সেখানেও আমার মতোই সব লোক। আপাতত তুমি আমার মেহমান। বুদ্ধিমান লোক হলে যা জিজ্ঞেস করছি সব বলবে। পোলাও খাওয়াব, তারপর চুবেকে পাঠিয়ে দেব। হেঁটে যেতে হবে না, গাধার খরচ দেব। নাও হাতে হাত, কথা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি করছ যখন তখন আর সময় নষ্ট করব না। তোমায় সাহায্যই করব। তাহলে বাসমাচরা পিয়াঁজ পেরিয়েছে বলছ, জল ছাড়বার সময় ওরা হামলা করবে, তাই তো?'

'বাসমাচদের আমি দেখি নি, কী ওদের মতলব তাও জানি না।'

'চালাকি করো না বাপজান। আমায় না বলো, অগপদুতে আমার কমরেডদের কাছে বলবে। তার চেয়ে বরং এখনই বলো, ঘরের ছেলের কাছে। দেখছ তো, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে... কত লোক নদী পেরিয়েছে?'

'জানি না।'

'একশ'? বেশি?'

'জানি না, গুণে তো দেখি নি।'

'তা লোকে কী বলছে? অনেক?'

'নানা কথাই বলছে।'

'কোন জায়গায় পিয়াঁজ পেরিয়েছে?'

'জানি না।'

'আহ্ বাপজান, আলাপটা জমছে না। বেশ, না জানো, না জানলে। কিন্তু কে তোমায় এসব বললে?'

'লোকে বলছে।'

'লোক মানে কী, সবাই তো আমরা লোক, নাম কী তাদের?'

'জানি না।'

'কথা বললে, জানো না কী রকম?'

'পথে যেতে লোকের সঙ্গে কি আর কম দেখা হয়? নাম কী, বাড়ি কোথায়, কে এত জিজ্ঞেস করে।'

'তার মানে বলবে না? কী আর করা যাবে, তোমারও সময় নেই, আমারও সময় নেই। তবে বাড়ি তোমার যাওয়া হচ্ছে না বাপজান। গ্রেপ্তারই করতে হবে তোমায়। অথচ আমি তোমায় পোলাও খাওয়াব ঠিক করছিলাম। ভালো গাধাও জোগাড় করা যেত। ভালো গাধা সংসারে সব সময়ই কাজে লাগে। তাহলে কী, বলবে কি বলবে না?'

'যা জানতাম বলেছি, তার বেশি কিছু জানি না।'

'কিন্তু বুড়ো বয়সে অগপুর হাতে পড়ার কী দরকার পড়ল তোমার বাপজান? মাথা ঠুকেও বুঝতে পারছি না। বাসমাচদের ভয় পাচ্ছ? তুমি কি বাছা খাকি? জীবনে বাসমাচী হামলা দেখ নি আর? আরো একটা হামলা কি আর সোভিয়েত রাজ সামলাতে পারবে না? ইস বাপজান, এতদিন বাঁচলে, বুদ্ধি আর হল না। ঠিক করে ভেবে নাও বাপজান, বলবে কি বলবে না?'

'যা জানতাম বললাম। আর কিছু জানি না।'

'যা ভালো বোঝো। আমি চললাম। জানলা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করো না, পাহারা বসাচ্ছি। মোটের ওপর এখানেই গুছিয়ে বসো আর মগজটা একটু খেলাও।'

উর্তাবায়েভ ঘর থেকে বেরিয়ে সযত্নে তালা লাগালে দরজায়।

অনাহূত অতিথি

...নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না শাহাবুদ্দিন কাসেমভের। দরজায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। না, ভুল নয়, — লোকটা হায়দরই। মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে মনে মনে সে সুরার প্রথম কথাগুলো আওড়াল। চোখ মেলে দেখা গেল দরজায় দাঁড়ানো লোকটা তা সত্ত্বেও মিলিয়ে যায় নি।

'সেলাম শাহাবুদ্দিন!' হায়দরের গলার স্বর মোটেই পারলৌকিক বলে মনে হল না, 'অমন করে দেখছ কী? সেলামও জানালে না। জ্যান্ত দেখবে আশা করো নি তো? দেখতেই পাচ্ছ মরি নি। মেহমান এলাম তোমার ঘরে, ডেকে বসাও।'

'সেলাম হায়দর,' অস্পষ্ট বিড়বিড় করল শাহাবুদ্দিন, সরে গেল সিন্দুকের দিকে।

হায়দর তার ভাবভঙ্গি দেখে সোজা গিয়ে সিন্দুকের ওপরই বসলে।

'কেমন আছ শাহাবুদ্দিন? ছেলেরা ভালো তো? বড়ো রাত করে বাড়ি ফেরে দেখছি। দাঁড়িয়ে রইলে যে, বসো। খবরাখবর সব বলো। অনেক দিন তোমাদের দেখি নি, ভাবলাম, সবার আগে আমার ঘটক মশায়ের কাছে না গেলে কি চলে? আর তুমি এমন ভাব করছ যেন খুশি নও।'

কোঁচকানো চোখের পাতার মধ্যে দিয়ে শাহাবুদ্দিন হায়দরের ছেঁড়া জোব্বাটা ভালো করে নজর করলে। মনে হল হাতিয়ারপত্র কিছু নেই। হায়দরকে সিন্দুক থেকে ঠেলে ফেলে রিভলবারটা নেবে? কিন্তু আস্তিনের তলে যদি ওর ছোরা থাকে? বরং সবুর করা যাক। শীগগিরই ছেলেদের ফেরার কথা। তখন চটপট বিনা গোলমালে কাগতাড়ুয়াটাকে শেষ করা যাবে। যতক্ষণ তারা না আসছে, ততক্ষণ আলাপ চালানোই ভালো।

'আমার কাছেই প্রথম এসে ঠিকই করেছিস তুই,' হায়দরের প্রতিটি ভাবভঙ্গির ওপর সতর্ক নজর রেখে বললে শাহাবুদ্দিন, 'আমার ওপর যদি তোর রাগ হয়ে থাকে, তাহলে ভুল করেছিস। কথাটা তোকে অনেক দিন থেকেই বলব ভাবছিলাম। ওই শোচনীয় ব্যাপারটার জন্যে দোষ যদি কারো থাকে, সেটা আমার নয়, মালিকের। আমি ওকে বলেছিলাম শরাফৎকে যেন বোঝায়, পুরনো বন্ধুদের প্রতি বেইমানি করা সবচেয়ে খারাপ, গোঁড়া মুসলমান কেউ তা করবে না। অমন দুর্ঘটনা ঘটল তার জন্যে কি আমি দোষী? আমাদের বুড়োরা বলে: আহাম্মককে পাগড়ি আনতে বললে সে এনে দেবে পাগড়ির সঙ্গে মাথা। তুই যদি প্রতিশোধ নিতে চাস হায়দর, আমি না করব না। কোরানে লিখেছে: জিগিতের বদলা জিগিৎ, গোলামের বদলি গোলাম, জেনানার বদলি জেনানা। তুই যদি গিয়ে মালিকের গর্দান নিস, সেটা তোর ধর্মই হবে।'

'তার মানে তোমার কিছু দোষ নেই?' কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করল হায়দর।

'খোদার কসম! যা হয়েছিল তোকে বললাম। আমি তোর অমন সর্বনাশ করব, এ তুই ভাবলি কী করে। তোর যে কত উপকার করলাম, সব ভুলে গেলি? জানিস তো, বরাবর তোকে আমি নিজের ছেলের মতো দেখেছি।'

'তা জানি।'

হায়দরের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করল শাহাবুদ্দিন। ঠাট্টা করছে নাকি? হঠাৎ একটা চিন্তা ঝলক দিয়ে উঠতেই বুক তার হিম হয়ে এল। হায়দর পাগল হয়ে যায় নি তো? সেই জন্যেই হয়ত তাকে ছেড়ে দিয়েছে। সতর্ক দৃষ্টিতে শাহাবুদ্দিন নজর করে দেখলে তার নৈশ অতিথিকে।

'তাহলে বেশ,' সিন্দুক থেকে উঠল হায়দর, 'চলো বুড়ো আমার সঙ্গে মালিকের কাছে যাবে।'

'সে কী?' ভড়কে গেল শাহাবুদ্দিন, 'মালিকের কাছে কেন?'

'তোমার সামনে সে আপত্তি করতে পারবে না।'

'আরে দাঁড়া, দাঁড়া হায়দর। ওসব আমার মতো এই বুড়ো মানুষটাকে দেখতে হবে কেন? এটা তুই ভালো করছিস না। আমি তোকে বললাম, তোর ধম্ম। আমি সেখানে গিয়ে কী করব? যাবি, তুই একা যা।'

'না ঘটক মশাই, একসঙ্গেই যাব। বিয়ের কথা পাড়তে তোমার সঙ্গেই গিয়েছিলাম মালিকের কাছে, অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারেও একসঙ্গেই যাই।'

শাহাবুদ্দিনের কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল পায়ের মধ্যে। সিন্দুকটা কত দূরে হিসাব করলে সে। হায়দরকে উল্টে ফেলে রিভলবার নেবে কি? হঠাৎ দরজার কাছে পরিষ্কার পায়ের শব্দ কানে এল। কে যেন হোঁচট খেল অন্ধকারে, হাতিয়ার ঝনঝন করে উঠল। 'যাক বাবা!' স্বস্তিতে টান হয়ে দাঁড়াল শাহাবুদ্দিন।

'বেশ, চাইছিস যখন চলো যাই,' যেন এক মিনিট ভেবে রাজী হল সে। দরজায় হায়দরের জন্য পথ ছেড়ে দাঁড়াল সে।

'না গো ঘটক, তুমি আগে, যা রেওয়াজ তা না মানলে চলে?' পিছিয়ে এল হায়দর।

'আরে এগো, এগো!' হায়দরকে ঠেলা দিল শাহাবুদ্দিন, 'নিজেদের মধ্যে আবার অত ভদ্রতা কিসের?'

হায়দর কিন্তু গোঁ ধরে পিছিয়েই রইল। শাহাবুদ্দিন শঙ্কিত দৃষ্টিপাত করে পাশকে ভাবে এগুল দরজার দিকে। কয়েক পা এগুতেই টর্চের ধাঁধানো আলোয় চোখ কোঁচকাল সে।

'শালা, আলো কেন?' কথাটা আর শেষ হল না, টর্চ হাতে সশস্ত্র দেহকানের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল হতভম্ব হয়ে।

লোকটা আর কেউ নয়, রহিমশাহ আলিমভ।

'মোমিন! আবদুল্লা! শীগগির এখানে!' অন্ধকারে চেঁচিয়ে উঠল শাহাবুদ্দিন।

ততক্ষণে সশস্ত্র লোকেরা তাকে অটুট বেষ্টনে ঘিরে ধরেছে।

'আর আমি ভাবছিলাম, তোমরা বুঝি আর এলে না। নেই তো নেই,' শাহাবুদ্দিনের পেছন থেকে শোনা গেল হায়দরের শ্লেষাত্মক গলা, 'কথা কইতে

কইতে বিরক্ত ধরে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, যা হয় হোক, একাই ওকে নিয়ে যাব।'

'মোমিন! নিয়াজ!' চ্যাঁচাতে লাগল শাহাবুদ্দিন। তখনো তার আশা আছে কাছাকাছি কেউ তার হাঁক শুনতে পাবে।

'চেঁচিও না শাহাবুদ্দিন, চেঁচিয়ো না!' ভালো মানুষের মতো তাকে শান্ত করলে পোড়া-কপালে হাকিম, 'সবাই এখানেই আছে, নিয়াজ, মোমিন, তোমার দৌলৎও আছে, সবার সঙ্গেই দেখা হবে। কই হে, দড়িটা কার কাছে? হাত দুটোয় জোরাজারি করতে যেয়ো না শাহাবুদ্দিন, খামোকা ফোস্কা পড়বে।'

উদ্বোধনে বিঘ্ন

দিনটা জেগে উঠল কেমন না-ঘুমনো হলুদ চোখে, প্রথম সেকশনের কলোনির ওপর হাতুড়ির ছন্দোহীন শব্দে। তাড়াহুড়োয় সালু টাঙানো হচ্ছে, তোরণের কুঞ্জ ঢাকা পড়ছে লাল আচ্ছাদনে। স্লোগান উড়ছে পাঁচটি ভাষায়: স্তালিনাবাদ থেকে খবর এসেছে, ক্যানেল উদ্বোধন উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি জনকমিশারিয়েত এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে কিছু বিদেশী ইঞ্জিনিয়র ও সাংবাদিকও আসছে। মরোজভকে জানানো হয়েছে যে রোদ্দুরের ঝাঁঝ এড়াবার জন্য অতিথিরা স্তালিনাবাদ ছাড়বে ভোরে, শ'খানেক লোকের থাকার জায়গা যেন তৈরি থাকে।

এ রাতে মরোজভ আদৌ ঘুমতে যায় নি, নিজেই তত্ত্বাবধান করেছে সমস্ত আয়োজনের। পাথর ধ্বসে পড়া এবং ক্যানেল বেডের তলে অপ্রত্যাশিত বালির অস্তিত্ব আবিষ্কারের ফলে তিন সপ্তাহ কাজ আটকে গিয়েছিল। ফলে ক্যানেলটায় আগে জল খেলিয়ে মজবুত করে নেবার সময় হয় নি। এখন কফার ড্যামটা উড়িয়ে দেওয়া থেকেই ক্যানেলের উদ্বোধন হল বলে ধরতে হচ্ছে। তাই বড়ো একদল বিদেশী অতিথি আসছে খবর পেয়ে মরোজভ বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠল। ওরা কি বিশ্বাস করবে ক্যানেলে জল ছাড়া হচ্ছে এই প্রথম, ফলে কিছুটা পাড় অব্যর্থই ভেসে যাবে, জায়গায় জায়গায় ধ্বস

নামবে। যত তুচ্ছই হোক, প্রতিটি দুর্ঘটনাতেই তারা আমাদের ঝটিতি কাজের উৎকর্ষ বিষয়ে শ্লেষাত্মক মন্তব্যের একটি করে অজুহাত পাবে। তখন আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না, সারাক্ষণ তাদের পেছনে লেগে থেকে তাকে বোঝাতে হবে যে জল ছাড়া মানেই ক্যানেল চালু হওয়া নয়, ছোটো খাটো যেসব খুঁত এখন ধরা পড়বে তার শতগুণ সারিয়ে নেবার যথেষ্ট সময় থাকবে। মরোজভ এই আশায় নিজেকে সান্ত্বনা দিলে যে সম্ভবত সবকিছুই ভালোই উৎরোবে, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে অবিরাম যে সব চমক খেতে হয়েছে তাদের, তাতে এ আশা মরীচিকা বলেই মনে হল।

স্তালিনাবাদ থেকে প্রথম মোটরগাড়িতে এল কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি। অচিরেই শাদা শাদা ব্যারাকগুলোর সামনের চকটা লোকে গিজগিজ করে উঠল, কারো পায়ে চেক-কাটা মোজা, মাথায় কারো ক্যাপ, পানামা হ্যাট, সোলার টুপি, কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা, বাইনোকুলার। অতিথিরা অচিরেই গোটা কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ল, প্রতিটি ফাটলে গিয়ে নাক ঢোকালে। নিজেদের মধ্যে তারা কইতে লাগল খুব জোরে জোরে, কালারা যেভাবে বলে। কে জানে হয়ত ভয় পাচ্ছিল নদীর কল্লোলে তাদের কথা শোনা যাবে না, নয়ত ধরে নিয়েছিল সে মুহূর্তে উচ্চারিত সমস্ত শব্দের মধ্যে তাদের কথাগুলোই সবচেয়ে জরুরী। সবচেয়ে বেশি করে তারা ভিড় জমাল নদীর উঁচু পাড়টার ওপর। নিচে তাকিয়ে চুপ করে গেল সবাই, যদিও অবশ্যই বেশিক্ষণের জন্য নয় ক্যামেরা টিপল, উদ্দাম নদীটার ছবি নিল সবকটি সম্ভাব্য কোণ থেকে। তারপর সিগারেটের টুকরোগুলো সে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে গেল মজুরদের ফ্ল্যাট দেখতে।

একের পর এক মোটর আসছিল।

মরোজভ, কির্শ, উর্তাবায়েভ এবং ক্লার্ক সমাদরে গ্রহণ করছিল অতিথিদের। একটু দূরে সিনিৎসিনকে দেখে উর্তাবায়েভ সরে পড়ল, অফিসের সামনে তার সঙ্গ ধরে ঢুকল ফাঁকা দপ্তরে।

'খবর আছে নাকি কিছু?'

'শুনেছি, নদী পেরিয়েছে প্রায় দু' হাজার সওয়ারী। অনেকেই আমাদের সীমান্তরক্ষীদের হাতে মারা পড়েছে। তিন জায়গায় তিনটে দল ভেঙে বেরিয়েছে। তাদের সংখ্যা স্থির করা এখন মুশকিল। মনে হয় সাতশ'র মতো।'

'স্থানীয় অধিবাসীরা তৈরি?'

'সীমান্ত বরাবর সমস্ত ফালিটায় লাল-বল্লমীরা আছে। স্তালিনাবাদ থেকে সীমান্তের দিকে যাত্রা করেছে তিনটে এরোপ্লেন। মোটের ওপর শান্তিতে ক্যানেল উদ্বোধনের জন্যে যা করা দরকার তার সবই ব্যবস্থা হয়েছে।'

'এইটেই এখন সবচেয়ে জরুরী। গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গিয়ে আমাদের অতিথিদের কারো পেটে যদি একটা গুলি লাগে, ভেবে দ্যাখো কী দাঁড়াবে। খাসা বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে তাহলে।'

'আশা করি অতটা গড়াবে না। যাক, অতিথিদের দ্যাখো গে, আমি চললাম।'

'আরে দাঁড়াও! আমাদের জলসেচ প্রণালীগুলোর কোথাও কোনো ক্ষতি করে নি তো?'

'তিন নম্বর সেকশনে একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে নিশ্চয় মেরামত হয়ে গেছে। ওখানকার সমস্ত মজুরেরা আত্মরক্ষা বাহিনী গড়েছে, শাবল কুড়ুল যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে। একটা বাসমাচ দলকে নাকি এর মধ্যেই ঠোকন দিয়েছে।'

'ইস, শালার এই অতিথিদের ঝামেলা! নইলে চলে যেতাম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে!'

'তোমায় ছাড়াই কোনো রকমে সামলাব। তুমি অতিথিদের দ্যাখো, তিন নম্বর সেকশনে আজ বরং না গেলেই ভালো...'

প্রধান ক্যানেল মুখের কাছে রেলিঙে কনুই ভর দিয়ে এবং মাঝে মাঝে থুতু ফেলে বিদেশী সাংবাদিকরা কফার ড্যাম উড়িয়ে দেবার আয়োজন লক্ষ করছিল। ড্যামের তলায় আনুভূমিক গর্তগুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে বিস্ফোরণ মিস্ত্রিরা তাদের চার্জ পাতছিল। লম্বা একজন কালোচুলো ইঞ্জিনিয়র প্রতিটি চার্জ যাচাই করে দেখছিল নিজেই। বিস্ফোরণ মিস্ত্রিরা তাদের কাজ শেষ করার পর প্রতিটি ফুটোর ভেতর ঢুকে ঢুকে দেখল। সেখান থেকে বেশ দেরি করে যখন বেরুল তখন চিমনি মিস্ত্রির মতো সারা গায়ে তার ঝুলকালি। তার বাহারে ককেসীয় কামিজটার রঙ দাঁড়াল শাদাটে বাদামী। পরিষ্কার রুমাল দিয়ে জামাটা সযত্নে ঝেড়ে ইঞ্জিনিয়র দুরস্ত জার্মান ভাষায় অতিথিদের অনুরোধ করলে বিস্ফোরণের

এলাকাটা থেকে যেন তারা সরে যায়। দ্বিতীয় বার অনুরোধের দরকার হল না: ছোট ছোট পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা এলাকাটা থেকে ত্বরিতে পিছু হটল অতিথিরা।

ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি তার শেষ নির্দেশ দিলে। হুইসিল বেজে উঠল। পকেট থেকে ঘড়ি বার করল তাবুকাশ্‌ভিলি। ঠিক বেলা একটায় বিস্ফোরণ হবার কথা। এখনো চার মিনিট বাকি আছে। ঘড়ি ঢুকিয়ে নির্মল আকাশের দিকে চাইলে সে। একটা সিগারেট ধরাল। তার ইচ্ছাকৃত ধীর, অবহেলার ভঙ্গি দেখে অনুমান করা যায় ভেতরে ভেতরে কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সে...

নেমিরোভস্কির উত্তরাধিকারী

সিগারেটের ঘন ধোঁয়ায় কমারেঙ্কোর আপিস ঘর ভরে উঠেছে। মোটা একটা ফাইল খুলল কমারেঙ্কো।

'তাহলে নাগরিক ক্রুশোনি, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে আপনি রাজী নন?'

ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনির ঈষৎ ফ্যাকাশে মুখের ওপর অধৈর্যের একটা ছায়া ভেসে গেল।

'জবাব দিতে অস্বীকার করছি না। জবাবে 'না' বলছি।'

'এক সপ্তাহ আগে আপনার ফ্ল্যাটে, এক বোতল কনিয়াক সহ ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলির সঙ্গে কথাবার্তার সময় তাবুকাশ্‌ভিলি যখন কফার ড্যাম বিস্ফোরণের ব্যাপারে তার সন্দেহ প্রকাশ করে, তখন আপনি মোটামুটি প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছিলেন যে অসফল বিস্ফোরণ এবং ক্যানেল মুখের ক্ষতির জন্যে কেউ প্রচুর টাকা দেবে। এ কথা অস্বীকার করছেন?'

'একেবারে অস্বীকার করছি।'

'তাবুকাশ্‌ভিলিকে আপনি বলেন নি যে দৈবাৎ দুর্ঘটনা হতে পারে এবং সেটা স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যাই হোক একমাত্র তাকেই জবাবদিহি করতে হবে, শুধু এক ক্ষেত্রে সেটা বিনা পয়সায়, অন্য ক্ষেত্রে সে বড়োলোক হয়ে যাবে?'

'তাবুকাশ্‌ভিলিকে অমন কোনো কথা বলি নি, বলা সম্ভব নয়।'

'আপনি অস্বীকার করবেন যে তিন দিন আগে তাবুকাশ্‌ভিলি সম্মত হবার পর আপনি আপনার ফ্ল্যাটে অজানা কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে একশ' রুবল নোটে তিরিশ হাজার রুবল তাকে দেন নি?' টেবলের দেরাজ খুলে এক তাড়া ব্যাঙ্কনোট বার করল কমারেঙ্কো, 'এই সেই তিরিশ হাজার রুবল।'

'একদম অস্বীকার করছি।'

'তার মানে এই চুক্তি সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি আমাদের যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা আপনি দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে করছেন?'

'আগাগোড়া।'

'ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি নেহাৎ আপনার দুর্নাম করছেন?'

'নিঃসন্দেহে।'

'কিন্তু কী উদ্দেশ্যে? কী বলবেন তাতে?'

'নিজের ওপর যাতে কোনো সন্দেহ না পড়ে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'ভেবে দেখুন, কোনো একটা কারণে অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে চায়, অসার্থক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে সে ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলিকে, ধরা যাক, পঞ্চাশ হাজার রুবল দিল। টাকাটায় ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলির লোভ আছে, কিন্তু দুর্ঘটনার জন্যে পাঁচ ছয় বছর কারাদণ্ড মাথায় পেতে নিতে রাজী নয়। তাই বুদ্ধিমান লোকের মতো সে ঠিক করল, বরং কম টাকা রোজগার করা যাক, কিন্তু একেবারে বিনা শাস্তিতে। যে পঞ্চাশ হাজার টাকা সে পেয়েছে তা থেকে তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে সে অগপু দপ্তরে হাজির হল, ভারি ভালোমানুষের মতো টাকাটা আপনাকে দিয়ে একজন সাধু সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়রকে টাকায় কিনে অন্তর্ঘাতে লাগানোর প্রচেষ্টায় ভয়ানক রাগ প্রকাশ করলে। বলাই বাহুল্য যে লোকটি তাকে সত্যিই টাকা দিয়েছে তার নাম সে করবে না। তার বদলে যাকে দেখতে পারে না এমন যে কোনো একটা লোকের নাম সে করে দেবে। এটা সে করতে পারে একেবারে শাস্তির কোনো ভয় না রেখে, নিজের রুচি ও খুশি মতো। পাওয়া টাকাটা অগপুতে জমা দিয়ে লোকটা স্বয়ং যদি আপনার নাম করে, তখন সেটা অপ্রমাণ করা খুবই কঠিন। এরপর ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি বিস্ফোরণ ঘটাল এবং দুর্ঘটনা ঘটল। বলাই বাহুল্য তাবুকাশ্‌ভিলিকে তখন

আর কেউ সন্দেহ করবে না। ধরা হবে ওটা নিতান্ত একটা দুর্ঘটনা নয়ত অন্য কারো কীর্তি। এক ধাক্কায় ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি বিশ হাজার রুবল রোজগার করল সেই সঙ্গে অগপুর আস্থাভাজন ষোলো আনা সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়র হিসেবে নাম কিনল, আর নির্দোষ যে লোকটার ওপর দোষ চাপাল তাকে যেতে হল হয় গুলি খেয়ে মরতে, নয়ত কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে। একেবারে নির্ভুল হিসেব।'

'তার মানে, আপনার দৃঢ় বিশ্বাস যে দুর্ঘটনা হবেই হবে?'

'প্রায়। অন্যথায় ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলির এ রকম আচরণের যুক্তিটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।'

'এক্ষুণি জেনে নিচ্ছি। একটা বেজে পাঁচ। বিস্ফোরণ হওয়ার কথা ঠিক একটায়।'

টেলিফোন টেনে নিল কমারেঙ্কো।

'... মরোজভকে দিন। মরোজভ তুমি? কমারেঙ্কো বলছি। কফার ড্যাম বিস্ফোরণের অবস্থা কী? বিস্ফোরণ হয়ে গেছে? সব নিরাপদে? ক্যানেল মুখের কোনো ক্ষতি হয় নি? এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। ধন্যবাদ। না, আর কিছু না।'

কমারেঙ্কো রিসিভার ঝুলিয়ে রাখল।

'কোনো দুর্ঘটনাই হয় নি বাপু নাগরিক ক্রুশোনি। একান্ত নিরাপদেই কফার ড্যাম উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কী বলবেন?'

'বলব যে এতে এখনো কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। শেষ মুহূর্তে হয়ত ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলির সাহসে কুলায় নি। প্রধান ক্যানেল মুখটার ক্ষতি করতে ভয় পেয়েছিল হয়ত, সেটার দায়িত্ব তো সরাসরি তার ঘাড়েই পড়বে। প্রধান ক্যানেল মুখের ক্ষতি না করেও গোটা ব্যাপারটাকে বানচাল করা যায়। আরো অনেক জিনিসই আছে যার ক্ষতি করলেও একই ফল দাঁড়াবে। সেটা বরং আরো সুবিধের, কেননা সে সব জিনিসের জন্যে ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলির ব্যক্তিগত দায়িত্ব কিছু নেই। আমার অনুমান ভুল বলে শুধু তখনই মানব যখন জল ছাড়া ও ক্যানেল ভেজনের পুরো কাজটা গুরুতর কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই সফল হবে।'

'এটা অনেক হুঁশিয়ারের মতো কথা। কিন্তু কারো ওপর দোষ চাপাবার সময় ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি ঠিক আপনাকেই পছন্দ করল কেন? আপনাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া ছিল কি?'

'উহুঁ।' ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলিকে আমি আদপেই চিনি খুব কম। আমি যন্ত্র-কারখানায় কাজ করি, সেখানে তার সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে হয়েছে কদাচিৎ। তবে এরকম ক্ষেত্রে যার সঙ্গে ব্যক্তিগত ঝগড়া আছে তাকে বধ্য হিসাবে বাছা সবচেয়ে বোকামির কাজ। তদন্তের সময় সেটা বেরিয়ে যাবে, অযথা সন্দেহের উদ্রেক ঘটবে। ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি একটা সর্বজনগৃহীত নীতিই এক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে: তার ওপর দোষ চাপাও যার বদনাম আছে। এইটেই সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্ভুল পদ্ধতি।'

'কেন ভাবছেন আপনার বদনাম আছে? প্রাথমিক জেরার সময় আপনি তো ঘোষণা করেছিলেন যে কখনো আপনি মামলায় পড়েন নি, কোনো শাস্তি পেতে হয় নি।'

'সেটা ঠিক কথাই বলেছিলাম। ব্যাপারটা তো মাত্র অতীত নিয়ে নয় — সেটার যথার্থতা সহজেই যাচাই করা যায়, — এখানে আমায় যে কাজ দেওয়া হয় ব্যাপারটা তাই নিয়ে। আপনি জানেন যে আমি যন্ত্র-কারখানার কর্তা, আর আপনি ভালোই জানেন যে আমি এ পদে আসার আগে ঠিক এখানেই একগুচ্ছ কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ঘাতকতার ব্যাপার ধরা পড়ে। আমার ঠিক আগের ইঞ্জিনিয়র নেমিরোভস্কিকে অন্তর্ঘাতকতার জন্যে আদালতে সোপর্দ করা হয়। স্বভাবতই যন্ত্র-কারখানায় সমস্ত কাজের ওপর যে অবিশ্বাস ঘনিয়েছিল সেটা আমার নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় নি। বিশেষ করে হালে, অনুপযোগী মাল দিয়ে এক রাত্রের মধ্যেই তিনটে হাইড্রোমনিটর বানাতে অস্বীকার করার পর কমরেড মরোজভ আমার প্রতি যে মনোভাব নিয়েছেন তা একেবারেই অসহ্য। আমি যে পদত্যাগ করি নি সেটা শুধু এই জন্যে যে নির্মাণকাজ শেষ হবার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ছেড়ে চলে যাওয়ার মানে হয় না। ইদানীং মরোজভ আমার ওপর ইঞ্জিনিয়র কির্শকে চাপিয়েছেন, আমার প্রতিটি কাজের ওপর তিনি খবরদারি করছেন। তাই আমার হাল জানা থাকায় ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্‌ভিলি ঠিক আমাকেই তার লক্ষ্যবস্তু করবে। ও ঠিকই ধরেছিল যে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ অন্যান্যদের

চেয়ে আমার গায়েই বেশি লাগবে এবং আমার চারিপাশে যে আবহাওয়া গড়ে উঠেছে, তাতে আত্মরক্ষার উপায় আমার থাকবে না...'

কমারেঙ্কো চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল ক্রুশোনিকে। সিগারেট ধরিয়ে সে বললে:

'মন দিয়ে এতক্ষণ আপনার কথা শুনলাম। রীতিমতো সাহিত্যিক প্রতিভা আছে আপনার। ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখলে পারতেন... এবার মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন, বেশ মন দিয়ে। আপনার মানিব্যাগ বার করুন। খুলুন। গুণুন তো কত টাকা আছে। গুণেছেন? কত?'

'তিনশ' সাতচল্লিশ রুবল।'

'তিনটে একশ' রুবল নোট?'

'হ্যাঁ।'

'ও তিনটে নোট রাখুন, এবার সামনের পিঠটায় বাঁ দিকের কোণে নিচুতে মন দিয়ে লক্ষ করুন তো। কী দেখছেন?'

'পেনসিলের কী একটা দাগ।'

'**ক** অক্ষর, তাই না?'

'হ্যাঁ, **ক** বলেই মনে হচ্ছে,' ফ্যাকাশে হয়ে সায় দিলে ক্রুশোনি।

'অন্য দুটো নোটও দেখুন, ওই একই জায়গায়। সেখানেও **ক** লেখা তো? চুপ করে গেলেন যে? পেয়েছেন? আর এই নোটের গোছাটা আপনি ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশভিলিকে দিয়েছিলেন। দেখতেই পাচ্ছেন সবকটার কোণে **ক** লেখা। আমার উপাধি কমারেঙ্কো। আমি ওগুলোয় দাগ দিয়ে রেখেছিলাম। অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন যে? শরীর খারাপ করছে? এই নিন জল। খেয়ে নিন। একগ্লাস জল খেয়ে নিন, ভালো বোধ করবেন। সুস্থ লাগছে তো? এবার একটু কাছে এসে বসুন। আগাগোড়া সব খুলে বলুন তো। আপনি বুদ্ধিমান লোক, নিজেই বুঝতে পারছেন, এ অবস্থায় সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হবে সবকিছু আমাদের খুলে বলা। সোজাসুজি — সাহিত্য না করে। তাহলে, ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্ভিলিকে দেবার জন্যে টাকাটা কে আপনাকে দিয়েছিল?'

দুর্ঘটনা

সগর্জন সাতটা জলপ্রপাতে জল নামল ক্যানেল মুখে। ভাখ্‌শ নদীর বাঁ অঙ্গে যেন কেউ শূল ফুটিয়েছে, ঘোলা ঘোলা রক্ত তা থেকে বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে প্রস্তুত এক পাত্রে। তার পাথুরে তলদেশের ওপর বিজড়িত তরঙ্গে আছড়ে পড়তে লাগল স্তূপাকৃতি জল। সমভূমির রোদ-পোড়া পিঠের ওপর কালচে বাদামী এক শিরার মতো ধীরে ধীরে ফুলে উঠল ক্যানেল।

মরোজভ, উর্তাবায়েভ, কির্শ এবং ক্লার্ক অভ্যাগতদের কথা ভুলে উত্তেজনায় তাকিয়ে দেখছিল নিচে। প্রত্যেকেই এদের কতবার একের পর এক অসাফল্যের সুকঠিন দিনগুলোয় ঠিক এইখানে দাঁড়িয়েই আজকের এই চিরসুদূর চির অনায়ত্ত মুহূর্তটার কল্পনা করতে চেয়েছিল। অথচ আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপুল এক উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকেই কেমন যেন একটা মোহভঙ্গের সুর টের পেল। তাদের চোখের সামনে আজ যেটা উন্মোচিত হচ্ছে, সেটা সত্যিই বিরাট সন্দেহ নেই, তাহলেও কেমন যেন মামুলী। ক্যানেল দিয়ে জল ছুটছে এমন ভাবে যেন তাই ছোটার কথা, তাই ছুটে এসেছে চিরকাল। এমন কি এই যে লোকগুলো নিজেরাই ক্যানেল পেতেছে, তাদের কাছেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না যে মাত্র দু'সপ্তাহ আগেও এই ঘোলা হলুদ জলস্রোতের প্রতি কিউবিক মিটার জায়গা শত শত লোকের সংগঠিত প্রচেষ্টায় হাতে করে আঁচড়ে তুলতে হয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল অসাধারণ অসম্ভব কিছু একটা ঘটুক: নবজন্ম পাওয়া নদীর স্পর্শমাত্রই এই ন্যাড়া বিশুষ্ক মাটি বিস্মিত লোকেদের চোখের সামনেই শস্যে তরুতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠুক, নিদেন পক্ষে শোচনীয় দর্শন কিছু ঘাসই নয় মাথা তুলুক। মাটি কিন্তু তৃষার্ত ঢোকে ঢোকে পান করেই চলল জল, নীরব হয়ে রইল অভিমানীর মতো।

প্রাণভরে দেখার পর অভ্যাগতরা প্রস্তাব দিলে আরো এগুনো যাক। সবাই বাঁধ থেকে নেমে গাড়িতে উঠল। ৪৬ নং পিকেটের কাছে ক্যানেল জংসনের কাছে মরোজভ যখন গাড়ি থেকে নামছে, এমন সময় ধূলিধূসর গালৎসেভ এসে একটি কথা না বলে দলামোচড়া একটা কাগজ গুঁজে দিলে তার হাতে। একজন বৃদ্ধ বেলজিয়ন অধ্যাপককে গাড়ি থেকে নামায় সাহায্য করার ফাঁকেই মরোজভ চকিতে তাকাল চিটটার দিকে। প্রথম বাক্যটা চোখে পড়তেই চুল

আটকাতে চাইল, নিচু থেকে গাদা গাদা মাটি চাপালে তার ওপর। বেলচার হাতলের সঙ্গে এঁটে রইল তার ছড়ে যাওয়া রক্তাক্ত হাত। পায়ের নিচে মাটি দপদপ করছে যেন ফুলে ওঠা একটা শিরা। পা দিয়ে তাকে থেঁতলাতে চাইল সে। এমন সময় জোর করে কে তাকে সরিয়ে নিয়ে এল। যে মাটিটা এতক্ষণ চাপছিল মরোজভ তা ফেপে উঠে ছিটকে গেল একটা বোতলের ছিপির মতো। হুড় হুড় করে জল পড়তে লাগল নিচে।

'যাও—লোক ডাকো সাহায্যের জন্যে! লোক ডাকো! ডাইক ভেসে যাচ্ছে!' জলের গর্জন ছাপিয়ে স্রোতের অপর পার থেকে হাঁকল ক্লিমেন্তি।

যে দিক থেকে লোকজনের হাঁক শোনা যাচ্ছিল, বেলচা ফেলে সে দিকে ছুটল মরোজভ। দুশ' পা দূরে এক তাল জগাখিচুড়ি ছায়া। সেখানে একটা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তাজিক ভাষায় কী যেন চিৎকার করছে উর্তাবায়েভ। মরোজভ ভিড় ঠেলে এগিয়ে উর্তাবায়েভের হাতে ঝাঁকুনি দিলে।

'লোক চাই আমাদের, লোক চাই। ডাইক ভেসে যাচ্ছে!'

উর্তাবায়েভ তাকে ধরে টেনে আনল।

'কত জন? একশ'? দুশ'? নাও না! যৌথখামারীরা এসেছে, 'লাল অক্টোবর', 'লাল হলধর'। এখনো মরি নি আমরা মরোজভ! আরো আসছে! নিয়ে যাও সবাইকেই!'

'শোনো উর্তাবায়েভ, ক্যানেল দিয়ে আবার জল আসছে। জল আসছে! ক্যানেল মুখে টেলিফোন করো!'

'টেলিফোন কাজ করছে না।'

'কাউকে পাঠানো দরকার।'

'ক্লার্ক গেছে। প্রায় এক ঘণ্টা আগে। সামান্য কী একটা গড়বড় হয়েছে ওখানে, একটা স্লুইস গেটে। ভাবনা নেই, ঠিক হয়ে যাবে।'

মরোজভ চলে যাবার ঘণ্টা দুয়েক পরে অতিথিরা যখন সবাই বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন মুরি টেলিফোন করে গাড়ি ডাকিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসল, হুকুম দিলে কাতা-তাগে যেতে।

কিন্তু কাতা-তাগ পর্যন্ত না গিয়ে সে কেন জানি মোটর ফিরিয়ে জেটির পথ ধরতে বললে। গাড়ি চলল জোরে। অচিরেই ডান দিকে তৃতীয় সেকশনের আলো ঝিকমিক করে উঠল। মোড়ে এসে ড্রাইভার বাঁক নিল ডাইনে।

'কলোনিতে কেন?' স্টিয়ারিং চেপে ধরল মুরি, 'বললাম যে জেটিতে।'

ড্রাইভার চোখ দিয়ে ডায়াল দেখিয়ে বললে:

'তেল নেই! কলোনি থেকে নেব।'

মুরি হাত সরিয়ে আনল। গতি বাড়িয়ে গাড়ি ছুটে চলল। পেট্রল স্টেশন পেরিয়ে কলোনির ভেতরে ঢুকে গেল গাড়ি, বাঁক নিলে বাঁয়ে।

'পেট্রল যে ওখানে, ফেলে এলাম!' ফেলে আসা পেট্রল স্টেশনের দিকে দেখাল মুরি।

ড্রাইভার নেতিবাচক মাথা নাড়ল। জোরে ডাইনে বাঁক নিল গাড়ি।

'করছেন-টা কী?' স্টিয়ারিং চেপে ধরল মুরি।

কী একটা ঘেরা আঙিনায় এসে পড়ল তারা। ড্রাইভার মুরির হাত ছাড়িয়ে গেট পেরিয়ে আচমকা থেমে গেল আঙিনার মাঝখানে।

সবুজ টুপি-পরা সৈন্যেরা ঘেরাও করল গাড়িকে।

'এর মানে?' আসন থেকে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে মুরি।

হামলা

জোর কদমে ঘোড়া ছুটছিল। কাপড় ছেঁড়ার মতো শব্দে কেটে কেটে যাচ্ছে সামনের বাতাস। কমসোমল পেট্রল প্রধান সেকশনের আলোগুলোর কাছে এসে পড়েছে। লাগাম টেনে গতি কমাল নাসিরুদ্দিনভ। হেড লাইটের লম্বা ঝাঁটায় ছায়াগুলোকে ঝেঁটিয়ে ফেলে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছিল একটা মোটরগাড়ি।

'দাঁড়াও। কে যায়?'

গাড়ি ব্রেক কষল। তিনটে রিভলবারের নল উঁচিয়ে এল কমসোমলীদের দিকে।

'আরে, কমরেড ক্লার্ক নাকি?'

রিভলবারগুলো শান্তিতে আশ্রয় নিলে পকেটে।

'ধুঃ শালা! আমরা ভেবেছিলাম বাসমাচ,' হেসে উঠল ড্রাইভার, 'একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভাবছিলাম, ব্রেক কষব নাকি কষব না।'

'তোমরা চললে কোথায়?'

'ক্যানেল মুখে।'

'কমরেড ক্লার্ক?'

'হ্যাঁ, কেন, কিছু অশান্তি হয়েছে এখানে?'

'ঠিক শান্ত বলা যায় না,' ঘোড়া থেকে ঝুঁকে বললে নাসিরুদ্দিনভ। জন চল্লিশেক লোকের একটা দল দ্বিতীয় সেকশন থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে ভেঙে ঢুকেছে। যদি ডান দিকে না ফেরে, তাহলে সোজা পথে ভাখ্‌শে পৌঁছবে তারা। কুর্গানকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া দরকার, ক্যানেল মুখে পাহারা বাড়ানো উচিত... কিন্তু আপনি ক্যানেল মুখে যাচ্ছেন যে?'

'গালৎসেভ বলছে, জল বন্ধ করার সময় ৫ নং স্লুইস গেটে কী একটা গড়বড় হয়েছে। দেখতে যাচ্ছি। কাতা-তাগের ডাইক মেরামত হওয়া মাত্র জল খুলতে হবে।'

গাড়ি এগিয়ে গেল। তিন সওয়ারী চলল পিছু পিছু।

কলোনিটা মনে হল যেন মরা। ফাঁকা চকের ওপর টিমটিম করছে শুধু একটি বাতি। শূন্য ব্যারাকগুলোয় আশ্রয় নিয়েছে রাত।

'লোকেরা সব গেল কোথায়?' চারিদিকে চেয়ে অবাক হল নাসিরুদ্দিনভ।

উরুনভ চাবুক কষলে ঘোড়ায়।

'ক্যানেল উদ্বোধনের আগেই কিছু কিছু মজুর চলে গিয়েছে। ছোটো একটা প্রহরী দল ছাড়া বিশেষ কেউ আর নেই।'

দ্বিতীয় ফোরম্যানের দপ্তরে গেল তারা। নাসিরুদ্দিনভ নেমে গেল। বলল:

'তোমরা গিয়ে প্রহরীদের হুঁশিয়ার করে দাও গে। পাহারা বসিয়ে রাইফেল বাগিয়ে থাকুক। আমি টেলিফোন করে কুর্গানকে খবর দিচ্ছি।'

আলো জ্বালিয়ে কয়েকবার সে টেলিফোন করার চেষ্টা করল। টেলিফোন কেন্দ্র থেকে কোনো সাড়া মিলল না।

'ধুত্তোরি তোর টেলিফোন! যখন দরকার তখন কিছুই সাড়া দেবে না!'

আরো কয়েকবার চেষ্টা করে দেখল সে। নিষ্ফল।

'অচল হয়ে গেল নাকি?'

কিছু দূরে গুলির শব্দ ভেসে এল জানলা দিয়ে। একটা গুলি, দুটো গুলি, আরো দুটো। ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল নাসিরুদ্দিনভ। দপ্তরের সামনে কমসোমলীদের দেখা গেল না। রাইফেল বাগিয়ে সে ঘোড়া হাঁকাল সেই দিকে, যেখান থেকে টিনের চালের ওপর বৃষ্টির মতো চড়বড় করে

চলেছে গুলির শব্দ। গলি থেকে ছুটে বেরল জুলেইনভের ঘোড়া, তার পেছু পেছু অচেনা এক সওয়ারী—মাথায় টুপি নেই, তরোয়ালের নিখুঁত ঘায়ে মুখটা তার কেটে গেছে তরমুজের মতো। তার পেছু পেছু চিৎকার করে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছে একদল জিগিৎ। পর পর দুটো গুলি শিস দিয়ে চলে গেল নাসিরুদ্দিনভের পাশ দিয়ে। পায়ের ওপর খাড়া হয়ে পিছিয়ে গেল ঘোড়াটা, নাসিরুদ্দিনভ তার খালি হাতটা দিয়ে লাগাম চেপে ধরল, কিন্তু ঘোড়াকে সামলাতে পারল না। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘাড় বাঁকিয়ে ছুট লাগাল ঘোড়া। পেছনে প্রতিধ্বনির মতো খুরের শব্দ উঠছিল। তার হাঁটু ঘষটে পাশ দিয়ে ছুটে গেল উরুনভ, জুলেইনভকে সে তুলে নিয়েছে তার জিনের ওপর।

'কুর্গানে চল, কুর্গানে!' ছুটতে ছুটতেই হাঁক দিলে উরুনভ, 'টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে!'

ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে বশে আনল করিম, গতি কিছুটা কমাল। কলোনি থেকে তখনো হল্লা আর ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছিল, কিন্তু গুলি আর চলছিল না।

নাসিরুদ্দিনভ তার সচকিত ভাবনাগুলো গোছাবার চেষ্টা করল:

'প্রহরীদের নিশ্চয় কচুকাটা করেছে, নইলে গুলির শব্দ শোনা যেত। তাছাড়া পাহারাই বা কজন? এখানে আক্রমণ হবে কেউ ভাবে নি। ধুঃ শালা! যদি মিনিট দশেক আগেও আসতে পারা যেত! ওদের ঘোড়াগুলো দেখছি আমাদের চেয়ে ভালো। এখন কুর্গানে ছুটে গিয়ে বাহিনী নিয়ে আসা দরকার। ক্যানেল মুখে আর কে এখন পড়ে রইল? ওহ, ক্লার্ক! সর্বনাশ!'

যন্ত্রের মতো ঘোড়া থামাল নাসিরুদ্দিনভ।

'কিন্তু আমার তাতে কী? আমায় কি ওর মাসিগিরি করতে হবে? কেন যে মরতে এল এখানে? অতিথিদের সঙ্গে থাকলেই পারত... কিন্তু না, মেরে ফেলবে ওকে...'

'না, ফিরে যাওয়াই দরকার, নইলে হারামির কাজ হবে,' চেঁচিয়ে বলল সে, হয়ত নিজেকে শুনিয়ে, হয়ত বা ঘোড়াকে।

ঘোড়া ফিরিয়ে ধীরে ধীরে এগুল সে কলোনির দিকে। ঘোড়াটা যাচ্ছিল অনিচ্ছায়। হিল দিয়ে জোরে গুঁতো মারল সে। ভেতরে ভেতরে কী যেন

একটা কণ্ঠস্বর উত্তাল চিৎকার তুলেছে, যেয়ো না, যেয়ো না, কিন্তু করিম জানত, না যেয়ে সে পারবে না।

যন্ত্র-কারখানার কাছে এসে সে ঘোড়া থেকে নামল। বেড়ায় ঘোড়াটাকে বেঁধে দেয়াল বরাবর এগুতে লাগল পায়ে হেঁটে। হঠাৎ একটা মোটরের গর্জন এবং নতুন এক ঝাঁক গুলির শব্দ কানে এল তার। হেড লাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধকার থেকে টেনে আনল তাকে। ক্লার্কের মোটরগাড়ি প্রায় তাকে ঘষটে মোড়ে প্রচণ্ড বাঁক নিয়ে ছুটল স্তেপের দিকে। দেয়াল ঘেঁসে রইল করিম। হঠাৎ বন্দুকের কুঁদোর এক প্রচণ্ড আঘাতে ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ল সে। ঝাপটে ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। মুচড়ে ধরা হাতের যন্ত্রণায় সে ছটফট করে উঠল, টের পেল ঠোঁটের কাছে রিভলবারের ঠাণ্ডা নল, চোখ বন্ধ করলে সে। কিন্তু গুলি হল না।

'এ যে মুসলমান,' তার কানের ওপর তাজিক ভাষায় কে যেন বললে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, মেরো না। কী ভাবে জল খুলতে হবে ও দেখিয়ে দেবে।'

পেছনে বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো দিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল ব্যারাক পেরিয়ে। নাসিরুদ্দিনভ টের পেল, ক্যানেল মুখের দিকে চলেছে ওরা।

ক্যানেল মুখের কাছে জটলা করছে দাড়িওয়ালা জনকুড়ি সশস্ত্র জিগিৎ, মাথায় আফগানী পাগড়ি। ধুসর ইশানী আলখাল্লা-পরা একচোখো একটা লোক এগিয়ে এল তার কাছে।

'উজবেক? তাজিক?'

'তাজিক,' বললে নাসিরুদ্দিনভ। প্রথম দৃষ্টিতেই খোজিয়ারভকে সে চিনতে পেরেছিল।

'জল ছাড়ার চাবি কোথায়?' তাজিক ভাষায় জিজ্ঞেস করলে ইশান।

নাসিরুদ্দিনভ নীরবে চেয়ে রইল তার দিকে।

'প্রশ্নের জবাব দে, কুত্তার বাচ্চা কোথাকার! গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব, তখন বলবি। চাবি কোথায়?'

'জানি না।'

'বটে!..' আশেপাশে চাইলে ইশান।

পাঁচ জোড়া হাত এগিয়ে গিয়ে নাসিরুদ্দিনভের কামিজ ছিঁড়ে নিলে।

'দোমোল্লা ইশান,' জোয়ান এক জিগিৎ এগিয়ে এল একচোখোর কাছে, 'চাবির কী দরকার? বন্দুকের কুঁদোর বাড়িতে তালা ভাঙলেই হল।'

সভয়ে ফিরে তাকাল নাসিরুদ্দিনভ। অপারেটিভ ব্রিজের ওপর কণ্ট্রোল হুইলের কাছে জন কয়েক জিগিৎ তরোয়ালের হাতল দিয়ে ঘা মারছে তালায়।

'তালা ভাঙতে পারলে যে কোনো হাঁদাই স্লুইস গেট তুলে দিতে পারবে। তখন আধ-ঘণ্টার মধ্যে ক্যানেলে জল গিয়ে গোটা কাতা-তাগ ডুবে যাবে,' ভেবে বুক হিম হয়ে গেল নাসিরুদ্দিনভের।

'ইস্পাতের তালা, যা না ভেঙে দ্যাখ গে,' রেগে গড়গড় করলে ইশান, 'কই হে, কে ওখানে, ওর পিঠে এক পোঁচ দাও তো।'

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল নাসিরুদ্দিনভ। ঘাড়ের কাছে একটা ছোরার ফলা বিঁধে সোজা নেমে গেল নিচে।

'কোথায় চাবি?'

'সর্দার,' কষ্টে দাঁত ফাঁক করে বললে নাসিরুদ্দিনভ, 'খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তালা ভাঙা যাবে না। ও হুইল ঘুরিয়ে স্লুইস গেট উঠবে না। ও যন্ত্রগুলোয় শুধু জল বন্ধ হয়। জল খোলার অন্য কলকব্জা আছে — ওই দিকে, নিচে।'

'কোথায় নিচে?' অবিশ্বাসের চোখে তাকাল কাণা।

'ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে তারপর নামতে হবে। আমার হাত খুলে দিলে আমি দেখাতে পারি।'

'বেশ চল!'

ব্রিজের ওপর উঠল নাসিরুদ্দিনভ। হাঁটছিল সে আস্তে আস্তে, খোঁড়াবার ভান করে, পা যেন টানতে পারছে না। ভালোই সে জানত যে নিচে কোনো রকম কলকব্জা নেই। বড়ো জোর পাঁচ কি দশ মিনিট দেরি করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মনে মনে সে আশা করছিল যেতে যেতে লাগসই কোনো একটা ফন্দি হয়ত মাথায় খেলবে, কিন্তু ভেবে উঠতে পারল না। গিয়ে নিচে খোঁজাখুঁজি করতে করতে দশ মিনিট। তারপর তালা ভাঙতে শুরু করবে — আরো দশ মিনিট। তালা যদি ভাঙতে পারে, স্লুইস গেট তুলতে বিশ পঁচিশ মিনিট, তার মধ্যে হয়ত বা কুর্গান থেকে বাহিনী এসে পেঁছে যাবে।

নিচে বাঁ হাত বরাবর কলকল করছে ভাখ্‌শ।

'দাঁড়িওয়ালাটাকে ধাক্কা দিয়ে যদি নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে চড়ায় গিয়ে ওঠা যায়। সাঁতরাতে পারি ভালোই। কতবার পারাপার করেছি। গুলি করবে। কিন্তু অন্ধকার, ফসকে যাবে... কিন্তু তাহলে সোজা গিয়ে তালা ভাঙতে শুরু করবে। উঁহুঁ, তা চলবে না! যে করেই হোক, তালা থেকে এদের সরিয়ে রাখতে হবে। যেখানে হোক নিয়ে যেতে হবে... আরেকটু আস্তে হাঁটি...'

'কি ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? দাঁড়া হাঁটাচ্ছি তোকে!'

আবার ছোরার ফলা ঠেকল পিঠে।

'তাড়াতাড়ি পারছি না, পা টাটাচ্ছে, ছোরা চালাবে, একেবারেই বসে পড়ব, কোথাও আর যাব না।'

'ওকে বগলদাবা করে নাও!'

মাথার ওপর ঝিকমিক করছে তারা। অদূরে ভাখ্‌শের ওপারে মোটরের হর্ন শোনা গেল, মস্ত এক পোকার মতো ঢালু বেয়ে চলছে গাড়িটা, হেড লাইটের শুঁড় দোলাচ্ছে।

'এই হয়ত আমার শেষ হাঁটা... গাড়িটায় যারা যাচ্ছে তারা ঘণ্টাখানেক পর কুর্গানে পেঁছবে। ওখান থেকে এখানকার আলোটা ওরা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে। অথচ জানে না যে এই আলোর তলে এখুনি খুন হবে একটা লোক। চ্যাঁচাব? ভাখ্‌শ পেরিয়ে গলার স্বর কি আর পেঁছবে! শুনতেই পাবে না... ব্রিজ শেষ হয়ে এল। এবার নিচে...'

'এদিকে, আমায় এগুতে দাও।'

'কলকব্জা তোর কোথায়?'

'আরো নিচে।'

'কোথায়, তামাসা করছে, আর হাঁদার মতো আমরা চলছি।'

'কোথায় কলকব্জা?'

নিচে একেবারে স্লুইস গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ও। আর কোথাও যাবার নেই। স্লুইস গেটটার দিকে দেখাল নাসিরুদ্দিনভ।

'এইটে। এবার তুলতে হবে।'

'তুলব কী করে?'

'হাত দিয়ে।'

'কী পেয়েছিস তুই, ইয়ার্কি মারছিস?'

সাঁড়াশির মতো একটা মুঠো চেপে ধরল নাসিরুদ্দিনভের কান। মাথার খুলি পর্যন্ত চড়াৎ করে উঠল তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়। কী একটা তপ্ত তরল পদার্থ গড়াতে লাগল তার গাল বেয়ে।

'ও কানটাও একই সঙ্গে কেটে দে!'

ব্রিজের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে আসা হল ওকে। কিছুই তখন আর সে দেখছিল না। চোখের সামনে পাক দিচ্ছে শুধু বড়ো বড়ো লাল চক্কর।

'ইশান, ইশান, আরেকটা লোককে পেয়েছি! সে জানে!'

চোখ মেলল নাসিরুদ্দিনভ। কাছে, একেবারে কাছেই সে দেখল একটা লোককে ধরে আছে দুজন জিগিৎ। নাক নেই লোকটার, থ্যাঁতলানো মুখ থেকে বেরিয়ে আছে শুধু একটি মাত্র দাঁত। মাথা ভরা তুলোর রোঁয়া।

'চাবি আছে দপ্তরে। নিয়ে চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি,' দন্তহীন রক্তাক্ত মুখে ফিস ফিস করল লোকটা।

'গালৎসেভ!' ভাঙা গলায় ডাকল নাসিরুদ্দিনভ, 'গালৎসেভ, খবরদার!'

গালৎসেভ তার শাদা রোঁয়া-ঘেরা নির্যাতিত লালচে চোখ দুটো তুললে করিমের দিকে।

'পারছি না...' আর পারছি না...'

ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল তাকে।

'চল, দেখাবি!'

'গালৎসেভ, গালৎসেভ!' চিৎকার করল নাসিরুদ্দিনভ, ঘন চ্যাটচেটে কী একটা জিনিসে গলা তার বুজে এল। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে ঠাণ্ডা কংক্রিটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে, পড়েই রইল।

দু'হাত আড়াআড়ি মুড়ে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রইল ইশান। জিগিৎদের শত চেষ্টাতেও, ছোরা কি রাইফেলের কুঁদোয় তালা ভাঙল না।

দশ মিনিট পরে জিগিৎ দুজন ফিরল গালৎসেভকে ধরে ঠেলতে ঠেলতে। একজনের হাতে ঝনঝন করছে চাবির গোছা। প্রথম কণ্ট্রোল হুইলের কাছে জিগিৎরা গালৎসেভকে ফেলে দিয়ে তালা খুলতে লাগল।

মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে গালৎসেভ উন্মাদ চোখ মেলে নিচু থেকে

দেখতে লাগল তাদের। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল, গোল মতো কঠিন কী একটা জিনিসে হাত ঠেকল তার। নাসিরুদ্দিনভের মুণ্ডু, একেবারে গোল বীভৎস এক মুণ্ডু, নাক কান সবই কাটা। চমকে হাত সরিয়ে নিল সে। জিগিৎ তখনো চাবি নিয়ে ব্যস্ত, সঠিক চাবিটা তখনো খুঁজে পায় নি।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল গালৎসেভ।

'তুমি পারবে না, আমায় দাও খুলে দিচ্ছি,' ভাঙা গলায় বলে সে হাত বাড়াল চাবির জন্য।

কমারেঙ্কোর গ্রন্থি মোচন

কমারেঙ্কোর দপ্তরে খটখট করছে টাইপরাইটার। সীমান্তরক্ষীর উর্দি-পরা একটি ছোকরা, মুখময় ব্রণ, সযত্নে কাগজের ওপর ক্ষয়ে আসা হরফের ছাপ মেরে যাচ্ছে। ভোর হয়ে আসছে জানলার ওপাশে।

ফাইল থেকে কতকগুলো লেখাভরা কাগজ বার করলে কমারেঙ্কো, দেরাজ বন্ধ করে কাগজগুলোকে মেলে ধরে ফের শুরু করলে তার পায়চারি।

'হল? কাগজ তৈরি রাখুন, পরে যেন থামতে না হয়। সকাল সাতটার মধ্যে এ নোট তৈরি করে পাঠাতে হবে। কোথায় থেমে ছিলাম আমরা? হাঁ, হাঁ, ফ্যালাঙ্গের ব্যাপারটায়। শেষ লাইনটা আরেকবার পড়ুন তো।'

'প্রথমত, পয়লা মে তারিখে যে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে হুমকি কার্যকরী করতে গিয়ে তাদের প্রাণনাশের কোনো চেষ্টা হয় নি, শুধু দুজনের কাছেই ফ্যালাঙ্গ-ভরা দেশলাই বাক্স পাঠানো হয়, এতে আমি স্থিরনিশ্চয় হই যে, অনামা চিঠির লেখকের উদ্দেশ্য খুনজখম নয়, স্রেফ বিদেশীদের ভয় পাইয়ে নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে তাড়ানো...'

'তাহলে লিখে যান:

'দ্বিতীয়ত, এ ঘটনায় আমি নিঃসন্দেহ হই যে অনামা চিঠির লেখক তাজিক নয়, নিশ্চিতই ইউরোপীয়। শত্রুকে তাড়াতে হলে কোনো তাজিকই

এমন বিজাতীয়, মেকি-দেশীয় পদ্ধতি নিত না। এখানকার লোকেদের কাছে বিপজ্জনক কীট হিসাবে ফ্যালাঙ্গের আদৌ কোনো প্রসিদ্ধি নেই। সাধারণ বিছেকেই বরং তাজিকেরা বেশি ভয় পায়, তার কামড় অনেক বেশি মারাত্মক। ফ্যালাঙ্গের কামড়ে লোক মরে এ কিংবদন্তী ইউরোপীয়দেরই বানানো। তার কারণ সম্ভবত এই যে galeodes arancoides-এর যে পরিচয় শুধু রুশী নয়, বিদেশী বিশ্বকোষেও দেওয়া আছে তাতে ফ্যালাঙ্গ বিষাক্ত কিনা এ প্রশ্ন খোলা রাখা আছে। কিন্তু ঘটনা হল এই যে, স্থানীয় অধিবাসীরা তা না ভাবলেও এখানে যারা আসে, রুশী অরুশী এমন সমস্ত ইউরোপীয়ই মনে করে ফ্যালাঙ্গ বিষাক্ত কীট, তুর্কমেনিস্তানের কারাকুর্তের মতো। মধ্য এশিয়া সম্পর্কে তাদের সীমাবদ্ধ ধারণায় তাজিকিস্তানের অব্যর্থ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাঘের মতোই ফ্যালাঙ্গও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আমেরিকানদের যে লোক ফ্যালাঙ্গ-ভরা দেশলাই বাক্স পাঠায় সে নিঃসন্দেহেই ইউরোপীয়, তদুপরি যথেষ্ট সংস্কৃতিবান, ভালো মনস্তাত্ত্বিক, চমৎকার জানে ঠিক কোন বিভীষিকায় বিশ্বাসপ্রবণ নবাগতকে সহজে ভয় দেখানো যায়।

আতস কাচে দুটি ফ্যালাঙ্গকে পরীক্ষা করে বেশ একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়ল: একটা ফ্যালাঙ্গ স্পষ্টতই অল্প আগে থ্যাঁৎলানো, অন্যটি কিন্তু ইতিমধ্যেই শুকিয়ে এসেছে। আমেরিকানদের বক্তব্য অনুসারে দুটি ফ্যালাঙ্গকেই তারা মেরেছে মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে। কিছুটা বিচিত্র এই অনুমানই করতে হয় যে একজন আমেরিকান যে ফ্যালাঙ্গটি মেরেছে সেটি আগেই মরা। পশুবিদ্যার বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় এবং ভুল করার সম্ভাবনা থাকায় আমি বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাছের এক রাষ্ট্রীয় খামারে একজন প্রকৃতিবিদকে ডেকে পাঠায়, ইনি পুরোপুরি আমার পর্যবেক্ষণ সমর্থন করেন। ক্লার্কের ঘরের ফ্যালাঙ্গটিকে যেহেতু তার দোভাষী কমসোমলী পলোজভা তার নিজের হাতে মারে, অথচ মুরির ঘরের ফ্যালাঙ্গটিকে সে দেখে আগেই মারা, তাই অনুমান করতে হল ইঞ্জিনিয়র মুরি আগেই মারা একটি ফ্যালাঙ্গকে মারে। স্পষ্টতই, ফ্যালাঙ্গের কামড় একেবারেই নির্বিষ বলে পুরো নিঃসন্দেহ না হয়ে সে ঝুঁকি নিতে চায় নি।

এর ফলে আমার সন্দেহ হল যে এই সব চালের চালক আর কেউ নয়,

স্বয়ং ইঞ্জিনিয়র মুরি, জ্যান্ত ফ্যালাঙ্গটা সে তার সহযোগী ক্লার্ককে পাঠিয়ে নিজের ঘরে একটি প্রহসন অভিনয় করে, যাতে তার ওপর কোনো সন্দেহ না পড়ে। তদন্তে আমি জানতে পারলাম যে ঐ দিন মুরি সত্যিই সকালে ক্লার্কের ঘরে গিয়েছিল, অলক্ষ্যে টেবলের ওপর সে দেশলাই বাক্স রেখে আসতে পারে। ঘটনা পরম্পরা যাচাই করে আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে স্পষ্টতই ক্লার্ক ও বার্কারের ঘরে হুমকি দেওয়া যে চিটগুলো পাওয়া যায়, তা ঠিক এই পদ্ধতিতেই সেখানে পোঁছয়।

এ থেকে একটি সিদ্ধান্তই সম্ভব: ইঞ্জিনিয়র মুরি কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে যে করেই হোক নির্মাণ ক্ষেত্রে তার দুজন মার্কিন সহযোগীর উপস্থিতি থেকে রেহাই পেতে চায়। বার্কারের ক্ষেত্রে সে সহজেই সফল হয়, কিন্তু ক্লার্কের ক্ষেত্রে পারে না।

মুরির ওপর আমি কড়া নজর বসাই, কিন্তু ঘন ঘন ঘোড়ায় চেপে মাঝে মাঝে বেশ রাত পর্যন্ত শিকারে যাওয়া ছাড়া সন্দেহজনক আর কিছু পাওয়া গেল না। ইঞ্জিনিয়র মুরির কাজকর্মে আরো নজর দেবার উপলক্ষ ঘটে উর্তাবায়েভের সোরগোল তোলা ব্যাপারটায়। সবাই জানে, উর্তাবায়েভের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই আসে যে বুসিরাস ফার্মের প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়র বার্কারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে নাকি নিজের খুশিমতো গোটা দশেক এক্সকেভেটরকে তাদের নিজেদের ইঞ্জিনে চালিয়ে আনতে চায় জেটি থেকে প্রধান সেকশনে। উর্তাবায়েভ বলে যে সে বার্কারের মত নিয়ে কাজ করেছে, কিন্তু বার্কার তখন আমেরিকায় থাকায় উর্তাবায়েভের বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী পাওয়া গেল কেবল ইঞ্জিনিয়র মুরিকে। ঠিক এই কারণেই উর্তাবায়েভের মামলাটায় আমি অত সতর্কতা অবলম্বনে বাধ্য হই।

পরে উর্তাবায়েভের বিরুদ্ধে রিপোর্টের কপটতা ও খোজিয়ারভের স্বরূপ যখন ফাঁস হল, তখন বেআইনীভাবে এক্সকেভেটর চালানোর অভিযোগটার সঙ্গে উর্তাবায়েভের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের যে একটা যোগাযোগ আছে তা আমার কাছে তর্কাতীত হয়ে দাঁড়াল। প্রথমত, নির্মাণের পরবর্তী কাজের মধ্যে দেখা গেল যে, এক্সকেভেটরের নিজের ইঞ্জিনে বহুদূর পর্যন্ত চালিয়ে আনলেও তার যে ফলাফল হয় সেটা বার্কারের নাম নিয়ে ইঞ্জিনিয়র মুরি যা ভয় দেখিয়েছিল তেমন নয়। দ্বিতীয়ত, নিজের ইঞ্জিনেই

এক্সকেভেটর চালিয়ে না এনে ট্র্যাক্টর করে তার পার্টস নিয়ে আসার পরিণাম খুবই শোচনীয় হয়। তা করতে গিয়ে অধিকাংশ ট্র্যাক্টর ভেঙে পড়ে, এক্সকেভেটরের অনেক জরুরী পার্টস হারায়। তাহলেও ইঞ্জিনিয়র মুরি মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল এ নালিশ তখনো করা সম্ভব ছিল না। একমাত্র যে লোক এ সাক্ষ্য দিতে পারত, সেই ইঞ্জিনিয়র বার্কার তখন আমেরিকায়, এখান থেকে পাঠানো কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেয় নি সে। আমি এই অনুমানে ঝুঁকতে রাজী যে মুরি তাকে চিঠি দিয়ে বারণ করে দেয়। সম্ভবত সে বার্কারকে ভয় দেখায় যে উর্তাবায়েভের পরীক্ষায় বিপর্যয় ঘটেছে, এবং তাতে পাছে ফার্মের সঙ্গে কোনো গোণ্ডগোল বাধে এই আশঙ্কায় বার্কার চুপচাপ থাকাই ভালো মনে করে।

সরাসরি কোনো প্রমাণ হাতে না থাকলেও আমি সন্দেহ বোধ করি যে ইঞ্জিনিয়র মুরি এখানে এসেছে আমাদের নির্মাণ ভণ্ডুল করার ভার নিয়ে। সেই উদ্দেশ্যেই:

ক) বার্কার এক্সকেভেটরগুলো জুড়ে তোলার আগেই ইঞ্জিনিয়র মুরি তাকে নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে তাড়াবার চেষ্টা করে। মুরির সুস্পষ্ট হিসাব মতো, এক্সকেভেটরের ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞ না থাকলে জটিল মার্কিন যন্ত্র জুড়ে তোলার কাজটা ফার্মের নতুন প্রতিনিধি আসা পর্যন্ত মুলতুবী থাকবে (তাতে নির্মাণের কাজ কয়েক মাসের জন্য আটকে পড়বে), অথবা নিজেদের সাধ্যমতো তা চালাতে গিয়ে অসাফল্য ঘটবে (তাতে নির্মাণের কাজ আটকে থাকা ছাড়াও বুসিরাস ফার্মের সঙ্গেও সংঘাত বাধবে)।

খ) ইঞ্জিনিয়র মুরি নির্মাণকর্ম থেকে ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ককে সরাবার চেষ্টা করে। এতে একদিকে পরিচালক ইঞ্জিনিয়র মণ্ডলীর শক্তি দুর্বল হত এবং ভবিষ্যতে এখানকার কাজে বিদেশী ইঞ্জিনিয়রদের টেনে আনা দুষ্কর হত এবং অন্য দিকে এতে নির্মাণকর্মে একমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ হিসাবে মুরির কর্মের স্বাধীনতা বেড়ে যেত।

গ) নির্মাণকর্ম থেকে অন্যতম একজন সেরা স্থানীয় কমিউনিস্ট ইঞ্জিনিয়র উর্তাবায়েভকে সরাবার চেষ্টা করে মুরি (স্পষ্টতই খোজিয়ারভের সঙ্গে যোগসাজশে, সেটা সফল হয় নি নিতান্ত দৈবাৎ), সেই সঙ্গে সমস্ত ট্র্যাক্টর এবং বড়ো বড়ো কতকগুলো যন্ত্রে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে চায় (দুঃখের বিষয় এটায় সে পুরোপুরি সফল হয়)।

উর্তাবায়েভের ব্যাপারে মুরির সঙ্গে খোজিয়ারভের নিঃসন্দেহ যোগাযোগ থেকে মনে হল কোনো এক অজ্ঞাত সূত্রে মুরি আফগানিস্তানের সঙ্গে জড়িত, অনুমান করলাম যে বৃটিশ ইণ্টেলিজেন্স সার্বিসের (গোয়েন্দা ব্যবস্থার) সঙ্গে মুরির সম্পর্ক আছে।

ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পূর্ণ মনে রেখে বহু দ্বিধার পর আমি ইঞ্জিনিয়র মুরির অনুপস্থিতিতে তার কামরায় খানাতল্লাস চালাই। তল্লাসিতে ইঞ্জিনিয়র মুরির স্যুটকেসের নিচে আরেকটা তলা দেখা যায়, তাতে প্রচুর টাকা — একশ' রুবল নোটে ৭০,০০০ রুবল। সাধারণ একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রের কাছে এতটা নগদ টাকা এমনিতে কিছু প্রমাণ না করলেও বোঝা গেল আমার সন্দেহ অমূলক নয়।

ইঞ্জিনিয়র মুরির জিনিসপত্রের মধ্যে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তাশখন্দ শহরের একটি পুরনো নক্সা পাওয়া গিয়েছিল। বহুকাল থেকেই এ নক্সাটা আমাদের এখানে বিক্রি হচ্ছে না। ইঞ্জিনিয়র মুরি এখানে কাজে আসার সময় যে ফর্ম পূরণ করেছিল, তাতে দেখা যায় ভূতপূর্ব রুশ ভূখণ্ডে আগে কখনো সে আসে নি। তাই অনুমান করতে হয় আমাদের বিপ্লবের সময় সে নিজে তাশখন্দে না এলেও এ নক্সাটা পেয়েছে এমন কারো কাছ থেকে যে সে সময় তাশখন্দে ছিল।

মস্কোভস্কায়া আর সমরখন্দস্কায়া রাস্তায় প্রায় মুছে আসা দুটি ঢ্যাঁড়া ছাড়া নক্সাটায় অন্য কোনো চিহ্ন দেখি নি। তার ওপর বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দিলেও আমার নোটখাতায় রাস্তা দুটির অবস্থান এঁকে নিয়ে নাম লিখে রাখি।

কয়েক সপ্তাহ পরে কর্মব্যপদেশে তাশখন্দে যখন আসি, তখন আমি অগপু আপিসের রেকর্ড দপ্তরে জানতে চাই ১৯১৬ — ১৯১৭ থেকে শুরু করে ১৯২০ পর্যন্ত তাশখন্দে বৃটিশ ও আমেরিকান কারা ছিল। আশা ছিল এভাবে মুরির পরিচিত মণ্ডলীকে বার করা যাবে। যে তালিকা আমায় দেওয়া হয় তাতে যতদূর মনে আছে আঠারো জনের নাম ছিল। লোকগুলির এই তালিকা এবং কিছু কিছু লোকসংক্রান্ত মালমসলা ঘেঁটে কর্নেল বেইলির নামে আমার নজর যায়, ইনি তাশখন্দে ছিলেন ১৯১৮ সালে, আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, তথাকথিত 'বৃটিশ মিশনের' সদস্য হিসাবে। এঁর ওপরেই যে আমার নজর যায় তার কারণ সংশ্লিষ্ট মালমসলার মধ্যে অদ্ভুত

যোগাযোগ হিসাবে দেখা গেল যে উল্লিখিত কর্নেল বেইলি তাশখন্দে ছিলেন প্রথমে সমরখন্দস্কায়া রাস্তার 'রেগিনা' হোটেলে, এবং পরে ৪৪ নং মস্কোভস্কায়া রাস্তার এক বাড়িতে। উভয় ঠিকানাই ইঞ্জিনিয়র মুরির নক্সায় দাগ-দেওয়া জায়গা দুটির সঙ্গে মিলে যায়, আমার নোটখাতায় আঁকা নক্সাটায় চোখ বুলাতেই তা ধরা পড়ল।

এ থেকে দুটি সিদ্ধান্ত হতে পারে: হয় এটা নিতান্ত একটা আকস্মিক মিল, নয় মুরির কাছে তাশখন্দের যে নক্সাটা আছে তা আগে ছিল কর্নেল বেইলির কাছে, মনে রাখার জন্য তিনি তাতে নিজের বাসার ঠিকানা দাগ দিয়ে রেখেছেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মুরির হাতে এ নক্সা পড়তে পারে দু' উপায়ে: পুরনো বইয়ের দোকানে এটা মুরি কিনতে পারে, নয় উপহার পেতে পারে খোদ কর্নেল বেইলির কাছ থেকেই। উভয় ক্ষেত্রেই, নক্সাটা আমেরিকায় পেঁছেছিল বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত ইঞ্জিনিয়র মুরি সেটা নিয়ে আসে ইংলন্ড থেকে।

স্বভাবতই কর্নেল বেইলির সম্পর্কে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি এবং তাশখন্দে তার অবস্থিতি সংক্রান্ত সমস্ত মালমসলা পরীক্ষা করি। এ মালমসলা ছিল প্রধানত তিনটি জায়গায়: ১৯১৮ সালে চেকার মহাফেজখানায়, বৈদেশিক জনকমিশারিয়েতের তাশখন্দ দপ্তরে, এবং বৈপ্লবিক ইতিহাসের মধ্য এশীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে। তাছাড়া কর্নেল বেইলি সম্পর্কে ছোটো একটু মুদ্রিত সাহিত্যও আছে। কাশগারের ভূতপূর্ব বৃটিশ কনসাল এসার্টন তাঁর ইংরেজি ভাষায় লেখা 'এশিয়ার বক্ষদেশে' পুস্তকে বেইলি মিশন সম্পর্কে লিখেছেন। মিশনের একজন সভ্য ক্যাপ্টেন এল. বি. সি. ব্লেকারও মিশন সম্পর্কে রিপোর্ট দেন রয়েল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে। স্বয়ং কর্নেল বেইলিও লেখেন 'জিয়োগ্রাফিক্যাল জার্নালে'। তবে মিশন সভ্যদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান খুব মূল্যবান নয়, কেননা মিশনের চরিত্রটাই তেমন বিজ্ঞানসেবী নয়। কাশগারের কনসাল এসার্টন তাঁর বইয়ে সেটা বেশ স্বচ্ছভাবেই বলেছেন:

> মিত্রশক্তির প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন লোকেদের কার্যকরী সামরিক সাহায্যের কোনো প্রস্তাব না থাকলেও ছোটো একটা বৃটিশ সামরিক সংগঠনের প্রয়োজন ছিল, সংবাদ আহরণ ও সমস্ত অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্য যা 'ফিলার' পাঠাতে পারবে। তাই বৃটিশ সরকার রুশী তুর্কিস্তানে একটি বিশেষ মিশন পাঠাবে স্থির করে...

মিশনের কাজ ছিল সোভিয়েত রাজের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তুলা প্রভৃতি সমস্যার তদন্ত করা এবং চলতি পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল রাখা। তাশখন্দে ঢুকতে হত আমাদের।

তাশখন্দে মিশন আসে ১৯১৮ সালের ১০ই আগস্ট, তাতে থাকেন কর্নেল এফ. এম. বেইলি, এবং ক্যাপ্টেন এল. বি. সি. ব্লেকার, সঙ্গে চারজন ভারতীয় চাকর। বেইলি বা ব্লেকার কারো কাছেই এমন কোনো সরকারী দলিল ছিল না যাতে মিশনের সরকারী চরিত্র সমর্থিত হয়। দিন কয়েক পরে তাশখন্দে আসেন স্যার জর্জ ম্যাককার্টনি, ইনি ছিলেন কাশগারের ভূতপূর্ব কনসাল, এসার্টন তখন যে পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ইনি তুর্কমেনীয় প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র কমিশারিয়েতে বৃটিশ ভারতের কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসাবে বেইলি ও ব্লেকারের নাম পেশ করেন। কিন্তু ম্যাকার্টনি কোনো প্রত্যয়পত্র দাখিল করতে না পারায় আমাদের পররাষ্ট্র কমিশারিয়েত থেকে রেডিয়ো যোগে ভারত সরকারের কাছে এই তিন জনেরই প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করতে বলা হয়। জবাব আসে খুবই এলোমেলো ও অস্পষ্ট।

এই ব্যাপারটা ঘটে তখন, যখন বৃটিশ সৈন্য উত্তরে আর্খাঙ্গেলস্ক ও মুর্মানস্ক অধিকার করে আছে এবং কাস্পিয়ান ফ্রণ্টে লাল ফৌজের সঙ্গে লড়ছে। তাশখন্দে বৃটিশ প্রতিনিধিরা নিরীহ ভাব করে বোঝাচ্ছিল যে এ সবই কোনো একটা ভুল বোঝাবুঝির ফল, তুর্কিস্তানের সোভিয়েত সরকারের প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্য খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। এই বেইলি দুষ্প্রয়াসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যে ভূমিকা নেয়, তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচর দলের সঙ্গে সহযোগিতাটায় তারা খুব মন দিয়েছিল।

মিশনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো খোলাখুলিভাবে বলেছেন মেজর জেনারেল ই. ম. জাইৎসেভ, ইনি ছিলেন খিভায় সাময়িক সরকারের সৈন্যাধিনায়ক, পরে তুর্কিস্তান প্রতিবিপ্লবী সাময়িক সংগঠনের স্টাফ-কর্তা, জেনারেল দুতোভের বাহিনীতে স্টাফ-কর্তা, তার সঙ্গেই চীনে পালান, ১৯২৪ সালে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে মার্জনা প্রার্থনা করে আবেদন করেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসেন। কর্নেল বেইলির মিশন সম্পর্কে জেনারেল জাইৎসেভ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

> মিশনের আসল উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি ছিল: তুর্কিস্তানে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন ও সংগঠন, তুর্কিস্তানের কাছাকাছি বৃটিশ ঘাঁটি (মেশেদ, কাশগার, আফগানিস্তান) থেকে অভ্যুত্থানী বাহিনীদের টাকা ও অস্ত্র পাঠানো। এ কর্তব্য পালনের মতো ব্যাপক অধিকার ও এক্তিয়ার ছিল মিশনের... তুর্কিস্তান সামরিক সংগঠন এবং মুসলিম 'উলেমা' সমেত সমস্ত সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠন বৃটিশ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কে আসতে অবশ্যই দ্বিধা করে নি।

প্যারিস থেকে এর্নস্ত লেরু প্রকাশনীর 'বাসমাচ' বইয়ের (ফরাসী ভাষায়) লেখক ই. কাস্তানিয়ে, তিনিও বিস্তারিত সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর পুস্তকে। ইনি ছিলেন ইণ্টেলিজেন্স সার্বিসের গুপ্তচর, প্রতিবিপ্লবী সামরিক সংগঠনের সক্রিয় সরিক, তাশখন্দে ফরাসী ভাষায় ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ইনি লিখেছেন:

> তাশখন্দের বলশেভিক-বিরোধী সংগঠন এই সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে তাশখন্দের প্রভাবশালী কিছু স্থানীয় লোকের সঙ্গে আলাপ চালায় এবং তাদের মারফত বাসমাচ সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। বৃটিশ প্রতিনিধিরা এ আলাপে অংশ নেয় এবং তা চলে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে। নিম্নলিখিত সর্ত থাকে তাতে: ১) বাসমাচ বাহিনীগুলি তাশখন্দের বলশেভিক-বিরোধী সংগঠনের চাকুরি নিচ্ছে; ২) সংগঠন বাসমাচদের রসদপত্র জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে; ৩) বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা সংগঠনকে অর্থ, অস্ত্র ও রসদ জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। যেমন বাসমাচ সংগঠনগুলোর সঙ্গে, তেমনি কাশগারের বৃটিশ কনসাল মিঃ এসার্টনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রেরিত দূত মারফত একই ধরনের যোগাযোগ গড়ে ওঠে সাইবেরিয়া ও ওরেনবুর্গের শ্বেতরক্ষী ফৌজের সঙ্গে, তাদের কাছ থেকে প্রাচ্য সম্মেলনের প্রস্তাব আসে যার মধ্যে তুর্কিস্তান যোগ দেবে বলে ধরা হয়।

বৃটিশ মিশন কী কী সর্তে উক্ত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হয়, তা জানা যায় পাভেল স্তেপানভিচ নাজারভের কাছ থেকে, তুর্কিস্তানে সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের পর যাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু চেকা কর্তৃক তুর্কিস্তান সামরিক সংগঠন আবিষ্কার কালে যিনি ধরা পড়েন। জেরার উত্তরে তিনি বলেন:

> নবগঠিত রাষ্ট্র অথবা তুর্কিস্তান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থাকবে ইংলণ্ডের একান্ত প্রভাবাধীন; ইংলণ্ডের আফ্রিকান ডোমিনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকীয় প্রজাতন্ত্রের (ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ) মতো। বৃটিশ সরকারের এজন্য যা ব্যয় হবে তার পরিশোধ হিসাবে তুর্কিস্তান

> গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে ইংলণ্ডকে কিছু কিছু সুবিধা দেবে।

কাস্তানিয়েও নাজারভের উক্তিকে পূর্ণ সমর্থন করেন:

> ...সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের পর ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র গঠনের কথা ছিল। তাছাড়া সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনের নেতারা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয় যে ৫৫ বছরের জন্য তুর্কিস্তান বৃটিশ প্রটেক্টরেট হিসাবে থাকবে।

১৯১৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মিশনের দুজন সদস্য ম্যাককার্টনি ও ব্রেকার কাশগারে ফিরে যান। তাশখন্দে একা থেকে যান শুধু বেইলি, সঙ্গে থাকে তাঁর হিন্দুস্তানী আর্দালী খাঁ-নাজার ইফতিকার। আধা-সরকারী পরিচয়ে বেইলি ১লা নভেম্বর পর্যন্ত তাশখন্দেই রয়ে যান। তুর্কিস্তান সামরিক সংগঠন আবিষ্কৃত হবার পর চেকা তাঁকে ষড়যন্ত্র প্ররোচনার অভিযোগে গৃহবন্দী রাখে। রেডিয়ো যোগে মস্কোয় জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা। মস্কো থেকে যখন তাঁকে অবিলম্বে অন্তরীণের নির্দেশ আসে, তখন বেইলিকে আর পাওয়া যায় না। ফেরঘানায় পালান বেইলি, তারপর বোখারায় আমিরের কাছে, সেখান থেকে তাঁর দালাল শ্বেতরক্ষী অফিসারদের মারফত তুর্কিস্তানের প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন, বিশেষ করে অসিপভ বিদ্রোহ পরিচালনা করতে থাকেন।

এত বিশদ উদ্ধৃতি যে আমি দিলাম, সেটা নিতান্তই ঐতিহাসিক কৌতূহলবশে নয়। এই মালমসলাগুলিতে চোখ বোলানো মাত্র আমি টের পেলাম যে, কর্নেল বেইলির সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র মুরির সম্পর্ক থাকা আর বৃটিশ ইণ্টেলিজেন্স সার্বিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা একই কথা। তাছাড়া বেইলির ক্রিয়াকলাপের পরিধি দেখলে বোঝা যায় যে এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শুধু একজন সাধারণ গুপ্তচরকে নিয়ে নয়, উঁচু দরের এক দুষ্প্রয়াসীকে নিয়ে।

মহাফেজখানার কাগজপত্রের মধ্যে আমি কর্নেল বেইলির একটি ফোটোগ্রাফ পাই। ফোটোগ্রাফের সামরিক অফিসারটির সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র মুরির চেহারায় খুব সাদৃশ্য আছে এ কথা আমি বলতে পারি না। ছবিটা বাজে, অপেশাদারের তোলা, তাছাড়া পনের বছরেরও আগেকার। তাহলেও কর্নেল বেইলি এবং ইঞ্জিনিয়র মুরির মুখের আদলে কতকগুলি মিল যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। এই আবিষ্কারে সচকিত হয়ে আমি খোঁজ করতে থাকি তাশখন্দে

পুরনো অগপুর লোকদের এমন কেউ আছে কিনা, যে এখানে ১৯১৮ সালে কাজ করেছিল। কর্নেল বেইলির গ্রেপ্তারের সময় হাজির ছিল এমন দুজন লোকের সন্ধান আমি পাই — কমরেড আ. স. এবং ম. ভ.; কর্নেল বেইলির কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে আ. স. বলেন যে, কর্নেল বেইলি ছিলেন বে'য়ো, তবে সেটা চেপে রাখতে চাইতেন। তা ধরা পড়ত শুধু দাড়ি কামানোর সময় — সর্বদাই বাঁ হাতে ক্ষুর ধরতেন তিনি। কমরেড ম. ভ. বেইলির ওপর নজর রাখতেন রাস্তায়। তিনি বলেন, সঙ্গে মহিলা থাকলে বেইলি অন্যান্য পুরুষের মতো মহিলাটির বাম দিকে না থেকে সর্বদাই থাকতেন ফুটপাথের দিকে। তবে ম. ভ. মনে করেন এটা নাকি ইংরেজদের সাধারণ অভ্যাস। অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য আ. স. বা ম. ভ. মনে করতে পারলেন না।

নির্মাণ ক্ষেত্রে ফিরে আমি মুরির ওপর আরো নজর রাখার ব্যবস্থা করি। শীগগিরই নিঃসন্দেহ হলাম যে তাশখন্দের কমরেডরা বেইলির যে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন, তা ইঞ্জিনিয়র মুরির পক্ষেও প্রযোজ্য।

আমার মনে হল, আমার অনুমানটার মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই। মধ্য এশিয়ায় এজেণ্ট পাঠাতে হলে বৃটিশ ইণ্টেলিজেন্স সার্বিস নিশ্চয় সে লক্ষ্যে এমন লোককে বাছবে, যে স্থানীয় ভাষা ও পরিস্থিতি জানে এবং মিশন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই আগে পালন করেছে। প্রথম আগমনের সঙ্গে দ্বিতীয় আগমনের পনের বছর ব্যবধান থাকায় পুরনো পরিচিতদের সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে যাবার দিক থেকে তেমন বিপদ থাকছে না।

সুযোগ মতো আমি ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমেরিকায় সে অথবা বার্কার মুরিকে চিনত কিনা এবং জানতে পারি যে তাদের কেউই মুরির পরিচিত নয়। মুরিকে তারা প্রথম দেখে এ দেশেই। তাহলেও আমার আবিষ্কারের পরিপূর্ণ সঠিকতায় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়ায় ঠিক করি যে ওজনদার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কথাটা কাউকে জানাব না।

প্রথম তল্লাসির এক মাস পর মুরির ঘরে দ্বিতীয় বার তল্লাসির সময় আমি দেখি যে মুরির স্যুটকেসে টাকা আছে কেবল ৬০,০০০ রুবল। অর্থাৎ

চার সপ্তাহের মধ্যেই সে ১০,০০০ রুবল খরচ করেছে এবং সেটা করেছে এখানেই, অন্য কোথাও সে যায় নি, ডাকযোগে বা তারযোগে কোনো টাকাও সে কোথাও পাঠায় নি। কার হাতে টাকাটা যাচ্ছে বার করার জন্য আমি প্রতিটি নোটে চিহ্ন দিয়ে রাখি। ধরা পড়ল যে আমার চিহ্ন-দেওয়া কয়েকটা নোট ভাঙিয়েছে যন্ত্র-কারখানার কর্তা ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনি (ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনি ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাশকতামূলক কাজ প্রসঙ্গে ২৭৬ নং ফাইল দ্রষ্টব্য)।

কফার ড্যাম উড়িয়ে দেবার কয়েকদিন আগে কমরেড তাবুকাশ্ভিলি আমার চিহ্ন-দেওয়া নোটে তিরিশ হাজার রুবল আমায় দিয়ে জানান যে অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনি তাঁকে টাকাটা দিয়েছে কফার ড্যাম বিস্ফোরণে বিপর্যয় ঘটাবার পুরস্কার হিসাবে।

ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনিকে আমি গ্রেপ্তার করি (তার জবানবন্দি এই সঙ্গে দেওয়া রইল) এবং অকাট্য প্রমাণে কোণঠাসা হয়ে সে স্বীকার করে যে ইঞ্জিনিয়র মুরির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় আট মাস আগে। ব্যক্তিগত আলাপে সে তার সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব চাপা রাখে নি, তাছাড়া তার কথামতো, মুরি নিজেই তাকে এবম্বিধ উচ্ছ্বাসপ্রকাশে ঠেলে। মুরি ক্রুশোনির কাছে প্রস্তাব দেয় যেন নির্ধারিত একটা টাকার পরিবর্তে সে 'নির্মাণকাজটা খানিকটা আটকে রাখুক'। মুরির মতে, এমনিতেই তো আর নির্মাণ কিছুতেই মেয়াদমতো শেষ হবে না। ক্রুশোনিকে সে আভাস দেয় যে এমন সংগঠন আছে যারা আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত নির্মাণকাজ আটকে রাখতে পারলে প্রচুর টাকা দিতে গররাজী নয়। ঠিক কোন সংগঠন সেটা ক্রুশোনি জিজ্ঞেস করে নি। মুরিকে আমেরিকান বলে জানা থাকায় সে ভেবেছিল নিশ্চয় কোনো আমেরিকান তুলো কম্পানি হবে, মার্কিন সুতা আমদানি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন রেহাই পাক, এটা তাদের পছন্দ নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ভেবে দেখার সময় চায় ক্রুশোনি, পরের দিন মত দেয়। স্থির হয়, ক্রুশোনি যা করবে তার জন্য সে টাকা পাবে, বলা যেতে পারে, ফুরন মজুরিতে, অর্থাৎ প্রতিটি কাজের ঝুঁকি হিসেব করে। নির্মাণ এলাকার নানান বিভাগে সোভিয়েত-বিরোধী নির্ভরযোগ্য কিছু লোক জোটাতে বলে মুরি, যাতে তাদের মারফত নির্মাণের সমস্ত শাখাতেই সমানভাবে কাজ মন্থর করা যায়। নতুন 'সহযোগী' রিক্রুটের প্রাথমিক খরচ হিসাবে ক্রুশোনি পঁচিশ হাজার রুবল পায় মুরির

কাছ থেকে। কাজের কী পদ্ধতি নিতে হবে সে বিষয়ে অন্তরঙ্গ আলাপে মুরি নেমিরোভস্কির অচল পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে ক্রুশোনিকে নানা উপদেশও দিয়েছে।

নির্মাণকাজের নিয়মিত ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য ক্রুশোনি যেসব নাশকতামূলক কাজ করে তার কথা ২৭৬ নং ফাইলে বিস্তারিত বলা আছে, তাই এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। শুধু ক্রুশোনির একজন সহযোগী বিস্ফোরণ মিস্ত্রি পারফনভ মিখাইল গ্রিগোরিয়েভিচের কথা এখানে বলা দরকার। পারফনভ জাত মাতাল, মদ খেয়ে কাজ কামাই ও শ্রম শৃঙ্খলা ভাঙার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ২ নং সেকশন থেকে সে বরখাস্ত হয়। বরখাস্তের আগেই ফোরম্যান পনোমার্নিক মারফত এই পারফনভকে তার কাজে লাগায় ক্রুশোনি। নিয়মিতভাবে বাড়তি অ্যামোনালের চার্জ দিয়ে সে বিস্ফোরণের তেজ বাড়াত। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে সে ক্যানেলের পাড় ধ্বসাতে সক্ষম হয়। খুবই সম্ভব যে ঠিক এইভাবেই পাড়ের চাঙর খসে পড়ার ব্যাপারটা ঘটে, যাতে লোকের প্রাণহানি হয় ও কাজ এক মাস পেছিয়ে যায়। বিস্ফোরণ বিভাগ থেকে বরখাস্ত হয়ে পারফনভ গতর-খাটা মজুর হিসাবে কাজ নেয় ৫ নং সেকশনে (কাতা-তাগ), সেখানে ইঞ্জিনিয়র মুরি ও ক্রুশোনি তাকে তার শেষ নাশকতামূলক কাজে লাগায়, সেটা বিশদে বলছি পরে।

ক্রুশোনি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সমস্ত ফন্দিফিকির সত্ত্বেও নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়েই শেষ হবে দেখে ইঞ্জিনিয়র মুরি (ওরফে কর্নেল বেইলি) শেষ পন্থা অবলম্বন করে। বিস্ফোরণ বিভাগের কর্তা ইঞ্জিনিয়র তাবুকাশ্ভিলিকে ঘুষ দিয়ে হাত করার ভার দেয় সে ক্রুশোনির ওপর, কফার ড্যাম ওড়াবার সময় সে যেন ক্যানেল মুখ ধ্বসিয়ে দেয়। কিন্তু তাবুকাশ্ভিলির নাশকতামূলক বিশ্বস্ততায় পুরো বিশ্বাস ছিল না মুরির। তাছাড়া দৈবাৎ ধরা পড়ে যদি সে তার সহচক্রীর নাম ফাঁস করে দেয় এই আশঙ্কায় মুরি ক্রুশোনিকে বিশদে তালিম দিয়ে রেখেছিল জেরার সময় কী বলতে হবে। সেই সঙ্গে নিজের আত্মরক্ষা এবং যে করেই হোক সমাপ্ত ক্যানেলটার ক্ষতি করার জন্য মুরি ক্রুশোনি মারফত পারফনভকে পাঁচ হাজার রুবল দিতে চায় কাতা-তাগ পাহাড়ের গা ধ্বসাবার জন্য। ঠিক হয় ধ্বস নামানো হবে ছোটো ছোটো চার্জ দিয়ে এবং জল ছাড়ার

সময়, যাতে বলা যেতে পারবে যে ধ্বস নেমেছে বেমজবুত মাটি ভিজে উঠে।

এ দায়িত্ব পালনে পারফনভের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। কাতা-তাগ সেকশনের গতর-খাটা মজুর হিসাবে সে কারো সন্দেহ আকর্ষণ না করে, চার্জ দেবার গর্তগুলো খুঁড়ে রাখে রাতে। তারপর ক্রুশোনির নির্ধারিত সময়ে পাহাড়ের গায়ে ধ্বস নামায় (বিশেষ বিবরণ ২৭৭ নং ফাইলে)।

ক্রুশোনির কথা অনুসারে, সে এবং মুরি দুজনেই ভেবেছিল শেষ মুহূর্তে তাবুকাশ্‌ভিলি হয়ত ভয় পেয়ে ক্যানেল মুখের ক্ষতি করতে চাইবে না। সে ক্ষেত্রে কাতা-তাগের বিকল্প ব্যবস্থাটা তৈরি রাখে মুরি। মুরির ভরসা ছিল এবং সেটা সে ক্রুশোনির কাছে লুকোয় নি যে, কাতা-তাগের ধ্বস এবং নিচু ডাঙার যৌথখামারগুলোয় বন্যা শুরু হলে নতুন-বাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে এবং পিয়াঁজের ওপার থেকে প্রত্যাশিত বাসমাচ হামলার পথ খুলে যাবে।

বাসমাচ হামলাটা আমরা চূর্ণ করি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা কাল বাসমাচদের সর্দার ইশান খালেককে (খোজিয়ারভকে) ঘেরাও করে অল্প সংঘর্ষের পর গ্রেপ্তার করে। জেরায় সে কবুল করে যে কর্নেল বেইলির সঙ্গে তার আগেই পরিচয় হয় বোখারায় ১৯১৯ সালে। বেইলি নির্মাণ ক্ষেত্রে এসেছে এ খবর যথাসময়ে খালেক (খোজিয়ারভ) পায় আফগানিস্তান থেকে; নির্দেশ আসে, তার পরবর্তী সমস্ত কাজ সে যেন সরাসরি বেইলির পরামর্শ নিয়ে চালায়। এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই সে নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ নেয়। ইংরেজী ভাষা না জানায় খালেক বেইলির সঙ্গে কথা চালাত কী করে আমার এ প্রশ্নের জবাবে ইশান বলে যে মুরি-বেইলি রুশ এবং ফার্সি দু' ভাষাই চমৎকার জানে।

উর্তাবায়েভের নামে সাজানো রিপোর্টটা বানচাল হয়ে যাবার পর ইশান খালেক আফগানিস্তানে পালায় এবং সেখান থেকে গুপ্ত দূত মারফত মুরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে। হামলার তারিখ এবং রণনৈতিক পরিকল্পনা স্থির হয় মুরির সম্মতি নিয়ে। সমস্ত প্রস্তুতি কাজ চলে সরাসরি মুরির নির্দেশে।

ক্রুশোনির গ্রেপ্তার এবং খালেকের দঙ্গলের পরাজয়ের খবর পেয়ে আজ রাত বারোটার সময় মুরি আফগানিস্তান সীমান্তের দিকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। তৃতীয় সেকশনে গ্রেপ্তার হয়ে জেরার উত্তরে মুরি-বেইলি সমস্ত অপরাধ একেবারে অস্বীকার করে, বলে ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা সে জানে না, কোনো রকম জবানবন্দী দিতে সে রাজী হয় না। খালেক ও ক্রুশোনিকে মুখোমুখি হাজির করানো হলে সে বলে যে তাদের ভাষা সে কিছু বুঝতে পারছে না, ক্রুশোনিকে সে জানে কেবল যন্ত্র-বিভাগের কর্তা বলে, ইশান খালেককে সে জীবনে কখনো দেখে নি। মুরি-বেইলিকে যখন তার স্যুটকেস এবং তার ভেতরকার দাগ-দেওয়া নোটগুলো দেখানো হয়, তখন সে দোভাষীকে জানাতে বলে যে তার স্যুটকেসে কোনো টাকা ছিল না, টাকাটা নিশ্চয় কেউ সেখানে রেখে দিয়েছে, স্যুটকেস খোলা হয়েছে তার অনুপস্থিতিতে, তাই তার ভেতরকার কোনো মালপত্র সম্পর্কে জবাবদিহি করতে সে বাধ্য নয়।

জেরার সমস্ত রিপোর্ট এই সঙ্গে পাঠানো হল:

১) ইঞ্জিনিয়র মুরি (ওরফে কর্নেল বেইলি এফ. এম.)।

২) ইঞ্জিনিয়র ক্রুশোনি ইউ. দ.।

৩) ইশান খালেক অয়ালাদ-ই-উমর (ওরফে ইসা খোজিয়ারভ)।

৪) বিস্ফোরণ মিস্ত্রি পারফনভ ম. গ.।

৫) ফোরম্যান পনোমার্নিক আ. ত.।

সত্যিকারের বীর

সকালে যখন কাতা-তাগের সদ্য গড়া ডাইক থেকে সরিয়ে নেওয়া হল সার্চ লাইটগুলো, বেলচা কোদালে বোঝাই হয়ে শেষ গাড়িগুলোও রওনা দিলে, তখন জল ছাড়ার প্রত্যাশায় এতক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করার পর দূরে প্রথম মোটরগাড়িটা চোখে পড়ল মরোজভের।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল সিনিৎসিন।

'জল ছাড়ছে না কেন?' জিজ্ঞেস করলে মরোজভ সিনিৎসিনকে, 'ন'টা

বেজে গেল! দেখতে না দেখতে অতিথিরা এসে পড়বে! দু' ঘণ্টা হয়ে গেল, আমাদের সব তৈরি। ওখানে সব ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?'

'সে কি, তুমি কিছু জানো না?' বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল সিনিৎসিন।

কেবল এতক্ষণে মরোজভের চোখে পড়ল যেন এক রাতের মধ্যেই সিনিৎসিনের বয়স বেড়ে গেছে, শুকিয়ে উঠেছে মুখটা।

'না, তো কী হয়েছে? আবার কিছু দুর্ঘটনা?'

'ক্যানেল মুখে হামলা হয়েছিল রাতে। জন চল্লিশের একটা দঙ্গল ঢুকে পড়ে। কেউ ভাবতে পারে নি। সীমান্ত থেকে একশ' বিশ কিলোমিটার দূরে। হঠাৎ এল একেবারে ঘোড়া ছুটিয়ে।'

'ক্ষতি করেছে কিছু?'

'না, সময় পায় নি। ছিল মাত্র ঘণ্টাখানেক। কুর্গান থেকে আমাদের বাহিনী এসে সবাইকে বন্দী করে।'

'আমাদের লোক মারা গেছে কেউ?'

'প্রহরীদের জন আটেককে কচুকাটা করে। দুজনকে যন্ত্রণা দিয়ে মারে: নাসিরুদ্দিনভ আর গালৎসেভকে।'

'বলছ কী, মেরে ফেলেছে?'

'পশুর মতো...' গলা কেঁপে উঠল সিনিৎসিনের।

'কী করে ঘটল এ সব?' ফ্যাকাশে হয়ে বিড়বিড় করলে মরোজভ।

'গোটা উপত্যকা জলে ডুবিয়ে দেবার জন্যে বাসমাচরা স্লুইস গেট খুলে জল ছাড়তে চেয়েছিল। তালা লাগানো ছিল কন্ট্রোল হুইলে। তালা ভাঙার চেষ্টা করে পারে না। নাসিরুদ্দিনভ আর গালৎসেভকে ধরে নির্যাতন করতে থাকে চাবির জন্যে। নির্যাতন করে মারে।'

'জল খুলতে পারে না?'

'শেষ পর্যন্ত তিনটে তালা ভাঙতে পারে। ঠিক এই সময়েই কুর্গানের স্বেচ্ছাসেবীরা এসে তাদের আচমকা ঘেরাও করে। কে তাদের নিয়ে আসে জানো? ক্লার্ক। ঠিক ওদের নাকের সামনে দিয়ে সটকে পড়ে, কমারেঙ্কোকে হুঁশিয়ার করে দেয়। ঠিক সময়ে বাহিনী এসে হাজির হয়, জ্যান্ত বন্দী করে সবাইকে। ওরা শুধু প্রথম স্লুইস গেটটা তুলে দ্বিতীয়টার পেছনে লাগতে গিয়েছিল।'

'তাই বলো! রাতে আমাদের ক্যানেলে হঠাৎ জল আসে এই জন্যে! তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কেন আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

'হ্যাঁ, চাবি হস্তগত করে যদি সাতটা স্লুইস গেটই খুলতে পারত, তাহলে এখানে তোমাদের ডাইকের চিহ্নও আর থাকত না।'

'কিন্তু চাবি ছিল কার কাছে?'

'দপ্তরে, কম্যান্ডাণ্টের কাছে।'

'খুঁজে পায় নি?'

'পেয়েছিল।'

'তাহলে খুলল না কেন?'

'কমারেঙ্কোরও কৌতূহল হয়েছিল তাই নিয়ে। খোজিয়ারভকে জেরা করে। খোজিয়ারভ বলে যে শাদাচুলো লোকটা — বোঝাই যায় গালৎসেভ — শেষ মুহূর্তে একজন জিগিতের কাছ থেকে চাবির গোছা ছিনিয়ে নিয়ে ভাখ্শের জলে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই ওরা খতম করে দেয় তাকে।'

কপালে হাত বুলাল মরোজভ।

দূরে কোন দিকে যেন চেয়ে রইল সিনিৎসিন।

'তা, জল এখনই ছাড়বে... ওই তো অতিথিরা আসছে দেখছি...' আগুয়ান গাড়ির সারির দিকে দেখাল সে, 'নাও, অতিথি বরণ করো। ওদের কিছু বলার দরকার নেই। ভাববে, সত্যি সত্যিই বুঝি এক আরণ্যক এশিয়া।'

'তুমি থাকছ না?'

'না, আমি পারছি না। ভারি ভালোবাসতাম নাসিরুদ্দিনভটাকে। ও ছিল যেন প্রায় আমার ছেলের মতো। রইল না... নিজের ঘরে যাব...'

গাড়ির কাছে গিয়ে পাদানিতে পা তুললে, তারপর মুখ ফেরাল, 'আর গালৎসেভ? এ্যাঁ? কতবার শাস্তি দিয়েছি ওকে! আর দ্যাখো! কাজের বেলায় সত্যিকারের বীর! আজ এভাবে না মরলে কে জানত সে কথা... তবে অতিথিদের কিছু বলো না। বললেও বুঝবে না।'

সিনিৎসিনের গাড়ি ছেড়ে দিলে। বহুক্ষণ মিলিয়ে যাওয়া পেট্রলের ধোঁয়াটার দিকে আনমনার মতো দাঁড়িয়েই রইল মরোজভ। সম্বিৎ ফিরল কার হাতের অমায়িক স্পর্শে:

'সুপ্রভাত মসিয়ে মরোজভ!' নিখুঁত কামানো মুখে বেলজিয়ান অধ্যাপক অভিযোগের হাসি হাসছিল, 'একেবারে আমাদের যে ভুলে গেলেন!'

'কী যে বলেন!' শশব্যস্ত হয়ে উঠল মরোজভ, ভেবেছিল হাসবে, কিন্তু ঠিক ফুটল না হাসিটা, 'সামান্য একটা ফ্যাচাং বেধেছিল আর কি।' বিব্রতের মতো হাত ওলটাল সে, 'কন্ট্রোল হুইলে চাবি ছিল, রাতে কেমন করে যেন হারিয়ে যায়। সকালে তাই জল ছাড়া যায় নি। কিন্তু এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। ঐ দেখুন, জল এসে পড়েছে!'

ভারত সাম্রাজ্যের নাইট, কর্নেল এফ. এম. বেইলির নিকট
লেখক ব্রুনো ইয়াসেনস্কির
খোলা চিঠি

হুজুর মেহেরবান,

একটি মার্কিন প্রকাশনের কাছ থেকে বর্তমান উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব পাবার পর আমি অনুমান করতে পারি যে আজ হোক কাল হোক উপন্যাসটি আপনার হাতে পৌঁছবে। আপনি যদি আমাদের সোভিয়েত সাহিত্য অনুসরণ নাও করেন, তাহলেও নিশ্চয় আপনি আগের মতোই মধ্য এশিয়ায় কৌতূহলী; ভূতপূর্ব প্রাচ্য বোখারার একটা নির্মাণকর্ম নিয়ে লেখা পুস্তক অবিশ্যই আপনার দৃষ্টিপথে পড়বে।

বইটা শেষ করে আপনি নিশ্চয় খানদানী উষ্মায় জ্বলে উঠবেন এবং সম্ভবত আপনার সুনামের অপব্যবহারে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ পাঠাবেন সংবাদপত্রে। আপনি সম্ভবত একগাদা বিশ্বাসযোগ্য উচ্চপদস্থ সাক্ষী হাজির করবেন যারা জোর দিয়ে বলবে যে ১৯১৮ সালে তুর্কিস্তানে আপনার মিশনের পর থেকে বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় আপনি আর কখনো পা দেন নি, তাজিকিস্তানে অগপুর হাতে আপনি কখনো গ্রেপ্তার হন নি, এবং মার্কিন ইঞ্জিনিয়র মুরির মধ্যে আপনাকে সনাক্তকরণের চেষ্টা একেবারেই মন গড়া। অকারণ পণ্ডশ্রম থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্য আমি উপন্যাসের সঙ্গে চিঠিটিও জুড়ে দেব ঠিক করেছি।

আপনার সাক্ষী আনার দরকার নেই। মধ্য এশিয়ায় আপনার পুনরুদয়ের ঘটনাটা বানানো। বর্তমান উপন্যাসের লেখক আপনার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ তার সমগ্র পরিবিস্তারে অনুসরণ করতে না পারলেও (বৃটিশ ইণ্টেলিজেন্স সার্বিসের কর্মীর পথ যে অজ্ঞেয়!) সে বিশেষ কৌতূহল বোধ করে এবং

এইটে সঠিকভাবেই জানতে পারে যে উপন্যাসে যে সময়কার ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তখন আপনি সসম্মানে সিকিমে বাদশাহী বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক এজেণ্টের কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন।

আপনি জিজ্ঞেস করবেন, এ কথা জেনেও আমি কোন যুক্তিতে আপনার নামটা বেদখল করলাম, একটি বাস্তব ব্যক্তিমানুষকে বসালাম কল্পিত নায়কের জায়গায়?

সর্বাগ্রে বলি, নিজেকে যদি আপনি এখনো মাত্র ব্যক্তিমানুষ বলেই ভেবে যান, তাহলে নিজের তাৎপর্য ছোটো করে দেখবেন। আপনার অপূর্ব বৈশিষ্ট্যসূচক গুণাবলী তথা যে সব ঘটনাবলীতে আপনি কম গুরুত্বের ভার নেন নি, তার কল্যাণে আপনি বহুদিন আগেই ব্যক্তিমানুষ থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছেন ঐতিহাসিক চরিত্র। তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রে আপনার বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের দলিল ও প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার কাহিনী বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এ কাল আপনার প্রতি অন্যায় করেছে। গুপ্তচরবৃত্তির যারা বিশেষজ্ঞ এবং তুর্কিস্তানের গৃহযুদ্ধের যারা ঐতিহাসিক, তাদের সঙ্কীর্ণ চক্রে আপনার খ্যাতি সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, আপনার কৃতিত্বের বহুমুখিনতা ও উৎকর্ষের তুলনায় তা খুবই কম। আমি জানি যে আপনি অমন চমৎকারভাবে যে সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন ও করছেন তারা কলরবমুখর ঐহিক খ্যাতির পেছনে ধাবিত নয়, বরং সযত্নে তা পরিহার করতেই ব্যস্ত। তাহলেও নিশ্চয় এ ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ধরা চলে না যে, লরেন্সের মতো মাঝারিরা অযথা বিশ্বখ্যাতি ভোগ করবেন অথচ তথাকথিত ব্যাপক জনগণ আজও পর্যন্ত কর্নেল বেইলির নাম জানবে না।

তাই বর্তমান উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হিসাবে আপনাকে দাঁড় করাবার প্রথম প্রেরণা লেখক বোধ করে কেবল ব্যাপক জনগণের কাছে আপনার কীর্তি প্রচারের সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা থেকে।

গৃহযুদ্ধের সময় বাকুতে ও দূর উত্তরে আপনার স্বদেশবাসীদের কীর্তির কথা ইতিহাসে জানা আছে, কিন্তু মধ্য এশিয়ায় তাদের ফলপ্রসূ ক্রিয়াকলাপের কথা লোকে কম জানে। আর বর্তমানের যে সোভিয়েত তাজিকিস্তান তার শান্তিপূর্ণ গঠনকর্ম শুরু করেছে অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের চেয়ে ছয় বছর পরে, সেখানে যে ওই ফলপ্রসূ ক্রিয়াকলাপের অনেক বেশি ফলন দেখা যাবে, সে তো বলাই বাহুল্য।

১৯৩১ সালে ইব্রাহিম বেগ যখন তার শেষ হামলা চালায় ও ধরা পড়ে, সে সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, — মুখে লীগ অব নেশনসের নাম নিলেও সে যুদ্ধবন্দী কমসোমলীদের নাক কান কেটে নিতে দ্বিধা করে নি। সে সময় ইব্রাহিমের জিগিৎদের কাছে বিলি করা নতুন বিলিতি রাইফেলগুলো দেখার সুযোগ হয় আমার। একেবারে হাল মডেলের রাইফেল, সোজাসুজিই বলি, চমৎকার রাইফেল! আজ তা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী চক্রে তাজিক কমসোমলীরা লক্ষ্যভেদের তালিম নিচ্ছে।

তবে রাজনীতির জ্ঞান ইব্রাহিমের ছিল না। নিজের ইশতেহারগুলোয় সে সোজাসুজি ঘোষণা করে যে বোখারায় আমিরের হুকুমৎ প্রতিষ্ঠা করতে আসছে। এবম্বিধ ভবিষ্যতে ভয় পেয়ে লোকে লাঠি সড়কি নিয়ে আক্রমণ করে ইব্রাহিমকে, যেভাবে আজও তাজিকিস্তানে বনশুয়োর মারতে যায় লোকে। আপনাদের মতো কূটনৈতিক দক্ষতা ইব্রাহিমের ছিল না, লোকটা ছিল শাদামাটা, এশীয় জনোচিত, পিয়াঁজের ওপারে বুদ্ধিমানদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়েও তার বুদ্ধি খোলে নি।

তার যশোহীন জীবনাবসানের রিপোর্ট পড়ে আপনি নিশ্চয় আপনার সহযোগীদের বুদ্ধিবৃত্তির তারিফ করতে পারেন নি, নির্বোধ এক শিষ্যের পেছনে খামোকাই টাকা ও সময় নষ্ট করা হয়। আপনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, আপনার ওপর ব্যাপারটার ভার দিলে নিশ্চয় অন্য পরিণাম হত। এবং মানচিত্রে আপনার অতি পরিচিত জায়গাগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে আপনি নিশ্চয় উচ্চপদস্থ কিছু ব্যক্তির খর্বদৃষ্টির কথা ভেবে আফসোস করেছেন, ভুলের পর ভুল করেছে তারা, যোগ্য স্থানে যোগ্য লোককে লাগাতে পারে নি।

আঠারো সালে যে 'রেগিনা' হোটেলের জানলা দিয়ে তাশখন্দের শাদাটে ধুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে আপনি বাস্তব পরিস্থিতি অনুমান করেছিলেন সেখান থেকে তের বছর পরে আমিও তাই করি। বাস্তব অবস্থা ততদিনে অনেক বদলে গেছে। আপনার অতি সমৃদ্ধ পরিকল্পনাগুলো বাস্তবে কার্যকরী করার সুযোগ পান নি আপনি।

ঘটনাচক্রের এই ত্রুটিটা শুধরে নিয়ে আমি ঠিক করি সে সুযোগ আপনাকে দেব। তাই একটা জাল পাসপোর্ট জোগাড় করলাম আপনার জন্য, ভিসা দিলাম, বিমানে চাপিয়ে আপনাকে টেনে নিয়ে এলাম সোভিয়েত

ইউনিয়নে, ছেড়ে দিলাম বর্তমানের তাজিকিস্তানে। মোটা একটা টাকাও দিলাম আপনাকে, পুরনো পরিচিত দু-এক জনের সঙ্গে যোগাযোগও ঘটালাম, তারপর আপনাকে একা ছেড়ে দিয়ে বসলাম আমার লেখার টেবিলে। কিছুই আপনাকে বোঝাই নি আমি, নিজের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি কিছুই আপনার ওপর চাপাই নি। শুধু বাস্তব ঘটনার খরস্রোতে আপনাকে ঠেলে দিয়ে আমি লক্ষ করতে থাকি আপনাকে, যেভাবে একই সময়ে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি আরো অনেক চরিত্রকে, এবং আপনার প্রতিটি গতিভঙ্গি বিশদে টুকে রাখতে থাকি কাগজে। তুর্কিস্তানে আপনার প্রথম আগমনের সময় যে চমৎকার দক্ষতা আপনি দেখিয়েছিলেন, সেটা মনে রাখি আমি, আমাদের আজকের সোভিয়েতী পরিস্থিতির পরিসীমার মধ্যে সে দক্ষতা খেলাবার পুরো সুযোগ আপনাকে দিই। এ দফায় যদি সে দক্ষতা থেকে ঈপ্সিত ফললাভ না ঘটে থাকে, তার দোষ আমারও নয়, আপনারও নয়; দোষ আমাদের সমাজতান্ত্রিক বাস্তব জীবনের অলঙ্ঘনীয় যুক্তির — তাকে এড়ানো অসম্ভব।

অন্তত আমার ওপর আপনার ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ নেই বলে আমার ধারণা। আমাদের দেশে নির্বিঘ্নে এক বছর থাকার সুযোগ দিয়েছি আপনাকে — বিশ্বের নানা জায়গা থেকে অনেকেই এখন এখানে আসতে আগ্রহী, কিন্তু আপনার পক্ষে তো আসার অন্য কোন পথ ছিল না। মধ্য এশিয়ার আসল অবস্থার বাস্তব পরিচয়লাভের সুযোগ দিয়েছি আপনাকে, সিকিম থেকে নিশ্চয় আপনি ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ভেবেছিলেন। আপনার দ্বিতীয় মিশনের ভরাডুবিটা আপনার সার্বিস রেকর্ডে উঠবে না, কোনো ক্ষতি হবে না আপনার ভবিষ্যতে। কিন্তু যে দেশটাকে আপনি তার মধ্য যুগে জানতেন এবং আপনার চুলে পাক ধরার আগেই যা এ উপন্যাসে বর্ণিত অবস্থায় পৌঁছেছে, সে দেশের প্রকৃত অবস্থা ও জীবন্ত লোকজনের সঙ্গে বাস্তব সংস্পর্শটা হিতকর। সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার যে রোদ তার নিরাময় গুণ আছে প্রচুর। অচল সব মোহ সেরে যায় তাতে, বিশেষ করে সারে বিপজ্জনক রাজনৈতিক দুষ্প্রয়াসের ক্ষতিকর ঝোঁক।

হুজুর মেহেরবানের নিকট আমার আন্তরিক সম্মান জ্ঞাপনান্তে
ব্রুনো ইয়াসেনস্কি

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union